বিশ্বখ্যাত রোমাঞ্চ উপন্যাস

ইন্‌কা গোল্ড

মূল : ক্লাইভ কাসলার

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

সীমাহীন লোভ, রক্ত পিপাসু লড়াই আর প্রেমের অসামান্য কাহিনী ইন্‌কা গোল্ড

পাঁচ শতাব্দি আগে রহস্যময় একদল আদিবাসী নেমেছিলো অজানা কোনো এক দ্বীপে–রেখে গিয়েছিল ইন্‌কা সাম্রাজ্যের সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার। সেই পরিমাণ সম্পদ একজন মিশরীয় ফারাও তাঁর সারাজীবনেও দেখেন নি বলে কথিত আছে। কিন্তু সময়ের আঁচড়ে লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় সে সব।

পেরুর একদল বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করে অভিযাত্রী ডার্ক পিট সূত্র পেলো সেই গুপ্তধনের। আন্দেজ পর্বতমালা থেকে মেক্সিকান মরুর পাতাল নদী– বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ হস্তগত করার জন্যে শুরু হলো সময়ের সাথে পাল্লা দেয়া। ডার্কের সঙ্গী তার দু:সাহসী বাল্যবন্ধু অ্যাল জিওর্দিনো আর রূপসী নারী শ্যানন।

শেষ পর্যন্ত কে পেলো ইন্‌কাদের হারিয়ে হাওয়া গুপ্তধন?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

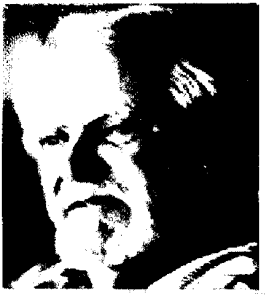

আমেরিকান রোমাঞ্চ উপন্যাসের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, ক্লাইভ কাসলারের জন্মও বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্যাসাডোনিয়া সিটি কলেজে দুই বছর পড়েছিলেন, পরে কোরিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীতে নাম লেখান। বিমান বাহিনীতে তার কাজ ছিল বিমান মেকানিক এবং মিলিটারি এয়ার ট্রান্সপোর্টের ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের। ওখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হতে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞাপনী সংস্থায় পরিচালক হিসেবে কাজ করেন কাসলার। তার প্রযোজিত রেডিও এবং টিভি বিজ্ঞাপন কান্ চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কারসহ আরো বেশ কটি পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৬৫ সাল থেকে লিখালিখি শুরু করেন তিনি, ১৯৭৩-এ আসে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ডার্ক পিট-কে নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে পি.এইচ.ডি অর্জন করেন।

ক্লাইভ কাসলার, আমেরিকার জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা এবং মেরিন এজেন্সি (ন্যাশনাল আন্ডার ওয়ার্টার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে; নুমা'র) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এবং তাঁর দুৎসাহসী সহযোগিরা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ৬০টির মতো দুর্লভ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, প্রথম ডুবে যাওয়া সাবমেরিন, ইউ এস এস হানলি, কনফেডারেট জাহাজ, নেভি বিমান এবং টাইটানিকের বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের উদ্ধার করা জাহাজ, কার্পেথিয়ার ধ্বংসাবশেষ। ধ্রুপদি গাড়ির বিখ্যাত একটা সংগ্রহশালা আছে কাসলারের। ১৪০টিরও বেশি অ্যান্টিক গাড়ির মালিক তিনি। ৪০টিও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর বই, ১২৫ মিলিয়ন পাঠক ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী জুড়ে। তাঁর আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে দ্য মেডিটারিনিয়ান কেইপার, আইসবার্গ, ভিক্সেন ০৩, ট্রেজার, ড্রাগন, সাহারা, ইনকা গোল্ড, ডিপ সিক্স প্রভৃতি।

প্রচ্ছদ আককাস খান

বিশ্বখ্যাত রোমাঞ্চ উপন্যাস

ইন্‌কা গোল্ড

মূল: ক্লাইভ কাসলার
অনুবাদ: মখদুম আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একুশ প্রকাশন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইন্‌কা গোল্ড
মূল ক্লাইভ কাস্‌লার
অনুবাদ মখদুম আহমেদ

দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা ২০১১
প্রথম প্রকাশ ১ আগস্ট ২০১০

প্রকাশক
মিজানুর রহমান
একুশ প্রকাশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা) বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০

স্বত্ব ক্লাইভ কাস্‌লার

প্রচ্ছদ : মাহবুব কামরান

আমেরিকা পরিবেশক মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

অক্ষর বিন্যাস
বর্ণবিন্যাস ঈশিন কম্পিউটার, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

মুদ্রণে হেরা প্রিন্টার্স, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

Enka Gold Main Klaive Kasler Translated by Mokhdum Ahmed Published by Mizanur Rahman Eakush Prokashon 11/1 Islami Tower, 2nd Floor, Banglabazar Dhaka-1100
Price : 350.00 Only.
ISBN 984-70314-0005-5

উৎসর্গ

অনেকের মতো এক সময় আমিও ভাবতাম ডার্ক পিটেরা কেবল কল্পনার জগতে থাকে, বাস্তবে নয়, কিন্তু এই কজন দুঃসাহসী বাঙালী 'ডার্ক পিট' আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে–

স্কোয়াড্রন লিডার মেজর খায়রুল বাশার
লেফটেনেন্ট আল-আমিন
লেফটেনেন্ট তৌহিদ।

প্রিয়বরেষু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্যময় অনুপ্রবেশ

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ।
কোনো এক অজানা সাগরে।
দক্ষিণ দিক থেকে সকালের প্রথম সূর্যের সঙ্গে এল ওরা, রোদ ঝলমলে পানির ওপর মরীচিকার মতো সোনালি দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে। শান্ত নীল আকাশের নিচে সুতি কাপড়ের তৈরি পালগুলো বাতাস না পেয়ে চুপসে আছে। মাথার ওপর নিঃসঙ্গ এক বাজপাখি বারবার গোত্তা খেয়ে নিচে নেমে এসে আবার উঠে যচ্ছে ওপরে, যেন মাঝিদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে নির্জন দ্বীপটার দিকে। ইনল্যান্ড সী-র মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ওটা।

নৌকা বা ভেলা যাই বলা হোক, তৈরি করা হয়েছে নল-খাগড়ার গোছা এক করে বেঁধে, ভাঁজ করে ওপর দিয়ে তোলা হয়েছে দুই প্রান্ত। এরকম ছ'টা গোছার একটা বাণ্ডিল দিয়ে খোল বানানো হয়েছে। খোলের দুই পাশে সারি সারি বাঁশ। উঁচু দুই প্রান্ত সরীসৃপের আকৃতি পেয়েছে। মাথাগুলো কুকুরের, ওগুলোর চোয়াল কাত হয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, যেন চাঁদকে লক্ষ করে ঘেউ ঘেউ করছে।

বহরের সামনের ভেলায় সিংহাসন আকৃতির একটা আসনে বসে রয়েছে ওদের নেতা, বো-র আছে। পরনে নীলকান্ত মণি বসানো সুতির ফতুয়া, তার ওপর উলের কোট, বহুরঙা এমব্রয়ডারি করা। তার মাথায় পালক গোঁজা শিরস্ত্রাণ মুখে মুকোশ রয়েছে, দুটোই সোনার তৈরি। কানের দুল' গলার মোটা হার আর বাজুবন্ধুগুলোও রোদ লাগায় হলুদ দ্যুতি ছড়াচ্ছে। এমনকি তার পায়ের জুতো জোড়াও সোনার তৈরি। দৃশ্যটাকে আরও বিস্ময়কর করে তুলেছে অন্যান্য মাঝিদের পোশাকআশাক ও অলঙ্কার, নেতার মতো তাদের শরীরও সোনা আর মূল্যবান পাথরে মোড়া।

সাগরকে ঘিরে থাকা উর্বরা জমির কিনারায় স্থানীয় আদিবাসীরা এসে জড়ো হয়েছে, ভয় মেশানো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে বিদেশী নৌকার বহর অনুপ্রবেশ করছে তাদের পানিতে। নিজেদের এলাকা বেদখল হয়ে যাচ্ছে দেখেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না। সাধারণ শিকারী তারা, ফাঁদ পেতে খরগোশ আর মাছ ধরে, গাছ থেকে নারকেল পেড়ে খায়

আর মাঝে মধ্যে সামান্য কিছু ফসল ফলায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৈশিষ্ট্য এখনও তাদের সমাজে অটুট রয়েছে,যদিও তাদের পুব আর দক্ষিণ প্রতিবেশীরা নিজেদের জন্যে গড়ে তুলেছে বিশাল আকৃতির সাম্রাজ্য। এই আদিবাসীদের কোনো দেবতা নেই, নেই কোনো মন্দির। পানির ওপর এই মুহূর্তে ক্ষমতা আর সম্পদের প্রদর্শনী চলছে, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তারা। ভেলার বহরটাকে তারা রহস্যময় আত্মাদের জগৎ থেকে আসা বীর দেবতাদের জাদুকরী আবির্ভাব বলে মনে করল।

রহস্যময় আগন্তুকরা তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ভুলেও একবার তাকাল না, এক মনে বৈঠা চালিয়ে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। পবিত্র একটা অভিযানে বেরিয়েছে ওরা, আশপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে যেন কোন খেয়াল নেই।

সোজা দ্বীপটার দিকে যাচ্ছে ওরা। খাড়া একটা পাহাড়, পাথর ঢাকা ঢাল, চূড়াটা সাগরের পানি থেকে ছয়শো ছাপ্পান্ন ফুট উঁচু। পাহাড়টায় কোন মানুষ বাস করে না, ঝোপ-ঝাড় বা গাছপালাও নেই বললেই চলে। মেইনল্যান্ডের আদিবাসীরা মনে করে ওটা একটা মৃত ডাইনী। এরকম মনে করার কারণ হলো, চূড়ার নিচে পাহাড়টার কাঁধ শুয়ে থাকা একটা নারীদেহের মতো দেখতে। সূর্যের আলো অপার্থিব একটা আভা সৃষ্টি করে বলে তাদের ভ্রম বা কুসংস্কার আরও পোক্ত হয়েছে।

নুড়ি ছড়ানো ছোট্ট একটা সৈকতে ভিড়ল ভেলার বহর। সৈকতের মাথায় একটা গিরিখাদের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে সোনা মোড়া মাঝিরা তাদের পাল নামাল। পালগুলোর গায়ে বিকট চেহারার জন্তু-জানোয়ারের ছবি ও বিভিন্ন আকৃতির প্রতীক চিহ্ন আঁকা। এ-সব দেখে আদিবাসীরা আরও যেন ভয় পেয়ে গেল। বিদেশী মাঝিরা নল-খাগড়া দিয়ে তৈরি ঝুড়ি আর সিরামিক জার নামাতে শুরু করল সৈকতে।

সারাদিন ধরে চললো খালাসের কাজ। পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে ওঠল স্তূপগুলো। সন্ধ্যের পর তীর থেকে দ্বীপটা আর দেখা গেল না, অন্ধকারের ভেতর শুধু অস্পষ্ট আলোর রেখা চোখে পড়ল। তবে পরদিন সকালে দেখা গেল ভেলার বহরটা সৈকত ত্যাগ করেনি, কারণ বিশাল স্তূপগুলোও নাড়াচাড়া করা হয়নি।

পাহাড়ি দ্বীপের মাথায় পাথর-শ্রমিকরা প্রচুর শ্রম ঢালল। বিশাল আকৃতির একটা পাথরকে ভেঙে বিশেষ একটা আকৃতি দিতে চেষ্টা করছে ওরা। ব্রোঞ্জের বাটালি ও শাবল ব্যবহার করা হলো, কাজটা শেষ করতে লেগে গেল ছয় দিন ছয় রাত। ধীরে ধীরে পেশীবহুল একটা চিতার আকৃতি ফুটে উঠল, ডানা

BanglaBook.org

বিশিষ্ট, সাপের মুখসহ। কাজটা শেষ হবার পর মনে হলো কিম্ভুতকিমাকার প্রাণীটি যেন পাহাড়ের মাথা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে চাইছে। পাথর কেটে মূর্তিটা তৈরি করার সময় অপর একদল শ্রমিক ঝুড়ি আর জারগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে। সৈকতে সেগুলোর আর কোন চিহ্নই নেই।

তারপর এক সকালে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আদিবাসীরা দেখল কেউ নেই সেখানে। দক্ষিণ থেকে আসা দেবতারা রাতের অন্ধকারে তাদের ভেলা নিয়ে চলে গেছে। আছে শুধু চিতার শরীর নিয়ে সরীসৃপটা, মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে ছোট্ট সাগরের সামনে অসংখ্য পাহাড়গুলোর দিকে।

তীব্র কৌতূহলের কাছে হার মানল ভয়। অন্তর্দেশীয় তীরের প্রধান গ্রাম থেকে চারজন লোক একটা ভেলা নিয়ে দ্বীপটার উদ্দেশে রওনা হলো। নিজেদের তৈরি চোলাই মদ খেয়ে বুকে সাহস পেয়েছে তারা। ছোট্ট সৈকতে ভেলা ভিড়ল, মেইনল্যান্ড থেকে দেখা গেল গিরিখাদের ভেতর ঢুকল চারজনের দলটা। সেদিন ও তার পরদিন বন্ধু আর আত্মীয় স্বজনরা তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু পাহাড়ের ভেতর থেকে লোকগুলো আর বেরিয়ে আসেনি। এমনকি তাদের ভেলাগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এরপর ছোট সাগরের বুকে তুমুল একটা ঝড় উঠল। স্থানীয় আদিবাসীদের মনে ভয় আরও জাঁকিয়ে বসল। আকাশ এতো কালো হয়ে যেতে আগে কখনও দেখেনি তারা, সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর ফুঁসে উঠল সাগর, জ্যান্ত প্রাণীর মত উঠে গেল তীরবর্তী গ্রামগুলোয়, ভেঙে চুরে তছনছ করে দিল সব। আদিবাসীরা বিশ্বাস করল, পাথর কেটে তৈরি চিতা সরীসৃপের মূর্তিটা আকাশ ও অন্ধকারের দেবতাদের ডেকে এনেছে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে। এই দুর্যোগ আর অভিশাপের জন্য দায়ী করল তারা সেই চারজন লোককে, যারা দ্বীপটার পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

তারপর এক সময় শান্ত হলো প্রকৃতি, থেমে গেল ঝড়। আগের মতই সূর্য উঠল, রোদ লেগে ঝলমল করে উঠল সাগর। মাথার ওপর চক্কর দিতে দেখা গেল সী গালদের। জলোচ্ছ্বাস পুব সৈকতে বয়ে এনেছে কি যেন একটা জিনিস, সী-গালরা সেটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। আদিবাসীরা দূর থেকে দেখল সেটা। নড়াচড়া করছে না। কৌতূহলে সামনে বাড়ল তারা। তারপর দেখল, দক্ষিণ থেকে আসা দেবতাদের একজন সে। মারা গেছে। তার পরনে শুধু ফতুয়াটা রয়েছে। সোনার তৈরি মুকুট, মুখোশ, বাজুবন্ধ কিছুই নেই।

অবাক বিস্ময় লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। আদিবাসীদের গায়ের রঙ কালো, চুলের রঙও কালো, লাশটার গায়ের রং ফর্সা, চুলের রঙ সোনালি।

BanglaBook.org

তার চোখে শূন্য দৃষ্টি, রঙটা নীল। আদিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি লম্বাও সে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লাশটা একটা ভেলায় তুলল তারা। অত্যন্ত সাহসী দু'জন লোককে দায়িত্ব দেয়া হলো, লাশটা দ্বীপে রেখে আসতে। সৈকতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি মৃতদেহ নামিয়ে দ্রুত বৈঠা চালিয়ে তীরে ফিরে এল তারা। এই ঘটনা যারা চাক্ষুষ করল তারা মারা যাবার অনেক বছর পরও সৈকতের বালিতে আংশিক সেধিয়ে যাওয়া কঙ্কালটা দেখা গেছে, সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে দ্বীপটা থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে।

আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে। চিতা-সরীসৃপটা আসলে স্বর্ণকেশী বীর দেবতাদের পাহারাদার, দ্বীপের পবিত্রতা বিনষ্টকারী চারজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকে সাহস করে কেউ আর যায়নি দ্বীপটায়।

সোনায় মোড়া স্বর্ণকেশী লোকগুলো কারা ছিল? কোত্থেকে এসেছিলো ওরা? ভেলার বড় একটা বহর নিয়ে কেন তারা অন্তর্দেশীয় সাগরে ঢুকেছিলো, দ্বীপটায় নেমে করেছিলই বা কি? প্রত্যক্ষদর্শীরা তেমন কিছু দেখেনি, কাজেই ঘটনাটার কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। আর তথ্য ও ব্যাখ্যার অভাবে তৈরি হয় মিথ। এরপর একদিন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প গোটা এলাকাটায় ঝাঁকি দিয়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তীরবর্তী গ্রামগুলো। একটানা পাঁচদিন কাঁপতে থাকল গোটা এলাকা, তারপর আবার শান্ত হলো প্রকৃতি। দেখা গেল ভূমিকম্পের ফলে অন্তর্দেশীয় সাগর অদৃশ্য হয়ে গেছে, আগে যেখানে তীর ছিল সেখানে পড়ে আছে শামুকের তৈরি মোটা একটা রেখা। এই ঘটনার পর জন্ম নিল লোক-কাহিনী ও উপকথা। রহস্যময় আগন্তুকরা ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থান করে নিল দেবতা হিসেবে। বংশ পরম্পরায় এই লোককাহিনী পদ্যের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহাবিপর্যয়

পয়লা মার্চ, ১৫৭৮।

পেরুর পশ্চিম উপকূল।

ক্যাপ্টেন জুয়ান ডি অ্যান্টন ধীর প্রকৃতির মানুষ। মুখে নিখুঁতভাবে ছাঁটা দাড়ি, চোখ দুটো সবুজ। স্পাইগ্লাসে চোখ রেখে অদ্ভুত জাহাজটাকে দেখছেন। আজ কয়েক দিন হলো তাঁদেরকে অনুসরণ করছে জাহাজটা। সামান্য বিস্মিত হয়ে ভুরু জোড়া উঁচু করলেন তিনি। ভাবছেন। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ তাঁদেরকে দেখে ফেলেছে ওরা? নাকি পিছু নেয়াটা পূর্ব পরিকল্পিত, অসৎ কোন উদ্দেশ্য আছে?

ক্যালাও ডি লিমা থেকে রওনা হয়ে অভিযানের শেষ পর্বে রয়েছেন তাঁরা, পানামাগামী অন্য কোন ট্রেজার গ্যালিয়ন-এর সঙ্গে দেখা হবে বলে আশা করেননি তিনি। পানামায় পৌঁছে রাজার ধন-সম্পদ এক পাল খচ্চরের পিঠে তোলা হবে, দুই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী যোজক ধরে রওনা হবে ওগুলো, পৌঁছে যাবে আটলান্টিকের কিনারায়, সেখান থেকে আবার জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হবে সেভিল-এ। দেড় লীগ পিছনে রয়েছে জাহাজটা, খোল আর রিগ-এ খানিকটা ফরাসী প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি যদি ক্যারিবিয়ান ট্রেড রুট ধরে স্পেনে যেতেন, অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারতেন। তবে অনুসরণরত জাহাজটার পিছনে প্রকাণ্ড আকারের একটা পতাকা উড়তে দেখে তাঁর সন্দেহ খানিকটা দূর হলো। তাঁর জাহাজেও ওই একই পতাকা উড়ছে- সাদার ওপর লাল ক্রস, ষোলোশো শতাব্দীর স্পেনের পতাকা। তারপরও খানিকটা খুঁতখুঁতে ভাব থেকেই গেল তাঁর মনে।

সেকেন্ড ইন-কমান্ড ও চীফ পাইলটের দিকে ফিরলেন ডি অ্যান্টিন। 'তোমার কি মনে হচ্ছে, লুইস?'

দীর্ঘদেহী লুইস টরেস কাঁধ ঝাঁকাল। 'আকারে ছোট, সোনা-রূপা ভর্তি গ্যালিয়ন হতে পারে না। আমার ধারণা, মদ নিয়ে পানামায় যাচ্ছে, রওয়ানা হয়েছে ভালপারাইসো থেকে।'

'স্পেনের শত্রু হতে পারে, এ-কথা তোমার মনে হচ্ছে না?'

BanglaBook.org

'অসম্ভব! ম্যাগেলান স্ট্রেইট একটা গোলক ধাঁধা, এর ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না শত্রুরা।'

আশ্বস্ত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন ডি অ্যান্টিন। 'ফরাসী বা ইংরেজি হবার ভয় যখন নেই, এসো তাহলে শুভেচ্ছা জানাই ওদের।'

স্টিয়ারসম্যানকে নির্দেশ দিল লুইস টরেস। ওপরের ডেকে বাক্সের মতো দেখতে একটা ঢাকনির নিচে বসে আছে সে, গান ডেকের ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ঠিক রাখছে কোর্স। খাড়া একটা পোল নাড়াচাড়া করল সে, লম্বা শ্যাফটের ভেতরে পিভটে ভর দিয়ে ঘুরলো সেটা। নৃয়েস্টা সিনোরা ডে লা কনসেপশন পোর্ট সাইডে কাত হলো, ঘুরে গিয়ে উল্টো কোর্স ধরে এগোল দক্ষিণ-পশ্চিমে। কনসেপশন হলো প্যাসিফিক আর্মাডা ট্রেজার গ্যালিয়নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। শুধু আকারেই নয়, ডিজাইনেও রাজকীয় একটা ভাব আছে। কোর্স বদলে যেতেই বাতাস লেগে ফুলে উঠল নয়টা পাল, ঢেউয়ের ওপর দিয়ে পাঁচ নট গতিতে টেনে নিয়ে চলল পাঁচশো সত্তর টন বোঝা।

রাজকীয় নকশা, বাঁক ও মোচড়গুলো অলঙ্কৃত, উঁচু স্টার্ন ও ফোক্যাসলে বহুরঙা ছবি আঁকা, তাসত্ত্বেও কনসেপশন অত্যন্ত শক্তিশালী গ্যালিয়ন। তার সময়ে সমুদ্রগামী জলযান হিসেবে সে-ই সেরা। শক্তিশালী নৌবহর আছে এমন যে-কোন দেশের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য রাখে সে। কার্গো হোল্ডে এই মুহূর্তে যে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

স্বাভাবিক চোখে তাকালে ট্রেজার গ্যালিয়নটাকে অস্ত্রে ঠাসা একটা যুদ্ধজাহাজ বলে মনে হবে, তবে ভেতর দিক থেকে দেখলে ধরা পড়ে যাবে ওটা একটা সওদাগরি জাহাজ। গান ডেকে প্রায় পঞ্চাশটা চার পাউন্ড কামান বসানোর জায়গা আছে। তবে স্প্যানিশরা বিশ্বাস করে দক্ষিণ সাগর তাদের বাড়ির পুকুর, তাছাড়া যেহেতু নিজেদের কোন জাহাজ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, তাই কনসেপশনে মাত্র একজোড়া কামান তোলা হয়েছে, যাতে আরও বেশি কার্গো নিতে পারা যায়।

কনসেপশন কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে না ভেবে ছোট একটা টুলে বসে চোখে স্পাইগ্লাস তুললেন ডি অ্যান্টেন, অচেনা জাহাজটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখছেন। সাবধানের মার নেই ভেবে ক্রুদের সতর্ক থাকতে বলা উচিত, এ-কথা তাঁর মনে হলো না। তাঁর জানার কথা নয়, যে জাহাজটাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে কোর্স বদল করেছেন সেটা আসলে গোল্ডেন হাইন্ড। ওটার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস ড্রেককে অপরাজেয় সীগড বলা হয়। এই মুহূর্তে তিনি তাঁর কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে তাকিয়ে আছেন ডি অ্যান্টনের দিকে, চোখে একটা দূরবীন।

BanglaBook.org

'দারুণ বিবেচক বলতে হবে লোকটাকে, ঘুরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে,' বিড়বিড় করলেন ড্রেক। ছোট আকৃতির চকচকে উজ্জ্বল চোখ তাঁর, মাথায় গাঢ় লাল কোঁকড়ানো চুল। দাড়িতে সামান্য পাক ধরেছে। গোঁফ জোড়া সরু আর লম্বা।

'দু'সপ্তা পিছু নিয়েছি, এছাড়া তার করারই বা কি আছে,' জবাব দিলেন টমাস কাটহিল, গোল্ডেন হাইন্ডের সেইলিং মাস্টার।

'তা ঠিক, তবে কনসেপশন পিছু নেয়ার মতোই একটা পুরস্কার বটে।'

গোল্ডেন হাইন্ডের আগের নাম ছিল পেলিকান। এই প্রথম একটা ইংলিশ জলযান প্যাসিফিকে অভিযানে বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো স্প্যানিশ জাহাজ লুঠ করেছেন ড্রেক, সোনা আর রূপায় ভর্তি হয়ে আছে কার্গো হোল্ড, আরও আছে ছোট একটা চেস্ট ভর্তি মূল্যবান রত্ন, বিপুল লিনেন ও সিল্ক। এই মুহূর্তে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে গোল্ডেন হাইন্ড কনসেপশনের দিকে, যেন শিকারী কুকুর ধাওয়া করছে একটা শিয়ালকে। একশো দুই ফুট লম্বা অত্যন্ত মজবুত জাহাজ গোল্ডেন হাইন্ড, ধারণ ক্ষমতা একশো চল্লিশ টন। তার খোল আর মাস্তুল নতুন বলা যাবে না, তবে প্লিমাউথ-এ প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ সারার পর পঁয়ত্রিশ মাসে চৌত্রিশ হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে।

'আপনি কি চান স্প্যানিশ শিয়ালটাকে সরাসরি একটা ঝাঁকি দেব?' জিজ্ঞেস করলেন কাটহিল।

লম্বা টেলিস্কোপটা চোখ থেকে নামালেন ড্রেক। মাথা নেড়ে হাসলেন তিনি। সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করব কেন? পাল নামাও, ভদ্রলোকের মত অভ্যর্থনা জানাও ওদের।'

কমান্ডারের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন কাটহিল। 'কিন্তু ওরা যদি যুদ্ধ শুরু করে?'

'কেন যুদ্ধ শুরু করবে? আমরা কে সে-সম্পর্কে ওটার ক্যাপ্টেনের কোন ধারণাই নেই।

'আকারে ওটা আমাদের দ্বিগুণ।'

'ক্যালাও ডি লিমার যে নাবিককে আমরা বন্দী করেছি তার ভাষ্য হলো, কনসেপশনে কামান আছে মাত্র দুটো। আর আমাদের কাছে আঠারোটা।'

'স্প্যানিয়ার্ডস!' একদলা থুথু ফেললেন কাটহিল। 'আইরিশদের মতোই মিথ্যেবাদী ওরা।'

কনসেপশনের দিকে একটা হাত তুলে ড্রেক বললেন, 'স্প্যানিশ জাহাজের ক্যাপ্টেনরা যুদ্ধ করার চেয়ে পালাতে বেশি পছন্দ করে।'

BanglaBook.org

'তাহলে কামান দেগে আত্মসমর্পণ করালেই হয়।'

'বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কার্গোসহ ডুবে যেতে পারে ওটা।'

কাটহিলের কাঁধ চাপড়ালেন ড্রেক। 'ভয় পাবার কিছু নেই, টমাস। দেখো না কি ঘটে। ভেবেছ আমি জানি না ইংলিশ ক্রুরা যুদ্ধ করার জন্যে কেমন অস্থির হয়ে আছে?'

বিকেল তিনটের দিকে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে সমান্তরাল কোর্স ধরল আবার কনসেপশন, গোল্ডেন হাইন্ডের পোর্ট কোয়ার্টারে চলে এল। মই বেয়ে জাহাজের ফোক্যাসলে উঠল টরেস, পানির ওপর দিয়ে তার চিৎকার ভেসে এল। 'আপনাদের এটা কি জাহাজ?'

নুমা ডি সিলভা একজন পর্তুগীজ পাইলট। ব্রাজিলের কাছাকাছি তার জাহাজ দখল করে নেয়ার পর ড্রেক তাকে বন্দী করেছেন। সে-ই স্প্যানিশ ভাষার জবাব দিল, 'ভালপারাইসো থেকে মান পেড্রো ডি পাউলা।' এই নামের একটা জাহাজ তিন সপ্তা আগে দখল করেছেন ড্রেক।

স্প্যানিশ নাবিকদের কাপড় পরা কয়েকজন লোক ছাড়া বাকি সবাইকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেকের নিচে। লুকিয়ে থাকলেও সবাই তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। সবার পরনে বর্ম, হাতে গাদা বন্দুক অথবা পিস্তল, খঞ্জর কুণ্ডলী পড়ে আছে সারি সারি, রশির প্রান্তে গ্র্যাপলিং হুক লাগানো। মাস্তুলের আড়ালে তীর-ধনুক নিয়ে লুকিয়ে আছে তীরন্দাজরা। মেইনসেইল গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, তীরন্দাজরা যাতে বিনা বাধায় টার্গেট দেখতে পায়। ইংরেজরা সংখ্যায় মাত্র আটাশি, আর স্প্যানিশরা প্রায় দু'শে, তবু ড্রেক উদ্বিগ্ন নন। শত্রুর সংখ্যাধিক্যকে এই শেষ বা প্রথম তিনি অগ্রাহ্য করছেন না। স্প্যানিশ আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংলিশ চ্যানেলে তাঁর বিখ্যাত লড়াই এখনও সংঘটিত হয়নি।

নিরীহ দর্শন বার্ণিজ্য-পোতের ডেকে অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা ডি অ্যান্টনের চোখে ধরা পড়ল না। কনসেপশনের প্রতি সন্দেহজনক কোন কৌতূহল না দেখিয়ে ক্রুরা যে-যার কাজে চলে যাচ্ছে বা যাবে বলে মনে হলো। কোয়ার্টার ডেকের রেইলিং থেকে ঝুঁকি ডি অ্যান্টনকে স্যালুট করলেন ক্যাপ্টেন।

দুটো জাহাজের মাঝখানে এখন নব্বই ফুটের মতো ব্যবধান। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ড্রেক। গান ডেকে লুকিয়ে থাকা তার একজন যোদ্ধা গাদা বন্দুক ফায়ার করল। কনসেপশনের স্টিয়ারসম্যান গুলি খেলো বুকে। একই সঙ্গে তীরন্দাজরাও আক্রমণ শুরু করেছে। পাল নিয়ে ব্যস্ত স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের টার্গেট। নিজের হেলসম্যানকে ড্রেক নির্দেশ দিলেন, কনসেপশনের গায়ে ঠেকাও গোল্ডেন হাইন্ডকে।

BanglaBook.org

দুটো জাহাজ এক হতে গর্জে উঠলেন তিনি, 'প্রিয় বৎসগণ, মহীয়সী রানী আর ইংল্যান্ডের নামে দখল করো ওটাকে।'

রেইলিঙের ওপর দিয়ে ছুটল গ্র্যাপলিং হুক, আটকে গেল কনসেপশনের রেইলিং আর রিগিং-এ, দুটো জাহাজকে এক করে বেঁধে ফেলা হলো। হুড়মুড় করে গ্যালিয়নের ডেকে গিয়ে পড়ল ড্রেকের ক্রুরা, প্রত্যেকে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। ড্রেকের ব্যান্ডসম্যানরা ড্রাম পিটিয়ে পরিবেশটাকে আরও ভীতিকর করে তুলল। তীর আর গুলি ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে স্প্যানিশ ক্রুদের, বিস্ময়ের আঘাতে এখনও তারা পঙ্গু।

শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। গ্যালিয়নের তিন ভাগের এক ভাগ ক্রু পাল্টা কোন হামলা না করেই মারা পড়ল বা আহত হলো। বাকি সবাই ডেকে হাঁটু গেড়ে হাত উপরে তুলল ক্ষমা পাবার আশায়। তাদেরকে খেদিয়ে ডেকের নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল ড্রেকের ক্রুরা। এক ছুটে ক্যাপ্টেন ডি অ্যান্টেনের সামনে চলে এলেন ড্রেক, হাতে পিস্তল। 'ইংল্যান্ডের হার ম্যাজেস্টি কুইন এলিজাবেথের প্রতিনিধি আমি, আত্মসমর্পণ করুণ!' শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর গর্জন।

দিশেহারা ও হতভম্ব ডি অ্যান্টেন পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম,' পাল্টা উচ্চারণ করলেন তিনি। 'আমার ক্রুদের ওপর দয়া করুন।'

'নৃশংসতা আমার পছন্দ নয়,' তাঁকে জানালেন ড্রেক।

গ্যালিয়ন দখল করে নিল ইংরেজরা। লাশগুলো জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া হলো। বাকি ক্রুদের আটকে রাখা হলো একটা হোল্ডে। ক্যাপ্টেন ডি অ্যান্টন আর তাঁর অফিসারদের পথ দেখিয়ে গোল্ডেন হাইন্ডে আনা হলো। বন্দীদের সঙ্গে সব সময় ভদ্র ব্যবহার করেন ড্রেক, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ডি অ্যান্টনকে নিয়ে পুরো গোল্ডেন হাইন্ড একবার ঘুরে এলেন তিনি। তারপর বন্দী ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের নিয়ে ডিনারে বসলেন। রূপার তৈজসপত্রে সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে থাকল স্প্যানিশ ওয়াইন। মিউজিশিয়ানারা যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশন করল।

ইতিমধ্যে ড্রেকের ক্রুরা পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিয়েছে জাহাজ দুটোকে। পরদিন সকালে পাল নামানো হলো। পরবর্তী চারদিন ধরে কনসেপশনের কার্গো হোল্ড থেকে বিপুল ধন-সম্পদ তুলে আনা হলো গোল্ডেন হাইন্ডে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— তেরোটা চেস্ট ভর্তি রাজকীয় সিলভার প্লেট আর মুদ্রা, আশি পাউন্ড সোনা, ছাব্বিশ টন রূপার বাট, কয়েকশো বাক্স মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন, বেশিরভাগই পান্না। আরও পাওয়া গেল বিপুল খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ করে চিনি আর ফলমূল।

BanglaBook.org

আরও পাওয়া গেল পুরো একটা হোল্ড ভর্তি মূল্যবান ইনকা হস্তশিল্প। এগুলো পাঠানো হচ্ছিল মাদ্রিদে, হিজ ক্যাথলিক ম্যাজেস্টি, দ্বিতীয় ফিলিপ, স্পেনের রাজার কাছে। অবাক বিস্ময়ে প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো পরীক্ষা করলেন ড্রেক। হোল্ডের একটা অংশ ডেক থেকে সিলিং পর্যন্ত এমব্রয়ডারি করা আন্দিয়ান বস্ত্রে ভরাট হয়ে আছে। শত শত কাঠের বাক্স, কোনটায় সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা পাথর অথবা সিরামিক মূর্তি, কোনটায় জেড পাথরের ভাস্কর্য, নীলকান্তমণি ও শামুক দিয়ে বানানো মোজাইক। এসবই আন্দিয়ান পবিত্র মন্দির থেকে লুঠ করা, যে সভ্যতা গ্রাস করেছিলেন ফ্রান্সিসকো পিজারো, তারপর স্বর্ণলোভী ঝাঁক ঝাঁক অভিযাত্রী তছনছ করে ফেলেছিল। ড্রেকের ধারণা ছিল না এরকম অমূল্য শিল্পকর্মের অস্তিত্ব আছে। নেড়েচেড়ে দেখার সময় তাঁর কৌতূহল জাগিয়ে তুলল ছোট একটা জিনিস। সাধারণ একটা জেড পাথরের বাক্স, ঢাকনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের খুদে একটা মুখোশ। ঢাকনিটা এমন নিখুঁতভাবে বসানো, ভেতরটা প্রায় এয়ারটাইট-ই বলা যায়। ভেতরে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অনেকগুলো কর্ড রয়েছে, একেকটার রঙ একেক রকম, কোনটা সরু আবার কোনটা মোটা, সব মিলিয়ে একশোর ওপর গিঁট দেয়া।

বাক্স নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় ওটার পিছনে ব্যয় করলেন ড্রেক। কর্ডগুলো সাজানো পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল বলে মনে হলো। মোটা কর্ডের সঙ্গে জোড়া লাগানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত সরু কর্ড, একই রঙের দুটো কর্ড কোথাও জোড়া লাগানো হয়নি, প্রতিটি কর্ডে খানিক দূর পরপর গিঁট দেয়া হয়েছে। ড্রেক শুধু প্রতিভাবান নেভিগেটর নন, সৌখিন শিল্পীও বটে, তাঁর ধারণা হলো জিনিসটা হয় কোনো গাণিতিক ইন্সট্রুমেন্ট, নয়তো দিন-তারিখের হিসাব রাখার কোনো পদ্ধতি অর্থাৎ ক্যালেন্ডার। বিভিন্ন রঙ আর গিঁটের অবশ্যই অর্থ আছে, কিন্তু কি অর্থ তা বোঝা যাচ্ছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাক্সটা লিনেনে জড়িয়ে রাখলেন তিনি। তারপর কাটহিলকে ডাকলেন।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে কাটহিল হাসিমুখে ঘোষণা করলেন, 'কার্গো নামিয়ে নেয়ার কনসেপশন পানির অনেক ওপরে ভাসছে।'

'তুমি শিল্পকর্মগুলোয় হাত দাওনি তো?'

'আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলো গ্যালিয়নের হোল্ডেই আছে।'

জানালার সামনে চলে এসে কনসেপশনের দিকে তাকালেন ড্রেক। 'আট ট্রেজার রাজা ফিলিপের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। ভাল হয় ওগুলো ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে রানীকে উপহার দিলে।'

BanglaBook.org

'হাইন্ডে আর কোনো জায়গা নেই,' আপত্তি তুললেন কাটহিল। 'আর মাত্র পাঁচ টন কার্গোও যদি তোলা হয়, সাগর আমাদের লোয়ার গানপোর্টে উঠে আসবে। স্ট্রেইটের যা অবস্থা, নির্ঘাৎ ডুবে যাব।'

'স্ট্রেইটে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার,' বললেন ড্রেক। 'উত্তরে যাব, উত্তর-পশ্চিম মুখী একটা প্যাসেজ খুঁজে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরতে চাই। তা যদি সম্ভব না হয়, ম্যাগেলানকে পাশ কাটিয়ে আফ্রিকা ঘুরে ইংল্যান্ডে ফিরবো।'

'হাইন্ড কোনো দিনই ইংল্যান্ডের মুখ দেখতে পাবে না, তার কার্গো হোল্ড যদি এরকম ভরাট থাকে।'

'ইকুয়াডরের কাছে কোন অ্যাইল্যান্ডে সমস্ত রূপো নামিয়ে রেখে যাব, উদ্ধার করা হবে পরবর্তী কোন এক অভিযানে। শিল্পকর্মগুলো কনসেপশনেরই থাকবে।'

'তাহলে ওগুলো রানীকে উপহার দেয়ার কি হবে?

'এভাবেও সম্ভব,' কাটহিলকে আশ্বস্ত করলেন ড্রেক। 'হাইন্ড থেকে দশজন লোক নেবে তুমি, টমাস। গ্যালিয়ন নিয়ে প্লিমাউথ-এ চলে যাবে।'

নিজের অসহায়ত্ব বোঝাবার জন্যে হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরলেন কাটহিল। 'ওই আকারের একটা জাহাজ মাত্র দশজন লোককে দিয়ে চালানো সম্ভব নয়, বিশেষ করে উন্মত্ত সাগরে।'

ওঅর্কটেবিলে ফিরে এসে একটা চার্টে আঙুল রাখলেন ড্রেক, এটা ডি অ্যান্টনের কেবিন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। 'এখান থেকে খানিক উত্তর উপকূলে ছোট্ট একটা বে আছে, ওদিকে স্প্যানিয়ার্ডদের' না থাকারই কথা। ওখানে পৌঁছে স্প্যানিশ অফিসার আর আহত লোকদের নামিয়ে দেবে তুমি। বাকি বিশজন সুস্থ নাবিককে জাহাজ চালাবার কাজে লাগাবে। যথেষ্ট অস্ত্র থাকবে তোমার সঙ্গে, কাজেই জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ওরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

কাটহিল বুঝলেন, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন তিনি। ঠিক আছে, আপনি যা বলেন।'

ড্রেকের চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। 'এই অভিযান একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব, টমাস। আমি নিশ্চিত, তোমার উপহার দেখে কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে রানীর চোখ।'

'আমি বরং আপনার জন্যে অপেক্ষা করব, ক্যাপ্টেন।'

'হাইন্ড যখন বাড়ি ফিরবে, ডকসাইটে তোমাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি।'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে রওনা হবার আগে কাটহিলকে জেড-বাক্সটা দিয়ে ড্রেক বললেন, ওটা যেন তিনি নিজের হাতে রানীকে উপহার দেন। ক্যাপ্টেনের কেবিনে, একটা কেবিনেটের ভেতর তালা দিয়ে রাখলেন সেটা কাটহিল। কনসেপশনকে নিয়ে পুব দিকে রওনা হলেন তিনি, পরদিন সন্ধ্যায় স্প্যানিশ চার্টে পাওয়া বে-তে ঢুকে নোঙর ফেললেন।

সকাল হতে রোদ ঝলমলে আন্দেজ দেখা গেল। বে-র চারদিকে স্থানীয় লোকদের বেশ বড় একটা গ্রাম রয়েছে, লোক সংখ্যা এক হাজারের কম হবে না। সময় নষ্ট না করে কাটহিল তাঁর লোকদের নির্দেশ দিলেন, 'স্প্যানিশ অফিসার ও আহত লোকজনকে তীরে পাঠাও। বাকি সুস্থ-সমর্থ বিশজনকে প্রস্তাব দেয়া হলো, দ্বিগুণ বেতন পাবে তারা, ইংল্যান্ডে পৌঁছুবার পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে, বিনিময়ে আন্তরিকভাবে গ্যালিয়ন চালাবার কাজে সাহায্য করতে হবে। খুশি মনেই রাজি হলো তারা।

দুপুরবেলা গান ডেকে দাঁড়িয়ে ল্যান্ডিং অপারেশন চাক্ষুষ করছিলেন কাটহিল, এই সময় কাঁপতে শুরু করল জাহাজ, যেন অদৃশ্য কোন অতিকায় হাত ওটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। হাতের কাজ ফেলে সবাই পতাকার দিকে তাকাল। কিন্তু পতাকার শেষ প্রান্ত শুধু সামান্য নড়াচড়া করছে অল্প বাতাসে। তারপর প্রতি জোড়া চোখের দৃষ্টি ছুটে গেলো তীরের দিকে। ধুলোর বিশাল এক মেঘ আন্দেজ পবর্তমালার গোড়া থেকে আকাশে উঠছে, ছুটে আসছে সাগরের দিকে। মাটি কাঁপছে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতের মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুরু হলো। নাবিকরা হতভম্ব হয়ে দেখলো গ্রামটার পুব দিকের পাহাড় আকাশের আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে, তারপর মন্থর বেগে ভেঙে পড়তে শুরু করলো।

ধুলোর মেঘ গ্রাস করল গ্রামটাকে। বজ্রপাতের মত শব্দের সঙ্গে ভেসে এল আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিৎকার। প্রটেস্ট্যান্ট ইংরেজ আর ক্যাথলিক স্প্যানিয়ার্ডরা ডেকে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজের ওপর দিয়ে সাগরে ছড়িয়ে পড়লো ধুলোর মেঘ। গ্রামটার দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সবার চোখ। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব, ঘর-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানা যাবে, গ্রামবাসীদের শতকরা পঞ্চাশজনও বাঁচেনি। ইতিমধ্যে যে-সব স্প্যানিয়ার্ড তীরে পৌঁছেছে তারা তো বটেই, তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের অনেকেও, চিৎকার-চেঁচামেচি করে সাহায্য চাইছে। কিন্তু কাটহিল তাদের সে আবেদনে সাড়া দিলেন না, নাবিকদের নির্দেশ দিলেন, 'নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়ো।' কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই শুরু হলো দ্বিতীয় দফা ভূমিকম্প। প্রকৃতি এবার আরও প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জে উঠল। চারদিক এমন প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করলো যেন কোনো দৈত্য বিশাল একটা কার্পেট ধরে ঝাঁকাচ্ছে। এবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল সাগর, উন্মোচিত হয়ে পড়লো সাগরের মেঝে। কনসেপশনের নিচে পানি নেই, চারপাশের পাথর আর প্রবালের ওপর হাঙর, স্কুইড, বিভিন্ন প্রজাতির রঙ-বেরঙের অসংখ্য মাছ মৃত্যু যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে।

অবিরত কাঁপুনির ফলে সাগরের মেঝেতে ফাটল সৃষ্টি হলো, তারপর সাগরতলের বিশাল একটা অংশ ধসে পড়ল, তৈরি হলো প্রকাণ্ড একটা ডিপ্রেশন। এবার সাগরের উন্মত্ত হবার পালা। প্রকাণ্ড গর্তটা ভরাট করার জন্যে চারদিকে থেকে ছুটে এল বিপুল জলরাশি। অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে এল অসংখ্য স্রোত, কয়েকশো মিলিয়ন টন পানি ক্রমশ উঁচু আরও উঁচু হতে শুরু করলো, এক পর্যায়ে পানির সেই চূড়া একশো ষাট ফুট উচ্চতায় পৌঁছে গেল– প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত লীলাখেলা, পরে যার নামকরণ করা হয় সুনামি।

অসহায় মানুষরা যে নিরেট কিছু ধরে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করবে তারও সময় পাওয়া গেল না। ভয়াবহ দৃশ্যটা পঙ্গু করে ফেলেছে সবাইকে। একা শুধু কাটহিল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে টিলারের ওপর ডেকের নিচে ছুটে এলেন, তারপর কাঠের লম্বা শ্যাফটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললেন নিজেকে।

জলরাশির নিরেট পাঁচিল আঘাত করল কনসেপশনের বো-তে। পানির আলোড়িত চূড়ায় উঠে গেল জাহাজ, খাড়াভাবে। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল জলরাশির ভেতরে।

জলরাশির চূড়া অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলেছে তীরের দিকে। কনসেপশনের খোলা ডেক থেকে নাবিকরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। গ্রামে যারা বেঁচে ছিল জলোচ্ছাসের আকস্মিক তোড়ে তারাও এবার মারা পড়ল। পানির নিচে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ার অবস্থা হলো কাটহিলের, ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। তারপর এক সময় পানি থেকে বেরিয়ে এল কনসেপশন। এরপর তীব্রগতি জলরাশির সঙ্গে কতক্ষণ ধরে ছুটল জাহাজ, বলতে পারবেন না কাটহিল। জাহাজের চারপাশে প্রাচীন ইনকাদের (কয়েকশো বছর আগে মৃত) মমি ভেসে থাকতে দেখলেন তিনি। বহু যুগ আগে হারিয়ে যাওয়া সমাধি থেকে উঠে এসেছে। প্রাচীন লাশ হওয়া সত্ত্বেও দেখে মনে হলো একদম তাজা।

জলরাশির সঙ্গে নাচতে নাচতে ছুটছে গ্যালিয়ন, ইতিমধ্যে তার মাস্তুলগুলো ভেঙে গেছে, ডেক থেকে অদৃশ্য হয়েছে কামান দুটো। গোটা

BanglaBook.org

জাহাজে বেঁচে আছেন একমাত্র কাটহিল। তীর থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিল উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস, ছত্রিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গাছপালা যা পেয়েছে সব মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। স্রোতের মুখে রয়েছে বিশাল আকারের অসংখ্য বোল্ডার। তারপর এক সময় আন্দেজের ঢালে এসে বাধা পেল, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ল প্রবল স্রোত। আরও খানিক পরে ফিরে যেতে শুরু করল পানি।

কাটহিল অনুভব করলেন গ্যালিয়ন স্থির হয়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাস ফিরে আসবে, এই ভয়ে আরও এক ঘন্টা টিলার ছেড়ে নড়লেন না তিনি। তারপর এক সময় কোয়ার্টার ডেকের ওপরে উঠে এলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটা জঙ্গলের ভেতর, মাটিতে শুয়ে থাকা গাছপালার ওপর সিধে অবস্থায় রয়েছে কনসেপশন। কাছাকাছি পানির দূরত্ব তিন লীগ হবে বলে ধারণা করলেন তিনি। দূরে তাকিয়ে দেখলেন গ্রামটা অদৃশ্য হয়ে গেছে,আছে শুধু বালিময় চওড়া একটা সৈকত। সমতল জঙ্গলের এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ ও পশুর লাশ। বিশ্বাস করা কঠিন যে একমাত্র তিনিই বেঁচে আছেন, তবে চারদিকে কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তিনি, তারপর পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। ইংল্যান্ড থেকে চৌদ্দ হাজার নটিক্যাল মাইল দূরে রয়েছেন তিনি, রয়েছে স্প্যানিয়ার্ডদের নিয়ন্ত্রিত একটা এলাকায়। ঘৃণিত একজন ইংরেজ জলদস্যুকে হাতে পেলে নৃশংসভাবে খুন করবে তারা। নৌ-পথে দেশে ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই। সিদ্ধান্ত নিলেন আন্দেজ পেরিয়ে পুব দিকে যাবেন তিনি। ভাগ্য ভাল হলে পর্তুগীজ জাহাজ লুঠ করছে এমন কোন ইংরেজ অভিযাত্রীর চোখে পড়ে যেতে পারেন।

পরদিন সকালে গ্যালিয়নের গ্যালি থেকে পানি, বেডি, দুটো পিস্তল, এক পাউন্ড গানপাউডার, গুলি, তামাক, ছুরি ও একটা স্প্যানিশ বাইবেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাটহিল। প্রাকৃতিক যে বিপর্যয় ঘটে গেছে তার জন্যে তিনি ইনকা দেবতাদের দায়ী করলেন। দেবতাদের পবিত্র সম্পদ আবার সেই দেবতারাই ফিরে পেলেন। ইচ্ছে করেই ইনকাদের শিল্পকর্মে হাত দিলেন না তিনি। অ্যান্টিক জেড-বক্সটার কথা তাঁর মনে পড়ল, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কেবিনেট থেকে সেটা নিলেন না।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬জুন, বিজয়ীর বেশে গোল্ডেন হাইন্ড নিয়ে প্লিমাউথে ফিরে এলেন ড্রেক। কিন্তু ফিরে এসে কাটহিল বা কনসেপশনের কোন খবর পেলেন না। তাঁর পৃষ্টপোষকরা বিনিয়োগের চার হাজার সাতশো গুণ লভ্যাংশ পেল, আর রানী যে উপহার পেলেন তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বড় ধরনের

BanglaBook.org

অবদান রাখল। বিরাট এক অনুষ্ঠানে ড্রেককে নাইট খেতাবে ভূষিত করলেন কুইন এলিজাবেথ।

স্যার ফ্রান্সি ড্রেক আরও ষোলো বছর সমুদ্র-অভিযানে ব্যস্ত থেকেছেন। প্লিমাউথের মেয়র হয়েছিলেন তিনি, তারপর পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৫৮৮ সালে তিনি স্প্যানিশ আর্মাডার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন। ১৫৯৬ সালে স্প্যানিশ মেই-এ মারা যান তিনি, ডিসেনট্রিতে আক্রান্ত হয়ে। সীসার একটা কফিনে ভরে পানামার কাছাকাছি সাগরে নামিয়ে দেয়া হয় তাঁকে। মারা যাবার আগে এমন একটা দিনও পেরোয়নি যেদিন কনসেপশন ও রহস্যময় জেড-বক্স বা গিঁটবহুল কর্ডগুলোর কথা ভাবেননি তিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম পর্ব

হাড় এবং কাঁটা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১.

১০ অক্টোবর, ১৯৯৮।
পেরুর আন্দেজ পর্বতমালা।

গভীর কুয়ার নরম তলায় পড়ে আছে কঙ্কালটা, ঠাণ্ডা নিষ্পলক অক্ষিকোটর তরল অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে একশো বিশ ফুট দূরে সারফেস-এর দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট একটা সাপ পাঁজরের খাঁচা থেকে কুৎসিত মাথা বের করল। রোমহর্ষক, নিঃশব্দ হাসি লেগে রয়েছে লাশের উন্মুক্ত দাঁতে। একটা হাত খাড়া,কনুইটা কাদায় গাঁথা। হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো যেন অশুভ কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

কুয়ার তলা থেকে সারফেস পর্যন্ত পানির রঙ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেছে-নিচের দিকে খয়েরি-কালচে, ওপর দিকে সবুজাত। কুয়াটা গোল, বৃত্তের এক বিন্দু থেকে উল্টোদিকের অপর বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব আটানব্বই ফুট। খাড়া পাঁচিল উনপঞ্চাশ ফুট নেমে এসে পানি ছুঁয়েছে। একবার কেউ এই কুয়ার ভেতর নামলে উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই যদি না ওপর থেকে কেউ সাহায্য করে।

এটা একটা গভীর লাইমস্টোন সিঙ্ক-হোল, এটাকে ঘিরে ভীতিকর এমন কিছু একটা আছে যে বন্য প্রাণীরাও ধারে কাছে ঘেঁষে না। প্রাচীন যুগে খরা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে নরবলি দেয়া হতো এখানে, কুয়ার গাঢ় পানিতে জ্যান্ত ছুঁড়ে ফেলা হতো এমনকি নারী ও শিশুদেরও। লোকমুখে শোনা যায়, জায়গাটা শয়তানের আস্তানা, ব্যাখ্যার অতীত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে এখানে। দুষ্ট দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এই কুয়ায় নাকি দুর্লভ পুরাকীর্তি, হস্তশিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, জেড পাথরের মূর্তি, সোনার অলঙ্কার, মূল্যবান রত্ন ইত্যাদি ফেলা হত। ১৯৬৪ সালে দু'জন ডাইভার সিঙ্ক-হোলে নেমেছিল, কিন্তু ফিরে আসেনি। তাদের লাশ উদ্ধারেরও কোন চেষ্টা করা হয়নি।

কুয়াটার আদি ইতিহাস শুরু হয় ক্যামব্রিয়ান যুগে, এই এলাকা যখন প্রাচীন একটা সাগরের অংশ ছিল। পরবর্তী হাজার হাজার প্রজন্ম ধরে সেলফিশ ও প্রবাল জন্মেছে ও মারা গেছে, তাদের মৃতদেহ থেকে তৈরি হয়

BanglaBook.org

লাইমস্টোন ও ডলামাইট-এর স্তর, দুই কিলোমিটার পুরু। তারপর, পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে, জমিনের প্রবল এক উত্থানে বর্তমানের উচ্ছতায় পৌঁছে যায় আন্দেজ পর্বতমালা। পাহাড় থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি পাতালে বিশাল এক ওয়াটার টেবিল তৈরি করে, ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে লাইমস্টোন। জমে থাকা পানি লাইমস্টোন খসাতে খসাতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করে। এক সময় জমিনের সারফেস ধ্বসে যায়, ফলে সৃষ্টি হয় সিঙ্কহোল।

পবিত্র কুয়টাকে ঘিরে পরস্পরবিরোধী ও অমিমাংসিত অনেক রহস্য রয়েছে। এতদিন পর আর্কিওলজিস্টরা জড়ো হয়েছে ওটার কাছে, পানির গভীরে ডাইভ দিয়ে মূল্যবান শিল্পকর্ম উদ্ধার করবে তারা। প্রাচীন এই নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল এক শহরের কাছাকাছি পেরুভিয়ান আন্দেজের উঁচু রিজ-এর নিচে পশ্চিম ঢালে পাওয়া গেছে। কাছাকাছি পাথুরে কাঠামোগুলো এককালে ছিল বিশাল এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটা শহর, সেই সাম্রাজ্যের নাম ছিল চাচাপয়ান। ১৪৮০ সালের দিকে বিখ্যাত এইনকা সম্রাট এই সাম্রাজ্য দখল করে নেন।

চাচাপয়ান সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল প্রায় আড়াইশো বর্গমাইল। প্রাচীন সেই সাম্রাজ্যের ফার্ম, মন্দির, দুর্গ ইত্যাদি বেশিরভাগই ঘন বন ঢাকা পাহাড়ী এলাকায় অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বিশাল এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয়া,অথচ বর্তমান যুগের মানুষ সে-সম্পর্কে অল্পই জানতে পেরেছে। চাচাপয়ান শাসক বা সাম্রাজ্যের বয়স্ক অভিভাবক, আর্কিটেক্ট, ধর্মীয় শিক্ষক, যোদ্ধা, কিংবা সাধারণ মানুষ তাদের জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ সম্পর্কে কোন নথি-পত্র বা রেকর্ড রেখে যায়নি। তাদের সম্পর্কে বা তাদের সভ্যতা সম্পর্কে জানার দায়িত্ব এখন বর্তেছে আধুনিক যুগের আর্কিলওজিস্টদের ওপর।

ড. শ্যানন কেলসি খুবই সুন্দরী, তাকে দেখে বিজ্ঞানী বা আর্কিওলজিস্ট বলে মনেই হয় না। মধ্যত্রিশে বয়স, দশ বছর ধরে চাচাপয়ান কালচার নিয়ে গভেষণা করছে সে। এর আগে পাঁচটা অভিযানে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ আর্কিওলজিক্যাল সাইট সার্ভে করেছে, ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করে এলাকার প্রাচীন শহরগুলোর অনেক বিল্ডিং আর মন্দির আবিষ্কার করেছে। প্রাচীন সভ্যতার রহস্য উন্মোচনে তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার সুযোগ পায় আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের বদান্যতায়, এই অভিযানের সমস্ত খরচ তারাই বহন করছে।

'পানির নিচে যদি কিছু দেখা না যায় তাহলে ভিডিও ক্যামেরা বয়ে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না,' মিলেস রজার্স বলল। গোটা প্রজেক্টের ছবি তোলার দায়িত্বে রয়েছে সে।

BanglaBook.org

'সেক্ষেত্রে স্টিল ফটো তুলুন,' জোর দিয়ে বলল শ্যানন। 'আমি চাই প্রতিটি ডাইভের ছবি তোলা হোক।'

ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফিতে একজন প্রফেশনাল রজার্স।

লম্বা ও রোগা এক ভদ্রলোক, বয়েস হবে প্রায় ষাট,শ্যাননের এয়ার ট্যাংক উঁচু করে ধরে আছেন, সে যাতে ব্যাকপ্যাকের স্ট্রাপের ভেতর হাত দুটো ঢোকাতে পারে। বললেন, 'আমি চেয়েছিলাম ডাইভ র‍্যাফট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা।'

'তাহলে আরও দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'অন্তত ইউনিভার্সিটি থেকে বাকি ডাইভ টিম না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তুমি আর রজার্স যদি বিপদে পড়ো, আমাদের কোন ব্যাকআপ নেই।'

'চিন্তা করবেন না,' হাসিমুখে বলল শ্যানন। 'আমরা শুধু ডেপথ টেস্ট করার জন্যে নামছি। আর দেখব পানির কি অবস্থা। ডাইভ টাইম ত্রিশ মিনিট, তার বেশি নিচে থাকব না।'

'পঁয়তাল্লিশ ফুটের বেশি নামবে না, মনে থাকে যেন,' সাবধান করে দিলেন বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ অর্থাৎ ড. স্টিভ মিলারের দিকে ফিরে হাসল শ্যানন। পেনসিলভানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু আমরা যদি পঁয়তাল্লিশ ফুট নেমে তলা ছুঁতে না পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হাতে সময় আছে পাঁচ সপ্তা,' বললেন ড. মিলার। 'ব্যস্ত হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।' বর্তমান যুগের সেরা নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি, আন্দেজ আর আমাজনের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার রহস্য উন্মোচনে গবেষণা করছেন গত ত্রিশ বছর ধরে। 'ওয়াটার কন্ডিশন আর কুয়ার পাঁচিলের জিওলজি স্টাডি করেই ফিরে আসবে, অযথা দেরি করবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো শ্যানন। বয়্যান্সি কমপেনসেটর অ্যাডজাস্ট করল সে, তারপর ওয়েট বেল্ট চেক করল। সে এবং রজার্স শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিল পরস্পরের ইকুইপমেন্ট। ড. মিলার চওড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে তৈরি একটা লূপ ওদের দু'জনের বাহুর নিচে গলিয়ে দিলেন, লূপটা লম্বা নাইলন লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত, লাইনটা ধরে আছে দশজন পেরুভিয়ান গ্রাজুয়েট ছাত্র। ইউনিভার্সিটির আর্কিওলজি প্রোগামে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করছে তারা। 'নামাও ওদের, বাছারা! ড. মিলার নির্দেশ দিলেন। ছাত্রদের মধ্যে ছয়জন ছেলে, চারজন মেয়ে।

ধীরে ধীরে ছাড়া হলো লাইন। নিচে নেমে যাচ্ছে শ্যানন আর রজার্স। পানির উপর পুরু সর জমেছে, ওপর থেকেই দেখতে পাচ্ছে তারা। পচা একটা

BanglaBook.org

ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠে আসছে নাকে। পানির সারফেস থেকে আর যখন মাত্র তিন ফুট ওপরে তারা, দু'জনেই যে যার এয়ার রেগুলেটর মাউথপীস দাঁতের ফাঁকে আটকে নিল, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখগুলোর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। এরপর হারনেস থেকে মুক্ত হয়ে গাঢ়, ঘন পানির নিচে অদৃশ্য হলো তারা।

ড. মিলার এক মিনিট পর পর হাতঘড়ি দেখছেন, নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন কুয়ার পাশে। ছাত্ররা কুয়ার নিচে তাকিয়ে আছে অধীর আগ্রহে। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে অথচ ডাইভারদের ফেরার নাম নেই। হঠাৎ করে এয়ার রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে আসা বুদবুদ অদৃশ্য হলো। কুয়ার কিনারায় ছুটে এলেন, ড. মিলার। ওরা কি তাহলে কোন গুহা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকেছে? আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর ছুটে তাঁবুতে ফিরে এলেন। পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে প্রজেক্ট হেডকোয়ার্টার আর সাপ্লাই ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ছোট শহর চাচাপয়ান-এ, এখান থেকে ছাপান্ন মাইল দক্ষিণে। জুয়ান চাকো, পেরুভিয়ান আর্কিওলজির ইন্সপেক্টর জেনারেল, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। ড. মিলার তাঁকে বললেন, 'ড. কেলসি আর মিলেস রজার্স কুয়ায় নেমেছেন। ওঁরা সম্ভবত বিপদে পড়েছেন। ত্রিশ মিনিট থাকার কথা, সাতাশ মিনিট পেরিয়ে গেছে...।'

'কি আশ্চর্য! ইউনিভার্সিটি থেকে টিম না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না! এখনও তো সময় আছে, ভয় পাচ্ছেন কেন?' জুয়ান চাকোর গলা শুনে মনে হতে পারে কৌতুক করছেন তিনি।

'গত দশ মিনিট ধরে কোন বুদবুদ দেখা যাচ্ছে না।'

দম আটকে চোখ বন্ধ করলেন চাকো। 'লক্ষণ ভাল নয়, মাই ফ্রেন্ড। অন্য রকম প্ল্যান ছিল আমাদের।'

'ডাইভ টিমটাকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো সম্ভব? জিজ্ঞেস করলেন ড. মিলার।

'না, সম্ভব নয়। আরও চার ঘণ্টার পর ওদের প্লেন ল্যান্ড করবে লিমায়।'

'আমরা চাই না সরকার নাক গলাক। এখন তো অবশ্যই নয়। সিঙ্ক হোলে একটা ডাইভ রেসকিউ টিম পাঠাতে পারেন না?'

'কাছাকাছি ন্যাভাল ফ্যাসিলিটি ট্রুজিলো-তে। বেস কমান্ডারকে সতর্ক করছি আমি। রেডিওর কাছাকাছি থাকুন আপনি। কি হয় না হয় জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে,' গম্ভীর সুরে বললেন ড. মিলার।

BanglaBook.org

'মাই ফ্রেন্ড?'

'ইয়েস?'

'ওরা উঠে আসবে,' কাঁপা সুরে বললেন জুয়ান চাকো। 'রজার্স ওস্তাদ ডাইভার। তার ভুল হবার কথা নয়।'

ড. মিলার কিছু বললেন না। আর কিছু বলার নেইও। যোগাযোগ কেটে দিয়ে হতভম্ব ছাত্রদের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

চাচাপয়াসে এই মুহূর্তে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন জুয়ান চাকো। গুছানো স্বভাব তাঁর, শৃঙ্খলার ভক্ত, অপ্রত্যাশিত বাধা বা সমস্যা তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তোলে। বোকা দুই আমেরিকান যদি ডুবে মরে, সরকারী তদন্ত হবে। তাঁর প্রভাব যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পেরুভিয়ান নিজউ মিডিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, ঘটনাটাকে মূলধন করে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে তারা। তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে।

'এখন শুধু ওই কুয়ায় দু'জন আর্কিওলজিস্টের লাশ দরকার আমাদের!' আপন মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। তারপর কাঁপা হাতে রেডিও ট্রান্সমিটারটা অন করে জরুরি মেসেজ পাঠাতে শুরু করলেন।

ওরা কুয়ায় নামার পর এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই ওদের।

হতাশ সুরে জুয়ান চাকো ড. মিলারকে জানিয়েছেন, পেরুভিয়ান নেভী জরুরি কোন অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত নয়, তাদের ওয়াটার এস্কেপ ও রিকভারি টিম চিলি সীমান্তের কাছে একটা ট্রেনিং মিশনে রয়েছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২.

হঠাৎ একজন ছাত্রী চিৎকার করে উঠল, 'হেলিকপ্টার!'

কুয়ার কিনারায় উপস্থিত সবাই মুখ তুলে পশ্চিম আকাশে তাকালো। এক মিনিট পর গাছপালার মাথায় দেখা গেল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে, গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, নুমা। সিঙ্ক-হোলের পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় নামল হেলিকপ্টার। ল্যান্ডিং স্কিড তখনও শূন্যে দরজা খুলে নিচে লাফ দিল দীর্ঘদেহী এক যুবক। তার পরনে ওয়েট স্যুট। ছাত্রদের এড়িয়ে সরাসরি বৃদ্ধ নৃবিজ্ঞানীর দিকে এগিয়ে এল সে। 'ড. মিলার?'

'হ্যাঁ, আমি মিলার।'

দীর্ঘদেহী তরুণ হাসিমুখে ডান হাত বাড়াল। 'আরও আগে পৌঁছুতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম ডার্ক পিট,'বলল পিট। 'স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, নুমা। পানির নিচে আপনাদের দু'জন লোক...।'

'সিঙ্ক-হোলে,' বললেন ড. মিলার। 'ড. শ্যানন কেলসি আর মিলেস রজার্স প্রায় দু'ঘন্টা হলো পানিতে নেমেছেন...।'

তাড়াতাড়ি কুয়ার কিনারায় এসে উঁকি দিল পিট। পরিবেশটা ভীতিকর লাগল ওর। বুঝল, কাজটা আসলে লাশ উদ্ধারের।

'আপনারা এলেন কোত্থেকে?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন ড. মিলার।

'নুমা এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে ভূ-তাত্ত্বিক একটা সার্ভে করছে। পেরুভিয়ান ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে রেডিওতে আমাদেরকে অনুরোধ করা হলো এখানে দু'জন ডাইভার পাঠাতে।' ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের রোটর থেকে গেছে, আরেকজন দীর্ঘদেহী তরুণ নিচে নামল। 'আমার সহকর্মী, বন্ধু অ্যাল জিওর্দিনো।'

হেলিকপ্টারে আর কেউ নেই দেখে হতাশা ব্যক্ত করলেন ড. মিলার। 'আপনারা মাত্র দু'জন! কিন্তু ওদের তুলে আনতে অন্তত দশ-বারোজন লোক লাগবে!'

BanglaBook.org

'আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, ড. মিলার,' বলল পিট। 'দু'জনই যথেষ্ট।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল ওরা। ফেস মাস্ক আর এয়ার রেগুলেটর জায়গামতো বসিয়ে নিল। এয়ারফোন সকেটে ডাইভার রেডিও লাগানো আছে। পিঠে থাকল একজোড়া একশো কিউবিক-ফুট এয়ার ট্যাংক। ডেপথ গজ, এয়ার প্রেশার ওকম্পাস ডাইরেকশন ইন্সট্রুমেন্টসহ একটা বয়্যান্সি কমপেনসেটর-ও পরে নিল। পিট তৈরি হচ্ছে,ওর ইয়ারফোনের সঙ্গে মোটা একটা কমিউনিকেশন আর সেফটি লাইন জোড়া লাগাল অ্যাল জিওর্দিনো। ওর কোমরের স্ট্র্যাপ একটা ইমার্জেন্সী রিলিজ বাকল-ও আটকাল সে। সেফটি লাইনের বাকি অংশ হেলিকপ্টারের ভেতর বসানো বড় একটা রীল-এ পেঁচানো রয়েছে। পিটের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর মাইক্রোফোনে কথা বলল সে। 'কেমন শোনাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে তুমি আমার মাথার ভেতর রয়েছ,' জবাব দিল পিট।

'এখান থেকে আমি তোমার ডিকমপ্রেশন আর ডাইভ টাইম মনিটর করব।'

'ঠিক আছে।'

'নিচ থেকে তুমি পরিস্থিতির বর্ণনা দেবে, ডেপথ জানাবে।' ড. মিলারের চারজন ছাত্রের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল অ্যাল, দেরি না করে রীলটা ঘোরাতে শুরু করল তারা। কুয়ার কিনারা থেকে সামান্য একটু দূরে একটা গাছ রয়েছে, সেটার মাথায় নাইলন লাইন আটকানো হয়েছে, ফলে কুয়ার লাইমস্টোন পাঁচিলে আঁচড় না কেটে নিচে নেমে যেতে পারছে পিট। তরতর করে নেমে গেল ও, ডুব দিল গাঢ় পানিতে।

'কেমন দেখছ? ফোনে জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

'ঘন সুপের ভেতর রয়েছি।'

'চেকো না।' সেফটি লাইন ছাড়তে শুরু করল অ্যাল।

রেগুলেটরে নিঃশ্বাস ফেলল পিট, ফিন নেড়ে পানির গভীরে ডাইভ দিল। ওয়াটার প্রেমার ক্রমশ বাড়ছে। একটা ওশেনোগ্রাফিকস সুপার লাইট অন করল ও, তবু পানির নিচে অন্ধকার তাতে খুব কমই দূরে হলো। পানিতে আঠালো শ্যাওলা এত বেশি যে মনে হলো কাদার ভেতর রয়েছে ও।

BanglaBook.org

তারপর অকস্মাৎ স্ফটিক-স্বচ্ছ পানিতে বেরিয়ে এল পিট। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে ফোনে বলল, 'বারো ফুট নিচে এসে পানি একেবারে পরিস্কার দেখছি।' ধীরে ধীরে তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরল ও। 'ডাইভারদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'তলা দেখতে পাচ্ছ'

'প্রায় পরিস্কার। পানি কাচের মতো স্বচ্ছ, তবে তলা আর পাঁচিলের দিকটা অন্ধকার। একটা সার্চ প্যাটার্ন ধরে সাঁতার দিতে হবে আমাকে, লাশগুলো যাতে ফাঁকি দিতে না পারে।'

পরবর্তী বারো মিনিট কুয়ার খাড়া পাঁচিল ঘেঁষে চক্কর দিল পিট, ক্রমশ নিচে নামতে নামতে প্রতিটি গর্ত ও গুহামুখ সার্চ করল। কয়েকশো মিলিয়ন বছরের পুরানো লাইমস্টোন,অদ্ভুতসব দাগ ফুটে রয়েছে গায়ে। এক সময় কুয়ার মেঝেতে স্থির হলো ও। নিরেট বালি বা উদ্ভিদজাতীয় কিছুই নেই, অসমতল ও কদর্য চেঁহারার খয়েরি কাদা শুধু, এখানে সেখানে মাথা তুলে আছে কালচে রঙের পাথর। 'তলায়-পৌঁছে গেছি, একশো আট ফুটের মত নিচে। এখনও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি না।'

কুয়ার বাইরে জিওর্দিনোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ড. মিলার। 'নেই মানে? অবশ্যই আছে ওরা ওখানে!'

কুয়ার নিচে, কাদা থেকে তিন ফুট ওপরে রয়েছে পিট। কাদায় যদি আলোড়ন উঠে, চারদিক ঝাপসা হয়ে যাবে। সাবধানে, ধীরে ধীরে পা ছুঁড়ে এগোল ও। এদিকের পানি অসম্ভব ঠাণ্ডা। তারপর হাত বাড়িয়ে আলতোভাবে কাদার স্তর স্পর্শ করল। কাদার তলায় পাথুরে মেঝে ছুঁলো হাত, কাদায় কব্জি পর্যন্ত ডুবে যাবার আগেই। কাদার স্তর এত পাতলা দেখে বিস্মিত হলো ও। কাদার ওপর কি যেন একটা মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে দেখে এগোল সেদিকে। সাদা একটা গাছের ডাল বলে মনে হলো, তোলার পর দেখল মানুষের মেরুদণ্ড। বহুকাল আগে যাদেরকে বলি দেয়া হয়েছিল এই কুয়ায়, তাদের কারও হবে। খানিক পর রিপোর্ট করল পিট। 'একশো এগারো ফুট নিচে রয়েছি। তলায় ছড়িয়ে রয়েছে কঙ্কাল। দু'শোর কম নয়।'

'লাশগুলো দেখতে পাচ্ছ না?'

'না।' আরেকটা কঙ্কাল দেখতে পেল পিট, হাড়সর্বস্ব হাত উঁচু করা, যেন অন্ধকার দিকটা নির্দেশ করছে। পাঁজরগুলোর পাশে একটা মরচে ধরা ব্রেস্টপ্লেট দেখা যাচ্ছে, খুলিটা এখনও হেলমেটে ঢাকা। দেখে মনে হলো ষোলোশো শতাব্দীর স্প্যানিশ হেলমেট। পরবর্তী রিপোর্টে তথ্যটা অ্যালকে দিল পিট। তারপর কঙ্কালের বাড়ানো হাত অনুসরণ করে অন্ধকারের দিকে তাকালো।

ওদিকে আরও একটা কঙ্কাল রয়েছে। এই লোকটা আরও অনেক পরে মারা গেছে। দেখে মনে হলো পুরুষ। পা দুটো ভাঁজ করা,মাথাটা পিছন দিকে কাত হয়ে আছে। পচা মাংস এখনও হাড় থেকে খসে পড়েনি সব, সাবানের

BanglaBook.org

মত নরম হয়ে লেগে আছে। পায়ে দামী হাইকিং বুট, গলায় জড়ানো লাল স্কার্ফ। সিলভার বেল্ট বাক্‌ল্‌, গায়ে পাথর বসানো তার মানে স্থানীয় লোক নয়। ঘাড়ের ওপর চওড়া ক্ষত দেখে তার মৃত্যুর কারণটাও বোঝা গেল। ডাইভলাইটে চকচক করে উঠল হলুদ পাথর বসানো সোনার আঙটি। লোকটার দাড়ি আছে, তার মানে তরুণ নয়। লাশ সনাক্তকরণে কাজে লাগবে ভেবে আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে নিল পিট। আঙটির সঙ্গে বেরিয়ে এলো পচা মাংস, গা ঘিন ঘিন করে উঠল ওর।

'আরও একটা পেয়েছি,' রিপোর্ট করল ও। 'কয়েক মাস আগের লাশ, খুব বেশি হলে এক বছরের পুরানো।'

'তুলে আনতে চাও?' কুয়ার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

'এখুনি না। আগে ড. মিলারের লোকগুলোকে খুঁজে বের করি...।' অকস্মাৎ উল্টোদিকের পাঁচিল থেকে, সম্ভবত অদৃশ্য কোন প্যাসেজ দিয়ে প্রচণ্ড একটা স্রোত ছুটে এসে ধাক্কা দিল পিটকে, প্রবল বেগে আলোড়িত হলো কাদা। সেফটি লাইন না থাকলে খড়কুটোর মত ভেসে যেত ও।

'কি ঘটছে? উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করল অ্যাল। 'লাইনে ঝাঁকি লাগল কেন?'

'হঠাৎ কোত্থেকে একটা স্রোত এসে ধাক্কা দিল, স্রোতের সঙ্গে গা এলিয়ে দিল পিট। 'কাদার স্তর কেন এত পাতলা তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। নির্দিষ্ট বিরতির পর স্রোতটা সম্ভবত নিয়মিত আসে। দায়িত্ববোধ হয় একটা আণ্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেম, প্রেশার বেড়ে গেলে রিলিজ হয়, স্রোতের মতো কুয়ার মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে আসে।'

'তোমাকে আমরা তুলে আনব?'

'না, আমি কোন বিপদ দেখছি না। লাইনে ধীরে ধীরে ঢিল দাও, দেখা যাক স্রোতটা আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কোথাও একটা আউটলেট নিশ্চয়ই আছে। চিন্তা কোরো না, হাতে এখনও বিশ মিনিট সময় আছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো অ্যাল।

খানিক পর রিপোর্ট করল, 'সরু একটা টানেলে ঢুকেছি বলে মনে হচ্ছে, পা দুটো আগে। কাদায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে দু'পাশের পাঁচিল কাছে চলে আসছে, ছুঁতে পারছি। ভাগ্য ভাল যে সেফটি লাইন আছে। এই স্রোতে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়।'

পিটের মনে হলো, সরু একটা টানেল ওকে গিলে নিচ্ছে এক ঘন্টা ধরে, অথচ মাত্র বিশ সেকেন্ড পেরিয়েছে। ঘোলা পানি খানিকটা স্বচ্ছ হলো, বেশিরভাগ রয়ে গেছে পিছনের গভীর কুয়ায়। আশপাশের দৃশ্য ধীরে ধীরে

BanglaBook.org

পরিস্কার হতে শুরু করল। কম্পাস বলছে, দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ও। তারপর অকস্মাৎ প্রকাণ্ড এক কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল। ওর ডান দিকে এবং নিচে অস্পষ্টতার ভেতর কি যেন চকচক করে উঠল। একটু পর চিনতে পারল- পরিত্যক্ত একটা এয়ার ট্যাংক। কাছাকাছি আরেকটা পাওয়া গেল। চারদিকে ডাইভ লাইটের আলো ফেলল ও। দ্রুত সার্চ করে একজোড়া পরিত্যক্ত সুইম ফিন পেল শুধু। এরপর আলো ফেলল ওপর দিকে। ডুবন্ত চেম্বারের ওপরে বাতাস আটকে আছে। সেই বাতাস থেকে নিচের পানিতে ঝুলে রয়েছে একজোড়া সাদা পা।

BanglaBook.org

৩.

শব্দহীন একটা জগতে ঘন অন্ধকারের ভেতর আটকা পড়া, ক্ষুদ্র এয়ার পকেটের সহস্র বছরের পুরনো বাতাসে বেঁচে থাকা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাই বটে। ট্যাংকের বাতাস শেষ হয়ে আসছে, ডাইভ লাইটের ব্যাটারিও ফুরিয়ে যাচ্ছে, শ্যানন ও রজার্স বুঝতে পারছে তাদের আর বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। কুয়ার তলায় ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল আর হাড়গুলো পরীক্ষা করছিল শ্যানন, এই সময় আন্ডারগ্রাউন্ড কারেন্ট সবেগে টেনে নিয়েছে ওকে। বিশ্বস্ত তার সঙ্গে তাকে অনুসরণ করছিল রজার্স, ফলে সে-ও রক্ষা পায়নি। এয়ার পকেটে মাথা তোলার পর দু'জনেই বুঝতে পারছে, মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এই বিপদ থেকে বাঁচার কোন উপায়ই আসলে নেই।

রজার্সের অবস্থা প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো। শ্যাননও অসুস্থ হয়ে পড়ছে দ্রুত, এই সময় পানির নিচে ক্ষীণ একটা আলোর আভাস দেখতে পেল সে। ক্রমশ আরও বড়, হলুদ, ও উজ্জ্বল হচ্ছে আলোটা; তার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে আশা জাগল বুকে। 'ওরা খুঁজে পেয়েছে আমাদের!'

আলোটার দিকে তাকালো বটে রজার্স, তবে তার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

শ্যানন অনুভব করল, কে যেন তার একটা পা চেপে ধরল। পরমুহূর্তে তার পাশে পানি থেকে মাথা তুলল একজন লোক। লোকটার ডাইভ লাইটের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তারপর আলোটা না টিপে বগলের তলায় হাত দিয়ে একটা অক্সিলারি এয়ার রেগুলেটর ধরল ও, ওর এয়ার ট্যাংকের ডুয়েল বালব-এর সঙ্গে জোড়া লাগানো সেটা। রেগুলেটরের মাউথপীসটা তাড়াতাড়ি রজার্সের ঠোঁটে গুঁজে দিল ও। তারপর ওর বেল্টের সঙ্গে জোড়া লাগানো রিজার্ভ পানি বটল ও এয়ার রেগুলেটরটা বাড়িয়ে দিল শ্যাননের দিকে। কয়েকবার শ্বাস টানতেই সুস্থতা ফিরে পেল ওর। সব ভুলে পিটকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল শ্যানন। আর নতুন জীবন ফিরে পেয়ে পিটের সঙ্গে করমর্দন করল রজার্স।

অ্যালকে রিপোর্ট করল পিট, 'ড. মিলারকে বলো, ওদেরকে আমি পেয়েছি। দু'জনেই বহাল তবিয়তে আছেন।'

খবরটা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন ড. মিলার। 'কি করে তা সম্ভব! কি বলছেন!'

প্রশ্ন শোনে এয়র পকেটের বর্ণনা দিল পিট। এবার প্যাসেজ থেকে কুয়ায় ফিরে যাবার পালা। সেফ মাস্ক খুলতে পারছে না পিট, ইশারায় ভাববিনিময় শুরু করল। সেফ মাস্ক আর বয়্যান্সি কমপেনসেটর ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ডাইভ ইকুইপমেন্ট ওরা দু'জন ফেলে দিয়েছে। শ্যাননকে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল ও–একটা পা আর একটা হাত সেফটি লাইনে জড়াতে হবে, সবার আগে থাকতে হবে তাকে, শ্বাস নেবে পানি বটল থেকে। অনুসরণ করবে রজার্স। তার ঠিক পিছনেই থাকবে পিট, যাতে স্পেয়ার রেগুলেটর রজার্সের মুখের কাছাকাছি থাকে। তিনজনই তৈরি হলো। পিট রিপোর্ট পাঠাল 'আমরা তৈরি।'

কুয়ার বাইরে ছাত্রদের দিকে তাকাল অ্যাল। লাইন ধরে তারাও তৈরি। অ্যাল প্রশ্ন করল, 'তোমাদের ডেপথ জানাও।'

'একান্ন ফুটের কিছু বেশি। কুয়ার তলা থেকে অনেক উঁচু জায়গায় রয়েছি। প্যাসেজেটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে।'

'তোমাকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না,' জানাল অ্যাল। 'কিন্তু ওরা দু'জন নির্দিষ্ট সময় আর প্রেশার লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। কমপিউটর কি বলে দেখি, তারপর ডিকমপ্রেশন স্টপ সম্পর্কে জানাচ্ছি।'

খানিক পর টান টান হলো সেফটি লাইন। স্রোতের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে ওরা অ্যাল জানতে চাইল, স্রোতের গতি কি বলো।'

'প্রায় আট নট,' বলল পিট। 'আর আঠারো ফুট টানো, তাহলেই প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

খুব বেশি হলে আর এক কি দেড় মিনিট লাগবে, ভাবল পিট। আরও এক মিনিট লাগবে কুয়ার তলায় ঘোলা পানি থেকে স্বচ্ছ পানিতে উঠতে। মুখ তুলে তাকাল পিট। সবুজ অস্পষ্টতার ভেতর আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করল ও।

সেফটি লাইনে ঢিল পড়তে অ্যাল বুঝতে পারল স্রোত থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। ছাত্রদেরকে লাইন টানতে নিষেধ করল সে। ডিকমপ্রেশন ডাটা চেক করার জন্যে তাকাল ল্যাপটপ কমপিউটরে। আট মিনিট করে থামলে ডিকমপ্রেশনজনিত অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাবে পিট, কিন্তু বাকি দু'জন ডাইভারকে আরও বেশি সময়ের জন্য বিরতি নিতে হবে। সাতষট্টি থেকে একশো বাইশ ফুট গভীরতায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবস্থান করছে ওরা। অন্তত দু'বার বিরতি নিতে হবে ওদেরকে, সব মিলিয়ে এক ঘণ্টারও বেশি। প্রশ্ন হলো, পিটের ট্যাংকে কতটুকু বাতাস আছে? এটা আসলে জীবন-মরণ

BanglaBook.org

সমস্যা। ওর ট্যাংকের বাতাসে কি দশ মিনিট টিকে থাকতে পারবে ওরা? পনেরো মিনিট? বিশ মিনিট? 'পিট?'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'দুঃসংবাদ হে। ওদের ডিকমপ্রেশন স্টপ-এর জন্যে তোমার ট্যাংকে যথেষ্ট বাতাস নেই।'

'জানি। হেলিপ্টারের ব্যাকআপ ট্যাংক নেই?'

'তাড়াহুড়োর মধ্যে ক্রুরা এয়ার কমপ্রেসর দিলেও, এক্সট্রা এয়ার ট্যাংক তুলতে ভুলে গেছে।'

রজার্সের দিকে তাকাল পিট। ব্যস্তভাবে ছবি তুলছে সে। বিপদ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার। এরপর পিট শ্যাননের দিকে ফিরল। এবারই প্রথম লক্ষ করল, মেয়েটা ভারি সুন্দরী। 'অ্যাল, টুল কিট পাঠাও,' বলল ও। তারপর ব্যাখ্যা করল কি করতে চায়, 'আমার এয়ার ট্যাংকের ম্যানিফোল্ড বালব। ওগুলো নতুন প্রোটোটাইপ, টেস্ট করছে নুমা। মাত্র দু'দিন আগে পরীক্ষা করার জন্যে ওদের কাছ থেকে ধার করেছি আমি। প্রথমটাকে প্রভাবিত না করে দ্বিতীয়টা বন্ধ করে দেয়া যায়, তারপর অপোজিট ট্যাংক থেকে বাতাস বেরুতে না দিয়ে ম্যানিফোল্ড থেকে খুলে নেয়া সম্ভব। কি বলছি বুঝতে পারছ?

'বোধহয়, জবাব দিল অ্যাল। জোড়া ট্যাংকের একটা খুলে নেবে তুমি, অপরটার বাতাস ব্যবহার করবে। খালিটা তুলে নিয়ে বাতাস ভরব আমি, কমপ্রেসরের সাহায্যে। প্রসেসটা এভাবে রিপিট করা হবে, যতক্ষণ না...।'

'হ্যাঁ।'

'বিশ ফুটে সতেরো মিনিট অপেক্ষা করো, সেফটি লাইনে বেঁধে টুর কিট পাঠাচ্ছি।

সেফটি লাইনের সঙ্গে অতিরিক্ত একটা কর্ড বেঁধে টুল কিট নামিয়ে দিল অ্যাল। একটা এয়ার ট্যাংক খুলে কর্ডের সঙ্গে বাঁধল পিট। বলল, 'কার্গো তোলো।'

সাড়ে তিন মিনিট পর কুয়ার কিনারা থেকে উঠে এল কর্ডটা, দেরি না করে ট্যাংকটা গ্যাস-এঞ্জিন কমপ্রেসরের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো, ভেতরে ভরা হলো বিশুদ্ধ বাতাস। কাজটা শেষ হতেই আবার ট্যাংকটা কুয়ার তলায় নামিয়ে দেয়া হলো। এভাবে তিনবার। শেষবার সারফেস থেকে বারো ফুট নিচে বিরতি নিল ওরা। তারপর পিট সেফটি ও কমিউনিকেশন লাইন জড়াল শ্যাননের কোমরে। লাইন টেনে ওপরে তোলা হলো তাকে।

এরপর রজার্স। কুয়ার কিনারা হয়ে ওপরে উঠতেই সবাইকে দেখতে পেল সে, কিন্তু কেউ হাসছে না দেখে বিস্মিত হলো। পরমুহূর্তে অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটা দেখতে পেল সে।

BanglaBook.org

কুয়ার কিনারা থেকে শক্ত মাটিতে রজার্স পা রাখতেই ড. মিলার, ড. শ্যানন আর পেরুভিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে গেল। তাদের সবার হাত মাথার ওপর তোলা। কারও মুখে কোন শব্দ নেই।

সব মিলিয়ে ছয়জন অচেনা লোককে দেখতে পেল রজার্স। প্রত্যেকের হাতে চাইনীজ টাইপ ফিফটিসিক্স-ওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল। অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, পরনে জিনস আর ফেল্ট হ্যাট।

শ্যানন বুঝতে পারছে, লোকগুলো পাহাড়ী ডাকাত নয়। মাওবাদী বিপ্লবী গ্রুপের সদস্য বলে সন্দেহ হলো তার। ১৯৮১ সাল থেকে পেরুতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে গ্রুপটা। রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্য ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে খুন করাই তাদের কাজ।

সন্ত্রাসীদের একজন রাইফেল নেড়ে রজার্সকে বাকি সবার পাশে দাঁড়াতে বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কুয়ার ভেতর আর কেউ আছে?' স্প্যানিশ বাচন ভঙ্গি, তবে ইংরেজিতে কথা বলছে।

ইতস্তত করে জিওর্দিনোর দিকে তাকালেন ড. মিলার। অ্যাল ইঙ্গিতে রজার্সকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই শেষ ব্যক্তি।'

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চোখে জিওর্দিনোর দিকে তাকাল বিদ্রোহী গেরিলা নেতা। তারপর এগিয়ে এসে কুয়ার ভেতর উঁকি দিয়ে তাকালো সে। সবুজ শ্যাওলার মাঝখানে একটা মাথা ভাসতে দেখে হাসলো লোকটা। পানিতে নেমে যাওয়া সেফটি লাইনটা ধরল সে, বেল্ট থেকে বড় একটা ছোরা বের করে কেটে ফেলল সেটা, কুয়ার ভেতর ফেলে দিল সদ্য কাটা লাইনের একটা প্রান্ত। তারপর আবার হাসল সে, রাইফেল তাক করে গুলি করল নিচের দিকে।

BanglaBook.org

৪.

সেফটি আর কমিউনিকেশন লাইনের ছেঁড়া প্রান্তটা হাতে নিয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল পিট, নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। লাইনটা ছিঁড়ে যাওয়ায় শুধু যে কুয়া থেকে উঠতে পারবে না তা নয়? অ্যালের সঙ্গে ওর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পুরু শ্যাওলার ওপর ভেসে তাকাল ও, কুয়ার বাইরে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। স্ট্যাপ খুলে মুখ থেকে ফেস মাস্কটা নামাল, তাকাল কুয়ার কিনারায়। না, ওপর থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছে না।

চিৎকার করতে যাবে পিট, এই সময় গুলির শব্দ হলো। একনাগাড়ে ঘাট সেকেন্ড কুয়ার পাঁচিলে লেগে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো বিস্ফোরণের আওয়াজ। তারপর আবার আগের মত নিস্তব্ধতা নেমে এল। কি ঘটছে ওপরে? কে গুলি করল? কেন?

প্রথমেই জিওর্দিনোর নিরাপত্তার কথা ভাবল পিট। সে কি বেঁচে আছে?

তারপর ভাবল, এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেরুতে হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? নব্বুই ডিগ্রী খাড়া পাঁচিল বেয়ে কিভাবে ওপরে উঠবে ও? প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট থাকলে নাহয় কথা ছিলো।

কোন সন্দেহ নেই অ্যাল হয় মারা গেছে নয়তো গুরুতর আহত হয়েছে। অসহায় রাগে অস্থির হয়ে উঠল ও। মুখ তুলে জিওর্দিনোর নাম ধরে ডাকল বার কয়েক। প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল গলার আওয়াজ, কেউ সাড়া দিল না। কেন কি ঘটছে কিছুই ওর জানা নেই, তবে বুঝতে পারছে নিজের চেষ্টায় এখান থেকে উদ্ধার পেতে হবে ওকে। সাঁতার কেটে পাঁচিলের কাছে চলে এল, লাইমস্টোন পরীক্ষা করল। ভাগ্য ভাল যে পাঁচিলটা গ্রানিট বা ব্যাসাল্ট পাথরে তৈরি নয়। পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য খুদে গর্ত আছে, আধ ইঞ্চি সরু কার্নিশও রয়েছে সারি সারি।

সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেল পিট। এয়ার ট্যাংক প্যাক আর বাকি ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলে দিল, শুধু অ্যাকসেসরি বেল্টটা ছাড়া। টুল কিট থেকে রাখল শুধু প্লায়ার্স আর জিওলজিস্ট-এর পিক হ্যামার। প্রথমে পায়ের সঙ্গে বাঁধা খাপ থেকে একটা ডাইভ নাইফ বের করে দুই প্রস্থ সেফটি লাইন

BanglaBook.org

কাটল। একটা প্রস্থ বাঁধল পিক হ্যামারের সরু অংশে, মাথার কাছে। তারপর অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল একটা লূপ।

এরপর বেল্ট বাকল দিয়ে একটা হুক বানাল, সেটা দেখতে ইংরেজি জি হরফের মত। দ্বিতীয় প্রস্থ লাইনটা এই হুকের সঙ্গে আটকাল, অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল আরেকটা লূপ।

এবার আসল কাজ শুরু হবে। লাইমস্টোনের একটা জায়গা সামান্য ফুলে আছে, হাত উঁচু করে বেল্ট হুকটা সেখানে আটকাল পিট। এরপর পা দিল রুপে, লাইনের ওপরের প্রান্ত মুঠোর ভেতর ধরল, নিজেকে তুলে নিল পানির ওপর।

এবার হ্যামারটা যতটা সম্ভব উঁচু করল, সরাসরি ওপরে নয়, সামান্য এক পাশে, তারপর হ্যামারের পিক প্রান্তটা ঢুকিয়ে দিল লাইমস্টোনের একটা পকেটে। মুক্ত পা দ্বিতীয় লূপে আটকে পাঁচিলের আরও খানিক ওপরে উঠে এল।

সরঞ্জাম বা আয়োজন, কোনটাই মানসম্মত নয়, তবে কাজ চলবে। পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করল পিট, বারবার–প্রথমে সি হুক আটকাল পাঁচিলে, তারপর পিক হ্যামার, মাকড়সার মতো পাঁচিল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশী টন টন করছে ব্যথায়। কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে পিট। এদিকে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে পিট, কুয়ার ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার ওপর তারা জ্বলতে দেখল ও। সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে আর কোন বিশ্রাম নেবে না।

পাঁচিলের মাথা আর যখন মাত্র তিন ফুট দূরে, মনে হলো শরীরে আর কোনো শক্তি নেই। বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো ও, পেশীগুলো সাড়া দিচ্ছে ন। কিছুক্ষণ পর লাইনটা দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। সমতল জমিনে পড়ে থাকল, চোখ বুলাল চারদিকের অন্ধকারে, গাঢ় রেইন ফরেস্ট ঘিরে রেখেছে ওকে। আকাশে মেঘ, তারই ফাঁক দিয়ে শুধু দু'একটা তারার আলো দেখা যাচ্ছে। ভৌতিক নিস্তব্ধতা ভয় পাইয়ে দিল ওকে। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি।

কোথায় গেল অ্যাল? কোথায় গেল বাকি সবাই? ওরা বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে? ধীরে ধীরে সিধে হলো পিট। ক্যাম্পটা খালি পড়ে আছে। তাঁবুগুলো আছে, তবে মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। কিছুই তছনছ করা হয়নি, কোন লাশও পড়ে নেই। ফাঁকা জায়গাটায় এসে দেখল হেলিকপ্টারের

BanglaBook.org

গায়ে অসংখ্য বুলেটের দাগ, প্রায় ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে। এটা নিয়ে আকাশে ওঠা সম্ভব নয়। রোটর ব্লেডগুলো মুচড়ে বাঁকা করা হয়েছে। বাতাসে ফুয়েলের গন্ধ পেল পিট। আশ্চর্যই বলতে হবে যে ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়নি।

অদৃশ্য ও অচেনা শত্রুর ওপর রাগ হচ্ছে পিটের। বিপদে সাহায্য করতে এসে এ আবার কাদের পাল্লায় পড়ল! জানমালের কোন ক্ষতি হলে ওর বস, অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে।

বোঝাই যাচ্ছে অ্যাল আর আর্কিওলজি প্রজেক্টের লোকজনকে অচেনা একদল সন্ত্রাসী বন্দী করে নিয়ে গেছে। ককপিটের দরজা খাড়া, সেটাকে একপাশে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল পিট। হাত গলিয়ে পাইলটের সীটের তলা থেকে একটা টর্চ বের করল। আলো জ্বেলে কার্গো কম্পার্টমেন্টে চলে এল ও। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছোঁড়া হলেও কিছুই নিয়ে যাওয়া হয়নি। ওর নাইলনের ক্যারি ব্যাগটা টেনে নিয়ে ভেতরের জিনিসগুলো বের করল। শার্ট আর স্নিকার-এ গুলি লাগেনি, তবে প্যান্টের হাঁটু ফুটো হয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে ব্রিফ বক্সার শর্টস-এরও। ওয়েট স্যুট খুলে তোয়ালে দিয়ে গা থেকে শ্যাওলা আর কাদা মুছল ও, তারপর কাপড়চোপড় আর স্নিকার পরে নিল। ওদের বাবুর্চির তৈরি করা একটা লাঞ্চ প্যাকেট পেয়ে খুলে দেখল ভেতরে একজোড়া স্যান্ডউইচ রয়েছে। ক্ষুধা নিবৃত্তির পর সুস্থ আর তাজা লাগল আবার।

ককপিটে ফিরে এসে একটা প্যানেলের দরজা খুলে ভেতর থেকে ৪৫-ক্যালিবার অটোমেটিক কোল্ট পিস্তল বের করল পিট। কোমরে হোলস্টার ঝুলিয়ে পিস্তলটা তাতে ভরে নিল, ওটার কাছাকাছি খাপে ভরা ডাইভ নাইফটাও থাকল।

এরপর তাঁবুগুলো পরীক্ষা করল পিট। বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এমন অনেক জিনিসই দেখল নেই। মাটিতে পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল কোনদিকে গেছে লোকগুলো।

জঙ্গলে ঢুকতে ভয় লাগলেও কোন ইতস্তত করল না পিট। এদিকের অ্যানাকোণ্ডাগুলো নাকি আশি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ম্যাশেটি দিয়ে গাছপালা কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে, লোকগুলোকে অনুসরণ করা কোন সমস্যা নয়। প্রাচীন বিদ্ধস্ত শহরের পাঁচিল থেকে পাথুরে অবয়বগুলো নীরবে তাকিয়ে থাকল পিটের দিকে, টর্চের আলোয় পথ দেখে দ্রুত এগোল ও।

BanglaBook.org

৫.

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বনভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটছে বন্দীরা। তারপর এক সময় পথটা এসে শেষ হলো গভীর, সরু একটা গিরিখাদের সামনে। সেতু হিসেবে খাদের ওপর পড়ে রয়েছে গাছের মোটা একটা কাণ্ড। গিরিখাদ পেরিয়ে প্রাচীন একটা পাথুরে রাস্তা ধরে এগোল তারা, রাস্তাটা একটা পাহাড়কে পেঁচিয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। সন্ত্রাসীদের লিডার খুব জোরে পা চালিয়ে হাঁটছে, অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছে ড. মিলারের। গার্ডরা পিছন থেকে মাঝে মধ্যেই রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারছে তাঁর পিঠে। এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করল অ্যাল, তাঁর একটা হাত তুলে নিল নিজের কাঁধে। গার্ডদের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে একবার ধমক দিয়েছে সে, 'বুড়ো মানুষকে এভাবে মারতে তোমাদের বাধে না?' পাল্টা ধমক দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে বলা হয়েছে।

আর কোন কথা না বললেও ড. শ্যাননের দিকে তাকিয়ে উৎসাহ দেয়ার জন্যে মাঝে-মধ্যে হাসছে অ্যাল। শ্যাননের পরনে এখনও সেই সুইম স্যুট, ওপরে হাতকাটা সুতি ব্লাউজ। সন্ত্রাসীরা তাকে তাঁবু থেকে ব্লাউজটাই শুধু নিতে দিয়েছে। হাসলেও, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে অ্যাল। পিট তার জানের দোস্ত। সেই বন্ধুকে কুয়ার ভেতর একা ফেলে চলে আসতে হয়েছে তাকে। নিজেকে কাপুরুষ বলে গাল দিচ্ছে সে।

ঘন্টার পর ঘন্টা আন্দেজের হালকা বাতাসে শ্বাস নিতে হওয়ায় শ্বাসকষ্টে ভুগছে ওরা। সাগরের সারফেস থেকে এগারো হাজার ফুট ওপরে রয়েছেওরা এই মুহূর্তে। শুধু শ্বাসকষ্ট নয়, শীতেও ভুগছে। ভোরের দিকে তাপমাত্রা প্রায় হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেল। ভোর হলো প্রাচীন বিধ্বস্ত নগরীর চওড়ারাস্তার চারদিকে লাইমস্টোনের সাদা ভবন, উঁচু পাঁচিল, পাহাড় কেটে তৈরি করা সিঁড়ি ধাপের মত ফসলী জমি। এত কষ্টের মধ্যেও এ-সব দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না শ্যানন। এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না। কাঠামোগুলো দেখে মনে হলো না যে একই ধাঁচে তৈরি। কোনটা গোল, কোনটা চৌকো। এর আগে প্রাচীন যে-সব ধ্বংসাবশেষ সে দেখেছে তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। এগুলো কি চাচাপয়াস সাম্রাজ্যের অংশ, নাকি অন্য কোন

BanglaBook.org

সভ্যতা বা সমাজের? পেঁচানো রাস্তাটা উঁচু হতে হতে দূরে, কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে। পাথুরে কাঠামো আর মূর্তিগুলো দেখে শ্যাননের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ড্রাগন-সদৃশ বিশাল আকৃতির পাখির সঙ্গে সরীসৃপ জাতীয় মাছ দেখা যাচ্ছে, আরও রয়েছে দৈত্যাকার বানর আর সাপ। খোদাই করা কাজগুলো ইজিপশিয়ান হাইয়ারোগ্লিফস-এর সঙ্গে মেলে, পার্থক্য এইটুকু যে এগুলো অনেক বেশি বিমূর্ত বলে মনে হয়।

সূর্য উঠল। সরু এক গিরিখাদ থেকে ছোট একটা উপত্যকায় বেরিয়ে এল ক্লান্ত দলটা। উপত্যকার চারদিকের আকাশ ঢেকে রেখেছে উঁচু পাহাড়। বৃষ্টি যেন কিছুক্ষণ হলো থেমে গেছে, তবে ওদের কাপড়চোপড় ভিজে আছে ঘামে। সামনে পাথর দিয়ে তৈরি একটা ভবন দেখল ওরা, বারো তলার মত উঁচু। মেক্সিকোর মায়ান পিরামিডের মত নয়, এই কাঠামোটার আকৃতি আরও বেশি গোলাকার, প্রায় মোচার মত। তবে মাথার দিকটা সমতল। দেয়ালে পশু-পাখির অলঙ্কৃত মাথা দেখা যাচ্ছে, খোদাই করা। মৃতদের মন্দির, চিনতে পারল শ্যানন। কাঠামোটার পিছনে রয়েছে স্যান্ড-স্টোন-এর ঢাল, ঢালে হাজার হাজার গুহা-এগুলো কবর, খাড়াখাদের দিকে মুখ করা প্রতিটি দরজা অলঙ্কৃত। কাঠামোর মাথায় ছোট একটা ভবন, দু'পাশে বিশাল আকৃতির আঁশ বিশিষ্ট দুই চিতার খোদাই করা মূর্তি, ডানা আছে। শ্যানন জানে, ওটা হলো মৃত্যু-দেবতার প্রাসাদ। ওটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট একটা শহর, সব মিলিয়ে একশোর মত ভবন। স্থাপত্য রীতির বৈচিত্র বিস্ময়কর। কোনো কোনো ভবন তৈরি করা হয়েছে উঁচু টাওয়ারের মাথায়, সুদৃশ্য ঝুল-বারান্দাসহ। বেশিরভাগই পুরোপুরি গোলাকার, কোনো কোনোটার ভিত চারকোণ।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছে শ্যানন। সে বুঝতে পারছে, মাওবাদী সন্ত্রাসীরা হারানো একটা শহর খুঁজে পেয়েছে। এই শহরের অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে। গুপ্তধন-লোভী অভিযাত্রীরা চার শতাব্দী ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেও এর হদিস পায়নি। এর নাম মৃতদের শহর। যে শহরের ধন-সম্পদ সম্পর্কে অবিশ্বাস্য সব গল্প প্রচলিত আছে।

রজার্সের একটা হাত আঁকড়ে ধরল শ্যানন। 'চিনতে পারছ? পুয়েবলো ডে লস মুয়েরট,' ফিসফিস করল সে।

'কি?' বুঝতে না পেরে ভুরু কোঁচকাল রজার্স।

'কোন কথা নয়!' পাঁজরে রাইফেলের নল দিয়ে গুঁতো মারল একজন টেরোরিস্ট।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রজার্স।

হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল শ্যানন। চওড়া পাথুরে পথ ধরে আরও কিছুটা হাঁটার পর সামনে বৃত্তাকার একটা কাঠামো দেখলো ওরা, বিভিন্ন

BanglaBook.org

অংশে বিভক্ত বিশাল এক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের মাঝখানে আকাশ ছুঁয়ে আছে, যেন মধ্যযুগীয় কোন শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পথিক ক্যাথেড্রাল। কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা, দু'পাশে ডানা বিশিষ্ট মানুষের মূর্তি, মোজাইক করা। এ-ধরনের ডিজাইন আগে কখনও দেখেনি শ্যানন্ খিলান আকৃতিক প্রবেশপথের ভেতর থেকে শুরু হয়েছে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি। ধাপগুলো পেরিয়ে একটা কামরায় ঢুকল ওরা, উঁচু সিলিং ও দেয়ালে পাথর খোদাই করে বিচিত্র জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা হয়েছে। মেঝের মাঝখানে জটিল সব ভাস্কর্য-শিল্পের সমাহার। প্রধান কামরা থেকে অন্যান্য কামরায় যাওয়া যায়, সেগুলোতে রয়েছে সিরামিক জার ও রঙ করা তৈজস-পত্র। এরকম একটা কামরার মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে ভাঁজ করা রঙিন বস্ত্রসম্ভার।

বিপুল শিল্পকর্ম দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে আর্কওলজিস্টরা। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না, সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ভেতর দিকের একটা সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের নিচে নামিয়ে আনল, আটকে রাখল একটা সেলে। পাহারায় থাকল সশস্ত্র দু'জন লোক।

সন্ত্রাসীরা দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে টর্চে একটা হুড পরিয়ে নিয়েছে পিট, ফলে আলো পড়ছে শুধু ওর পায়ের সামনে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সম্বল করে ঘন্টার পর ঘণ্টা বিরতিহীন হেঁটে চলেছে ও, হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালের দিকে একবারও না তাকিয়ে। সময়ের আন্দাজ পেল আকাশে ভোরের আলো ফুটতে দেখে।

রওনা হবার সময় টেরোরিস্টদের চেয়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে ছিল পিট। দ্রুত গতিতে হেঁটেছে ও, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কোথাও থামেনি, ফাঁকা বা সমতল জায়গা পেলে দৌড়ে পার হয়েছে, ফলে মাঝখানের দূরত্ব অনেক কমে গেছে। প্রাচীন পাথুরে পথটায় পৌঁছনোর পর ওর হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। চওড়া এভিনিউ ধরে এগোবার সময় বিশাল আকৃতির পাথুরে মূর্তিগুলোর ওপর শুধু একবার চোখ বুলাল ও। হাঁটার গতি কমল গিরিখাদ থেকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসার পর। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল পিট, তাকিয়ে আছে সামনে। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে। লম্বা সিঁড়ির মাথায় খুদে একটা মূর্তি দেখা গেল, খিলানের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিট। আন্দাজ করল, টেরোরিস্টরা ওখানেই নিয়ে গেছে জিন্নিদের। উঁচু পাহাড়-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উপত্যকায় ঢোকার একটাই পথ, সরু গিরিখাদটা।

BanglaBook.org

মন্দিরের চারধারে বাড়ি-ঘরের ভেঙে পড়া দেয়ালগুলোর আড়াল নিয়ে আরও সামনে চলে এল পিট। তারপর পাথুরে একটা মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে তাকালো। প্রবেশপথের সামনে লম্বা সিঁড়ি একটা বাঁধা। অর্ধেক দূরত্ব পেরুবার আগেই গুলি করে ফেলে দেয়া হবে ওকে। কি করা যায় ভাবছে পিট, এই সময় লক্ষ করল প্রবেশপথের মুখে পাহারাদার লোকটা কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তার মানে ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেছে তার। বড় একটা শ্বাস নিয়ে সাবধানে এগোল ও।

তুপাক আমারু দেখতে অতি ভদ্র হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র। একটু খাটো সে, কাঁধ দুটো সরু, মুখে হাসি হাসি ভাব থাকলেও চোখ দুটোয় ফাঁকা ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি উত্তর-পুব পেরুর বনভূমি ঢাকা পাহাড়ী শহরগুলোয় মৃত্যু ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করে সে। এ-সব এলাকায় দারিদ্র, সন্ত্রাস, রোগ-ব্যাধি আর আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্থায়ী আসন গেড়ে থাকায় সহজেই সে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে। তার গলাকাটা বাহিনী বহু অভিযাত্রী, সরকারি আর্কিওলজিস্ট, আর্মি পেট্রোল, ও ট্যুরিস্টকে খুন করে গুম করে ফেলেছে। বিপ্লবী সে নয়, শোষিত বঞ্চিত পেরুবাসীদের জন্যে তার কোন দরদও নেই। এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থানীয় লোকদের দমিয়ে রাখার পিছনে বিশেষ কারণ আছে তার।

চেম্বারের দোরগোড়া থেকে বন্দীদের দিকে তাকাল সে। হাসি হাসি ভাব মুখে। 'কষ্ট হচ্ছে জানি, সেজন্যে আমি দুঃখিত; বলল সে। 'আপনারা বাধা দেননি বলে ধন্যবাদ জানাই; আমাদের কোন গুলি খরচ করতে হয়নি।'

'হাইল্যান্ডের একজন গেরিলা, এত ভাল ইংরেজি শিখলেন কিভাবে, মি....?' জিজ্ঞেস করল রজার্স।

'তুপাক আমারু। টেক্সাস ইউনির্ভাসিটির ছাত্র ছিলাম আমি।'

'আপনি আমাদেরকে কিডন্যাপ করেছেন কেন?' ক্লান্ত শ্যানেনের গলায় জোর নেই।

'মুক্তিপণ আদায় করব বলে। আপনি একজন নামকরা বিজ্ঞানী, আপনাকে ফিরে পাবার বিনিময়ে পেরুভিয়ান সরকার মোটা টাকা দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমি জানি, ওদের অনেকের বাবা বিরাট ধনী। মুক্তিপনের ওই টাকা সর্বহারাদের পক্ষে লড়ার জন্যে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

'ইউনির্ভাসিটি থেকে তাহলে কি শিখলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল। 'কমিউনিজম ব্যর্থ হয়েছে, জানেন না?'

BanglaBook.org

'কমিউনিজমের রুশ সংস্করণ ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু মাও সেতুঙ- এর দর্শন টিকে আছে ও থাকবে।'

'কিন্তু সর্বহারাদের নামে আপনারা আন্দোলন করলেও গত বছর যে ছাব্বিশ হাজার লোক মারা গেছে তারা সবাই শোষিত জনগণের অংশ...,' ড. মিলারের পাঁজরে রাইফেলে গুঁতো মারল একজন গার্ড, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন তিনি।

মোপাক ডেলগাড়ো হাসছে। 'আপনি আমাদের আদর্শ বা কর্মসূচি নিয়ে কথা বলার অধিকার রাখেন না।'

হাঁটু মুড়ে বসল অ্যাল বৃদ্ধ ড. মিলারের মাথাটা হাঁটুর ওপর তুলে নিল। এবার তার দিকে রাইফেল তুলল গার্ড। দু'জনের মাঝখানে সিধে হয়ে দাঁড়াল শ্যানন, রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে আমারুর দিকে, হিসহিস করে বলল, 'আপনি বিপ্লবী নন, একটা ভণ্ড!'

আমারুর হাসিতে কৌতুক ও কৌতূহল ফুটে উঠল। 'এ-কথা কেন মনে হলো, মিস শ্যানন?'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'আমেরিকায় আমার এজেন্ট আছে। ফিনিক্স, অ্যারিজোনা থেকে আপনারা রওনা হবার আগেই আপনাদের এই সর্বশেষ প্রজেক্ট সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।'

'ভণ্ড এবং প্রতারক,' আবার হিসহিস করে উঠল শ্যানন। 'আপনি বা আপনার লোকজন বিপ্লবী হতে পারেন না। আপনারা আসলে হুয়াকোয়েরস।' সমাধি বা মন্দির থেকে যারা মূল্যবান জিনিপত্র চুরি করে তাদেরকে হুয়াকোয়েরস বলা হয়।

'ঠিক,' শ্যাননকে সমর্থন করল রজার্স। 'যারা বোমা মেরে পাওয়ার লাইন আর পুলিশ স্টেশন ধ্বংস করার কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে তাদের পক্ষে এই মন্দিরের ভেতর এত বিপুল পরিমাণ প্রাচীন শিল্পকর্ম জড়ো করা সম্ভব নয়। বোঝাই যাচ্ছে, বিরাট একটা সংগঠন আছে আপনাদের, প্রাচীন শিল্পকর্ম চুরি করা আপনাদের ফুল-টাইম ব্যবসা।'

'ওনারা যখন এত জোর দিয়ে বলছেন, আমি অস্বীকার করব না।' হাসছে আমারু।

কয়েক সেকেন্ড কারও মুখে কথা নেই। তারপর টলতে টলতে সিধে হলেন ড. মিলার , চিৎকার করে বললেন, 'ওরে শয়তান! প্রাচীন নিদর্শনের মূল্য তুই কি বুঝবি? তোকে আসলে ফাঁসিতে জোলানো উচিত...।' রাগে কাঁপছেন তিনি।

BanglaBook.org

হিপ হোলস্টার থেকে বিশাল একটা হেকলার অ্যান্ড কোচ নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক বের করল আমারু, হাসিমুখে সরাসরি গুলি করল ড. মিলারের বুকে। গুলির শব্দ মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল, তালা লেগে গেল সবার কানে। ঝাঁকি খেয়ে পিছনের দেয়ালে পড়লেন ড. মিলার, সেখান থেকে ধ্বসে পড়লেন পাথুরের মেঝেতে। চিৎ হয়ে পড়েছেন তিনি, হাত ও পা বুকের নিচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচড়ে রয়েছে। মেঝেতে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

স্থির পাথর হয়ে গেছে রজার্স, বিস্ময়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ জোড়া। আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল শ্যাননের চোখ, আর্তনাদ করে উঠল সে। মামিমের শরীরের দু'পাশে হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল। কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে আমারু ওদের সবাইকে খুন করবে। হারাবার কিছুই নেই ভেবে লাফ দেয়ার জন্যে শরীরটা শক্ত করল অ্যাল।

'ভুলে যান,' তার দিকে অটোমেটিক তাক করে বলল আমারু। তারপর গার্ডদের নির্দেশ দিল সে। তাদের একজন ড. মিলারের লাশটা টেনে-হিঁচড়ে চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে গেল। পিছনে রক্তের একটা ধারা তৈরি হলো।

এখনও ফোঁপাচ্ছে শ্যানন। খানিক পর ফিরে এল গার্ড, যদিও মামিম ছাড়া তার ফিরে আসাটা কেউ লক্ষ করল না। লোকটার চোখ-মুখ হ্যাটে ঢাকা, হাত দুটো কম্বলের মত গায়ে জড়ানো আলখেল্লার ভেতরে। দ্বিতীয় গার্ডটার দিকে তাকাল অ্যাল, রাইফেলটা কাঁধে ফেলে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র ছয় ফুট দূরে সে। লাফ দেবে কিনা ভাবছে মামিম। কিন্তু আমারুর হাতে অটোমেটিক থাকায় সাহস পাচ্ছে না। 'তোমাকে মরতে হবে, আমারু। নিরীহ মানুষকে এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে কেউ কোনদিন রেহাই পায় না।'

'কে মারবে আমাকে? আপনি? নাকি এই সুন্দরী মেয়েটা?' হঠাৎ এক পা এগিয়ে শ্যাননের চুল মুটোর ভেতর ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। শ্যাননের মুখ নিজের মুখের কাছে সরিয়ে এনে হাসতে হাসতে বলল, 'আসুন, একটা বাজি ধরি। এই সুন্দরী মেয়েটা আমার বিছানায় ঘন্টা কয়েক থাকার পর স্রেফ আমার ক্রীতদাসী হয়ে যাবে। আপনি স্বীকার করেন?'

ব্যথায় ও ভয়ে চিৎকার করে উঠল শ্যানন।

'মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে আনন্দ পাই আমি। ওরা চিৎকার করলে আমার খুব উত্তেজনা হয়। আরও ভাল লাগে কাজটা করার সময় যদি কিছু দর্শক উপস্থিত থাকে ...।'

তামাটে একটা পেশীবহুল হাত তার গলা চেপে ধরল, ফলে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল তার কথা। 'আর এটা হলো যে মেয়েদের অপমান করেছিলে, তাদের পক্ষ থেকে তোমার জন্যে শাস্তি,' বলল পিট, কোল্টটা আমারুর নাভির নিচে প্যান্টে চেপে ধরে ট্রিগার টেনে দিল।

BanglaBook.org

৬.

গুলির শব্দ থামার আগেই দ্বিতীয় গার্ডকে লক্ষ করে লাফ দিল অ্যাল, লোকটাকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ল। আতঙ্ক আর ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে আমারুর চেহারা, চোখ দুটো-বিস্ফারিত, হাত থেকে খসে পড়েছে অস্ত্রটা। দুই হাতে উরুসন্ধি চেপে ধরেছে, আঙুলের ফাঁক বেয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। দ্বিতীয় গার্ডের মুখে গোটা দুই ঘুসি মেরে হাতের রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল অ্যাল, সেটা বাগিয়ে ধরে তাক করল দরজার দিকে।

শ্যানন এবার কোন চিৎকার করেনি, ক্রল করে কামরার এক কোণে সরে গিয়ে নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো বসে আছে, তাকিয়ে আছে আমারুর রক্তে ভেজা নিজের হাত ও পায়ের দিকে। তারপর মুখ তুলে পিটের দিকে তাকাল সে।

পিটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রজার্সও, চেহারায় বিস্ময়। 'আ-আপনি সেই ডাইভার, কুয়ায় নেমেছিলে...?'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওই কয়া থেকে আপনি উঠলেন কিভাবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল শ্যানন, তার গলা কাঁপছে।

'উঠলাম,' বলে জিওর্দিনোর দিকে তাকাল পিট, দরজার দিকে রাইফেল তুলে রেখেছে। 'রিল্যাক্স, অ্যাল। গার্ডরা কেউ আসবে না।'

রাইফেল নামিয়ে রেখে পিটকে আলিঙ্গন করল অ্যাল। 'গড, তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় মারা যাচ্ছিলাম আমি। এত দেরি করলে কেন? আমার হিসেবে এখানে তোমার আরও আগে পৌঁছুনোর কথা।'

'ট্রেন মিস করেছি।'

'ঠাট্টা নয়, কুয়া থেকে উঠলে কিভাবে?'

'কষ্ট করে উঠেছি, পরে একদিন শোনাব সে গল্প।'

'গার্ডদের কি অবস্থা? বাকি চারজনের?'

'অন্যমনস্ক থাকলে যা হয়, দুর্ঘটনা এড়াতে পারেনি। মারাত্মক কিছু নয়, শুধু খুলি ফেটেছে।' পিটের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'মেইন এন্ট্রান্স দিয়ে ড. মিলারের লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একজন গার্ড, আমার সামনে পড়ে যায় সে। খুনটা কে করল?'

BanglaBook.org

ইঙ্গিতে আমারুকে দেখাল অ্যাল। 'তোমার সেফটি লাইনও ও-ই কেটে ফেলে।'

'আমার তাহলে অনুতাপ না করলেও চলে,' বলল পিট, তাকিয়ে আছে আমারুর দিকে। উরুসন্ধি চেপে ধরে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে সে, ক্ষতস্থানের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ওর সেক্সলাইফ বোধহয় ধ্বংস হয়ে গেছে। নাম কি ব্যাটার?'

'তুপাক আমারু,' জবাব দিল শ্যানন।

'পেরুভিয়ন স্টুডেন্ট,' মনে পড়ে যাওয়ায় বলল অ্যাল। 'ওদেরকে মন্দিরের নিচের একটা সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'আগেই ওদেরকে মুক্ত করেছি। সবাই খুব সাহসী। ইতিমধ্যে নিশ্চয় ওরা গেরিলাদের বেঁধে ফেলেছে। বলে এসেছি পুলিশ বা সরকারী লোকজন না আসা পর্যন্ত ওখানেই যেন অপেক্ষা করে।'

'কাদের তুমি গেরিলা বলছ? এরা গেরিলাও নয়, বিপ্লবীও নয়, চোর। পেশাদার চোর। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেটে বিক্রি করে। খুব বড় একটা সিন্ডিকেটের অংশ ওরা।'

'আমারুকে একটা টোটেম পোলের শুধু গোড়া বলা যেতে পারে,' মন্তব্য করল রজার্স। 'ডিসট্রিবিউটররা হলো তার মক্কেল, লাভের বেশিরভাগ টাকা যায় তাদের পকেটেই।'

'আমি শুধু কয়েকটা চেম্বারে চোখ বুলিয়েছি,' বলল পিট। তাতেই যা দেখলাম, দুনিয়ার অর্ধেক মিউজিয়ামকে সন্তুষ্ট করা যাবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শ্যানন, তারপর পিটের সামনে চলে এল, দু'হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে হালকাভাবে চুমো খেলো ঠোঁটে। 'আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ধন্যবাদ।'

'একবার নয়, দু'বার' মন্তব্য করল রজার্স, পিটের সঙ্গে করমর্দন করছে সে।

'কৃতিত্বটা একা আমার নয়, ভাগ্যেরও বিরাট ভূমিকা আছে।' বিব্রত ভারটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না পিট। শ্যাননের মুখে মেকআপ নেই, ব্লাউজটা এখানে-সেখানে ছেঁড়া, কালো সুইম স্যুটটা এখনও ভেজা ভেজা, পায়ে হাইকিং বুট, তাসত্ত্বেও মেয়েটার যৌনাবেদন এতটুকু ম্লান হয়নি। নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলল ও। 'দুঃখ হচ্ছে আরও আগে পৌঁছুতে পারিনি বলে। তাহলে হয়তো ড. মিলারকে বাঁচাতে পারতাম।'

'লাশটা ওরা কোথায় নিয়ে গেল' জানতে চাইল রজার্স।

'মন্দিরের প্রবেশ মুখের ঠিক বাইরে গার্ডকে আমি বাধা দিই। ধাপগুলোর ওপর ল্যান্ডিঙে পড়ে আছে লাশ।'

BanglaBook.org

পিটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল অ্যাল। ওর মুখে আর হাতে অসংখ্য আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। 'তোমার আসলে ঘন্টা কয়েক বিশ্রাম নেয়া দরকার পিট। আগে তুমি বিশ্রাম নাও,তারপর আমরা সিঙ্ক-হোল ক্যাম্পসাইটে ফিরে যাব।'

'রাখো তোমার বিশ্রাম। 'কপ্টারে চড়ে এখুনি আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'হেলিকপ্টার? কিন্তু এখানে তো...।'

রজার্সকে থামিয়ে দিয়ে পিট বলল, 'এত সব চুরি করা জিনিস আমারু সরায় কিভাবে? প্রথমে নিশ্চয়ই কোন বন্দর শহরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে পেরুর বাইরে। তার মানে এখানে একটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের অস্তিত্ব আছে। রেডিওটা খুঁজে বের করলেই হবে, তারপর সাহায্য চাইব।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাল। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে। রেডিওটা কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সেটা যদি পোর্টেবল হয়, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে।'

আমারুর দিকে তাকাল পিট। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠল আমারু, 'আমাদের কোন রেডিও নেই।'

'বিশ্বাস করলাম না। ভাল চাও তো বলো কোথায় সেটা।'

'ভুল করছেন। মুখ খোলার লোক আমি নই।'

'তার মানে তুমি মরতে চাও?'

'মেরে ফেললে আমার উপকার করা হবে।'

পিটের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। 'সব মিলিয়ে কত মেয়েকে রেপ করেছ তুমি? ক'জনকে খুন করেছ?'

আমারুর চোখে ঘৃণা উথলে উঠল। 'এত বেশি যে সংখ্যাটা আমি ভুলে গেছি।

'তুমি চাইছ আমি রেগে গিয়ে গুলি করি, তাই না?'

'কত শিশুকে মেরেছি জিজ্ঞেস করছেন না কেন?'

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো, তাই না?' পিটের হাতে কোল্ট পিস্তলটা বেরিয়ে এল আবার। আমারুর মুখের পাশে মাজল চেপে ধরল ও। 'তোমাকে খুন করলে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভাল হবে যদি দু'চোখে একটা করে গুলি করি। তুমি বেঁচে থাকবে, তবে পুরুষত্বহীন একজন অন্ধ হয়ে।

'চেহারায় গোয়ার্তুমির ভাব ধরে রাখলেও, আমারুর চোখে ভয় ফুটে উঠল। 'মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। এ আপনি করতে পারেন না।'

BanglaBook.org

'চোখে গুলি করার পর হাঁটুতে,' বলল পিট। 'তারপর কানে, কিংবা নাকে। তোমার জায়গায় আমি হলে ঝুঁকি না দিয়ে এখুনি গান গাইতে শুরু করতাম।'

পিটের ঠাণ্ডা হাবভাব লক্ষ করে এরপর আর দেরি করল না আমারু। 'মন্দির থেকে দেড়শো ফুট পশ্চিমে গোল একটা বিল্ডিং আছে, তার ভেতর পাবেন। দরজার ওপরে পাথরে খোদাই করা একটা বানরের মূর্তি আছে।'

জিওর্দিনোর দিকে ফিরল পিট। 'ছাত্রদের একজনকে নিয়ে যাও, দোভাষীর কাজে লাগবে। কাছাকাছি পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমাদের লোকেশন আর সিচুয়েশন জানিয়ে অনুরোধ করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা আর্মি ইউনিট পাঠাতে। কমপ্লেক্সটা অনেক বড়, এদের আরও লোকজন লুকিয়ে থাকতে পারে।'

অ্যাল চিন্তিত, তাকিয়ে আছে আমারুর দিকে। 'ওপেন ফ্রিকোয়েন্সিতে সাহায্য চাইলে লিমা থেকে এই শয়তানের বন্ধুরা শুনে ফেলতে পারে। আর্মির আগে তারা যদি চলে আসে?'

'আর্মিকে বিশ্বাস করাও বোধ হয় উচিত হবে না,' বলল শ্যানন। 'আর্মির হাই র‍্যাঙ্কিং অফিসারদের কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।'

রজার্স বলল, 'আমিও শুনেছি যে এখানকার সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার এই চুরির সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন প্রতিটি কবরে মূল্যবান সব জিনিস পাওয়া যায়। কবরের সংখ্যাও এত বেশি যে গুণে শেষ করা যাবে না। কবর চোরাদের এই ব্যবসাটা আসলে বিশাল। বলা হয় ড্রাগ স্মাগলিঙে যে লাভ হয় তারচেয়ে বেশি লাভ হয় প্রাচীন নিদর্শন বেচাকেনায়। পালের গোপা যে-ই হোক, সরকারী কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট না করে ব্যবসা চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমরা নিজেদের ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করে জুয়ান চাকোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি,' প্রস্তাব দিল শ্যানন।

'জুয়ান চাকো?'

'আমাদের প্রজেক্টের জন্যে পেরু সরকারের তরফ থেকে একজন কো-অর্ডিনেটর,' বলল শ্যানন। 'কাছাকাছি শহরে তিনি আমাদের সাপ্লাই হেডকোয়ার্টারের চার্জে আছেন।'

'তাঁকে বিশ্বাস করা যায়?

'যায়,' নির্দ্বিধায় বলল শ্যানন। 'দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানী আর্কিওলজিস্ট তিনি, আন্দিয়ান কালচার সম্পর্কে একজন বিখ্যাত স্কলার। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাচার ঠেকাবার জন্যে যে কমিটি আছে তাতে তিনি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।'

BanglaBook.org

জিওর্দিনোর দিকে ফিরল পিট। 'তাহলে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করো। একটা হেলিকপ্টার চেয়ে পাঠাও, আমাদেরকে নিয়ে যাবে।'

'আমিও সঙ্গে যাই,' প্রস্তাব দিল শ্যানন। 'মি. চাকোকে রিপোর্ট করা দরকার ড. মিলার খুন হয়েছেন। মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে একবার দেখে আসাও হবে।'

'সাথে অস্ত্র রাখো,' অ্যালকে নির্দেশ দিল পিট। 'চোখ খোলা রাখবে।'

'লাশটার কি হবে?' জানতে চাইল রজার্স। 'ওখানে ওভাবে তাঁকে আমরা ফেলে রাখতে পারি না।'

'রোদ থেকে তুলে এনে একটা কম্বলে জড়িয়ে রাখুন। সময় হলে কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।

ব্যথায় গোঙাচ্ছিল হঠাৎ কর্কশ শব্দ করে হেসে উঠল আমারু। 'সবাই আপনারা পাগল! ভেবেছেন পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন?

'পুয়েবলো ডে লস মুয়েরট মানে হলো সিটি অব ডেথ,' অনুবাদ করল শ্যানন।

'ওর কথায় কান দেয়ার দরকার নেই।' পিটের কথা শুনে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাল আর রজার্স। কামরা খালি হয়ে যেতে আমারুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। 'এই অবস্থায় তুমি এত সাহস পাচ্ছ কোত্থেকে?'

চোখ-মুখ বিকৃত করে হিসহিস শব্দে আমারু বলল, 'শেষ হাসিটা আমি হাসব। অত্যন্ত প্রভাবশালী একদল লোকের লেজে পা দিয়ে ফেলেছেন আপনি। আপনাদের পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।'

পিটের মুখে নির্লিপ্ত হাসি। 'এর আগেও প্রভাবশালী লোকের লেজে পা দিয়েছি আমি।'

'ছোট একটা পর্দা সরিয়ে সলুপেমাচাকো-দের বিপদে ফেলে দিয়েছেন আপনারা। পরিচয় ফাঁস হওয়া ঠেকাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবেন তাঁরা এখন, এমনকি সেজন্যে যদি গোটা একটা প্রদেশকে ধ্বংস করে ফেলতে হয় তাতেও তাঁরা পিছপা হবেন না।'

'দেখা যাচ্ছে তুমি যাদের সঙ্গে মেলামেশা করো তাদের মেজাজ মিষ্টি নয়। কি যেন নাম বললে তাদের?'

চুপ করে থাকল আমারু। রক্তক্ষরণে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। ধীরে ধীরে হাত তুলে পিটের দিকে একটা আঙুল তাক করল। 'আপনার ওপর অভিশাপ নেমে আসছে। আপনার হাড় চিরকাল চাচাপয়ানদের সঙ্গে থেকে যাবে।' এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

BanglaBook.org

'চাচাপয়ান কারা?'

'ইংরেজিতে ওদেরকে ক্লাউড পীপল বলা হয়,' জবাব দিল শ্যানন। 'আটশো থেকে চৌদ্দশো আশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ইনকাদের আগে আন্দেজের উঁচু এলাকায় তাদের সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। তারপর ইনকাদের কাছে হেরে যায় তারা। এই বিশাল কবরস্থান চাচাপয়ানদেরই সৃষ্টি।'

সিধে হলো পিট, গার্ডের ফেল্ট হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে আমারুর বুকে রাখল। কামরা থেকে বেরিয়ে মন্দিরের প্রধান চেম্বারে চলে এল ও। শ্যানন গেল জিওর্দিনোর খোঁজে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চাচাপয়ান শিল্পকর্মের বিপুল সম্ভার পরীক্ষা করল পিট। মাটির তৈরি বড় একটা মমি কেস পরীক্ষা করছে, এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল রজার্স। 'ড. মিলারের লাশটা আপনি কোথায় দেখেছিলেন?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'ভেতর দিকের সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে।'

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ।' রজার্সের পিছু পিছু খিলান আকৃতির প্রবেশপথ পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পিট। পাথুরে ল্যান্ডিঙে রক্ত লেগে রয়েছে, কিন্তু লাশটা নেই।

'মন্দিরের গোড়াটা দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল পিট। 'সিঁড়ি থেকে পড়ে যেতে পারে...।'

'চারজন ছাত্রকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম, পায়নি তারা।'

'কি আশ্চর্য! মরা মানুষ হাঁটতে পারে নাকি!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রজার্স বলল, 'এটা বোধ হয় পারে।'

BanglaBook.org

৭.

লম্বা মোটর লঞ্চের সেলুনে রয়েছে জুয়ান চাকো, সোফায় বসে জিন খাচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই লঞ্চটাই চাচাপয়ায় আর্কিওলজি প্রজেক্টের হেডকোয়ার্টার। রেডিওর স্পীকার থেকে পরিচিত গলা ভেসে আসছে শুনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। তিনি সাড়া দিতেই অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'রেকডার অন করুন। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছি, দু'বার বলতে পারব না।'

ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতামে চাপ দিয়ে চাকো বলল, 'রেডি টু রিসিভ।'

'আমারু আর তার লোকজন বন্দী হয়েছে আর্কিওলজিস্টদের হাতে। আমারু গুলি খেয়েছে।

থমথমে হয়ে উঠল চাকোর চেহারা। 'তা কি করে সম্ভব!'

'নুমার একটা দল এলাকার কাছেই কাজ করছিলো, তাদেরই এক লোক ডিসট্রেস কল পেয়ে সাড়া দেয়। যেভাবে হোক সিঙ্গ-হোল থেকে উঠে এসে আমারু আর তার বন্দীদের পিছু নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে যায়। একে একে কাবু করে ফেলে গার্ডদের।'

'কে লোকটা?'

'অত্যন্ত বিপজ্জনক, মনে হচ্ছে একাই একশো।'

'আপনি নিরাপদ?'

'আপাতত।'

'তার মানে ভয় দেখিয়ে আমাদের কালেকশন গ্রাউন্ড থেকে আর্কিওলজিস্টদের ভাগিয়ে দেয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে।'

'শুধু তাই নয়। ড. শ্যানন মন্দিরে জড়ো করা জিনিসগুলো দেখে আমাদের সেটআপ সম্পর্কে একটা ধারণাও পেয়ে গেছে।'

'ড. মিলারের ব্যাপারটা?'

'ওরা কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।'

চাকো বলল, 'যাক, অন্তত একটা কাজে কোন ত্রুটি হয়নি।'

'ওরা উপত্যকা ছেড়ে যাবার আগে আপনি যদি একটা ফোর্স পাঠাতে পারেন,' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত গলা ভেসে এল, 'তাহলে এখনও বিপদটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।'

BanglaBook.org

'পেরুভিয়ান ছাত্রদের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়,' চাকো বলল। 'আমার দেশের লোকেরা খুব খারাপ ভাবে নেবে ব্যাপারটাকে।'

'কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই, মাই ফ্রেন্ড। মাওবাদী টেরোরিস্টদের বদলে একটা ক্রাইম সিণ্ডিকেট রয়েছে এর পিছনে, এটা ওরা জেনে ফেলেছে। যা দেখেছে তা ওরা প্রচার করবে। ওদেরকে মেরে না ফেলে আমাদের কোন উপায় নেই।'

'এ-সব কিছুই ঘটতো না আপনি যদি ড. শ্যানন আর রজার্সকে কুয়ায় নামতে বাধা দিতেন।'

'বাধা দেয়ার একটাই উপায় ছিল, ছাত্রদের সামনে ওদেরকে খুন করা।'

'সাহায্য চেয়ে রেডিও মেসেজ প্রচার করাটাও মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সরকারী তদন্তে এগিয়ে যেতে চাই আমরা। উদ্ধারের উপযুক্ত আয়োজন করা না হলে ওদের ডুবে মরাটাকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। আমরা সল্‌পেমাচাকো রহস্য প্রকাশ হতে দিতে পারি না। তাছাড়া, কে জানত নুমা এই এলাকায় রয়েছে?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করার পর জুয়ান চাকো বলল, 'ঠিক আছে। পেরুভিয়ান আর্মিতে আমাদের লোক আছে, ভাড়াটে সৈনিক। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটসে হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছে যাবে ওরা।'

আপনমনে হাসল চাকো। 'নিজের ভাইকে যদি বিশ্বাস করতে না পারি তাহলে আর কাকে বিশ্বাস করব!'

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে জমে থাকা রক্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পিট। ল্যান্ডিং থেকে প্রায় খাড়া হয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে ধাপগুলো।

'আমারু সরাসরি তাঁর বুকে গুলি করে,' বলল রজার্স। 'অবশ্যই তিনি মারা গেছেন। সব জায়গায় তাঁর রক্ত রয়েছে। আপনিও এখানে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেছেন।'

'তবে লাশটা আমি পরীক্ষা করিনি,' বলল পিট।

'কিন্তু ভেতরের চেম্বারে রক্তের কি ব্যাখ্যা, বলুন? যেখানে গুলি করা হয় ড. মিলারকে? অন্তত এক গ্যালন রক্ত...।'

'এক গ্যালন নয়, বরং বলুন এক পাউন্ড।'

'আপনি বলছেন গার্ডকে কাবু করার পর ছাত্রদেরকে মুক্ত করেছেন, তারা এসে গার্ডকে বেঁধেছে, তাই না? তার মানে লাশটা এখানে পড়েছিল খুব বেশি হলে চার কি পাঁচ মিনিট?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'এই সময়ের ভেতর সাতষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ সরু আর খাড়া দু'শো ধাপ বেয়ে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল, বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও?' মাথা নাড়ছে রজার্স।

'আপনি ঠিক জানেন উনি ড.মিলার ছিলেন?'

'কি বলছেন! অবশ্যই উনি ড.মিলার ছিলেন।'

'কতদিন হলো তাঁকে আপনি চেনেন?'

'তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে জানি পনেরো বছর। ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ দিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয় হয়।' রজার্সের দৃষ্টি দেখে মনে হলো পিটকে সে একটা পাগল বলে মনে করছে। 'শুনুন, ড. স্টিভ মিলার দুনিয়ার সেরা নৃবিজ্ঞানীদের অন্যতম। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি থেকে শুরু করে অসংখ্য পত্রিকায় তাঁর ফটো ছাপা হয়। আমি তাঁকে টেলিভিশনেও বহুবার দেখেছি। তাঁকে আমার চিনতে ভুল হবে, এ সম্ভব নয়...।'

হঠাৎ মন্দিরের বৃত্তাকার ভিত ঘুরে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল অ্যাল আর শ্যানন, দু'জনেই ছুটছে। জমিন থেকে এত ওপরে থাকা সত্ত্বেও ওদের উদ্বেগ আর উত্তেজনা আঁচ করতে পারল পিট। ধাপগুলো বেয়ে ল্যান্ডিঙে উঠে আসতে হাঁপিয়ে গেল দু'জনেই, ঘামে চকচক করছে মুখ আর হাত। 'বিল্ডিং পাওনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'গোলাকার বিল্ডিং মানে একটা বিরাট সমাধি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অ্যাল। 'ভেতরটা এমনভাবে সাজানো যেন মধ্যপ্রাচ্যের কোন শেখ ব্যবহার করে। ফ্রিজ চালাবার জন্যে জেনারেটরও আছে। নিশ্চয়ই কেউ রেডিওটা নিয়ে পালিয়েছে, এবং পালাবার আগে কুর্স বিয়ারের চারটে কার্টুনে যতগুলো বোতল ছিল সব ভেঙে রেখে গেছে।'

'পেরুতে কুর্স?' রজার্সের গলায় সন্দেহ।

'ভাঙা বোতলের গায়ে লেবেল দেখলেই বুঝতে পারবেন,' বলল অ্যাল। 'কেউ বোধ হয় চাইছে পিপাসায় কষ্ট পাই আমরা।'

'গিরিখাদের ওপাশে জঙ্গল, কাজেই সে ভয় নেই,' ক্ষীণ হেসে বলল পিট।

অ্যাল হাসছে না। 'এখন তাহলে কি হবে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রজার্সকে পিট জিজ্ঞেস করল, 'কুয়ার কাছে আপনাদের তাঁবুতে রেডিও নেই?'

ফটোগ্রাফার মাথা নাড়ল। 'শুধু আপনার হেলিকপ্টারের নয়, আমাদের রেডিওটাও আমারুর লোকেরা ভেঙে রেখে এসেছে।'

BanglaBook.org

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল শ্যানন। 'ত্রিশ কিলোমিটার জঙ্গল পেরিয়ে সিঙ্ক-হোলে, তারপর সেখান থেকে আরও নব্বুই কিলোমিটার হেঁটে চাচাপয়ায় যেতে হবে নাকি?

'যোগাযোগ করা হচ্ছে না দেখে মি. চাকো সার্চ পার্টি পাঠাতে পারেন,' মন্তব্য করল রজার্স।

'প্রাচীন এই শহরটার কি যেন নাম... সিট অব দা ডেড, তাই না?' ধীরে ধীরে কথা বলছে পিট। 'সার্চ পার্টি পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তারা এসে দেখবে চারদিকে শুধু লাশ ছড়িয়ে আছে।'

চোখে প্রশ্ন আর কৌতূহল, পিটের দিকে তাকাল সবাই।

'আমারু বলছে, প্রভাবশালী কিছু লোকের লেজে পা দিয়ে ফেলেছি আমরা,' ব্যাখ্যা করল পিট। 'প্রাচীন শিল্প চুরি ও পাচারের কথা জানাজানি হয়ে যাবে, এই ভয়ে তারা আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় উপত্যকা থেকে বেরুতে দেবে না।'

'কিন্তু মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে ওরা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এল কেন? গুলি করে কুয়ায় ফেলে দিলেই তো পারত।' শ্যানন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'কাজটাকে ওরা মাওবাদী গেরিলাদের বলে দেখাতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে সম্ভব হলে মুক্তিপণ আদায় করবে, বোনাস হিসেবে।'

'ওরা তাহলে কারা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল শ্যানন।'

'সলপেমাচাকো, অর্থটা আমার জানা নেই।'

'সলপেমাচাকো,' প্রতিধ্বনি তুলল শ্যানন। 'পৌরাণিক কাহিনী। বহু শতাব্দীর পুরনো লোককাহিনীতে সলপেমাচাকোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এরকম-ভীতিকর একটা সরীসৃপ, যার সাতটা মাথা, বাস করে একটা গুহায়। একটা লোকগাথার বলা হয়েছে এই পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটসই তার আস্তানা।'

'একটা মিথ,' বলল পিট। 'কাজে লাগাচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল লুটিং অর্গানাইজেশন। বোঝাই যাচ্ছে, আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেটে রমরমা ব্যবসা করছে ওরা।'

'সরীসৃপের সাতটা মাথা হয়তো প্রতিনিধিত্ব করছে সিন্ডিকেটের সাতজন ডিরেক্টর,' মন্তব্য করল শ্যানন।

'কিংবা অপারেশন পরিচালনা করার জন্যে ওদের হয়তো সাতটা ঘাঁটি আছে,' পকিন্স বলল।

'সাতটা মাথা নিয়ে দৈত্যটা এসে পড়ার আগে আমরা কেটে পড়লে ভাল করতাম না?' জানতে চাইল অ্যাল।

BanglaBook.org

'এই পরিস্থিতিতে কুয়ার কাছে ফেরাটা বোকামি হবে,' বলল পিট। 'ওখানেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে ওরা। আমি মনে করি এখানেই আমাদের থাকা উচিত।'

'আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ওরা আমাদেরকে খুন করার জন্যে লোক পাঠাবে?' যতটা না ভয় পাচ্ছে তারচেয়ে বেশি রেগে যাচ্ছে শ্যানন।

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল পিট। 'রেডিও নিয়ে যেই পালিয়ে থাকুক, এতক্ষণে আমাদের খবর জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে সে। উপত্যকায় লোকগুলো পৌঁছুবে...,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল ও। '...এই ধরুন দেড় ঘন্টার মধ্যে। দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।'

'আমাদের কাছে ছ'টা অটোমেটিক রাইফেল আছে, আর পিটের কাছে আছে একটা পিস্তল,' বিড়বিড় করল অ্যাল। 'ডজন দুয়েক খুনিকে খুব বেশি হলে মিনিট দশেক ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

'এখানে থেকে সশস্ত্র ক্রিমিনালদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বোকামি হবে,' বলল রজার্স। 'সবাই আমরা মারা পড়ব।'

'তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কথাও ভাবতে হবে,' বলল শ্যানন হঠাৎ করে ম্লান হয়ে গেছে তার চেহারা।

'হতাশায় না ডুবে সবাইকে ডেকে জড়ো করা হোক এখানে,'বলল পিট, ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই। 'তারপর চলুন মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'বেরিয়ে পড়ব? কিন্তু যাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রজার্স।

'প্রথমে আমারুর ল্যান্ডিং সাইটে যাব।'

'ওখানে কি?'

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় অ্যাল বলল, 'পিটের কি যেন একটা প্ল্যান আছে!'

'তেমন আহামরি কোন প্ল্যান নয়,' বলল পিট। 'শয়তানগুলো ল্যান্ড করুক। ওরা যখন আমাদেরকে খুঁজবে, ওদের হেরিকপ্টারটা ধার করব আমরা।'

এক মুহূর্ত কারও মুখে কথা যোগাল না। পিটের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই ও যেন এই মাত্র ভিন গ্রহের কোন রকেট থেকে নামল। নিস্তব্ধতা ভাঙল অ্যালের। 'দেখলেন তো,' হেসে উঠে বলল সে। 'কি বলেছিলাম আমি!'

BanglaBook.org

৮.

পিট বলেছিল দেড় ঘন্টা, তবে আরও দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেল শত্রুরা। পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে এসে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর চক্কর দিতে শুরু করল একজোড়া পেরুভিয়ান সামরিক হেলিকপ্টার। মন্দির থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় ল্যান্ড করল ওগুলো। 'কপ্টার থেকে নেমে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক লাইনে দাঁড়াল সৈনিকরা, ইন্সপেকশন শুরু হবে।

দেশপ্রেমে আত্মনিবেদিত সাধারণ সৈনিক নয় এরা, টাকার লোভে বিক্রি হয়ে যেতে এদের বাধে না। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা একজন ক্যাপ্টেন নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুই প্লাটুন-এ ষাটজন সৈনিক, প্রতিটি প্লাটুনের দায়িত্বে রয়েছে একজন লেফটেন্যান্ট। লাইন ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে হাতে স্টিকটা মাথার ওপর তুলে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন-'মন্দিরে হামলা চালাও! নির্দেশ দেয়ার পর নিচু একটা পাঁচিলে চড়ল সে, একতরফা যুদ্ধটা এখান থেকে পরিচালনা করবে।'

চিৎকার করে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছে ক্যাপ্টেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে বলছে মন্দিরে, এই সময় অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, যেন ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকল সে, তারপর সটান মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পাঁচিল থেকে। পাথুরে জমিনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল খুলিটা।

ছুটে এসে ক্যাপ্টেনের পাশে বসল একজন লেফটেন্যান্ট। মুখ তুলে মন্দিরের দিকে তাকাল একবার। চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করতে যাবে, কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেনের শরীরের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে। মারা যাবার আগে অবশ্য রাইফেলের আওয়াজটা চিনতে পেরেছে।

মন্দিরের আপার লেভেলের ল্যান্ডিঙে। শুয়ে রয়েছে পিট, পাথরের তৈরি ছোট একটা ব্যারিকেডের পিছনে। রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে হতভম্ব সৈনিকদের দেখছে ও। সারিটাকে লক্ষ করে আরও চারটে গুলি করল, লক্ষ্যস্থির করল শুধু অবশিষ্ট একমাত্র অফিসারকে ফেলার জন্যে। তারপর পাথরের ফাঁক থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে খালি চোখে নিচের দৃশ্যের ওপর নজর বুলাল। পাথুরে ধ্বংসাবশেষের পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে ভাড়াটে

BanglaBook.org

সৈনিকরা, বিক্ষিপ্তভাবে মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি করছে মন্দিরের ওপর দিক লক্ষ করে। সবাই তারা ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ সৈনিক, অফিসাররা মারা পড়লেও দমবার পাত্র নয়। এই মুহূর্তে ওদেরকে পরিচালনা করছে সার্জেন্টরা।

হঠাৎ এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল পিটের সামনে খাড়া হয়ে থাকা থামগুলোর, চারদিকে ছুটে গেল পাথলের টুকরো আর কুচি। এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে সরে আসছে সৈনিকরা, অপর একটা দল তাদেরকে কাভার দিচ্ছে। ক্রমশ সিঁড়ি গোড়ার দিকে এগিয়ে আসছে ওরা। সিঁড়িটা মন্দিরের বৃত্তাকার সম্মখু অংশে উঠে এসেছে। শুয়েই থাকল পিট, কাঁকড়ার মত পাশের দিকে এগোচ্ছে। মৃত্যুপ্রাসাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে সিধে হলো ও, ছুটল পিছনের পাঁচিল লক্ষ করে। তারপর খিলানের নিচে একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

যা ভেবেছিল তাই। মন্দিরের বৃত্তাকার পাঁচিল এত মসৃণ আর খাড়া যে শত্রুপক্ষ জানে ওদিক দিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই, তাই শুধু সামনের দিক থেকে হামলা করছে তারা। আবার ছুটে ব্যারিকেডের পিছনে চলে এল পিট, চাইনীজ অটোমেটিক রাইফেল থেকে দীর্ঘ এক পশলা গুলি করল। গড়িয়ে এক পাশে সরে এসে রাইফেলের ম্যাগাজিনে অ্যামুনিসন স্টিক ভরছে, এই সময় 'হুউস' করে একটা শব্দ হলো। ওর পঁচিশ-ত্রিশ ফুট পিছনে একটা ফরটি-মিলিমিটার রকেট বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে। শ্র্যাপনেলের মত চারদিকে ছুটে গেল পাথর, দেয়ালে তৈরি হলো বিশাল এক গর্ত। চোখের পলকে মৃত্যু-দেবতাদের অনেকগুলো মূর্তি আবর্জনায় পরিণত হলো।

পিটের কান ভোঁ ভোঁ করছে। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেছে ও, নাক ও গলার ভেতর ধুলো। চোখ রগড়ে চারপাশের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল।ভাগ্য ভাল যে চোখ খুলেছে,তা না হলে রকেট বুস্টারের তৈরি কালো ধোঁয়া আর উজ্জ্বল ঝলক দেখতেই পেত না। দু'হাতে মাথা ঢেকে আড়াল নিল ও, সেই সঙ্গে আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হলো। এত জোরে ঝাঁকি খেলো পিট, মনে হলো ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে।

স্থির হয়ে পড়ে থাকল পিট, যেন মারা গেছে। তারপর কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো। খক খক করে কাশছে, রাইফেলটা তুলে নিয়ে ক্রল করে মৃত্যু-প্রাসাদের ভেতর দিকে এগোল। পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা মহামূল্যবান শিল্পকর্মের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে চলে এল টুপাক আমারুর কাছে।

কবর চোর আমারু চৈতন্য ফিরে পেয়েছে। উরুসন্ধি চেপে ধরে পিটের দিকে তাকাল সে, চোখে আক্রোশ আর ঘৃণা। 'তোমার বন্ধুরা সব ভেঙে

BanglaBook.org

ফেলছে,' বলল পিট, এই মাত্র আরও একটা রকেট আঘাত করল মন্দিরে। 'আপনারা আটকা পড়েছেন,' নিচু গলায় বলল আমারু।

'নকল ড. মিলারকে খুন করার অভিনয়টা তোমাদের ভালই হয়েছিল। রেডিও নিয়ে পালিয়েছে সে, খবর দিয়ে লোকজন আনিয়েছে।'

'আপনি যেমন আমাকে ভোগাচ্ছেন, আপনাকেও তেমনি ভুগতে হবে।'

'দুঃখিত, আমার অন্য রকম প্ল্যান আছে।'

মাথা তুলে কিছু বলতে গেল আমারু, কিন্তু তার আগেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল পিট।

আবার পিছন দিকের জানালার সামনে চলে এল ও। একটা মোটা জাজিম আর এক জোড়া ছোরা পড়ে রয়েছে এক পাশে। প্রাচীরে ওপর একটা সমাধি কক্ষ বসবাসের জন্যে ব্যবহার করা হয়, আবিষ্কার করেছে অ্যাল আর শ্যানন। সেই সমাধি থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছে ও। জানালার নিচের কার্নিসে জাজিমটা বিছাল, তারপর পা ঝুলিয়ে বসল সেটায়। রাইফেলটা রেখে দিয়ে দু'হাতে দুটো ছোরা নিয়েছে ও, হাত দুটো দু'দিকে লম্বা করে দিল, তারপর তাকাল প্রায় পঁয়ষট্টি ফুট নিচে জমিনের দিকে। শূন্যে লাফ দেয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়। মন্দিরের সামনের দিকে আরও একটা রকেট বিস্ফোরিত হতে সমস্ত দ্বিধা আর ভয় দূর হয়ে গেল পিটের মন থেকে। স্নীকার-এর গোড়ালি খাড়া পাঁচিলের ঢালে আটকাল ও, পাথরের ব্লকগুলোয় ছোরার ফলা ঠেকাল ব্রেক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে কার্নিস থেকে পিচলে দিল শরীরটাকে। পাঁচিলে ঘষা খেয়ে নেমে যাচ্ছে, জাজিমটাকে ব্যবহার করছে স্লেজ হিসেবে।

সবার আগে রয়েছে অ্যাল, তার পিছনে শ্যানন আর ছাত্রদের দলটা, সবার শেষে রজার্স। একটা আন্ডারগ্রাউন্ড সমাধি থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওরা, হেলিকপ্টার দুটো ল্যান্ড করার সময় ওখানেই লুকিয়েছিল সবাই। থামল অ্যাল, প্রাচীন একটা ভাঙা পাঁচিলের ওপর মাথাটা সামান্য উঁচু করে সাবধানে তাকাল। প্রায় দেড়শো ফুট দূরে রয়েছে 'কপ্টার জোড়া। ইঞ্জিনসচল, একটা ককপিটে দু'জন লোক বসে রয়েছে। মন্দিরে আক্রমণ চলছে, দেখছে তারা। অপর হেলিকপ্টারে কেউ নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শামিরের পাশে দাঁড়াল শ্যানন। এই সময় মৃত্যু-প্রাসাদের ওপর দিকে আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হলো। 'ওরা প্রাচীন সমস্ত নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলছে,' ক্ষোভ প্রকাশ পেল তার গলায়।

'পিটের জন্যে কোন চিন্তা হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল। 'ভাড়াটে একদল সৈনিকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করছে ও, আমরা যাতে একটা 'কপ্টার চুরি করতে পারি। ওর কথা একবার ভাববেন না?'

BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শ্যানন। 'প্রাচীন শিল্পকর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে যে-কোন আর্কিওলজিস্ট কষ্ট পায়, অ্যাল জিওর্দিনো।'

'আমার কাছে একজন মানুষের জীবন আরও অনেক বেশি মূল্যবান।'

'দুঃখিত। বিশ্বাস করুন আপনার মত আমিও চাই উনি যেন পালাতে পারেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ইমপসিবল বলে মনে হচ্ছে!

দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা পছন্দ করল অ্যাল। 'সবাইকে জানান,' বলল ও। 'দ্বিতীয় 'কপ্টারটা হাইজ্যাক করতে যাচ্ছি আমরা।'

একদল সৈনিক মন্দিরের সিঁড়ির দিকে ছুটছে দেখে ভেঙে পড়া পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে অ্যালও ছুটল। দ্বিতীয় 'কপ্টারের পিছন দিকে পৌঁছুতে চায় সে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে, হাতে রাইফেল, কেউ তাকে দেখতে পেল না। 'কপ্টারের ঠিক পিছনে এসে থামল সে, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল ওপরে। ট্রুপ ক্যারিয়ারের ভেতরটা খালি, কার্গো কমপার্টমেন্টেও কেউ নেই, শুধু ককপিটে দু'জন লোক তার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে, মগ্ন হয়ে উপভোগ করছে একতরফা লড়াই।

পাইলটরা টেরও পেল না তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। উল্টো করা রাইফেলের বাঁট দিয়ে কো-পাইলটের ঘাড়ে আঘাত করল অ্যাল। শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল পাইলট, তার কপালটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ফাটিয়ে দেয়া হলো।

অচেতন শরীর দুটো দরজা দিয়ে নিচে ফেলে দিল অ্যাল, ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে দলের বাকি সবাইকে ডাকল। 'জলদি!' চিৎকার করল ও। 'জলদি!'

তার চিৎকার গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করছে শ্যানন, তার পিছনে বাকি সবাই। ওদেরকে আসতে দেখে ককপিটে ফিরে এল অ্যাল। আওয়াজ শুনে বুঝল, 'কপ্টারে পৌঁছে গেছে ওরা। 'কেউ বাকি নেই তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'শুধু মের পিট।'

কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যাল। পাল্টা গুলি না হওয়ায় সাহস বেড়ে গেছে সৈনিকদের, সিঁড়ির ওপর দিয়ে ওপর দিকে ছুটছে তারা। মৃত্যু-প্রসাদের ল্যান্ডিং হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সামনের দলটা। ওদেরকে যে বোকা বানানো হয়েছে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই বুঝতে পারবে।

কন্ট্রোলে মনোযোগ দিল অ্যাল।

'আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?' চিৎকার করছে শ্যানন। 'আপনার বন্ধু আমাদের সঙ্গে নেই।'

BanglaBook.org

'শুনেছি,' বলল অ্যাল, কোন রকম ভাবাবেগ নেই তার মধ্যে। সে জানে, সৈনিকদের ফাঁকি দিয়ে ঠিকই পালিয়ে আসতে পারবে পিট। ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়াল সে।

শুকনো একটা নালা থেকে মাথা তুলে হেলিকপ্টার দুটোর দিকে তাকাল পিট। একটার রোটর হঠাৎ খুব জোরে ঘুরতে শুরু করল। বুঝতে অসুবিধে হলো না আর্কিওলজিস্টদের দলটাকে নিয়ে ওটাই দখল করেছে অ্যাল।

পাঁচিল থেকে কাদার ওপর পড়ার পর কয়েক মুহূর্ত নড়েনি পিট। শরীরের নিচে জাজিম থাকা সত্ত্বেও পতনের ঝাঁকিটা এত জোরে লেগেছে যে মনে হয়েছিল একটা হাড়ও আস্ত নেই। সাহস করে প্রথমে হাত দুটো নাড়ে, হাত বুলায় মাথায়। তারপর পা দুটো ভাঁজ করে। নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে, একটা হাড়ও ভাঙেনি!

ধ্বংসাবশেষের আড়াল পেয়ে শুকনো একটা নালায় পৌঁছুতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। নালা আর হেলিকপ্টারের মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা, এই মুহূর্তে এক ছুটে পার হয়ে যেতে পারে ও।

মেইন কমপার্টমেন্ট থেকে রজার্স আর ছাত্রদের দলটা দেখল নালা থেকে উঠে ওদের দিকে ছুটে আসছে পিট। উৎসাহ দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করল তারা। তাদের চিৎকার আরও জোরালো হলো রণক্ষেত্র থেকে একজন সার্জেন্ট ঘাড় ফেরাতে দেখে। রিজার্ভ সৈনিকদের নির্দেশ দিল সার্জেন্ট, 'পালাচ্ছে ওরা, গুলি করো, গুলি করো!'

সৈনিকরা নির্দেশ মানল না। হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে একই লাইনে রয়েছে পিট। গুলি করলে নিজেদের বাহন হারাতে হবে। সবাই ইতস্তত করছে, শুধু একজন সৈনিক রাইফেল তুলে ফায়ার করল।

বাম উরুর চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, গ্রাহ্য করল না পিট। পরমুহূর্তে পৌঁছে গেল কপটের লেজের তলায়। দরজার বাইরে হাত বাড়িয়ে রেখেছে ছাত্ররা, শুয়ে আছে 'কপ্টারের মেঝেতে। জমিন ছেড়ে উঠে পড়ল ওদের বাহন। লাফ দিল পিট, ওর হাত ধরে ফেলল ছাত্ররা।

দ্রুত একটা বাঁক ঘুরছে'কপ্টার, ভয়ে চোখ বুজে ফেলল শ্যানন, মনে হলো রোটর ব্লেডগুলো গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাবে। সাইড উইন্ডোয় একটা বুলেট লাগল, ককপিটে চড়িয়ে পড়ল ফাইবার গ্লাসের টুকরো, জিওর্দিনোর বামের পাশটা সামান্য কেটে গেল, এক চুলের জন্যে মেরুদণ্ড ছুঁতে পারল না একটা টুকরো। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার আগে আরও কয়েকটা বুলেট আঘাত করল 'কপ্টারে।

রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে এসে ওপরে উঠতে শুরু করল অ্যাল, পাহাড় টপকাতে হবে। পাহাড় চূড়া গাছপালায় ঢাকা, এড়াবার জন্যে তেরোশো ফুট

BanglaBook.org

উঠতে হলো তাকে। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে রওনা হলো কপ্টার। এতক্ষণে শ্যাননের দিকে ফিরল অ্যাল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'ওরা আমাদেরকে খুন করতে চাইছিল!' বিড়বিড় করল শ্যানন।

কাঁধের ওপর দিয়ে ককপিটের দরজার দিকে তাকাল অ্যাল। 'ওখানে কেউ আহত হয়েছে নাকি?'

'একা শুধু আমি,' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল পিট।

ওর দিকে তাকিয়ে শ্যানন আঁতকে উঠল, 'আপনার পায়ে রক্ত!'

'একটা বুলেট সামান্য ছুঁয়ে গেছে, সিরিয়াস কিছু না।'

'আপনি আমার সীটে বসুন, প্লীজ!'

শ্যাননের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল পিট। 'ব্যস্ত হবেন না।' জিওর্দিনোর দিকে তাকাল ও। 'ফড়িংটা কতদূর নিয়ে যাবে আমাদের?'

'রেঞ্জ তো সাড়ে তিনশো কিলোমিটার,' জবাব দিল অ্যাল। 'তবে ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েছে কিনা বলতে পারছি না। দু'শো আশি কিলোমিটার যেতে পারব বলে মনে হয়।

'নেভিগেশন কিটটা দেখি।'

সীটের পকেট থেকে নেভিগেশন কিটটা বের করে পিটের হাতে ধরিয়ে দিল শ্যানন। চার্ট খুলে শ্যাননের পিঠে চেপে ধরল পিট। ডিভাইডারস-এর সাহায্যে পেরুভিয়ান উপকূলের কোর্স বের করছে। 'ডিপ ফ্যাদম এখানে থেকে কমবেশি তিনশো কিলোমিটার,' বলল ও।

'ডিপ ফ্যাদম আবার কি?'

'ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির রিসার্চ শিপ,' বলল পিট। 'নুমার একজন অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর আমি। কাছাকাছি কোন শহরের যাবার চেয়ে উপকূল সীমার বাইরে একটা মার্কিন জাহাজে যাওয়া অনেক নিরাপদ।'

'আপনার যুক্তি মেনে নিলাম,' বলল শ্যানন। 'তবে পেরুভিয়ন ছাত্রদের কথা ভুলে যাবেন না। ওদের অভিভাবকরা প্রায় সবাই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমি বলতে চাইছি, কারা ওদেরকে কিডন্যাপ করেছিল, পেরুর জাতীয় সম্পদ নিয়ে কি কাণ্ড ঘটছে, এসব যেন নিউজ মিডিয়ায় ঠিক মতো পৌঁছায়।

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, সবই সময়মত করা হবে।'

'ফুয়েল যা আছে তাতে দু'শো আশি কিলোমিটার যাওয়া যাবে, বলল জুলিয়া 'অথচ সী লায় তিনশো কিলোমিটার দূরে। বাকি বিশ কিলোমিটার আমরা কি সাঁতরে পার হব?'

BanglaBook.org

'জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে এগিয়ে আসতে বলল,' সমাধানটা বলে দিল পিট, হাসছে ও। 'আমরা যে বাঁচব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'কপ্টারটায় প্রত্যেকের জন্যে লাইফ ভেস্ট আছে, আরও আছে দুটো লাইফ রাফট।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল রজার্স পরীক্ষা করছে ছাত্ররা তাদের শোল্ডার হারনেস ঠিকমত লাগিয়েছে কিনা। 'তবে একটা কাজ ভুল হয়েছে আমাদের,' আবার বলল ও। 'উচিত ছিল দ্বিতীয় 'কপ্টারটা অচল করে দিয়ে আসা। ওরা সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

শ্যাননের মুখ শুকিয়ে গেল। 'তার মানে বিপদ এখনও কাটেনি! আপনি জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তো ওরা জেনে ফেলবে আমরা কোথায়।'

'একটু বুদ্ধি করে মেসেজ পাঠালে জানবে না।'

'ডার্ক পিট কলিং ডিপ ফ্যাদম। ওহে,স্টাকি, জেগে আছ নাকি?'

ডিপ ফ্যাদমের কমিউনিকেশনস টেকনিশিয়ান জিম স্টাকি হাতের বইটা নামিয়ে রেখে ট্র্যান্সমিট বাটনে চাপ দিল। 'দিস ইজ ডিপ ফ্যাদম, আই রিড ইউ, মি. পিট।'

'ক্যাপ্টেনকে বলো আমি কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

খবর পেয়ে ডিপ ফ্যাদমের ব্রিজ থেকে কমিউনিকেশন কেবিনে চলে এলেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট। মাইক্রোফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো, মি. পিট? কি ব্যাপার বলুন তো? আপনারা কোথায়?'

'শুনুন ক্যাপ্টেন, এই মুহূর্তে আন্দেজের ওপর একটা পেরুভিয়ান সামরিক 'কপ্টারে রয়েছি আমরা। আকাশে থাকতে পারব আধ ঘন্টার কিছু বেশি। আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে। চিকলায়ো শহরের প্রধান সড়কে নামব আমরা, প্লজিওকানে থেকে আমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে একটা কপ্টার পাঠান। পেরুভিয়ান মেইনল্যান্ডের চার্টে জায়গাটা দেখতে পাবেন। আমি আর অ্যাল জিওর্দিনো ছাড়াও বারোজন প্যাসেঞ্জার আছে। দিস ইজ ইমার্জেন্সী, ক্যাপ্টেন।'

'বুঝলাম না, আবার বলুন, প্লীজ।'

'একই অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করল পিট। তারপর নতুন কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

জিম স্টাকির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট।

জিম বলল, 'প্রজেক্ট ডিরেক্টরের মাথাটা কি নষ্ট হয়ে গেল, স্যার?' তাকেও হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'উনি খুব ভাল করেই জানেন যে ডিপ ফ্যাদমে একটা মাত্র

BanglaBook.org

সার্ভে হেলিকপ্টার আছে, সেটা নষ্ট। তারপর ও কি করে তিনি হেলিকপ্টার পাঠাতে বলেন?'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের চেহারা। 'এক সেকেন্ড, বললেন তিনি। জাহাজের ফোন তুলে দ্রুত নির্দেশ দিলেন, 'জিপিটইন-জিরোতে নতুন কোর্স সেটা করো। তারপর ফুল স্পীড দাও।'

ফোন রেখে দিয়ে স্টাকির দিকে তাকালেন তিনি। 'কি ঘটেছে বুঝতে পেরেছি আমি,স্টাকি। ওঁদের 'কপ্টারে ডিপ ফ্যাদমে পৌঁছুনোর মত যথেষ্ট ফুয়েল নেই। কাজেই পানিতে পড়ে ওরা হাঙরের খোরাক হবার আগে চাইছেন ডিপ ফ্যাদম যাতে ওঁদেরকে উদ্ধার করে।'

'কিন্তু উনি যে হেলিকপ্টারের কথা বললেন...?'

'বোধহয় কেউ কিছু নিয়েছে বা নেবে বলে ভয় পাচ্ছেন মি. পিট। যে-ই ধাওয়া করুক, তাকে বোকা বানানোর জন্যে হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

BanglaBook.org

৯.

গাছপালার মাথা থেকে মাত্র তেত্রিশ ফুট ওপর দিয়ে 'কপ্টার চালাচ্ছে অ্যাল, গতিবেগ ঘণ্টায় নব্বই মাইল। পুরনো হলেও 'কপ্টারের গতি আরও একশো মাইল বাড়ানো যায়, কিন্তু পর্বতমালাকে পিছনে ফেলে আসার পর অল্প যে-টুকু ফুয়েল আছে তা বাঁচানোর জন্যে গতি কমিয়ে দিয়েছে সে। সামনে আর মাত্র এক সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তারপরই খোলা একটা প্রান্তর ও সাগর। তিন মিনিট পর পর ফুয়েল গজ-এর দিকে তাকাচ্ছে সে। লাল ঘরের দিকে এগোচ্ছে কাঁটা।

সামান্য খোঁড়াচ্ছে পিট। কার্গো কমপার্টমেন্টে ফিরে এসে সবাইকে লাইফ ভেস্ট বিলি করবে। ওগুলো ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে শ্যানন বলল, 'না।' ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে একটা ক্যানভাস সীটে বসিয়ে দিল সে। তারপর ফাস্ট এইড কিট আর একটা মেটাল লকার হাতে নিয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল। কোন দ্বিধা করল না, পিটের প্যান্টের পা কেটে ফেলল সে, ক্ষতটা পরিস্কার করল, তারপর দক্ষ হাতে সেলাই করল সেটা, সবশেষে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

'মুগ্ধ হলাম,' বলল পিট। 'কিন্তু এ-সব আপনি শিখলেন কোথায়?'

'একটা খামার বাড়িতে মানুষ হয়েছি আমি, পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে, ওদের কাজই ছিল নিজেদেরকে জখম করার নিত্য নতুন উপায় খুঁজে বের করা।'

'আর্কিওলজির দিকে ঝুঁকলেন কেন?'

'আমাদের গম খেতের পাশে ইন্ডিয়ানদের পুরনো একটা কবরস্থান ছিল। তীরের মাথা পাবার আশায় ছোটবেলায় খোঁড়াখুঁড়ি করতাম। সেই শুরু। উৎসাহ বেড়ে গেল খেতের তলা থেকে পুরনো কিছু হাঁড়ি পাতিল আর একটা কঙ্কাল পাবার পর। ব্যস, নেশা ধরে গেল। কলেজে ওঠার পর সেন্ট্রাল আন্দেজ আমাকে আকৃষ্ট করে। ওখানকার প্রাচীন ছোটখাট বিশেষজ্ঞ।'

' ড. মিলারের সঙ্গে প্রথম কবে আপনার পরিচয় হলো?'

'ডক্টরেট পাবার জন্যে কাজ করছি তখন, বছর কয়েক আগে। ইনকাদের ওপর একটা লেকচার দেন তিনি।'

'তার মানে খুব ভালভাবে তাঁকে আপনি চিনতেন না? যাকে বলে ঘনিষ্ঠতা, তা আপনাদের মধ্যে ছিল না?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল শ্যানন। 'মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হত, চিঠিপত্রে তথ্য বিনিময় হয়েছে। মাস ছয়েক আগে আমি তাঁকে এই এক্সপিডিশনে আসার অনুরোধ জানাই, স্বেচ্ছাসেবক পেরুভিয়ান ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের সুপারভাইজ করার জন্যে। হাতে সময় ছিল, রাজি হয়ে যান তিনি। তারপর প্রস্তাব দিয়ে বলেন, পাঁচ সপ্তা আগে এখানে পৌঁছুতে চান। কারণ প্রস্তুতির জন্যে সময় দরকার- পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আদায় করতে হবে, ইকুইপমেন্ট জোগাড় করতে হবে। জুয়ান চাকো আর ড. মিলার একসঙ্গে কাজ শুরু করেন।

'এখানে এসে বেমানান কিছু চোখে পড়ে আপনার?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল শ্যানন। 'শেষবার যখন দেখি, তাঁর মুখে দাঁড়ি ছিল না। এবার দেখলাম রয়েছে। ওজনও খানিকটা কমে গেছে এই ধরুন পনেরো পাউন্ডের মত। এখন আপনি জিজ্ঞেস করায় আরেকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। য. মিলার সব সময় সানগ্লাস পরে থাকতেন, তাঁর এই অভ্যাসটা আগে দেখিনি।'

'গলার আওয়াজে কোন পরিবর্তন?'

'একটু হয়তো ভারি। ভেবেছিলাম তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে।

'আচ্ছা, ভদ্রলোকের আঙুলে আঙটি ছিল কিনা লক্ষ করেছেন কি? বড় একটা অ্যাম্বার বসানো?'

'হলুদ অ্যাম্বার? মাঝখানে ষাট মিলিয়ন বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক পিঁপড়ের ফসিল আছে? য. মিলার এই আঙটি নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করতেন। কিন্তু কুয়ার কাছে ওটা তাঁর হাতে আমি দেখিনি। হারিয়ে ফেলেছেন কিনা জিজ্ঞেস করতে বললেন। ওজন কমে যাওয়ায় আঙুলে ঢিলে হচ্ছে বলে বাড়িতে রেখে এসেছেন। আপনি জানলেন কিভাবে এরকম একটা আঙটি ছিল তাঁর?'

কুয়ার তলায় লাশের আঙুল থেকে পাওয়া আঙটিটা আঙুল থেকে খুলে শ্যাননকে দেখাল পিট।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শ্যানন। 'কোত্থেকে...?'

'ড. মিলারকে খুন করে ফেলে দেয়া হয় কুয়ার ভেতর,' বলল পিট। 'খুনী আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে নিতে ভুলে যায়। আপনারা যাকে পেরুতে দেখেছেন তিনি ড. মিলার ছিলেন না, ছিল তাঁর পরিচয় নিয়ে অন্য কেউ।'

'আপনি বলতে চাইছেন আমি স্টেটস থেকে রওনা হবার আগেই তিনি খুন হয়েছেন?' বিস্ময়ে হতভম্ব দেখাল শ্যাননকে।

'তিনি ক্যাম্পসাইটে পৌঁছনোর দু'একদিন পরই খুন হন,' বলল পিট। 'কুয়ার তলায় তাঁর লাশের যে অবস্থা দেখেছি, অন্তত মাস খানেক পানিতে পড়ে না থাকলে ওরকম অবস্থা হতে পারে না।'

BanglaBook.org

'আশ্চর্য! রজার্স আর আমি লাশটা দেখতে পাইনি।'

'না। কারণ কুয়ার নামার পরপরই স্রোতটা প্যাসেজের দিকে টেনে নেয় আপনাদের। আমি কুয়ায় উল্টোদিকে দেয়াল পর্যন্ত যাবার সুযোগ পাই, গুহাগুলো সার্চ করি। মি. ড. মিলারের লাশ ছাড়াও সোলোশো শতাব্দীর একজন সৈনিকের কঙ্কালও দেখেছি আমি।'

উদ্বিগ্ন দেখাল শ্যাননকে। 'ড. মিলার যদি খুন হয়ে থাকেন, তাহলে জুয়ান চাকো ব্যাপারটা জানেন। আমাদের প্রজেক্টের লিয়াজোঁ অফিসার তিনি, আমরা পৌঁছুনোর আগে থেকে ড. মিলারের সঙ্গে কাজ করছিলেন। তার মানে এই খুনের সাথে তিনিও জড়িত... কিন্তু তা কি সম্ভব?'

'অবশ্যই জড়িত। আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে, তার ওপর সরকারি কর্মকর্তা, যে- কোন মূল্যে তার সাহায্য পেতে চাইবে সিন্ডিকেট।'

'তাহলে ওই লোকটা কে...ড. মিলারের ভূমিকায় অভিনয় করছিল?'

'সলপেমাচাকের আরেকজন এজেন্ট। আমারুর সাহায্য নিয়ে চমৎকার নাটক করল, যেন মারা গেছে।'

'সে যদি ড. মিলারকে খুন করে থাকে, তার ফাঁসি হওয়া দরকার ।'

'তাকে আর ধরা যাবে কিনা সন্দেহ, তবে জুয়ান চাকোকে পেরুভিয়ান কোর্টে পৌঁছে দেয়া সম্ভব,' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল পিটের পেশী, ঝট করে ককপিটের দিকে তাকাল। হঠাৎ বাঁক নিতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। 'কি ব্যাপার?' ককপিটে ঢুকে জানতে চাইল ও, বসে পড়ল কো-পাইলটের সিটে।

'তুমি চিকলায়োতে নামবে বলে ওদেরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি, চিৎকার করে জবাব দিল অ্যাল। 'ওরা পিছু নিয়ে চলে এসেছে।' কন্ট্রোল থেকে হাত না সরিয়ে মাথা নেড়ে তার বাম দিকের উইন্ডশীল্ডটা দেখাল সে। পুবদিকের নিচু একটা পাহাড়ী রিজ অতিক্রম করছে একটা হেলিকপ্টার। 'এয়ার-টু-এয়ার রকেটের কোন র‍্যাক দেখছি না। রাইফেল থেকে গুলি করবে ওরা।'

অনুসরণরত 'কপ্টারের খোলা প্যাসেঞ্জার ডোর থেকে এক ঝলক আগুন বা ধোঁয়া বিস্ফোরিত হলো, সবেগে ছুটে এল একটা রকেট, ওদের কপ্টারের নাক ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার সময় মনে হলো সাইড উইন্ডো দিয়ে হাত বাড়ালে ছোঁয়া যেত। 'ফরটি-মিলিমিটার রকেট লঞ্চার। ঠিক যেরকম মন্দিরে ব্যবহার করা হয়েছিল,' বলল পিট।

লঞ্চার টিমের লক্ষ ব্যর্থ করার জন্যে আকাশের আরও ওপরে উঠে পড়ল অ্যাল। 'পিস্তল রাইফেল যা পাও ব্যবহার করো, ব্যস্ত রাখো ওদের,' বলল সে। উপকূল বরাবর নিচু মেঘের ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করি আমি।'

BanglaBook.org

জানা গেল পিট ওর রাইফেল ফেলে দিয়ে এসেছে, আর কোল্ট অটোমেটিকে বুলেট নেই। অ্যাল হঠাৎ আবার বাঁক নিতে শুরু করে বলল, 'আর কার কাছে কি আছে বলতে পারব না। আমার রাইফেলটা তুমি কেবিন বাল্কহেডের এক কোণে পাবে।'

সীটের হাতলের সঙ্গে ঝুলে থাকা রেডিও হেডসেট খুলে কানে লাগাল পিট, সীট ছেড়ে প্লাগটা সকেটে ঢুকিয়ে অ্যালকে বলল, 'তুমিও হেডসেট পরো।' বাঁক ঘুরতে ব্যস্ত অ্যাল, কথা বলল না। আরেকটা রকেট ছুটে এল, এবারও অল্পের জন্যে রক্ষা পেল ওরা। কাছাকাছি একটা পাহাড়ের গায়ে লেগে বিস্ফোরিত হলো সেটা।

প্রতি মুহূর্তে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে 'কপ্টার, দেয়াল ধরে কোন রকমে প্যাসেঞ্জার কেবিনে চলে এল পিট, দরজাটা খোলা রাখল পুরোপুরি। মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল শ্যানন, চেহারায় ভয়ের চেয়ে উদ্বেগই যেন বেশি, হাতে এক প্রস্থ রশি। জিওর্দিনোর রাইফেলটা হাতে তুলে নিচ্ছে পিট, ওর কোমরে রশির একটা প্রান্ত জড়িয়ে দিল সে, অপরপ্রান্তটা বাঁধল একটা সীটের পায়ার সঙ্গে।

সামান্য একটু হাসল শুধু পিট। শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলটা বের করে দিল দরজার বাইরে, অ্যালকে বলল, 'আমি তৈরি।'

রকেট লঞ্চারের উল্টোদিকে পৌঁছুতে চাইছে অ্যাল, কিন্তু প্রতিপক্ষ পাইলট তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে একই সঙ্গে দিক পরিবর্তন করল। অন্য কৌশল ধরল অ্যাল, প্রায় খাড়াভাবে ওপরে উঠে এল, চিৎকার করে বলল, 'গুলি করো!'

ককপিটে বসা পাইলটের দিকে নয়, পিট গুলি করল রোটরের নিচে এঞ্জিন কেসিং লক্ষ করে। দু'বার গর্জে উঠে থেমে গেল ওর হাতের রাইফেল। 'মাত্র দুই রাউন্ডই ছিল!' পিটের গলায় হতাশা।

'সর্বনাশ!'

'আর কারও কাছে রাইফেল নেই?' চিৎকার করল পিট।

চুপ করে থাকল সবাই।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পোর্ট সাইডের একটা জানালা বিস্ফোরিত হলো। ফিউজিলাজের এক দিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল রকেটটা, যদিও সেটা বিস্ফোরিত হয়নি বা কাউকে আঘাত করেনি। আর্মাড ভেহিকেল আর নিরেট কংক্রিটের বাঙ্কার ধ্বংস করার জন্যে ডিজাইন করা হয়েছে ওটার, পাতলা প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামে লাগায় বিস্ফোরিত না হবারই কথা। এরকম একটা যদি টারবাইনে লাগে, কাউকে আর বাঁচতে হবে না।

BanglaBook.org

অ্যাল ঘাড় ফেরাতে দেখল খোলা দরজা দিয়ে রাইফেলটা ফেলে দিল পিট। চোখাচোখি হতে খেঁকিয়ে উঠল পিট, 'কি করতে বলো আমাকে? পাথর ছুঁড়ে লাগাব ওদের...?' হঠাৎ থেমে গেল ও, চোখ পড়েছে একটা লাইফ র‍্যাফট্-এর ওপর। হঠাৎ চওড়া হাসি ফুটল ওর মুখে। 'শুনতে পাচ্ছ, অ্যাল?'

'ব্যস্ত, কথা বলার মত সময় নেই,' জবাব দিল অ্যাল।

'ফড়িংটাকে এবার তুমি পোর্ট সাইডে নিয়ে যাও, ওদের মাথার ওপরে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করবে,' আবদার জানাল অ্যাল। 'ভয় শুধু রকেটকে নয়, ফুয়েলও শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মেঝের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো একটা লাইফ র‍্যাফট্ খুলল পিট, গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে টোয়েনটিম্যান ফ্লোটেশন ইউনিট। ওজন পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রামের কিছু বেশি। কোমরে রশি বাঁধা আছে, কাঁধের ওপর লাইফ র‍্যাফট্ নিয়ে দরজার মুখে অপেক্ষায় থাকল ও।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অ্যাল। একটা হেলিকপ্টারকে শুধু শূন্যে ভাসিয়ে রাখার জন্যেই প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত থাকতে হয় পাইলটকে, সেজন্যে সাধারণ নিয়ম হলো কোন পাইলট এক ঘন্টার বেশি 'কপ্টার চালাবে না, দায়িত্ব চাপাতে হবে কো-পাইলটের ঘাড়ে। অ্যাল কন্ট্রোলের পিছনে রয়েছে দেড় ঘন্টা হলো, গত ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি সে, তার ওপর রকেট এড়াবার জন্যে ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাকে।

তবে মৃত্যুর মুখে পড়লে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে মানুষ, সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। বাম দিকে বাঁক ঘোরার ভান করল অ্যাল, সেই সঙ্গে মনে হলো আরও নিচে নেমে যাবে সে; শত্রুপক্ষের অতি চালাক পাইলট তাকে বাধা দেয়ার জন্যে আগে ভাগেই নিচে নামতে শুরু করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক বদলে দ্রুত ওপরে ওঠে এল অ্যাল।

মাত্র এক পলকের একটা সুযোগ পেল পিট। তবে ওর সময়ের হিসেবটা হলো নিখুঁত। দু'হাতে ধরে লাইফ র‍্যাফটা মাথার ওপর আগেই তুলে রেখেছিল, যেন হালকা একটা বালিশ, প্রতিপক্ষের 'কপ্টার ওর নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সজোরে ছুঁড়ে দিল সেটা।

কমলা রঙের বড়সড় বলটা সরাসরি একটা ঘুরন্ত রোটর ব্লেডে আঘাত করল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। বাকি চারটে ব্লেড ব্যালান্স হারিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ল, ছোট ছোট টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

বন বন করে ঘুরতে শুরু করল প্রকাণ্ড হেলিকপ্টার, তারপর জমিনের দিকে নাক তাক করে ডাইভ দিল ঘন্টায় একশো আঠারো মাইল গতিতে। গাছপালা ভেদ করে নিচু একটা পাহাড়ে ধাক্কা খেলো সেটা, চূড়ার ঠিক নিচে।

BanglaBook.org

দোমড়ানো-মোচড়ানো কাঠামোটা কাত হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো আগুন আর কালো ধোঁয়া।

ধোঁয়াটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল ওদের 'কপ্টার, তবে নিচে কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হলো না। 'ইতিহাসে এই প্রথম একটা লাইফ র‍্যাফটের সাহায্যে 'কপ্টার ধ্বংস করা হলো,' মন্তব্য করল অ্যাল।

শ্যানন, রজার্স আর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ফিরে সবিনয়ে কুর্নিশ করল পিট। সবাই ওরা হাত তালি দিচ্ছে আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। 'আমি আসলে একজন শ্রমিকের দায়িত্ব পালন করেছি, তার বেশি কিছু না। সব কৃতিত্ব জিওর্দিনোর। অ্যাল, ফুয়েলের কি অবস্থা।

'ফুয়েল? কিসের ফুয়েল!'

জিওর্দিনোর কাঁধের ওপর দিকে গজের দিকে তাকাল পিট, দেখল লাল ওয়ার্নিং লাইট জ্বলছে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আবার শুকিয়ে গেল সবার মুখ।

কয়েক মিনিট পর উপকূল রেখা পেরিয়ে সাগরের ওপর চলে এল ওরা।কার্গো কেবিনে ফিরে এসে রজার্সকে পিট বলল, 'লাইফ ভেস্ট আর দ্বিতীয় র‍্যাফটটা রেখে বাকি সব জিনিস ফেলে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি।

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। যে যা পেল সব তুলে দিল পিটের হাতে, ও সেগুলো প্যাসেঞ্জার ডোর দিয়ে ছুঁড়ে দিল বাইরে। একটু পরই তিনশো পাউন্ডের মত কমে গেল 'কপ্টারের ওজন। দরজা বন্ধ করার আগে পিছন দিকটা ভাল করে একবার দেখে নিল ও। আর কোন হেলিকপ্টার ওদেরকে অনুসরণ করছে না। পেরুভিয়ান পাইলট ওদেরকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই তাদের ঘাঁটিতে রিপোর্ট করেছিল। তবে আরও অন্তত দশ মিনিট সলপেমাচাকো জানতে পারবে না যে ভাড়াটে সৈনিক সহ 'কপ্টারটা তারা হারিয়েছে। প্রতিশোধ নিতে চাইলে এবার তারা সম্ভবত পেরুভিয়ান এয়ার ফোর্সের একটা জেট ফাইটার পাঠাবে। তবে ততক্ষণে ডিপ ফ্যাদমের কাছে পৌঁছে যাবে ওরা।

ককপিটে ফিরে এসে কো-পাইলটের সিটে বসল পিট, রেডিও মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে যোগাযোগ করল ডিপ ফ্যাদমের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। 'কাম ইন, মি. পিট। দিস ইজ ডিপ ফ্যাদম।'

'ক্যাপ্টেন কোথায়, স্টাকি?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'ব্রিজে, মি. পিট। একটা স্পীড রেকর্ড তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের কাছে পৌঁছুতে চান।'

'আমাদেরকে তোমরা রাডারে দেখতে পাচ্ছ?

BanglaBook.org

'পাচ্ছি। কোর্স একটু বদলান-টু সেভেন টু ম্যাগনেটিক।'

'কোর্স বদল করল অ্যাল।

'রঁদেভো কতদূর?' জিজ্ঞেস করল পিট।

জিম জবাব দিল, 'স্কিপারের হিসাবে ষাট কিলোমিটারের মত।'

'জিওর্দিনোর দিকে তাকাল পিট। 'একটু পরই ওদেরকে আমরা দেখতে পাব।' কি মনে হচ্ছে তোমার?

ফুয়েল গজের দিকে তাকাল অ্যাল, তারপর ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে বসানো ঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। দশটা বেজে পয়তাল্লিশ মিনিট। 'আমার হিসেবে আর পনেরো কি বিশ মিনিট আকাশে থাকতে পারব।'

'হ্যালো, স্টাকি। তোমরা বরং ওয়াটার রেসকিউ-এর জন্যে তৈরি থাকো। দেখে শুনে মনে হচ্ছে পানিতেই নামতে হবে আমাদের।

'স্কিপারকে জানাচ্ছি গুড লাক।'

'ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটছে 'কপ্টার। খুব কম কথা বলছে পিট ও অ্যাল। কান খাড়া করে টারবাইনের আওয়াজ শুনছে ওরা, আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে থেমে যাবে শব্দটা। ফুয়েল অ্যালাম বেজে উঠতে শুরু হয়ে গেল ওদের পেশী।

'রিজার্ভও প্রায় শেষ,' বলল পিট। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল মাত্র তেত্রিশ ফুট নিচে সাগর। ঢেউয়ের উচ্চতা তিন ফুট হবে। ল্যান্ডিং নিরাপদই হবে ধারণা করা যায়। পানিতে নামার পর অন্তত ষাট সেকেন্ড ভেসে থাকবে 'কপ্টার।'

শ্যাননকে ককপিটে ডাকল পিট। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে, মুখে ম্লান হাসি। 'আপনাদের হাজাজের দেখা পেলেন?'

'দিগন্তের ওপারে রয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে দেখতে পাব। তবে ফুয়েল যা আছে, জাহাজের কাছে পৌঁছুনো যাবে না। সবাইকে জানাও পানিতে নামব আমরা।'

'তারপর বাকি দূরত্ব আমরা কি সাঁতরে পার হব?'

'রজার্সকে বলুন লাইফ র‍্যাফটটা প্যাসেঞ্জার ডোরের কাছে সরিয়ে আনুক, 'কপ্টার পানিতে নামলেই ওটা যেন নিচে ফেলে দেন তিনি। আমরা চাই না জুতো ভিজে যাক।'

সামনে একটা হাত লম্বা করল অ্যাল। 'ডিপ ফ্যাদম।'

দিগন্তের ওপর কালো একটা বিন্দু দেখতে পেল পিট। রেডিওতে কথা বলল ও, 'ডিপ ফ্যাদম দেখতে পাচ্ছি, স্টাকি।'

BanglaBook.org

'পার্টিতে যোগ দিন, মি. পিট। শুধু আপনাদের জন্যে আজ আমরা সকাল সকাল বার খুলব।

'একটা এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, খবর দিল অ্যাল।

পিটের নির্দেশ পেয়ে কার্গো কেবিনে ফিরে এল শ্যানন, সবাইকে সীট বেল্ট বাঁধতে বলল সে।

একটা এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ায় কপ্টারটা একদিকে কাত হয়ে পানি স্পর্শ করল। অবশিষ্ট এঞ্জিনটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে অ্যাল। চলন্ত মোটর কার গর্তে পড়লে যেরকম ঝাঁকি খায় সেরকম একটা ঝাঁকি খেলো ওরা। পরমুহূর্তে পিটের চিৎকার শোনা গেল, 'এভরিবডি আউট!'

ফেসটি হারনেস খুলে পিছনের কেবিনে এসে পিট দেখল রজার্স আর শ্যানন ছাত্র-ছাত্রীদের দ্রুত বের করে দিচ্ছে 'কপ্টার থেকে। তাদের তিনজন ছাড়া বাকি সবাই উঠে পড়েছে রাফটে। একবার চোখ বুলাতেই বোঝা গেল, 'কপ্টার আর বেশিক্ষণ ভেসে থাকবে না। খোলা দরজা দিয়ে ভেতর দিকে লাফ দিচ্ছে ঢেউ। 'বেশি সময় নেই' শ্যাননকে র‍্যাফটে উঠতে সাহায্য করল পিট। তারপর ওকে পাশ কাটাল রজার্স ও অ্যাল।

সবার শেষ র‍্যাফটে চড়ল পিট। পরমুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকল হুড়মুড় করে। ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল 'কপ্টার। কেউ কোন কথা বলল না। 'কপ্টারটাকে হারিয়ে সবাই যেন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে।

পিট ও জিওর্দিনোর জন্যে পানিতে ভাসা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বাকি সবাই চারদিকে বিশাল সাগর দেখে অসহায় বোধ করছে। অনুভবটা আতঙ্কে পরিণত হলো হঠাৎ যখন পানির ওপর একটা হাঙরের ফিন মাথা তুলল। হিংস্র প্রাণিটা র‍্যাফটটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে।

'সব দোষ তোমার,' বলল অ্যাল। তোমার পায়ের রক্ত শুঁকে চলে এসেছে ওটা।'

স্বচ্ছ পানির নিচে তাকাল পিট, র‍্যাফটের তলা দিয়ে যাবার সময় পিচ্ছিল আকৃতিটা চিনতে পারল। 'একটা হ্যামারডেড, বলল ও। 'লম্বায় সাড়ে সাত ফুটের বেশি নয়। ওটাকে পাত্তা না দিলেও চলে।'

কেঁপে উঠে পিটের আরও কাছে সরে এল শ্যানন, ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরল। 'কামড়ে যদি র‍্যাফট ছিঁড়ে ফেলে? আমরা যদি ডুবে যাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'হাঙর র‍্যাফট্ খায় বলে শুনিনি কখনও।'

'ডিনারের জন্যে বন্ধুদেরও ডেকে এনেছে ব্যাটা,' হাত বাড়িয়ে পানির ওপর আরও একজোড়া ফিন দেখাল অ্যাল।

BanglaBook.org

ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে দেখে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে চোখ বুজল পিট, বলল, 'শান্ত সাগর, গরম রোদ, ঘুমিয়ে নেয়ার এই সুযোগ ছাড়ছি না।'

জিওর্দিনোর দিকে তাকিয়ে শ্যানন অবাক হয়ে বলল, 'আপনার বন্ধু পাগল নাকি?'

'আমারও ঘুম পাচ্ছে,' বলে অ্যালও চোখ বুজল, পিটের কৌশলটা ধরতে পেরেছে সে।

কি ভাবা উচিত বুঝতে পারছে না কেউ। ঘন ঘন পিট, অ্যাল আর হাঙরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। সময় বয়ে চলল, তবে ভয় যেন একটু কমল। যদিও প্রতি মিনিটকে মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা।

ডিপ ফ্যাদমের ব্রিজ থেকে র‍্যাফটটার দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট, চোখে বাইনোকিউলার। 'ওদেরকে এক ঝাঁক হাঙর ঘিরে রেখেছে,' হেলমসম্যানকে বললেন তিনি। 'ওদের পোর্ট সাইডে পৌঁছুতে চাই আমরা। সবাইকে তৈরি থাকতে বলুন।'

গতি আগেই কমিয়ে আনা হয়েছে, কাছাকাছি এসে থেমে গেল ডিপ ফ্যাদম। দ্রুত বোডিং ল্যাডার নামানো হলো পানিতে, হাতে বোট হুক নিয়ে নিচের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে একজন ক্রু। বোট হুক ধরা হাতটা লম্বা করল সে, তার হাত থেকে হুকটা নিল অ্যাল। প্ল্যাটফর্মের পাশে চলে এল র‍্যাফট। হাঙরের কথা মনে থাকল না, বেঁচে থাকার আনন্দে হাসছে সবাই।

BanglaBook.org

১০.

সৈকতে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন জুয়ান চাকো। ভাইরাকোচা উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁর সকল সুখ। সবার আগে গুলি খেয়ে মারা গেছে তাঁর ভাই, প্রাচীন নিদর্শন পাচার করার অপারেশনও ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ড. শ্যানন আর পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীরা নিউজ মিডিয়া ও সরকারি সিকিউরিটি অফিসারদেরকে সব কথা জানানোর পর আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে অসম্মান নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে তাঁকে। হয়তো গ্রেফতার করা হবে, দেশের জাতীয় সম্পদ পাচার করার অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদী জেলও খাটতে হতে পারে।

সৈকতে নামার আগে টিল্ট-রোটর এয়ারক্রাফটটা শূন্যে প্রায় স্থির হয়ে থাকল, ডানার শেষ প্রান্তে বসানো জোড়া আউটবোর্ড এঞ্জিন ফরওয়ার্ড ফ্লাইট পজিশন থেকে ভার্টিকাল পজিশনে চলে এসেছে। কালো, চিহ্নবিহীন আকাশযান ঝুলে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর পাইলট ধীরে ধীরে প্রসারিত হুইলগুলো জমিনে নামিয়ে আনল। প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে নেমে এল এক ভদ্রলোক, পরনে খাকি শার্ট আর শর্টস, শার্টের সামনে প্রচুর শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। মুখ ভর্তি দাড়ি তার। ডানে-বায়ে তাকাল না, চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে। কথা বলে মোটর লঞ্চে চড়ল সে, তার পিছু নিয়ে চাকোও চড়লেন, চেহারায় অপরাধী ভাব।

সাইরাস সারাসন, যে লোক ভুয়া ড. মিলার সেজেছিল, চাকোর ডেসের ওপাশে ধপাস করে বসে পড়ল, চাকোর দিকে তাকাল ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে। 'আপনি শুনেছেন?'

শার্টের রক্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করে চাকো মাথা ঝাঁকালেন। তিনি জানেন, ওই রক্ত গুলি খাওয়ার সাজানো একটা ঘটনার ফল। 'আমার ভাইয়ের এক সহকর্মীর কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি।'

'তাহলে আপনি জানেন যে ড. শ্যানন আর ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের হাত গলে বেরিয়ে গেছে, তাদেরকে উদ্ধার করেছে একটা মার্কিন ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ শিপ?'

'হ্যাঁ, আমাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি সচেতন।'

BanglaBook.org

'আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে আমি দুঃখিত,' শুকনো গলায় বলল সাইরাস সারাসন, গলায় কোন আবেগ নেই।

'এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে সে মারা গেছে। আর্কিওলজিস্টদের খতম করার কাজটা পানির মত সহজ ছিল।

'এর জন্যে দায়ী আপনার অযোগ্য লোকেরা। আমি আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, নুমার ওই দু'জন ডাইভার বিপজ্জনক চরিত্র।'

'আমার ভাই ধারণা করতে পারেনি যে অর্গানাইজড একটা আর্মি প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।'

'এক সদস্যের আর্মি,' তিক্তকণ্ঠে বলল সারাসন। 'একটা টাওয়ারের মাথা থেকে গোটা ব্যাপারটা আমি দেখেছি। মন্দিরের ওপর একটা একজন স্নাইপার প্রথমে অফিসারদের গুলি করে মারে, তারপর আপনার দুই স্কোয়াড ভাড়াটে সৈনিককে ঠেকিয়ে রাখে। ওদিকে তার সঙ্গী লোকটা একটা হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করে। আপনার ভাই ভুল আর বোকামির খেসারত দিয়েছে।'

'প্রথম জানা গেল ওরা দু'জন নুমার লোক, অথচ সাগর থেকে গোটা দলটাকে উদ্ধার করল নুমার একটা জাহাজ, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'দু'জনের মধ্যে একজন ছিল নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টরও বটে,' বলল সারাসন। 'সব তথ্য এখনও আমরা পাইনি, তবে যা পেয়েছি শুনলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

'এখনও ওদেরকে থামানো যায়...।'

'ভুলে যান। মার্কিন সরকারের একটা জাহাজ ধ্বংস করে নিজেদের সর্বনাশ ঘটানোর কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। লিমা থেকে আমার এজেন্ট খবর পাঠিয়েছে, ড. মিলারের খুন সহ সমস্ত ঘটনা প্রেসিডেন্ট ফুজিমোরিকে রিপোর্ট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নুমার ওই ডার্ক পিটের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলেছেন। প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভার জরুরি মিটিং ডেকেছেন, ধারণা করা হচ্ছে সেই মিটিংয়ে ডার্ক পিটকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ সন্ধ্যের মধ্যে খবরটা সারা দেশে প্রচার করা হবে। চাচাপয়াতে আমাদের দিন শেষ।'

'এখনও আমরা উপত্যকা থেকে পুরাকীর্তিগুলো উদ্ধার করে আনতে পারি।' ভাই মারা গেলেও লোভ ছাড়তে রাজি নন চাকো।

মাথা ঝাঁকাল সারাসন। 'আমি আপনার চেয়ে এগিয়ে আছি। রকেট হামলার পর যা কিছু রক্ষা পেয়েছে সব তুলে আনার জন্যে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে একটি টিম।'

'আমার বিশ্বাস সিটি অব দ্য ডেড-এ একটা সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর, যে সূত্র ধরে আমরা ড্রেকের কুইপু খুঁজে পেতে পারি।'

BanglaBook.org

'ড্রেকের কুইপু,' দূরে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সারাসন। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমাদের অর্গানাইজেশন ট্রেজারের খোঁজে অন্য এক সূত্র ধরে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে।'

'আমারুর খবর কি? সে কি বেঁচে আছে?'

'দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আছে। তার বাকি জীবন হবে নারী সংসর্গ বর্জিত।'

'খুবই খারাপ খবর। অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক ছিল সে।'

খেঁকিয়ে উঠল সারাসন, 'যে বেশি টাকা দেয় তার প্রতি বিশ্বস্ত। আমারু একটা সাইকোপ্যাথিক কিলার, প্রথম শ্রেণীর। আমি তাকে হুকুম দিলাম আমাদের অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ড. রুবিনকে কিডন্যাপ করে কোথাও আটকে রাখো, কিন্তু তা না করে তাকে মেরে ফেলল সে, লাশটা বোকার মত ফেলে দিল কুয়ার ভেতর। ওটা একটা কুত্তার বাচ্চা।'

'এখনও তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হতে পারে,' ধীরে ধীরে বললেন চাকো।

'কিভাবে?'

'সন্দেহ নেই প্রতিশোধ নিতে চাইবে সে। ড. শ্যানন আর ওই ডার্ক পিটের পিছনে লেলিয়ে দেয়া যায়। ওরা বেঁচে থাকলে আন্তর্জাতিক কাস্টমস ইনভেস্টিগেটররা ওদেরকে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করবে।'

'আপনার পরামর্শ মনে থাকবে আমার।'

চাকো জানতে চাইলেন, 'সলপেমাচাকো এরপর কি করতে বলে আমাকে? এখানে আমার দিন শেষ। দেশের লোক এখন জানে আমি জাতীয় সম্পদ পাচার করছি, কাজেই ধরতে পারলে সারাজীবন জেলে পচতে হবে আমাকে।'

'আমার কাছে খবর আছে, স্থানীয় পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করার অর্ডার পেয়েছে এখানে তারা এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে বলে আমার ধারণা।'

কথা না বলে অনেকক্ষণ সারাসনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন চাকো। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি একজন স্কলার এবং বিজ্ঞানী, সাত ঘাটের পানি খাওয়া ক্রিমিনাল নই। আমাকে টরচার করা হলে কত কি ফাঁস করে দেব, বলা কঠিন।'

প্রচ্ছন্ন হুমকির মুখে মৃদু হাসল সারাসন। 'আমাদের জন্যে আপনি মূল্যবান অ্যাসেট, চাকো। আপনাকে আমরা হারাতে পারি না। প্রাচীন আন্দেজ কালচারের ওপর আপনার জ্ঞান তুলনাহীন। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আপনি পানামায় যাচ্ছেন। ওখানে আমাদের কালেকশন ফ্যাসিলিটির দায়িত্ব নেবেন আপনি। সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিচয়ে।'

BanglaBook.org

এতক্ষণে হাসলেন চাকো। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম। এতদিন আপনাদেরকে সার্বিস দিয়েছি, আপনারা আমাকে ফেলে দিতে পারেন না। এত বড় পদ, বেতনও নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে?'

'নিউইয়র্ক আর ইউরোপে আমাদের অকশন হাউসগুলোয় প্রাচীন নিদর্শন যা আসবে তার দামের শতকরা দুই পার্সেন্ট পাবেন আপনি।'

সলপেমাচাকো সিঁড়ির অনেক নিচের ধাপে রয়েছেন চাকো, সংগঠনের অনেক গোপান তথ্যই তাঁর জানা নেই। প্রস্তাবটা পেয়ে মনে আশা জাগল, এবার নেটওয়ার্কটা সম্পর্কে পরিস্কার একটা ধারণা পাবেন তিনি, মোটা টাকাও রোজগার করবেন। 'দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য দরকার আমার, বললেন তিনি।

'আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। আমার এয়ারক্রাফট চার ঘন্টার মধ্যে আপনাকে কলম্বিয়ায় পৌঁছে দিতে পারে।'

নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছেন না চাকো। খানিক আগে মনে হচ্ছিল তাঁর জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ক্ষমতা ও টাকা আবার তাঁর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছ, তাড়াতাড়ি একটা সুটকেসে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিচ্ছেন চাকো। খানিক পর মোটর লঞ্চ থেকে নেমে এয়ারক্রাফটে চড়লেন দু'জন।

কলম্বিয়া আর দেখা হলো না চাকোর। ইকুয়াডর-এর এক গ্রামে চাষীরা খেত থেকে আলু তুলছে, টিল্ট-রোটরের অদ্ভুত আওয়াজ শুনে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো তারা। জমিন থেকে ষোলোশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশযানটা। হঠাৎ করেই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সবাই। আকাশযান থেকে নিচে পড়ছে এক লোক। চাষীরা দেখল দুর্ভাগা লোকটা জীবিত। শূন্যে এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ছে সে, যেন এভাবে পতনটা রোধ করতে চাইছে।

ক্ষেতের পাশে পড়লেন চাকো। ছুটে এসে চাষীরা দেখল, মাটির নিচে অনেকটা সেঁধিয়ে গেছে থেঁতলানো লাশ।

ষাট মাইল দূরে পুলিশ স্টেশন, খবর দেয়ার ঝামেলায় না গিয়ে চাকোকে তারা ছোট একটা কবরস্থানে মাটি চাপা দিল।

BanglaBook.org

১১.

ডিপ ফ্যাদমের কমিউনিকেশন সিস্টেম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে-কোন দেশের টেলিফোন সিস্টেমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। এই খবর পিটের কাছ থেকে আগেই জেনেছে ড. শ্যানন। জাহাজের ডেকে পা দিয়েই কমিউনিকেশন কেবিনে যেতে চাইল সে স্নান, আহার ও বিশ্রাম গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অগত্যা ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট পিটকে অনুরোধ করলেন পথ দেখাতে।

অপারেটরকে বলতেই পেরুর আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। অপরপ্রান্তে পাওয়া গেল একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল শ্যানন, জানাল অন্তত একজন মন্ত্রী অথবা মন্ত্রীর পদমর্যাদা আছে এমন কাউকে রিপোর্ট করবে সে। সাত-আট মিনিট অপেক্ষা করার পর পেরুর প্রত্নতাত্ত্বিক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অপরপ্রান্তে এলেন। কুয়ায় ও মৃত্যু-প্রাসাদে কি ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল শ্যানন, অ্যাল ও পিটের ভূমিকাও ব্যাখ্যা করল। মন্ত্রী ভদ্রলোক প্রতিশ্রুতি দিলেন, কালবিলম্ব না করে সমস্ত ঘটনা স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে জানাচ্ছেন তিনি।

একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করল শ্যানন। কিন্তু তার রিপোর্ট যে কি প্রতিক্রিয়া ঘটাতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে তার বা পিটের কোন ধারণা ছিল না।

ডিপ ফ্যাদমে মহিলা ক্রু মাত্র একজনই, তিনি মেরিন জিওলজিস্ট। ভদ্রমহিলা তাঁর ওয়ার্ডরোব পেরুভিয়ান ছাত্রীদের একরকম দানই করে দিলেন, ফলে পরার কাপড় নিয়ে মেয়েগুলোকে সমস্যায় পড়তে হয়নি। আর পুরুষ ক্রুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটখাট আকৃতির এক বিজ্ঞানী ড. শ্যাননকে একজোড়া কভারাল ধার দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে স্নান, লাঞ্চ ইত্যাদি সেরে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিয়েছে শ্যানন। সন্ধ্যের খানিক আগে পিটের সঙ্গে দেখা হলো তার, ক্যাপ্টেনের কেবিনেই। পিট নক করতে দরজা খুলে দিল শ্যানন। কথা না বলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

BanglaBook.org

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল শ্যানন, 'আপনাকে আমি তো চিনতেই পারছি না।' ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে পিট, গায়ে চড়িয়েছে রঙচঙে প্রিন্টেড হাওয়াইন শার্ট, কোমরে হালকা স্ল্যাকস। ব্যাকব্রাশ করা হলো কুচকুচে চুল, খাড়া নাক, সবুজ চোখ, সব খুঁটিয়ে দেখল শ্যানন। পিট ব্যাপারটা লক্ষ করছে বুঝতে পেরে লালচে হয়ে উঠল তার চেহারা।

'আমি কিন্তু আপনাকে ঠিকই চিনতে পারছি, তবে স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে আপনাকে,' বলল পিট। 'ডিনারের আগে জাহাজটা একবার ঘুরে ফিরে দেখবেন নাকি?'

'সানন্দে,' পিটের আপামদস্তকে আরেকবার চোখ বুলাল শ্যানন, কড়া শাসন করেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলো। 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে আপনার কেবিনে ঠাঁই দেয়া হবে। তারপর জানতে পারলাম, ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক উদারতা দেখিয়ে তাঁর নিজের কেবিনটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'লাকি ড্র-তে হেরে গেছি আমি।'

'আপনি একটা ভণ্ড, ডার্ক পিট। সুযোগ-সন্ধানীর অভিনয় কালেও আপনি তা নন।'

'আমি আসলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করায় বিশ্বাসী।'

হঠাৎ অস্বস্তিবোধ করল শ্যানন। তার সন্দেহ গেল, পিটের চোখের গভীর দৃষ্টি তার মনে প্রভাব ফেলছে। সে ভাবল, ভদ্রলোক বোধ হয় ধরে নিয়েছেন তার জীবনে অন্য কোন পুরুষ আছে। জোর করে হাসল শ্যানন, একটা হাত দিয়ে পিটের হাতটা ধরল, তারপর জিজ্ঞেস করল 'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?"

'নিশ্চয়ই জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখার কথা বলছেন?'

'তাছাড়া কি?'

ডিপ ফ্যাদম একটা সায়েন্টেফিক ওঅর্ক বোট, সুপার-সাইজমিক ভেসে। গভীর সাগরে জিওফিজিক্যাল রিসার্চের জন্যে ডিজাইন করা হলেও, অন্যান্য সাহসী অপারেশনও চালাতে পারে। পানির তলায় কাজ করার জন্যে দৈত্যাকার সব ক্রেন আর উইঞ্চ আছে। সাগরের তলা খুঁড়ে মাইনিং অপারেশন চালানো থেকে শুরু করে ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধার পর্যন্ত সব কাজই করা যায়। বো থেকে দেখে মনে না হলেও, ভেতরের লিবিং কোয়ার্টার যে-কোন প্যাসেঞ্জার লাইনার-এর মতই বিলাসবহুল। ডিপ ফ্যাদমের ডাইনিংরুমকে প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

পথ দেখিয়ে শ্যাননকে নেভিগেশন ব্রিজে নিয়ে এল পিট। 'এটা আমাদের ব্রেন সেন্টার,' বলে সারি সারি ডিজিটাল ডিসপ্লে, কমপিউটার আর ভিডিও

BanglaBook.org

মনিটর দেখাল ও, ব্রিজের পুরোটা প্রস্থ দখল করে থাকা একটা লম্বা কনসোল-এ সাজানো রয়েছে ওগুলো। 'জাহাজের প্রায় সমস্ত কিছু এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, শুধু দীপ ওয়াটার ইকুইপমেন্ট বাদে।'

'হেলম কোথায়?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'পুরানো আমলের হুইল এখন আর নেই, অন্তত এখানে দেখতে পাবেন না।' শ্যাননকে জাহাজের অটোমেটিক কন্ট্রোল দেখাল পিট, একটা কনসোল-এ সাজানো লিভার ও রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। 'এখন কমপিউটরের সাহায্যে নেভিগেশনের কাজ সারা হয়। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে তাঁর ভয়েস কমান্ড দিয়েও জাহাজ চালাতে পারেন।

'নুমায় আপনি কি বা নুমাই বা কি, আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেননি,' অভিযোগের সুরে বলল শ্যানন।

'আমি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করি, সাগর সম্পর্কে কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা আছে,' বলল পিট। 'নুমা আমাকে অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর নুমা হলো যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি, সাগরের তলায় অভিযান পরিচালনা আর গবেষণা করাই ওদের কাজ।'

'আমরা এখানে সাগরের তলা চষে বেড়াব নতুন ওষুধের সন্ধানে জবাব দিল পিট।

'আজকাল তাহলে ওষুধের খোঁজে বিজ্ঞানীরা সাগরের তলায় তল্লাশি চালাচ্ছেন?' বিস্মিত হলো শ্যানন।

'প্রয়োজন বড় বালাই। জমিন বা ডাঙা থেকে ওষুধ পাওয়া যেতে পারে এমন উৎসের শতকরা নব্বুই ভাগই ব্যবহার করা হয়ে গেছে,' বলল পিট। অ্যাসপিরিন আর কুইনাইন এসেছে গাছের ছাল থেকে। সাপের বিষ, ব্যাঙ ও শুকরের গ্ল্যান্ড থেকে পাওয়া সলিসকা ইত্যাদি ওষুধ তৈরির কাজে লাগছে। কিন্তু সাগরের গভীরে যে-সব প্রাণী ও উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলো এখনও ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের বিজ্ঞানীরা আশা করছেন সাধারণ সর্দি, ক্যানসার থেকে শুরু করে এইডস-এর ওষুধও সাগরে তলা থেকে পাওয়া যেতে পারে।'

'বলেন কি! এ ব্যাপারে আমি দেখছি একেবারেই অজ্ঞ। কতজন বিজ্ঞানী কাজ করছেন এ নিয়ে?'

'সারা দুনিয়ায় পঞ্চাশ কি ষাটজন। মেরিন মেডিকেল রিসার্চ এখনও তার শৈশবে রয়েছে।'

'বাজারে কবে নাগাদ ওষুধগুলো পাব আমরা?'

মাথা নাড়ল পিট। 'রেগুলেটরি অবসট্যাকল পেরুনো অত্যন্ত কঠিন। ডাক্তাররা এসব ওষুধ আরও দশ বছর পর প্রেসক্রাইব করবেন।'

BanglaBook.org

ব্রিজ থেকে শ্যাননকে নিয়ে ল্যাবরেটরীতে চলে এল পিট। এখানে একদল কেমিস্ট ও মেরিন বায়োলজিস্ট সাগর থেকে তোলা পদার্থ নিয়ে কাজ করছেন। শ্যানন জানতে চাইল, 'এ-সবে আপনার ভূমিকা কি?

'আমার বন্ধু অ্যাল জিওর্দিনো আর আমি রোবোটিক মেডিকেল নিয়ে সাগরের তলা চষি, উদ্ভিদ আর খুদে প্রাণী সংগ্রহ করি। বিজ্ঞানীরা ওগুলো নিয়েই গবেষণা করেন।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল শ্যাননের। 'আপনার কাজ আমার কাজের চেয়ে বেশি মজার।'

মাথা নাড়ল পিট। 'আমি একমত নই। নিজের প্রাচীন ইতিহাস জানার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। তা নাহলে মিশর, রোম আর এথেন্সে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্যে প্রতি বছর এত মানুষ যায় কেন? নিজেকে চিনতে হলে মানুষকে তার অতীত জানতে হবে। এর চেয়ে মজার কাজ আর কিছুই হতে পারে না।'

ডেকে বেরিয়ে এসে রেইলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল ওরা, এই সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট।

'আমার ওপর হুকুম হয়েছে পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের লিমার পোর্ট সিটি ক্যালাও-এ নামিয়ে দিতে হবে।'

'আপনি অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?' জিজ্ঞেস করল পিট। নুমার ডিরেক্টর তিনি।

'না। তাঁর ডিরেক্টর অব অপারেশনস রুডিগানের সাথে। আপনাকে তিনি একটা অনুরোধ করেছেন। সিঙ্ক-হোলে ফিরে গিয়ে আপনারা যেন ড. মিলারের লাশটা উদ্ধার করেন। কী ওয়েস্ট-এর রিসার্চ ল্যাব থেকে তিনি নিজে আসছেন, ডিপ ফ্যাদমে আপনার জায়গায় কাজ কার জন্যে।' ক্যালাও-এর ডকে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে তাঁর।

ভুরু জোড়া কুচকে উঠল পিটের। রুডি হলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের ডান হাত, পঁয়ষট্টি হাজার মাইল দূর থেকে তাঁকে কেন পাঠাবার দরকার হলো? 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'বলতে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন, তারপর শ্যাননের দিকে তাকালেন। 'রুডি গান আপনাকে একটা মেসেজ দিয়েছেন, মিস শ্যানন, ডেভিড গাসকিলের তরফ থেকে। বললেন, নামটা বললেই আপনি তাঁকে চিনবেন।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যানন। 'হাঁ, চিনি। গাসকিল ইউ. এস. কাস্টমস সার্ভিসের কাস্তারকবার এজেন্ট, পুরাকীর্তি পাচার সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ।'

BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বললেন, 'মি. গাসকিল আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তাঁর, ধারণা টিয়াপোলো-র গোল্ডেন বডি স্যুট তিনি সম্ভবত খুঁজে পেয়েছেন। শিকাগোর এক প্রাইভেট কালেকটর-এর কাছে আছে সেটা।'

'ছ্যাঁৎ করে উঠল শ্যাননের বুক, সেই সঙ্গে মাথাটাও যেন ঘুরে উঠল। তাড়াতাড়ি রেইলিংটা আঁকা ধরল সে।

'ভাল খবর,? জিজ্ঞেস করল পিট।

মুখ খুলল শ্যানন, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুল না। স্তম্ভিত দেখাচ্ছে তাকে।

তার কোমরে একটা হাত জড়াল পিট। 'কি হলো? আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?'

'টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট,' বিড়বিড় করল শ্যানন, 'উনিশশো বাইশ সালে সেভাইল-এর ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে ডাকাতি হয়ে যায়। দুনিয়ার যে-কোন আর্কিওলজিস্ট তার সারাজীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে হলেও ওটা পরীক্ষা করার সুযোগ হাতছাড়া করবে না।'

'কেন? কি বৈশিষ্ট্য ওটার?'

'দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উদ্ধার করা সবচেয়ে মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট বলে মনে করা হয় ওটাকে, ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কারণে,' বলল শ্যানন, সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে এখনও। 'ওটা একটা গোল্ড কেসিং, নেমল্যাপ নামে পরিচিত বিখ্যাত চাচাপয়ান জেনারেল-এর মমির খোল-পায়ের আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত। স্প্যানিশ যোদ্ধারা ১৫৪৭ সালে উঁচু পাহাড়ে টিয়াপোলো নামক এক শহরে নেমল্যাপের সমাধি আবিষ্কার করে। পুরনো দুটো ডকুমেন্টে ঘটনাটা রেকর্ড করা হয়, কিন্তু আজ টিয়াপোলোর অবস্থান অজানা। স্যুটটার আমি শুধু সাদা-কালো ফটো দেখেছি। হাতুড়ি দিয়ে পেটা ধাতুর জটিল কাজ দেখলে আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আইননোগাফী, ট্র্যাডিশনাল ইমেজ, ইন্টেরিয়র ডিজাইন অত্যন্ত সফিসটিকেটেড, সব মিলিয়ে ছবির মাধ্যমে একটা কিংবদন্তীকে রেকর্ড করার হয়েছে।'

'পিকচার রাইটিং, মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক-এর মত?'

'মিল আছে।'

'ইলাসট্রেটেড কমিক স্ট্রিপ বলা যেতে পারে,' ডেকে বেরিয়ে এসে বলল অ্যাল, জাহাজে ওঠার পর থেকে পেরুভিয়ান ছাত্রীদের দেখাশোনা করছে সে।

তার কথা শুনে হেসে উঠল শ্যানন। 'তবে শুধু প্যানেলগুলো ছাড়া ওই প্যানেলের অর্থ আজও পুরোপুরি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অস্পষ্ট উল্লেখ ইঙ্গিতে দেয় নৌকা নিয়ে দূরপাল্লার কোন অভিযানে বেরুনো হয়েছিল– আজটেক সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও।

BanglaBook.org

'কি কারণে?'

'হুয়াসকার-এর বিপুল রাজকীয় ট্রেজার লুকানোর জন্যে। হুয়াসকার ছিলেন ইনকা রাজা, এক যুদ্ধে বন্দী ও খুন হন তাঁর ভাই আথাহুয়ালপা-র হাতে। আথাহুয়ালপা আবার খুন হন স্প্যানিশ ফ্রান্সিকো পিজারোর হাতে। হুয়াসকারের কাছে পবিত্র একটা রিকেট সোনার চেইন ছিল, দুশো চৌদ্দ মিটার লম্বা। স্প্যানিয়ার্ডদের দেয়া ইনকাদের একটা তথ্যে বলা হয়েছে, দুশো লোক ধরেও সহজে ওটাকে তুলতে পারত না।'

'যদি ধরি মানুষ তার নিজের ওজনের শতকরা ষাট ভাগ তুলতে পারে,' বলল অ্যাল, 'তাহলে আপনি নয় হাজার কিলোগ্রাম অথবা বিশ হাজার পাউন্ড সোনার কথা বলছেন। মাই গড!' বর্তমান বাজার দরে বিক্রি করলে একশো মিলিয়ন ডলারের বেশি দাম পাওয়া যাবে।'

'বলেন কি! তাজ্জব হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।'

'ওটা শুধু সোনার দাম,' বলল শ্যানন। 'আর্টিফ্যাক্টটা অমূল্য সম্পদ।'

'স্প্যানিশরা ওটা কোনদিনই খুঁজে পায়নি? জিজ্ঞেস করল পিট।

'না। রাজকীয় বিপুল সম্পদের সঙ্গে চেইনটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনারা বোধহয় সবাই শুনেছেন হুয়াসকারের ভাই আথাহুয়ালপা নিজের মুক্তির বিনিময়ে পিজারোরে একটা ঘর ভর্তি সোনা দিতে চেয়েছিলেন–ঘরটা লম্বায় হবে সাত মিটার, চওড়ায় পাঁচ মিটার। আঙুলের ওপর বর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আথাহুয়ালপা। হাত তুলে চারদিকের দেয়ালে একটা রেখা তৈরি করেছিলেন, মেঝে থেকে বারো ফুট ওপরে। অর্থাৎ এই পরিমাণ সোনা দেয়া হবে। পাশে আরও একটা ছোট ঘর ছিল, সেটা রূপো দিয়ে ভরে দেয়া হবে দু'বার।'

'মুক্তিপণের এই রেকর্ড কেউ কোন দিন ভাঙতে পারবে না,' মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট।

'কিংবদন্তী হলো,' বলে চলেছে শ্যানন, 'আথাহুয়ালপা বিভিন্ন প্রসাদ, মন্দির আর ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে সোনার তৈরি জিনিস-পত্র বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু সংগ্রহের হার এত সময় কমে যায়, ফলে তিনি তাঁর ভাইয়ের ধন-সম্পদের দিকে হাত বাড়ান। হুয়াসকার-এর চর পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সাবধান করে দেয়, পরামর্শ দিয়ে বলে আথাহুয়ালপা বা পিজারো তৎপর হয়ে ওঠার আগেই রাজকীয় ট্রেজার যেন অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়। বিশ্বস্ত চাচাপয়ান বীরযোদ্ধাদের প্রহরায়, জেনারেল নেমল্যাপ-এর নেতৃত্বে, টন টন সোনা আর রূপা, চেইনটা সহ, একটা হিউম্যান ট্রেনের সাহায্যে গোপনে স্থানান্তর করা হয় উপকূলে। ওখানে নল

BanglaBook.org

খাগড়া দিয়ে তৈরি নৌকা বা ভেলায় তোলা হয় সব, তারপর উত্তরের অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'এই গল্পের সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ আছে?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'১৫৪৬ থেকে ১৫৬৮, এই সময়ের মধ্যে একজন ঐতিহাসিক ও অনুবাদক, বিশপ জুয়ান ডে আভিলা, পেরুভিয়ান কালটারের প্রথম পর্বের বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। চাচাপয়ানদেরকে তিনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, এই সময় আলাদা আলাদা সূত্র থেকে চারটে গল্প শোনানো হয় তাঁকে। প্রতিটি গল্পেরই মূল কথা ছিল, ইনকা রাজ্যের বিপুল ট্রেজার তাদের পূর্ব-পুরুষরা সাগর পথে একটা দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে আসে, দ্বীপটা আজটেক সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও ছিল। সমস্ত ট্রেজার ওই দ্বীপে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, ডানা বিশিষ্ট একটা চিতা সেগুলো পাহারা দিচ্ছে, এভাবে পাহারা দিতে থাকবে যতদিন না ইনকারা ফিরে এসে আবার তা পেরুতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।'

'এখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত কোস্টাল আইল্যান্ড একশোর বেশি হবে তো কম না,' ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন।

পিটের দৃষ্টি অনুসরণ করে অশান্ত সাগরের দিকে তাকাল শ্যানন। 'কিংবদন্তীর আরও একটা উৎস আছে,' বলল সে।

'তা-ও শোনা যাক,' উৎসাহ দিল পিট।

'বিশপ যখন চাচাপয়ানদের প্রশ্ন করছিলেন, এক গল্প থেকে একটা জেড-বক্সের কথা বেরিয়ে আসে। ওই জেড বক্সটায় নাকি অভিযানের বিশদ বর্ণনা সংরক্ষিত আছে।'

'কোন পশুর চামড়ায় আঁকা প্রতীক চিহ্ন?'

'না। একটা কুইপু,' মৃদুকণ্ঠে বলল শ্যানন।

মাথাটা একদিকে কাত করে তাকালেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। 'একটা কি?'

'কুইপু, গাণিতিক সমস্যার সমাধান ও রেকর্ড রাখার ইনকা পদ্ধতি। দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে ব্যাপারটার মধ্যে। এক ধরনের প্রাচীন কমপিউটার বলা যেতে পারে, রঙিন সুতো ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন দূরত্বে গিঁট দিয়ে। রঙগুলো বিভিন্ন জিনিস বোঝায়-নীল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, লাল রাজার, ধূসর স্থান ও শহরের, সবুজ জনগণের, এভাবে। হলুদ সুতো সোনার আর সাদা সুতো রূপার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। গিঁটগুলো হয়তো সংখ্যা বোঝায়, যেমন সময়ের হিসাব।'

'গিঁট দেয়া এই সুতোর সাহায্যে অভিযানের সময়, দূরত্ব আর অবস্থান জানানো হয়েছে, আপনি বলতে চাইছেন?'

BanglaBook.org

'একা শুধু আমার নয়, আর্কিওলজিস্টদের প্রায় সবারই তাই বিশ্বাস।'

'জেড-বক্সটা কোথায় গেল সে-সম্পর্কে কোন সূত্র নেই?'

'একটা গল্পে বলা হয়েছে স্প্যানিয়ার্ডরা কুইপা সহ বাক্সটা পায়, কিন্তু ওটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে পাঠিয়ে দেয় স্পেনে। একটা ট্রেজার গ্যালিয়নে ছিল ওটা, যাচ্ছিল পানামায়। গ্যালিয়নে প্রচুর পরিমাণে অ্যার্টিফ্যাক্ট ছিল, ছিল সোনা ও রূপা। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ওটা দখল করে নেন।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পিট। 'চাচাপয়ান ট্রেজার ম্যাপ ইংল্যান্ডে চলে যায়?'

'সারা দুনিয়া ঘুরে ইংল্যান্ডে ফিরে ড্রেক জেড-বক্স বা কুইপু সম্পর্কে কিছুই বলেননি।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শ্যানন। 'যদিও সেই সময় থেকেই ম্যাপটার নামকরণ করা হয় ড্রেক কুইপু। তবে কোনদিনই আর সেটার দেখা পাওয়া যায়নি।'

'দারুণ গল্প–তবে গল্পের শেষটা এখনো বাকি আছে,' স্বপ্নালু চোখে বললো পিট।

খানিক ইতস্তত করে শ্যানন জিজ্ঞেস করল, 'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কারণ জেড বক্সটা আমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছি।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।' হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট।

একটুও না।'

এবারে শ্যানন বললো, 'জানেন কি পাগলের মতো কথা বলছেন?'

মুচকি হাসে পিট। 'পাগল হওয়ার এটাই সুবিধা– অন্যদের চেয়ে বেশি দেখতে পায় সে!'

BanglaBook.org

১২.

সেইন্ট জুলিয়েন পার্লমুটার বিশালদেহী মানুষ। তার একটা শখ হলো খাওয়া, একাই পাঁচজনের খাবার এক বসায় সাবাড় করতে পারে। অপর শখটি হলো পুরনো দিনের জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা ও পড়াশোনা রাজধানীর বাইরে, জর্জটাউনে তার নিজের বাড়িতে কখনও কাউকে আমন্ত্রণ জানায় না সে, কারণ হলো বাড়ির সর্বত্র শুধু বই আর বই, কাউকে বসতে দেয়ার উপায় নেই। তার বইয়ের সংগ্রহ ক্যাটালগ করতে চাইলে দশজন লোকের কয়েক মাস লেগে যাবে। তবে জুলিয়েন জানে কোন বইটা কোথায় আছে, কেউ চাইলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বের করে দিতে পারবে।

লাল পা'জামার ওপর সোনালি আলখাল্লা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছে, এই সময় ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে বলল, 'জুলিয়েন। সংক্ষেপে বলুন।'

'হ্যালো, পচা আবর্জনা।'

'পিট!' গলাটা চিনতে পেরে যেন বিস্ফোরিত হলো জুলিয়েন। 'ওহে, তুমি না কথা দিয়েছিলে অ্যাপ্রিকটের রেসিপি দেবে আমাকে?'

'আমার নিউইয়র্ক অফিসের ডেস্কে পড়ে আছে, বলল পিট। 'আমেরিকা ছাড়ার আগে ডাকে ফেলতে ভুলে গেছি। দুঃখিত।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি?'

'পেরুর উপকূলে, একটা জাহাজ থেকে।'

'ওখানে তুমি কি করছ জিজ্ঞেস করতে ভয় লাগছে আমার।'

'এবার কোন্ জাহাজের খবর দরকার?'

'দা গোল্ডেন হাইন্ড।'

'ফ্যান্সিস ড্রেকের গোল্ডেন হাইন্ড?'

'হ্যাঁ। ড্রেক একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন দখল করেছিলেন...।'

পিটকে থামিয়ে দিয়ে জুলিয়েন বলল, 'নুয়েস্ট্রা সেনোরা ডে লা কনসেপশন। ওটার ক্যাপ্টেন ছিলেন জুয়ান ডে অ্যান্টন। ক্যালাও ডে লিমা থেকে যাচ্ছিল পানামা সিটি, কার্গো ছিল সোনা আর ইনকা আর্টিফ্যাক্টস। যতদূর আমার মনে পড়ে, সময়টা ছিল পনেরো শো আটাত্তর সালের মার্চ মাস।'

BanglaBook.org

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল পিট, তারপর বলল, 'আচ্ছা, বলতে পারো, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কেন আমার মনে হয় তুমি আমার সাইকেলটা চুরি করে নিয়ে যাবে?'

হো হো করে হেসে উঠে জুলিয়েন বলল, 'ঠিক কি জানতে চাও বলো দেখি।'

'কনসেপশন দখল করার পর কার্গো নিয়ে কি করলেন ড্রেক?'

'ঘটনাটা রেকর্ড করা আছে। মূল্যবান পাথর, মুক্তা, সোনা আর রূপা গোল্ডেন হাইন্ডে লোড করেন তিনি। সব মিলিয়ে পরিমাণে অনেক। ফলে তাঁর জাহাজ ওভারলোড হয়ে যায়, তাই উপকূলের কাছাকাছি ক্যানো দ্বীপে ক টন রূপা নামিয়ে রাখেন।'

'আর ইনকা ট্রেজার?'

'সেগুলো কনসেপশনের কার্গো হোল্ডে থেকে যায়। ড্রেক তারপর দক্ষ কয়েকজন ক্রুকে দিয়ে গ্যালিয়নটাকে আটলান্টিক হয়ে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন।'

'ওটা কি বন্দরে পৌঁছেছিল?'

'না,' চিন্তিত স্বরে জবাব দিল জুলিয়েন। 'ধরে নেয়া হয় ওটা হারিয়ে গেছে।'

'ও। আমার ধারণা ছিল ওটা সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যাবে।'

'এখন মনে পড়ছে, কনসেপশনের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে একটা কাহিনী শোনা গিয়েছিল।'

'সংক্ষেপে কি সেটা?'

'স্রেফ একটা গুজব। গ্যালিয়ন একটা টাইডাল ওয়েভ-এর কবলে পড়ে, উঠে যায় উঁচু জমিনের ভেতর দিকে। এই গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।'

'গুজবের উৎস সম্পর্কে কিছু জানো তুমি? জিজ্ঞেস করল পিট।

'আরও গবেষণা দরকার। এক পাগল ইংরেজ এই গুজবের উৎস। তাকে পর্তুগীজরা আমাজন নদীর কিনারায় এক গ্রামে পেয়েছিল। দুঃখিত, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'যদি একটু খবর নাও কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'কি বলছ! রেইন ফরেস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে উন্মাদ এক লোক, কয়েক শো বছর আগের ঘটনা, কোত্থেকে খবর নেব?'

'সাগরের কোন রহস্য যদি কেউ মীমাংসা করতে পারে তো এক তুমিই আছ, জুলিয়েন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জুলিয়েন বলল, 'জেনে কি লাভ তোমার? এত আগ্রহের কি কারণ?'

BanglaBook.org

'আমি আসলে একটা জেড-বক্স খুঁজছি, ভেতরে গিঁট দেয়া রঙিন সুতো আছে। ওটা আসলে ইনকা ট্রেজারের একটা সূত্র।

আরও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জুলিয়েন বলল, 'তুমি যখন বলছ, ঠিক আছে, দেখছি আমি।'

নুমা ভবনে দশতলার পুরোটা জুড়ে কমপিউটার ডাটা কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সে নিজের ছোট কামরায় বসে রয়েছে হিরাম ইয়েজার, নুমার কমিউনিকেশন ও ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক-এর চীফ। সমুদ্রের স্রোত কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে মনিটরে চোখ রেখে দেখছে সে, এ সময় ফোন বাজল।

রিসিভার তুলতেই ভেসে এল পিটের কণ্ঠ, 'হ্যালো!'

'স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের গলা শুনে ভালই লাগছে। শুনতে পেলাম দক্ষিণ আমেরিকায় প্রমোদভ্রমণে আছ তুমি।'

'ভুল শুনেছ হে। শোনো, হিরাম, ডিপ ফ্যাদম থেকে বলছি আমি। সাহায্য দরকার।

'জানা কথা। শুধু সাহায্য দরকার হলেই ফোন করো তুমি।'

'প্রথমে সময়টা নোট করো। পনেরো শো আটাত্তর সাল, মার্চ মাস। এই সময় পেরুর লিমা ও পানামার মাঝখানের উপকূলে কোন টাইডাল ওয়েভ আঘাত করেছিল কিনা তোমার ডাটাব্যাংকে একটু খোঁজ নাও।'

'সেভাইল-এর স্প্যানিশ আর্কাইভে এ-ধরনের ঘটনার উল্লেখ পুরনো ওয়েদার ও মেরিটাইম রেকর্ডে থাকলেও থাকতে পারে। আরেকটা সূত্র হতে পারে স্থানীয় লোকজন, তারা হয়তো লোককাহিনীতে বলে গেছে। সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনার রেকর্ড খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করত ইনকারা, কাপড় অথবা মাটির পাত্রে।

'তেমন কাজের সূত্র নয়,' বলল পিট। এই ঘটনার চল্লিশ বছর আগেই ইনকা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে স্প্যানিশ যোদ্ধাদের হাতে। ঘটনার কোন রেকর্ড যদি করাও হয়ে থাকে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে।'

'রেশিরভাগ টাইডাল ওয়েভ সৃষ্টি হয় সীফ্লোর মুভমেন্টের কারণে। ওই সময়কার জানা জিওলজিকাল ইভেন্ট জোড়া লাগালে একটা কিছু হয়তো পাওয়া যেতে পারে।'

'তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করো, হিরাম, প্লীজ। আমার জন্যে ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু তথ্যটা কেন তোমার দরকার তা তো বললে না।'

BanglaBook.org

'জঙ্গলে হারিয়ে গেছে এমন একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন খুঁজছি আমি।'

চিন্তার জন্যে সময় না নিয়েই হিরাম ইয়েজার বলল, 'তোমার তল্লাশির এলাকা অনেক কমিয়ে দিতে পারি আমি।'

'হোয়াট? কি তুমি জানো যা আমি জানি না?'

আপনমনে হাসছে ইয়েজার। 'আন্দেজের পশ্চিম পাশের নিচু এলাকা আর পেরুর উপকূল, এর মাঝখানে গড়পড়তা তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট বা আঠারো ডিগ্রী সেলসিয়াস, সারা বছরের বৃষ্টিতে একটা গ্লাসও ভরবে না। ওখানে এমন কোন জঙ্গল নেই যে একটা জাহাজ হারিয়ে যাবে।'

'তাহলে কোথায় আমাকে খুঁজতে বলো তুমি?'

'ইকুয়েডর। সেই পানামা পর্যন্ত কোস্টাল এলাকা ট্রপিকাল।'

'তুমি একটা প্রতিভা, হিরাম-তোমার প্রাক্তন স্ত্রী যা-ই বলুক না কেন।'

'আশা করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা কিছু দিতে পারব তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, হিরাম।'

BanglaBook.org

১৩.

অ্যাডোলফাস রোমেল দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেন। শিকাগোর একটা বহুতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের এলিভেটর থেকে বারো তলায় বেরিয়ে নিজের বিলাসবহুল পেন্টহাউসে ঢুকলেন তিনি। শক্তসমর্থ খাটো মানুষ, মাথাটা কামানো, গোঁফ জোড়া বিশাল। সত্তরের কাছাকাছি বয়স তাঁর। ছ'টা প্রকাণ্ড অটো স্যালভেজ ইয়ার্ডের মালিক, যদিও দেখে মনে হয় শার্লক হোমসের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মারাত্মক ভিলেন।

কালোবাজার থেকে অবিশ্বাস্য চড়া দরে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করা যাঁদের নেশা তাঁদের অনেকেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটান, বিয়ে থা করে না; অ্যাডোলফাস রোমেল তাঁদেরই দলে। সবার কাছ থেকে পালিয়ে থাকা তাঁর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রি-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট-এর সংগ্রহ কারও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধু তাঁর অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর অ্যাটর্নি সচেতন, তবে তারাও জানে না সংগ্রহের তালিকাটা কত লম্বা।

উনিশশো পঞ্চাশ সালের দিকে নাৎসীদের কিছু স্মৃতিচিহ্ন মেক্সিকোতে পাচার করেছিলেন রোমেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান বীরদেরকে পুরস্কার দেয়া ড্যাগার, নাইট-ক্রস মেডাল, হিটলারের সই করা ডকুমেন্ট ইত্যাদি ছিল তাতে। বিভিন্ন সংগ্রাহকদের কাছে ওগুলো বিক্রি করে পুঁজি যোগাড় করেন, ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন নিজের ব্যবসা-লোহা-লক্কড়ের বিশাল সাম্রাজ্য। এই ব্যবসা থেকে ইতিমধ্যে তিনি দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আয় করেছেন।

উনিশশো চুয়াত্তর সালে পেরুতে বেড়াতে যান, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন শিল্প সম্পর্কে তখনই তাঁর মনে আগ্রহ জন্মায়। ভাল বা মন্দ লোক, সবার কাছ থেকে কেনা শুরু করেন। সেই শুরু, এখনও তিনি কিনে যাচ্ছেন। পেন্টহাউসের হলরুমে ঢুকে বড়সড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। আয়নাটার ফ্রেম সোনালি গিলটি করা, অবিচ্ছিন্ন লতায় নগ্ন দেব শিশুরা পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। একটা দেবশিশুর মাথা ধরে মোচড় দিলেন অ্যাডামস, ক্লিক করে মৃদু শব্দ হলো, আয়নাটা একপাশে সরে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়ল গোপন একটা দরজা। এরপর সিঁড়ি, নেমে গেছে বড় আকারের আটটা

BanglaBook.org

ঘরের দিকে। ঘরগুলোর চারদিকে শেলফ আর টেবিল আছে, ওগুলোয় সাজানো আছে দু'হাজার প্রি-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট। কোন কারণ নেই, তবু পা টিপে টিপে হাঁটছেন রোমেল, তাঁর মূল্যবান সংগ্রহগুলো মাঝে মধ্যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখছেন, হাসছেন আপনমনে। এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস, শোবার আগে একবার দেখে যাওয়া।

সবশেষে একটা গ্লাস কেস-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি দামী। স্পটলাইটের আলোয় গ্লাস কেসের ভেতর ঝলমল করছে টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট-হাত ও পা প্রসারিত, মুখোশ আলোকিত হয়ে আছে অক্ষিকোটরে বসানো পান্না থেকে বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে।

রোমেল জানেন, সেভাইল-এর মিউজিয়াম থেকে বহু বছর আগে চুরি করা হয়েছে এটা। হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত চলে আসে এক মাফিয়া গ্রুপের কাছে। বারো লক্ষ ডলার নগদ দিয়ে তাদের কাছ থেকে এটা কেনেন তিনি।

দেখা শেষ করে আলো নিভিয়ে দিলেন রোমেল, ফিরে এলেন ওপর তলার হলরুমে, বন্ধ করে দিলেন আয়নাটা। গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি নিয়ে বেডরুমে ঢুকলেন, হাতে একটা পত্রিকা।

আর্টিফ্যাক্টস কালেক্টর রোমেল ঘুমোবার আয়োজন করছেন, রাস্তার ওপারের আরেকটা সমান উঁচু অ্যাপার্টমেন্টে চোখে বাইনোকিউলার চেপে ধরে বসে আছেন গাসকিল, ইউ.এস. কাস্টমস এজেন্ট। প্রায় এক সপ্তা হলো রোমেলের ওপর নজর রাখছেন তিনি, তারপরও একঘেয়েমির শিকার নন। আন্ডারকভার এজেন্ট নয়, তাঁকে দেখে মনে হয় ফুটবল কোচ। পাকা চুল কোঁকড়ানো, ব্যাকব্রাশ করা। তিনি একজন আফ্রিকা-আমেরিকান, গাঢ় কফির মত রঙ গায়ের। অবয়ব বুলডগের সঙ্গে মেলে। শরীর নয়, মাংসের পাহাড় বললেই হয়।

কাস্টমস অফিসারদের কাছে অ্যাডোলফাস রোমেল নামটা অত্যন্ত পরিচিত, সবাই জানে তিনি প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করেন, বৈধ ও অবৈধ উপায়ে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আজও কাস্টমস কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। গাসকিল এমনকি এ-ও জানেন না যে রোমেল তাঁর সংগ্রহ কোথায় রেখেছেন। তবে যেহেতু প্রাচীন শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাল পড়াশোনা আছে, ক্লিনিং লেডির সাপ্লাই দেয়া ফটোটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেন টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট।

সেই থেকে রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখা হচ্ছে রোমেলের পেন্টহাউসের। কিন্তু ছয় দিন নজর রাখার পরও জানা যায়নি রোমেল কোথায়

BanglaBook.org

রেখেছেন তাঁর সংগ্রহ। সাবজেক্টের রুটিনে কখনও কোন অনিয়ম ঘটে না। তাঁর অফিস মিশিগান এভিনিউ এ, সেখানে তিনি চার ঘণ্টা বসেন। একটা কাফেতে বসে লাঞ্চ খান, সালাড আর বীন সুপ। বিকেলটা কাটান অ্যান্টিকস-এর দোকান আর আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে। ডিনার খান নির্জন এক রেস্তোরাঁয়, তারপর হয় কোন সিনেমা দেখেন নয়তো থিয়েটারে যান। সাধারণত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসেন।

'ভদ্রলোকের জীবনে সুখ নেই,' মন্তব্য করল গাসকিলের সহকর্মী, এজেন্ট উইনফ্রেড পটল। 'এত টাকা, অথচ রোজ প্রায় একই খাবার খান। বউও নেই যে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলবেন। অদ্ভুত এক প্রাণী।'

'আমি ভাবছি, লাখ লাখ ডলার দিয়ে জিনিসগুলো কেনার পর তিনি কি প্রায়ই ওগুলো দেখতে যাবেন না? এ-ধরনের কালেক্টরদের আমি চিনি, আর্টিফ্যাক্টের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। রোমেল সম্পর্কে বলা হয়, প্রি-কলম্বিয়ান আর্ট-এর যে সংগ্রহ তাঁর, দুনিয়ার কোন মিউজিয়ামেও এত জিনিস নেই। সেগুলো তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, শখ করে একবার দেখতেও যান না?'

'আমরা হয়তো ভুল তথ্য পেয়েছি,' বলল পটল। 'ক্লিনিং লেডি সম্পর্কে অভিযোগ আছে, মদ খেয়ে সব সময় মাতাল হয়ে থাকে। বলল ফটোটা সে পেয়েছে পেন্টহাউস থেকে, আমরাও তা বিশ্বাস করলাম!'

'আচ্ছা, পেন্টহাউসের কোন্ কামরাটায় জানালা নেই?'

'ফ্লো প্ল্যানে রয়েছে দুটো বাথরুম, একটা প্যানট্রি, মাস্টার ও গেস্ট রুমের মাঝখানে ছোট্ট হল আর ক্লজিট।'

'কিছু একটা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না।'

'কি সেটা? জানালার পর্দা সব সময় সরানোই থাকে। পেন্টহাউসে যতক্ষণ থাকেন তিনি, তাঁর শতকরা নব্বুই ভাগ নড়াচড়া দেখতে পাই আমরা। ক্লজিট বা এক জোড়া বাথরুমে এক টন ট্রেজার লুকিয়ে রেখেছেন, এ সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক। তবে লবি থেকে এলিভেটরে চড়ার পর তাঁকে আমরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর লিভিং রুমে ঢুকতে দেখি। এই সময়টা তিনি কোথায় থাকেন?'

'হয়তো বাথরুমে বসে থাকেন।'

'এতটা নিয়ম ধরে সেটা সম্ভব নয়।' কফি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন গাসকিল, পেন্টহাউসের তাঁর ভাঁজ খোলা ব্লুপ্রিন্টের ওপর চোখ বুলালেন। এবার নিয়ে সম্ভবত পঞ্চাশবার পরীক্ষা করছেন ওটা। 'জিনিসটা এই বিল্ডিংয়েই আছে কোথাও।'

BanglaBook.org

'বিল্ডিংটার সবগুলো অ্যাপার্টমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমরা,' বলল পটল। 'কোনটাই ভাড়া দেয়া হয়নি। যারা কিনেছে তারাই বসবাস করে।'

'রোমেলের সরাসরি নিচের অ্যাপার্টমেন্ট কার?'

একগাদা কমপিউটার প্রিন্টআউট নেড়েচেড়ে পটল বলল, 'সিডনি কামার আর তাঁর স্ত্রী ক্যান্ডি। কামার খুবই নামকরা করপোরেট অ্যাটর্নি, ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দেয়ার বুদ্ধি যোগান।'

পটলের দিকে তাকালেন গাসকিল। শেষবার কবে ওঁদের দেখা গেছে অ্যাপার্টমেন্টে?'

একটা মোটা খাতায় চোখ বুলাল পটল। 'একবারও দেখা যায়নি।'

'চেক করলে হয়তো জানা যাবে কামার শহরের কিনারায় বিশাল কোন বাড়িতে বাস করেন, এই অ্যাপার্টমেন্টে কখনও পায়ের ধুলো ফেলেননি।'

'হয়তো ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গেছেন।'

রেড়িওতে এজেন্ট সোয়াইনের গলা ভেসে এল, বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে একটা বড়সড় ভ্যান ঢুকছে।'

'তুমি কি সামনের সিকিউরিটি ডেস্কে আছ, নাকি বেসমেন্ট চেক করছ?' জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

'এখনও লবিতে রয়েছি, তবে নজর রাখছি আশপাশে,' সোয়াইন জবাব দিল। সুন্দরী ও স্বর্ণকেশী, সোয়াইন কাস্টমসে যোগ দিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। গাসকিলের টিমে এই মেয়েটাই সবচেয়ে সেরা আন্ডার কভার এজেন্ট। বিল্ডিংটার ভেতর একমাত্র তাকেই পাঠানো হয়েছে।

'বেসমেন্টে যাও, ওদেরকে জিজ্ঞেস করো কি করছে,' নির্দেশ দিলেন গাসকিল। 'খোঁজ নাও ওরা কিছু এনেছে, নাকি নিয়ে যাচ্ছে। কোন অ্যাপার্টমেন্টের জিনিস জানো। জিজ্ঞেস করো, এই অসময়ে কেন?'

'রওনা হয়ে গেছি,' হাই তোলার ফাঁকে বলল সোয়াইন।

রোমেলের পেন্টাহাউসে এখন যেহেতু কোন আলো জ্বলছে না, বাইনোকিউলার রেখে দিয়ে স্যান্ডাউইচে কামড় বসালেন গাসকিল। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, সোয়াইন রিপোর্ট করল, ভ্যানের লোকজন ফার্নিচার নামাচ্ছে, তোলা হবে উনিশ তলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে। এত রাতে কাজ করতে হচ্ছে বলে অসন্তুষ্ট নয়, কারণ ওভারটাইমের পয়সা পাবে। মালিক তাড়াতাড়ি ডেলিভারি চেয়েছে, কারণটা বলতে পারছে না।'

'রোমেলের অ্যাপার্টমেন্টে আর্টিফ্যাক্টস ডেলিভারি দিচ্ছে না তো?'

'ভ্যানের দরজা খুলে দেখাল আমাকে। ফার্নিচার।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, কয়েক মিনিট পরপর ওদের মুভমেন্ট সম্পর্কে রিপোর্ট করো।'

ওয়াল– ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে নোট প্যাডে খস খস করে কি যেন লিখল পটল, কিচেন থেকে ফিরে এসে গাসকিলকে বলল, 'আপনার ধারণাই ঠিক, স্যার। সিডনি কামার লেক ফরেস্টের একটা বাড়িতে বাস করেন।'

'এ-ও আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে কামারের সবচেয়ে বড় মক্কেলের নাম অ্যাডোলফাস রোমেল।'

'তাহলে বলুন তো দেখি রোমেল তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট কাকে ভাড়া দিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই রোমেলকে।'

হেসে ওঠে পটল বলল, 'আমরা ইউরেকা বলতে পারি, স্যার।'

জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার ওপারে, রোমেলের লিভিং রুমে তাকালেন গাসকিল, হঠাৎ করে রহস্যটা জেনে ফেলেছেন। 'হলরুম থেকে নেমে গেছে একটা গোপন সিঁড়ি,' বললেন তিনি। 'এলিভেটর থেকে নেমে গোপন একটা দরজা খোলেন রোমেল, সিঁড়ি বেয়ে নিচের অ্যাপার্টমেন্টে নেমে যান। ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ওখানেই তিনি কাটান, লুকানো, ট্রেজার দেখে। তারপর উঠে আসেন নিজের পেন্টহাউসে, গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালেন, হাতে পত্রিকা নিয়ে শুতে যান।'

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, স্যার। এখন শুধু একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে পারলেই রোমেলের পেন্টহাউসে সার্চ করতে পারি আমরা।'

মাথা নাড়লেন গাসকিল। 'ওয়ারেন্ট দরকার, ঠিক। কিন্তু এজেন্টদের দল নিয়ে হানা দেয়া উচিত হবে না। শিকাগোয় অত্যন্ত প্রভাবশালী বন্ধু আছে রোমেলের। তারা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে মিডিয়াতে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাবে, রোমেল এমনকি কেসও করতে পারেন, বিশেষ করে আমরা যদি কিছু না পাই। যা কিছু করার আমরা তিনজনে করব গোপনে।'

গায়ে ট্রেঞ্চকোট চড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল পটল। 'বিচারক হান্ট-এর ঘুম খুব পাতলা। তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে, কাগজ-পত্রের কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।'

পটল চলে যাবার পর সোয়াইনকে ডেকে রিপোর্ট চাইলেন গাসকিল।

পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের লবিতে, সিকিউরিটি ডেস্কের ক্যামেরার রেঞ্জ থেকে ভ্যানের লোকজন সরে যেদি রিমোট কন্ট্রোলের সুইচ টিপে আরেক ক্যামেরায় চলে গেল সে। বিল্ডিংয়ের ভেতর চারটে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। দেখল ভ্যানের লোকজন এলিভেটর থেকে উনিশ তলায় বেরিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

'এখন পর্যন্ত একটা কাউচ, দুটো গদি মোড়া চেয়ার, এন্ড টেবিল, আর বাক্স ভর্তি তৈজস-পত্র তুলেছে ওরা।'

'ভ্যানে কিছু তুলছে?'

'শুধু খালি বাক্স।'

'রোমেল তাঁর আর্টিফ্যাক্টস কোথায় রেখেছেন আমরা তা আন্দাজ করতে পারছি। পটল ওয়ারেন্ট আনতে গেছে। সে ফিরলেই আমরা ভেতরে ঢুকব।'

'সুখবরই বলল। এই লবির বাইরে দুনিয়াটা কেমন ভুলে যাচ্ছি আমি।'

হেসে উঠলেন গাসকিল। 'কোন উন্নতি হয়নি, সোয়াইন।'

সকাল বেলা, এলিভেটর উঠে যাচ্ছে রোমেলের পেন্টহাউসে, পটল আর সোয়াইনর পাশে দাঁড়িয়ে এবার নিয়ে তৃতীয়বার ওয়ারেন্টটা পড়ছেন গাসকিল। 'রোমেলের পেন্ট হাউস সার্চ করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারক, কিন্তু সরাসরি নিচে সিডনি কামারের অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করার অনুমতি দেননি, বলছেন যথোপযুক্ত কারণ দেখানো হয়নি। অবশ্য অনুমতি না দেয়ায় খুব একটা অসুবিধে হবে না। সরাসরি কামারের অ্যাপার্টমেন্টে যাবেন না তিনি, প্রথমে রোমেলের পেন্টহাউসে ঢুকে গোপন দরজা ও সিঁড়ি খুঁজে নেবেন, তারপর নিচের তলায় নামবেন।

পটল সিকিউরিটি কোড নম্বর আগেই সংগ্রহ করেছে, ফলে এলিভেটর খুলে গেল সরাসরি পেন্টহাউসে। হলরুমের মার্বেল ঢাকা মেঝেতে বেরিয়ে এল দলটা, মালিকের অগোচরে। অভ্যাস বশত শোল্ডোর হোলস্টারের নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিকটার ওপর একবার হাত বোলালেন গাসকিল। স্পীকার বক্স-এর বোতাম খুঁজে পেয়ে চাপ দিল সোয়াইন। খুব জোরে বেল বেজে উঠল।

কিছুক্ষণ পর ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল, 'কে?'

মি. রোমেল,' স্পীকারে বলল পটল, 'দয়া করে আপনি একবার এলিভেটরের সামনে আসবেন?'

'তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন। সিকিউরিটিকে ডাকছি আমি।'

'লাভ নেই। আমি ফেডারেল এজেন্ট। দয়া করে দরজা খুলুন, আমাদের উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করছি।'

অ্যাডোলফাস রোমেল বেরিয়ে এলেন, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে স্লিপার। গাসকিল নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ফেডারেল কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে সার্চ করতে এসেছি।'

অলস, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চোখে রিমলেস গ্লাস তুললেন রোমেল, ওয়ারেন্টটা এমনভাবে পড়তে শুরু করলেন যেন সকালের খবরের কাগজে চোখ

BanglaBook.org

বুলাচ্ছেন। ধৈর্য হারিয়ে তাঁর চারদিকে হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন গাসকিল। 'মাফ করবেন।'

চশমার ওপর দিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন রোমেল। 'আমার সবগুলো ঘর আপনি দেখতে পারেন, কিছুই লুকাবার নেই।' তাঁর ভাব দেখে মনে হলো সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই রেখেছেন।

গাসকিল জানেন, এটা তাঁর স্রেফ অভিনয়। বললেন, 'আমরা শুধু আপনার হলরুম সার্চ করব না।'

কিভাবে সার্চ শুরু করতে হবে তা আগেই পটল আর সোয়াইনকে বলা আছে, সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দিল তারা। প্রতিটি ফাঁক, কিনারা ও কোণ পরীক্ষা করছে ওরা। হলরুমের আয়নাটা বড় বেশি টানছে সোয়াইনকে। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখল সে, কাঁচে বিন্দুমাত্র খুঁত নেই। কাঁচের কিনারাগুলো ঢালু, জিনিসটা সম্ভবত আঠারো শতকের। এরপর ফ্রেমটার ওপর মনোযোগ দিল সে। অসংখ্য সোনালি দেবশিশু পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। খুঁটিয়ে দেখার সময় একটা দেবশিশু ঘাড়ে ওর চোখ আটকে গেল। গিলটি করা কিনারা একটু যেন ম্লান হয়ে গেছে। ঘাড়টা ধরে আস্তে করে ঘোরালো, কিন্তু ঘুরল না। বোর উল্টোদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল সে। পুরো আধপাক ঘুরে গেল, শব্দ হলো ক্লিক করে, অমনি আয়নার একটা দিক খুলে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে সোয়াইন বলল, 'পেয়েছি, বস্!'

ম্লান হয়ে গেল জেরি রোমেলের চেহারা। গাসকিল তাঁকে বললেন, 'দয়া করে পথ দেখাবেন, মি. রোমেল?'

'নিচের অ্যাপার্টমেন্টের মালিক আমার অ্যাটর্নি, সিডনি কামার,' বললেন রোমেল, ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটছে তাঁর ঠোঁটে। 'ওয়ারেন্টে শুধু আমার পেন্টহাউস সার্চ করার কথা লেখা আছে।'

কোটের পকেট হাতড়ে প্রায় গোল একটা সিগারেট-লাইটার বের করলেন গাসকিল, হাতটা লম্বা করে জিনিসটা ফেলে দিলেন সিঁড়ির ওপর। বললেন, 'আমার আনাড়িপনা ক্ষমা করবেন। আশা করি ওটা তুলে আনলে মি. কামার কিছু মনে করবেন না।'

'এটা স্রেফ অনধিকার প্রবেশ,' বিস্ফোরিত হলেন রোমেল।

কোন জবাব পাওয়া গেল না, পটলকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছেন গাসকিল। নিচের তলায় পৌঁছে যা দেখলেন দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

কামরার পর কামরা প্রি-কলম্বিয়ান শিল্পকর্মে ভর্তি। কাচ মোড়া ইনকা টেক্সটাইল ঝুলছে সিলিং থেকে। একটা কামরায় শুধু রাখা হয়েছে মুখোশ।

BanglaBook.org

আরেকটা কামরায় আনুষ্ঠানিক পোশাক। আরও আছে রঙ করা সিরামিক ও ভাস্কর্য। সহজে আসা-যাওয়া করার জন্য সব ঘরের দরজা খুলে ফেলা হয়েছে, কিচেনে চুলো নেই, বাথরুমে নেই কমোড বা সিঙ্ক। তিনজনই ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। পরিমাণে যতটুকু আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছে।

বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার পর এক কামরা থেকে আরেক কামরায় খোঁজাখুঁজি করলেন গাসকিল। সেরা শিল্পকর্মটি কোথায়? যেটার খোঁজে এখানে তাদের আসা?'

ভাঙা, খালি একটা কাচের কেস দেখতে পেলেন গাসকিল। হতাশায় ম্লান হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'মি. রোমেল,' চিৎকার করলেন তিনি। 'এদিকে আসুন!'

পরাজিত ও বিধ্বস্ত চেহারা, সোয়াইনর পিছু পিছু কামরার ভেতর ঢুকলেন রোমেল। ভেতরে ঢুকেই আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর চোখ। 'নেই? ওহ্ গড, নেই ওটা! গোল্ডেন বডি স্যুট অব টিয়াপোলো ইজ গন।'

শক্ত হয়ে গেল গাসকিলের চোয়াল। চারদিকে তাকিয়ে একটা কাউচ, একটা টেবিলও গদি মোড়া মুটো চেয়ার দেখতে পেলেন তিনি। সোয়াইন আরু দিকে পালা করে তাকালেন, বললেন, 'ভ্যানের লোকগুলো আমাদের নাকের সামনে দিয়ে স্যুটটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'বিল্ডিং থেকে প্রায় এক ঘণ্টা হলো বেরিয়ে গেছে ওরা,' বলল সোয়াইন।

পটল যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। 'এখন আর সার্চ পার্টি পাঠিয়েও কোন লাভ হবে না। ইতিমধ্যে স্যুটটা ওরা লুকিয়ে ফেলেছে কোথাও।' যদি না প্লেনে তুলে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে।'

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন গাসকিল। 'নাগালের মধ্যে পেয়েও হারিয়ে ফেললাম, বিড়বিড় করলেন তিনি। 'কে জানে, আবার হয়তো সত্তর বছর পর ওটার খবর পাওয়া যাবে!'

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

কনসেপশন জাহাজের খোঁজে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১৪.

পেরুর প্রধান বন্দর ক্যালাও।
১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিসকো পিজারো এর পত্তন ঘটান। শুরুতেই ইনকা সাম্রাজ্য থেকে লুঠ করা সোনা ও রূপা পাচারের প্রধান বন্দর হয়ে উঠে ক্যালাও। একচল্লিশ বছর পর ফ্রান্সিস ড্রেক বন্দরটা দখল করে নেন। পেরুতে স্পেন বিজয়ী হলেও, সে বিজয় বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যালাও-এ সিমন বলিভার-এর কাছে সর্বশেষ স্প্যানিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, ইনকাদের পতনের পর সেই প্রথম সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয় পেরু। এখন লিমার সাঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশাল একটা নগরীতে পরিণত হয়েছে ক্যালাও, লোকসংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ।

আন্দেজের পশ্চিম ধারে, নিচু এলাকায় বিস্তৃত ক্যালাও ও লিমা; বাৎসরিক বৃষ্টিপাত দেড় ইঞ্চিরও কম। সেজন্যেই নিচু অঞ্চলটা ঠাণ্ডাও শুকনো মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। পানির উৎস বলতে কয়েকটা ঝর্ণা আর আন্দেজ থেকে নেমে আসা রিমাক নদী।

উপকূল সীমার বাইরে সান লোরেঞ্জো বেশ বড় একটা দ্বীপ, সেটাকে ঘুরে এগোতেই জাহাজের গতি কমাবার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট। একটা লঞ্চ এসে ভিড়ল ডিপ ফ্যাদমের গায়ে। মই বেয়ে জাহাজের ওপরে উঠে এলেন হারবার পাইলট। জাহাজটাকে নিরাপদে মেইন চ্যানেলে ঢোকালেন তিনি। তারপর আবার ব্রিজের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন স্টুয়ার্ট। মেইন প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের পাশের ডকে জাহাজ ভেড়ালেন তিনি।

খোলা ডেকে বেরিয়ে এসে ডকের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল পিট। অন্তত এক হাজার লোক ভিড় করেছে ওখানে। সশস্ত্র মিলিটারী সিকিউরিটি ফোর্স আছে, পুলিশ আছে, আরও আছে টিভির ক্যামেরাম্যান ও প্রেস ফটোগ্রাফারদের বিরাট একটা দল, সবাই দাঁড়াবার একটু জায়গা পাবার জন্যে অস্থির ভাবে ছুটোছুটি করছে। নিউজ মিডিয়ার সামনে গাল ভরা হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছেন সরকারী কর্মকর্তারা, তাঁদের ঠিক পিছনেই একলাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর্কিওলজি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা।

BanglaBook.org

'একি! এত মানুষ কেন?'

'এত তাড়াতাড়ি খবর রটে কিভাবে!' বিস্মিত শ্যাননও। 'এরকম সম্বর্ধনা আমি আশা করিনি।'

রজার্সের গলায় তিনটে ক্যামেরা ঝুলছে, ছবি তুলতে শুরু করল সে। 'দেখে মনে হচ্ছে পেরু সরকারের অর্ধেক অফিসার চলে এসেছেন।'

ডকে তুমুল উত্তেজনা। ছোট শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা পেরু ও আমেরিকার পতাকা নাড়ছে। ইতিমধ্যে গ্যাংওয়ে ফেলা হয়েছে, ব্রিজ থেকে খোলা উইং-এ বেরিয়ে এল পেরুভিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের দলটা, মা-বাবাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছে তারা। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা।

একা শুধু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'ভয় হচ্ছে ওরা না হুড়মুড় করে জাহাজে উঠে আসে।'

অ্যাল পরামর্শ দিল,' আপনি বরং পতাকা নামিয়ে হাতজোড় করুন, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।'

'আমি আপনাদের বলেছিলাম, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে-মেয়ে,' বলল শ্যানন, তার মুখে হাসি আর ধরে না।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল খাটো ও শক্ত-সমর্থ আরেক ভদ্রলোক। সিকিউরিটি কর্ডন-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা, তারপর গ্যাংওয়ের দিকে পা বাড়ালেন।

ভাল করে তাকাতেই তাকে চিনতে পারলো পিট, 'রুডি গান!'

বিস্মিত হয়েছেন ক্যাপ্টেনও।

ডেকে উঠে এসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন রুডি গান, বললেন, 'সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, পিট ও মি. জিওর্দিনোর সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলতে চাই, ক্যাপ্টেন।' ক্যাপ্টেনের অনুমতি পাবার অপেক্ষায় না থেকে প্যাসেজের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

বসার পর প্রসঙ্গটা পিটই তুলল, 'আপনার অনুরোধ আমাকে জানানো হয়েছে, রুডি। সিঙ্ক-হোল থেকে লাশটা উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু বুঝতে পারছি না কাজটা কি আমাকে নুমার তরফ থেকে করতে বলা হচ্ছে?'

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, পিট,' নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর বললেন। 'ব্যাখ্যা করলে বুঝতে পারবে। নুমা নয়, সিঙ্ক-হোল থেকে ড. মিলারের লাশটা উদ্ধার করতে চাইছে ইউ. এস. কাস্টমস। দায়িত্বটা তারা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার, তবে বিনা স্বার্থে নয়। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে তুমি সহযোগিতা করবে কিনা তার ওপর।'

BanglaBook.org

কথা না বলে চুপ করে থাকল পিট।

'কাস্টমসের অনুরোধে আপনি রাজি হলেন কেন?'

'আগেই বলেছি, বিনা স্বার্থে নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আর দু'মাস পর নুমার বাজেট পাস হবে, কাস্টমসের সঙ্গে সহযোগিতা করলে বাজেটের বরাদ্দ বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পারব আমরা। ড. মিলার ছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, তাঁর হত্যাকাণ্ডকে কাস্টমস একটা কেস হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছে। তাদের সন্দেহ, খুনী একটা আন্তর্জাতিক লুটিং সিন্ডিকেটের সদস্য। তাকে বা তাদেরকে ফাঁসানোর জন্যে লাশটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পিট, তোমার কাজ কিন্তু শুধু সিঙ্ক-হোল থেকে লাশটা উদ্ধার করা নয়।'

'জ্বী?'

'ইউ. এস. কাস্টমস ও পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সিঙ্ক-হোল থেকে বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট তুলে কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। ড. মিলার চুরির ব্যাপারটা ধরে ফেলেন, সেজন্যেই তাঁকে মেরে ফেলা হয়। কাস্টমস চাইছে সিঙ্ক-হোলের তলাটা ভাল করে তল্লাশি চালানো হোক।'

'কাস্টমসের তরফ থেকে আরও একটা অনুরোধ আছে। ওরা চাইছে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস-এও আরেকবার যাও তুমি। ওদের একটা ইনভেনট্রি দরকার।' নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরালেন অ্যাডমিরাল।

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব! মার্সেনারিরা গোলাগুলি করার পরও মন্দিরে অন্ত ত আর্টিফ্যাক্টের এক হাজার আইটেম রয়ে গেছে। আমি বা অ্যাল আর্কিওলজির অ-ও বুঝি না, কিভাবে তালিকা তৈরি করব?'

'পেরুভিয়ান পুলিশ তদন্ত চালিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে, তোমরা মন্দির থেকে পালিয়ে আসার পর বেশিরভাগ আর্টিফ্যাস্ট সরিয়ে ফেলা হয়েছে,' ব্যাখ্যা করলেন রুডি গান। 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস ওগুলোর বর্ণনা জানতে চাইছে, যাতে অ্যান্টিক অকশনে বেরিয়ে এলে বা কোন প্রাইভেট কালেক্টরের কাছে পাওয়া গেলে সনাক্ত করতে পারে। ওদের ধারণা, অকুস্থলে আরেকবার গেলে তোমাদের আবার সব মনে পড়ে যাবে।'

রুডি বললেন,' অন্তত বিশেষ কিছু জিনিস।'

জিওর্দিনোর দিকে তাকালেন তিনি, 'তুমি কি বলো, অ্যাল?'

'মন্দিরের চারধারে রেডিওর খোঁজে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' বলল অ্যাল। 'ওগুলো পরীক্ষা করার সময় পাইনি।'

পিট বলল, 'বিশেষ ধরনের পনেরো কি বিশটা জিনিসের কথা মনে পড়ছে আমার।'

'ওগুলোর স্কেচ এঁকে দেবে?'

BanglaBook.org

'আপনি জানেন, রুডি, ডার্ক পিটের আঁকার হাত একদম ভাল না।' হাসছে পিট।

'সবাই সব কাজ পারে না।' হাসছেন রুডিও। 'তবে তোমার আঁকা স্কেচ আমি দেখেছি, কাজ চলে।'

ঠিক আছে, যতটুকু পারি এঁকে দিচ্ছি। তবে এখন নয়, কোন রিসর্ট হোটেলের সুইমিংপুলের ধারে বিশ্রাম নেয়ার সময়। আমাদের তাহলে মন্দিরে না গেলেও চলবে, তাই না?'

মাথা নাড়লেন রুডি গান। 'পেরুভিয়ান সরকারও চাইছে ওখানে তোমরা যাও। আমার কাছে খবর আছে, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অভ কালচার-এর ড. আলবার্তো ওরটিজের নেতৃত্বে একটা আর্কিওলজিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে, ড. শ্যানন ওদেরকে সাহায্য করবেন।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে পিট বলল, 'ভাল প্রোটেকশন না পেলে ওখানে ওদেরকে বিপদে পড়তে হবে।'

'উপত্যকা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পেরুভিয়ান কর্তৃপক্ষ একটা হাইলি ট্রেইন্ড সিকিউরিটি ফোর্স পাঠাচ্ছে।'

'কিন্তু তারা কি বিশ্বস্ত হবে? তারাও যদি টাকা খেয়ে ভাড়াটে সৈনিক হয়ে যায়?'

'আমারও সন্দেহ হয়,' বললো অ্যাল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রুডি গান। 'আমাকে যা বলা হয়েছে, তার বেশি কিছু জানি না।'

BanglaBook.org

১৫.

দু'দিন পর, সকাল আটটার দিকে পবিত্র কুয়া থেকে ড. মিলারের লাশ উদ্ধার করার জন্যে ডাইভ দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। ওপর থেকে কুয়ার ভেতর তাকিয়ে পুরু শ্যাওলা দেখতে পেল পিট, বেশ খানিকটা ভাটা পড়ল উৎসাহে। কুয়াটা প্রথমবারের মতই ভীতিকর লাগছে, যদিও মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখিয়ে ওটার দেয়াল বেয়ে উঠে এসেছে একবার।

নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার। দুটো হেলিকপ্টার চার্টার করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টও সাপ্লাই দেয়া হয়েছে। পুরো একটা দিন ব্যয় হয়েছে শ্যানন, রজার্স আর ইকুইপমেন্টগুলোকে সাইটে পৌঁছে দিতে। তারপর বিধ্বস্ত ক্যাম্পটাকে আবার খাড়া করা হয়েছে।

প্রথম হেলিকপ্টার সাইটে ল্যান্ড করার আগেই পেরুর এলিট স্পেশাল সিকিউরিটি ইউনিট-এর একটা কনটিনজেন্ট পৌঁছে গেছে এখানে। পঞ্চাশজনের কনটিনজেন্ট। ছোটখাট আকৃতি তাদের, হাব ভাবে ভদ্র ও নরম মনে হলেও আসলে কঠিন পাত্র, মাওপন্থী গেরিলাদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ক্যাম্পের চারদিকে দ্রুত তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলল, আশপাশের জঙ্গলে পাঠাল টহল দল।

'খুশি হতাম আমিও যদি নামতে পারতাম আপনার সঙ্গে,' পিটের পিছন থেকে বলল শ্যানন।

ঘুরে হাসল পিট। 'কারণটা বোধগম্য নয়। কাদার ভেতর থেকে পচা একটা লাশ উদ্ধার করা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয় কি করে!'

'ড. মিলারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম,' বলল শ্যানন। 'তবে সেজন্যে বলছি না। আমি একজন আর্কিওলজিস্ট, কুয়ার তলাটা ভাল করে একবার দেখার শখ।'

'যদি ভেবে থাকেন ওখানে প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যাবে, ভুলে যান,' শ্যাননকে সান্ত্বনা দিল পিট।

'অন্তত রজার্সকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, রেকর্ডের জন্যে ফটো তুলে আনুক।'

BanglaBook.org

'এত ব্যস্ততা কিসের?'

'আমার ভয় হচ্ছে আর্টিফ্যাক্টগুলো যে পজিশনে আছে, নিচে নেমে আপনারা ঘোরাফেরা করার পর সে পজিশনে আর পাওয়া যাবে না।'

পিটের চোখে অবিশ্বাস। 'ড. মিলারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চেয়ে সেটার গুরুত্ব আপনার কাছে বেশি?'

'ড. মিলার বেঁচে থাকলে আমাকে উনি সমর্থন করতেন। এসব জিনিস সামান্য নাড়াচাড়া করা হলেও তাৎপর্য হারিয়ে যেতে পারে।'

পিটের সামনে যেন শ্যাননের আরেকটা দিক খুলে গেল। 'ঠিক আছে আমি আর অ্যাল লাশ নিয়ে উঠে আসার পর রজার্সকে নিয়ে নামবেন আপনি, মনের সাধ মিটিয়ে আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করবেন। তবে সাবধান, স্রোতের মধ্যে পড়ে আবার যেন পাশের গুহায় চলে যাবেন না।'

'একবারই যথেষ্ট,' হেসে উঠে বলল শ্যানন। পরমুহূর্তে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আপনারাও কিন্তু সাবধানে থাকবেন, অহেতুক কোন ঝুঁকি নেবেন না।' পিটের হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে, ঘুরে তাঁবুর দিকে চলে গেল।

ছোট একটা ক্রেন আর মোটর ফিট করা উইঞ্চ ব্যবহার করা হলো, কাজেই কুয়ায় নামতে কোন ঝামেলা পোহাতে হলো না। কুয়ার বাইরে থেকে গোটা অপারেশনটা তদারক করছেন রুডি গানক্লফ। পেরু সরকার নুমাকে দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে অনারারি অ্যাডভাইজার হিসেবে একটা পদ দিয়ে আইনসিদ্ধ করে নিয়েছে তাঁর উপস্থিতি।

উইঞ্চে জড়ানো কেবলের অপরপ্রান্তটা পিটের কোমরের সেফটি ক্যাচের সঙ্গে আটকানো, পানি যখন আর এক মিটার নিচে, সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে দিল ও। পানির ওপর শ্যাওলা আগের মতই পুরু, তবে গন্ধটা যে এত তীব্র তা ওর মনে ছিল না। পানির ওপর চিৎ হয়ে ভেসে থাকল ও, জিওর্দিনোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

পিটের ফেস মাস্কে কমিউনিকেশন ও সেফটি লাইন জোড়া লাগানো আছে। তবে অ্যাল বন্ধনহীন, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে, পিট তাকে নির্দেশ দেবে হাত-ইশারায়। সে নেমে আসতে নিচের দিকটা দেখিয়ে ডুব দিল পিট। কাছাকাছি থাকল দু'জন, তেরো ফুটের মত নামার পর পরিস্কার পানিতে চলে এল। নিচে দেখা যাচ্ছে কালচে-খয়েরি কাদা আর পার। তলা যখন আর ছয় ফুট নিচে, স্থির হলো ওরা। খুব সাবধানে, নিচের কাদা যাতে আলোড়িত না হয়। একটা স্টেনলেস স্টীলের শ্যাফট বের করল পিট। নাইলন কর্ডের একটা রীলের সঙ্গে যুক্ত। শ্যাফটটা কাদার ভেতর ঢুকিয়ে দিল ধীরে ধীরে।

'কেমন এগোচ্ছে আপনাদের কাজ?' কুয়ার বাইরে থেকে জানতে চাইলেন রুডি, পিটের মাস্কের ভেতর ইয়ারফোন থেকে বেরিয়ে এল আওয়াজটা।

BanglaBook.org

'তলায় পৌঁছে লাশটার জন্যে সার্কুলার সার্চ শুরু করতে যাচ্ছি,' রীল থেকে লাইন খুলতে খুলতে জবাব দিল পিট।

কম্পাস থেকে বেয়ারিং সংগ্রহ করল ও, কাদার ওপর বেরিয়ে থাকা শ্যাফটকে ঘিরে ঘুরছে, লাইন ছাড়তে ছাড়তে ধীরে ধীরে বড় করছে বৃত্তটা। খুব সাবধানে সাঁতার কাটছে ও, ওর স্টাকির সামান্য পাশে ও পিছনে রয়েছে অ্যাল। একটু পরই ড. মিলারের লাশটা পেয়ে গেল ওরা।

লাশের অবস্থা এই ক'দিনে আরও খারাপ হয়েছে। মনে হলো আরও যেন খোবলানো হয়েছে মাংস। গায়ে উজ্জ্বল ডোরাকাটা একটা মাছকে দেখে কারণটা বোঝা গেল, লাশের চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাল। পিটের ইশারা পেয়ে রাবারের একটা বডি ব্যাগ বের করল অ্যাল, ওয়েট বেল্টে আটকানো প্যাকে ছিল। বলা হয় পঁচা লাশ পানির তলায় গন্ধ ছড়ায় না। হয়তো ওদের কল্পনা, তবে মনে হলো তীব্র গন্ধে এয়ার ট্যাংকের বাতাস দূষিত হয়ে গেছে। লাশটা পরীক্ষা করার ঝামেলায় গেল না ওরা, রাবারের ব্যাগটা পরিয়ে দিল দ্রুত, লক্ষ রাখছে কাদা যেন স্থির থাকে। যদিও তা থাকল না, ঘন মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল আশপাশে, কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। কাজ করছে যেন দুই অন্ধ। সাবধানে চেইন টেনে বন্ধ করল ব্যাগ, খেয়াল রাখল নরম মাংস যেন কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে। কাজটা শেষ হতে রুডিকে রিপোর্ট করল পিট।

'লাশ ব্যাগে ভরা হয়ে গেছে, ওপরে উঠে আসছি আমরা।'

'ঠিক আছে। স্লিং সহ একটা স্ট্রেচার পাঠাচ্ছি।'

ঘোলা পানির ভেতর হাত বাড়িয়ে জিওর্দিনোর কনুই ধরল পিট, ইঙ্গিত করল একসঙ্গে ওপরে ওঠার জন্যে। লাশ নিয়ে রোদের দিকে উঠে এল ওরা, সারফেসে পৌঁছে স্ট্রেচারে তুলে স্ট্রাপ আটকাল। রুডিকে বলল, 'রেডিও টু লিফট।'

লাশ নিয়ে স্ট্রেচার উঠে যাচ্ছে, একটা দুঃখ জাগল পিটের মনে। নন্দিত নৃবিজ্ঞানী খুন হয়ে গেছেন কারণটা না জেনেই। যে শয়তান তাঁকে খুন করেছে সে কোন আভাষও দেয়নি। ভদ্রলোক জানতেও পারেননি যে একজন সাইকোপ্যাথিক খুনী বিনা প্রয়োজনে মেরে ফেলছে তাঁকে।

সিঙ্ক-হোলে আর কিছু করার নেই ওদের। কেবল ফিরে এলে উঠে যাবে ওরা। চোখে প্রত্যাশা, পিটের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাল। মুখ থেকে ব্রিদিং রেগুলেটর খুলে কমিউনিকেশন বোর্ড-এ লিখল, 'এখনও প্রচুর বাতাস রয়েছে আমাদের ট্যাংকে, কেবল নেমে আসার আগে চারদিকটা একবার ঘুরে ফিরে দেখলে মন্দ হয় না।'

BanglaBook.org

হেড মাস্ক খুলে কথা বলতে পারছে না পিট, নিজের কমিউনিকেশন বোর্ডে লিখল, 'আমার কাছাকাছি থাকবে, স্রোত এসে পড়লে আঁকড়ে ধরবে আমাকে।' এরপর নিচের দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল। মাথা ঝাঁকিয়ে পিটের দেখাদেখি আবার পানির নিচে ডুব দিল অ্যাল।

নিচে নামার পর কাদার ভেতর কোথাও কোন আর্টিফ্যাক্ট দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে পিট। হাড় প্রচুর, গুণে শেষ করা যাবে না, কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে কুয়ার তলা চষে ফেলার পরও একটা আর্টিফ্যাক্ট চোখে পড়ল না। পিট্ থাকার মধ্যে আছে শুধু অক্ষত কঙ্কালের ব্রেস্টপ্লেট ও হেলমেট, যেগুলো প্রথমবার কুয়ায় নেমেই দেখতে পেয়েছিল ও। আর আছে কুয়া থেকে দেয়াল বেয়ে ওঠার আগে যে-সব ডাইভ গিয়ার ফেলে দিয়েছিল। কঙ্কালের একটা হাত এখনও উঁচু করা, যে দিকে ড. মিলারের লাশ ছিল সেদিকে তাক করা আঙুল।

ব্রেস্টপ্লেটে মোড়া স্প্যানিয়ার্ডে ঘিরে ধীরে ধীরে চক্কর দিতে শুরু করল পিট, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে, মাঝে-মধ্যে মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে স্রোতটা আসছে কিনা দেখার জন্যে। অনুভব করল ওর প্রতিটি নড়াচড়া কঙ্কালের খালি অক্ষিকোটর যেন অনুসরণ করছে। নিঃশব্দ, ব্যাঙ্গাত্মক হাসিতে স্থির হয়ে আছে দাঁতগুলো শেওলার পুরু স্তর ভেদ করে রোদের আভা নেমে এসেছে নিচে, হাড়গুলোর গায়ে সবুজ রঙ মাখিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি ভাসছে অ্যাল, চোখে কৌতূহল, লক্ষ করছে পিটকে। কি নিয়ে মগ্ন পিট বুঝতে পারছে না সে। প্রাচীন হাড় তাকে আকৃষ্ট করছে না। পাঁচশো বছরের পুরনো স্প্যানিয়ার্ড-এর অবশিষ্ট তার কল্পনায় কোন আলোড়ন তুলছে না।

পিট ভাবছে। ওর মনে হচ্ছে, কঙ্কালটা এখানে বেমানান। ব্রেস্টপ্লেটের ওপর আলতোভাবে আঙুল বোলাল একবার। মরচে উঠে এল। বেরিয়ে পড়ল মসৃণ, মরচেবিহীন মেটাল। বুকের সঙ্গে প্লেটটা স্ট্রাপ দিয়ে আটকানো, অবিশ্বাস্য হলেও প্রায় নতুনের মতো দেখতে। স্ট্র্যাপগুলোকে জোড়া লাগানোর জন্যে রয়েছে বাকল্, সেগুলোও তেমন পুরনো হয়নি।

কয়েক ফুট পিছিয়ে এল পিট, কাদার ভেতর হাতড়ে লম্বা মতো একটা হাড় খুঁজে নিল। কঙ্কালের কাছে ফিরে এসে উঁচু করা হাতটার পাশে হাড়টা ধরল, মিলিয়ে দেখছে। কাদার ভেতর থেকে তোলা হাড়টা অমসৃণ, থোবড়ানো, গায়ে দাগও আছে। কিন্তু কঙ্কালের হাড় তার উল্টো, অনেক বেশি মসৃণ। এরপর দাঁত পরীক্ষা করল পিট, ওগুলোও খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে মাটিতে দুটো কৃত্রিম দাঁত দেখতে পেল, সোনার নয়, রূপার। ষোলোশো

BanglaBook.org

শতাব্দীর ডেনটিস্ট্রি সম্পর্কে পিটের কোন ধারণা নেই, তবে এটুকু জানে যে আঠারো শতকের আগে ইউরোপিয়ানরা মাড়ির গর্ত ভরতে শেখেনি বা নকল দাঁত তৈরি করতে পারত না।

'রুডি?'

'শুনছি, পিট।'

'একটা লাইন নামান, প্লীজ। আমি একটা জিনিস ওপরে তুলতে চাই।'

'নামছে।'

'নামান আমাদের বুদবুদ যেখানে দেখতে পাচ্ছেন।'

'ঠিক আছে।' কয়েক সেকেন্ড পর রুডি আবার কথা বললেন,

'আপনাদের আর্কিওলজিস্ট লেডি মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছেন। বলছেন নিচের কোন জিনিস আপনারা ছুঁতে পারবেন না।'

'ভান করুন তিনি মঙ্গলগ্রহে আছেন।'

নার্ভাস সুরে রুডি বললেন, 'ঠাট্টা নয়, প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন উনি।'

'হয় আপনি লাইন ফেলুন নয়তো তাঁকেই ধরে ফেলে দিন পানিতে।'

'স্ট্যান্ড বাই।'

এক মুহূর্ত পর এক প্রান্তে ছোট একটা হুক লাগানো নাইলন লাইন ওদের ছ'ফুট দূরে কাদার ভেতর মেনে এল। সেটা নিয়ে ফিরে এল অ্যাল। খুব সাবধানে কাজ শুরু করল পিট, যেন কারও পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিচ্ছে। যে স্ট্যাপে কঙ্কালের ব্রেস্টপ্লেট আটকানো আছে সেটায় লাইনের একটা প্রান্ত জোড়া লাগাল ও, তারপর হুক দিয়ে আটকাল। অ্যালকে ওপরে উঠার ইঙ্গিত দিল ও। মাথা ঝাঁকাল অ্যাল, অবাক হয়ে দেখল লাইনটা ছেড়ে দিয়েছে পিট, ফলে ঢিল পড়েছে লাইনে, ওরা উঠতে শুধু করলেও কঙ্কালটা আগের জায়গাতেই রয়েছে।

এক সঙ্গে নয়, একজন একজন করে কুয়া থেকে উঠে এল ওরা। প্রথমে অ্যাল, তারপর পিট। কুয়ার কিনারায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন রুডি। পিট ফেস মাস্ক খুলতেই তিনি বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনারা উঠে এসেছেন। উন্মাদ ভদ্রমহিলা আমাকে শুধু খামচাতে বাকি রেখেছেন।'

হেসে উঠে অ্যাল বলল, 'একই অঙ্গে এত রূপ। এই মুহূর্তে তিনি সম্ভবত বাঘিনীর ভূমিকা নিয়েছেন।'

ডাইভ স্যুট খুলছে পিট, একটা ঝড়ের মত উদয় হলো শ্যানন।

'আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কোন আর্টিফ্যাক্ট ছোঁয়া যাবে না।'

শ্যাননের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল পিট, চোখে নরম দৃষ্টি। 'ছুঁয়ে দেখার মত কিছু নেই ওখানে,' তারপর বলল ও। 'কেউ আপনাকে

BanglaBook.org

হারিয়ে দিয়েছে। আপনার পবিত্র কুয়ার এক মাস আগে যে-সব আর্টিফ্যাক্ট ছিল সব গায়েব হয়ে গেছে। শুধু বলি দেয়া মানুষ আর পশুর হাড় ছড়িয়ে আছে তলায়।'

হাঁ হয়ে গেল শ্যানন 'সত্যি বলছেন?'

'বিশ্বাস না হলে নিচে নেমে দেখে আসতে পারেন।'

রজার্সের দিকে তাকাল শ্যানন। 'চলো, নিজের চোখে দেখতে হবে আমাকে।'

'যাবার আগে একটা পরামর্শ শুনে যান,' শান্ত সুরে বলল পিট, 'নিচে নেমে কাদার মধ্যে হাতড়াতে শুরু করলে কি ঘটবে বলে দিচ্ছি।'

'কি ঘটবে?'

'আপনি মারা যাবেন।'

শ্যানন সম্ভবত পিটের কথা মন দিয়ে শুনছে না, তবে রজার্স শুনছে। 'কি বললেন, মি. পিট?'

হাতের লাইনটা দেখাল পিট, অপরপ্রান্তটা এখনও পানির তলায়।

'মারা যে যাবেন, আমার হাতে এটা তার প্রমাণ।' লাইনটা শ্যাননের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'নিন, ধরুন। লাইনটা টান দিলেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।'

'আপনি অপরপ্রান্ত আটকে রেখে এসেছেন? কিসের সঙ্গে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'প্রাচীন এক স্প্যানিয়ার্ডের হাড়ের সঙ্গে।'

'আপনার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।' অসহায় দেখাল শ্যাননকে।

'বিশ্বাস না হলে যান, নামুন। কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চায় আমার কি করার আছে।' পিট নির্লিপ্ত একটা ভাব করল।

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করল শ্যানন।

'লাইনটা আপনি যখন টানবেন না, আমাকেই তাহলে টানতে হয়, বলল পিট। লাইনে ঢিল নেই দেখে হঠাৎ হ্যাচকা একটা টান দিল ও।

প্রথম কিছুই ঘটল না। তারপর গুরগম্ভীর, ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠে এল কুয়ার তলা থেকে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল লাইমস্টোনের দেয়াল সহ ওদের পায়ের তলার জমিন। কুয়ার পানি বিস্ফোরিত হলো, সাদা আর সবুজ শেওলা ছিটকে বেরিয়ে এল কুয়ার বাইরে, পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে দাঁড়ানো সবাইকে ভিজিয়ে দিল। ভারি কুয়াশার কিছুক্ষণের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য।

BanglaBook.org

১৬.

কুয়ার কিনারায় সবাই স্থির পাথর হয়ে গেছে। শুধু পিটকে দেখে মনে হলো সে যেন নিত্যকার পরিচিত একটা ঘটনা চাক্ষুষ করছে।

আঘাতটা সামলে ওঠে অবাক গলায় জানতে চাইল শ্যানন। 'মাই গড, আপনি জানলেন কিভাবে?'

'কিভাবে জানলাম ওখানে একটা বুবি ট্র্যাপ আছে?' হাসছে পিট। 'কঙ্কালের নিচে যে-ই পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রাম হাই এক্সপ্লোসিব রেখে আসুক, দুটো ভুল করেছে সে। সহজেই যেটা চোখে পড়ে শুধু সেটা ছাড়া বাকি সব আর্টিফ্যাক্ট কেন সরিয়ে নেয়া হলো?' হাড়গুলো খুব বেশি হলে পঞ্চাশ বছরের পুরনো হবে, আর চারশো বছরের পুরনো ব্রেস্টপ্লেটে যতটুকু মরচে পড়া দরকার ততটুকু পড়েনি।'

'এ-ধরনের একটা জঘন্য কাজ কে করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রজার্স, এখনও হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

'ড. মিলারকে যে খুন করেছে,' জবাব দিল পিট।

'ভুয়া ড. মিলার?'

'সম্ভবত টুপাক আমারু। ড. মিলারের ছদ্ম পরিচয় নিয়েছিল যে লোক। যে নিজের পরিচয় ফাঁস করার ও পেরুভিয়া ইনভেস্টিগেটরদের ডেকে আনার ঝুঁকি নিতে চায়নি, অন্তত সিটি অভ ডেড থেকে সব সরিয়ে ফেলার আগে। আপনারা এখানে এসে পৌঁছুনোর অনেক আগেই সলপেমাচাকো কুয়ার ভেতর থেকে সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে নিয়ে যায়, সেজন্যেই কুয়ার আপনারা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সাহায্য চেয়ে রেডিও মেসেজ পাঠায় ভুয়া লোকটা। গোটা ব্যাপারটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত ও সাজানো, আপনাদের মৃত্যু যাতে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো যায়। লোকটা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল আণ্ডারওয়াটার স্রোতে পড়ে পাশের একটা গুহায় ঢুকে যাবেন আপনারা, সেখানেই মারা যাবেন, অর্থাৎ আপনাদের জানাই হবে না যে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে বিস্ফোরক রেখে আসে সে।'

আতঙ্কিত নয়, বিষণ্ন দেখাল শ্যাননকে। 'তাহলে কুয়ার সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট হারিয়ে গেল?'

'এই ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করুন যে ওগুলো ধ্বংস হয়নি, শুধু চুরি হয়েছে।'

'ভয় নেই, ওগুলো আমরা খুঁজে বের করব,' আশ্বাস দিল অ্যাল।

'আপনারা আর্কিওলজির ডিসিপ্লিন বোঝেন না,' ম্লান গলায় বলল শ্যানন। 'সেখানে এবং নাড়াচাড়া না করা অবস্থায় পাওয়া গেলেই শুধু আর্টিফ্যাক্ট ট্রেস, স্টাডি ও ক্লাসিফাই করা সম্ভব। এখন আর আমরা জানতেই পারব না কারা এখানে বসবাস করত বা শহরটা বানিয়েছিল। বিশাল একটা আর্কাইভ, অব টাইম ক্যাপসুল অব সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন, চিরতরে হারিয়ে গেল।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' আন্তরিক সুরে বলল পিট।

ড. মিলারের লাশ হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছিল, সেখান থেকে ফিরে এলেন রুডি। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত,' পিটকে বললেন তিনি। 'এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। এবার দ্বিতীয় 'কপ্টার নিয়ে সিটি অভ ডেড-এ যাওয়া দরকার, ওখানে আমাদের জন্যে ড. আলবার্তো ওরটিজ অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শ্যাননের দিকে ফিরল পিট। 'চলুন, ওখানে গিয়ে দেখা যাক সলপেমাচাকো কিছু রেখে গেছে কিনা।'

ওরটিজের বয়স পঁয়ষট্টি, দেখতে রোগা হলেও পাকানো রশির মত শরীর, হেলিকপ্টার ল্যান্ডিঙের পাশে সাদা ডাক-শার্ট ও একই রঙের প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠোঁটের দু'পাশ থেকে নেমে এসেছে সাদা গোঁফ। তাঁর মাথায় পানাম হ্যাট, রঙিন ব্যান্ড জড়ানো। পায়ে নকশা করা স্যান্ডেল, হাতে ধরে আছেন লম্বা একটা গ্লাস। দেখে মনেই হবে না প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে পেরুর সবচেয়ে নামকরা বিশেষজ্ঞ তিনি।

এগিয়ে এসে নবাগতদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। 'আপনারা সময়ের আগে চলে এসেছেন,' প্রায় বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম আরও দুই কি তিন দিন পর আসবেন আপনারা।'

'ড. শ্যাননের প্রজেক্ট সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে,' বলল পিট, ড. ওরটিজের বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকাল।

'তিনি কি আপনাদের সঙ্গে এসেছেন?' উঁকি দিয়ে পিটের চওড়া কাঁধের পিছনটা দেখার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।

'কাল সকালে আসবেন। কুয়ার পাশে প্রাচীন পাথরের ছবি তোলার জন্যে রয়ে গেছেন।' এরপর নিজেদের পরিচয় দিল পিট। 'আমি ডার্ক পিট, ইনি রুডি গান, আর ইনি অ্যাল জিওর্দিনো।'

'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গর্ব অনুভব করছি। আপনারা আমাদের তরুণদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

BanglaBook.org

'শুনলাম পেরুর প্রতিটি শহরের মোড়ে মোড়ে আমেরিকার পতাকা বিক্রি হচ্ছে,' বলল অ্যাল। 'সত্যি আমরা অভিভূত। সুযোগ পেলে আমরা আরও প্রাণ বাঁচাতে চাই।'

হেসে উঠলেন ড. ওরটিজ। 'তার মানে কি লাস্ট ভিজিটটা আপনারা উপভোগ করেছেন?'

'এ-কথা ঠিক যে প্রতিপক্ষ আমাদের লক্ষ করে ফুল ছোঁড়েনি।

'রুডি জানতে চাইলেন, 'ডক্টর, বলুন তো কোথায় তাঁবু ফেললে ভাল হয়?"

'তার কোন দরকার নেই, ওরটিজ জবাব দিলেন। 'আমার লোকজন এক ধনী সওদাগরের সমাধি পরিস্কার করে রেখেছে। প্রচুর জায়গা, বৃষ্টির সময়ও শুকনো থাকে। ফোর স্টার হোটেল হয়তো নয়, তবে যথেষ্ট আরাম পাবেন।'

'আদি বাসিন্দা এখনও দখলে নেই তো?' ভয় পাবার ভান করে জিজ্ঞেস করল পিট।

'না-না,' ভুল বুঝে তাড়াতাড়ি অভয় দিলেন ড. ওরটিজ। 'তাড়াহুড়োর মধ্যে আর্টিফ্যাক্ট খোঁজার সময় হাড়গোড় যা পেয়েছে সব তুলে নিয়ে গিছে চোরেরা।'

চোরেরা যেটাকে তাদের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিল সেখানেও বিছানা পাততে পারি আমরা,' বলল অ্যাল, আরও বিলাসবহুল আশ্রয় পাবার আশায়।

'সরি, আমি আর আমার স্টাফরা আগেই ওটাকে হেডকোয়ার্টার হিসেবে দখল করে নিয়েছি।'

মুখ হাঁড়ি করে রুডিকে অ্যাল বলল, 'আপনাকে আমি সাবধান করেছিলাম, আগেভাগে রিজার্ভ করতে না পারলে ঠকতে হবে।'

'আসুন, আসুন আপনারা,' হেসে উঠে বললেন ড. ওরটিজ। 'আস্তানায় যাবার পথে পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদের।'

'এখানকার বাসিন্দাদের কথা বলছি, নিশ্চয়ই তারা হাতিদের রীতি অনুসরণ করে এখানে এসেছিল,' বলল অ্যাল।

'না-না,' আবার হেসে উঠলেন ড. ওরটিজ। 'চাচাপয়োনরা এখানে মরার জন্যে আসেনি। এটা ছিল তাদের একটা পবিত্র কবরস্থান। তারা বিশ্বাস করত পরবর্তী জীবনে যাবার পথে এটা তাদের একটা স্টেশন।'

'তার মানে এখানে কেউ বসবাস করত না?' জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

'শুধু একজন ধর্মযাজক আর শ্রমিকদের নিয়ে কিছু ঠিকাদার, যারা সমাধিগুলো তৈরি করেছে। আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।'

'ব্যবসা খুব ভালই করেছিল বলতে হবে,' বলল পিট। উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গোলকধাঁধার মত সুড়ঙ্গ আর পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে সারি সারি অসংখ্য সমাধি-কক্ষের ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও।

BanglaBook.org

'চাচাপয়ানদের কালচার বা সমাজে অনেকগুলো স্তর ছিল, তবে ইনকাদের মত তাদের সমাজে রাজা-বাদশার মত অভিজাত শ্রেণী ছিল না,' ব্যাখ্যা করলেন ড. ওরটিজ। 'জ্ঞানী ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরা আর সামরিক অফিসাররা কনফেডারেশনের বিভিন্ন শহর শাসন করত। তারা আর ধনী সওদাগররাই শুধু চোখ ধাঁধানো বিশাল সমাধি তৈরি করার সামর্থ্য রাখত, দুটো জীবনের মাঝখানে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। গরিব লোকেরা তৈরি করত মাটি বা সস্তাদরের ইট দিয়ে, দেখতে তাদের নিজেদের আকৃতির চেয়ে খুব একটা বড় হত না সেগুলো– স্ট্যাচু আর কি।'

রুডিক্লফের চোখে কৌতূহল। 'স্ট্যাচুর ভেতর লাশ ঢোকানো হত?'

'হ্যাঁ। উবু হয়ে বসার ভঙ্গিতে রাখা হত লাশ, ভাঁজ করা হাঁটু থাকত চিবুকের নিচে গোঁজা। তারপর লাশের চারদিকে লাঠির সাহায্যে খাঁচার মত তৈরি করা হত। ওই খাঁচায় বসানো হত মাটি ও ইট, লাশের চারদিকে তৈরি করা হত একটা খোল। সবশেষে পাথর খোদাই করে ওপরে বসানো হত মাথা ও মুখ, ভেতরের লোকটার চেহারার সঙ্গে খানিকটা মিল থাকত ওগুলোর। কাদা শুকিয়ে গেলে শোক পালনরত আত্মীয়স্বজনরা আগে থেকে রাখা পাথরের ভেতর অথবা হাতের কাছে পাওয়া কোন ফাটলে বসিয়ে দিত ওটা।'

'স্থানীয় আন্ডারটেকার নিশ্চয়ই খুব জনপ্রিয় ছিল,' আন্দাজ করল অ্যাল।

'আমার হিসেবে বারোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সমাধি-ক্ষেত্র আকারে শুধু বড়ই হয়েছে। তারপর এটাকে পরিত্যাগ করা হয়। সম্ভবত স্প্যানিয়ার্ডরা বিজয়ী হবার কিছু সময় পরে।'

'চাচাপয়ানদের পরাজিত করার পর ইনকারাও কি এখানে তাদের লোকজনকে কবর দিত?' জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

'দিলেও খুব বেশি না। ইনকা ডিজাইন ও আর্কিটেকচার-এর আভাস দেয় এমন কবর মাত্র কয়েকটা পেয়েছি আমি।'

প্রাচীন এক এভিনিউ ধরে ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন ড. ওরটিজ। পাথরের তৈরি রাস্তা, ঘষে মসৃণ করা। বোতল আকৃতির একটা ফিউনারাল মনুমেন্টের ভেতর ঢুকলেন তিনি, চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে তৈরি, পাথর খোদাই করে লম্বা, সারি সারি নকশা তৈরি করা হয়েছে। হাতের কাজ অদ্ভুত সুন্দর, নৈপুণ্য ও দক্ষতার কোন তুলনা হয় না, আর্কিটেকচারও ভারি চমৎকার। মনুমেন্টের মাথার দিকটা গম্বুজ আকৃতির, তেত্রিশ ফুট উঁচু। প্রবেশ পথটাও বোতলের মত দেখতে, এত সরু যে একবারে একজন ঢুকতে বা বেরুতে পারবে। রাস্তা থেকে সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে বাইরের দিকের দোরগোড়া পর্যন্ত, তারপর ধাপগুলো ভেতরের মেঝের দিকে নেমে গেছে। ভেতরে ভারি, ভ্যাপসা একটা গন্ধ ভাসছে, ধাক্কা লাগল নাকে।

BanglaBook.org

পাথুরে মেঝেতে কিছুই নেই, লাশের সঙ্গে রাখা জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সিলিঙের কাছাকাছি রয়েছে পাথরের তৈরি হাসিমাখা মুখ, চারদিকের দেয়ালেও তাই। দেয়ালের নিচের দিকে পাথর খুদে তৈরি করা হয়েছে সাপের মাথা-বিস্ফারিত চোখ, তৈরি তোষক বিছিয়ে রেখেছে। দুই পাথরের মাঝখানের ফাঁকে পেরেক ঢুকিয়ে একটা আয়নাও ঝোলানো হয়েছে।

'আমার হিসেবে তেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছে এটা,' ওরটিজ বললেন। 'চাচাপয়ান আর্কিটেকচারের চমৎকার একটা নিদর্শন। বাড়ির সমস্ত সুবিধেই পাবেন, শুধু বাথরুম ছাড়া। তবে দক্ষিণে দেড়শো ফুট দূরে একটা ঝর্ণা আছে। ব্যক্তিগত আর যে-সব জিনিসের প্রয়োজন, আশা করি নিজেরাই তার যোগান দিতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ, ড. ওরটিজ,' রুডি বললেন।

'আঠারোশো ঘণ্টার ডিনার, আমাদের হেডকোয়ার্টারে,' জানালেন ওরটিজ, তারপর জিওর্দিনোর দিকে তাকালেন।' 'আশা করি শহরের কোথায় কি আছে আপনার তা সবই জানা।'

'প্রায় সব,' জবাব দিল অ্যাল।'

ঝর্ণার হিম শীতল পানিতে গোসল করে দাড়ি কামাল ওরা, তারপর গরম কাপড় পরে রওনা হলো পেরুভিয়ান কালচারাল কর্তৃপক্ষের হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে। প্রবেশ মুখে ড. ওরটিজ ওদের অভ্যর্থনা জানালেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর চার সহকারীর সঙ্গে। চারজনের কেউই ইংরেজি জানে না।

'ডিনারের আগে ড্রিঙ্ক, জেন্টেলমেন?' আমার কাছে জিন, ভদকা, স্কচ ও পিসকো আছে– শেষেরটা স্থানীয় ব্র্যান্ডি, সাদা।'

'দেখা যাচ্ছে ভাল প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন আপনারা,' মন্তব্য করলেন রুডি।

হাসলেন ওরটিজ। 'এলাকাটা অশান্ত আর বিপজ্জনক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিদেশী মেহমানদের খাতির করতে পারব না আমরা।'

'আপনাদের স্থানীয় ব্র্যান্ডি একটু চেখে দেখা যেতে পারে,' বলল পিট।

অ্যাল আর রুডি স্কচ চাইল। পানীয় পরিবেশন করার পর ওদেরকে ক্যানভাস লন চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন ওরটিজ।

'রকেট হামলায় আর্টিফ্যাক্টের কি রকম ক্ষতি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল পিট, আলোচনা শুরু করতে চাইছে।

'অল্প যে ক'টা জিনিস রেখে গেছে, ধসে পড়া পাথর চাপা পড়ে তা-ও নষ্ট হয়ে গেছে। এমনভাবে ভেঙেছে, ওগুলোর আর কোন দাম নেই।'

'উদ্ধার করার মত কিছুই আপনি পাননি?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়লেন ওরটিজ। 'আশ্চর্যই বলতে হবে, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে সব সরিয়ে ফেলল ওরা। উদ্ধার করার মত বা অক্ষত আর্টিফ্যাক্ট চার টনের কম ছিল না, আমরা পৌঁছুবার আগেই সব নিয়ে চলে গেছে। স্প্যানিশ ট্রেজার হান্টার আর তাদের লোভী পাদ্রীরা ইনকা শহরগুলো থেকে যে-সব জিনিস সেভাইল-এ পাচার করতে পারেনি, হুয়াকুয়েরসরা সে-সব খুঁজে পেয়ে লুঠ করে নিয়ে গেছে।'

'হুয়াকুয়েরস?' প্রশ্ন করলেন রুডি।

'যারা প্রাচীন কবর থেকে জিনিস-পত্র চুরি করে তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় হুয়াকুয়েরস বলে,' ব্যাখ্যা করল অ্যাল।

জিওর্দিনোর দিকে তাকাল পিট, চোখে কৌতূহল। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাল। 'আর্কিওলজিস্টদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কানে এরকম অনেক শব্দই আসে।'

'শুধু হুয়াকুয়েরসদের দায়ী করলে ভুল হবে,' ড. ওরটিজ বললেন। 'পার্বত্য এলাকার চাষীরা সন্ত্রাস, মুদ্রাস্ফীতি আর দুর্নীতির শিকার। ফসল ফলিয়ে পেট চালাতে পারে না। আর্কিওলজিকাল সাইট থেকে যা পায় তাই চুরি করে বেচে দেয়।'

'তার মানে সাইটগুলোয় এখন আর প্রায় কিছু নেই বললেই চলে।'

'নেই,' রুডিকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকালেন ওরটিজ। 'আমার মত বিজ্ঞানীদের জন্যে কিছু হাড় আর মাটির ভাঙা হাঁড়ি-পাতিলই শুধু ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দালান-কোঠা, মন্দির, প্রাসাদ, সব খালি করে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আর্কিপেকচারাল অর্নামেন্ট সংগ্রহ করার লোভে এসব কাঠামো ভেঙেও ফেলা হয়েছে। পাঁচিলের পাথর নিয়ে যাওয়া হয়েছে সস্তায় কাঠামো বাড়ি-ঘর তৈরির উপকরণ পাবার জন্যে। প্রাচীন সংস্কৃতির এসব স্থাপত্য সৌন্দর্য সব ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।'

'আমি শুনেছি এ এক পারিবারিক পেশা,' বলল পিট।

'হ্যাঁ, মাটির নিচের সমাধিগুলোর খোঁজ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত চলছে, গত কয়েকশো বছর ধরে। বাবা, কাকা, ভাই, জ্ঞাতি-ভাই সবাই একসঙ্গে কাজ করে।'

'বিশেষ করে কবরগুলোই ওদের প্রধান টার্গেট?' জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

'হ্যাঁ, কারণ কবরের ঘরগুলোতেই বেশিরভাগ প্রাচীন ট্রেজার লুকানো থাকে। প্রাচীন সাম্রাজ্যের শাসক ও ধনী ব্যবসায়ীদের ধন-সম্পদ লাশের সঙ্গেই রাখা হত।'

BanglaBook.org

'পরজন্মে বিশ্বাসীরা এসব তো সঙ্গে রাখতে চাইবেই,' মন্তব্য করল অ্যাল।

'প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন মিশর ও ইনকা সাম্রাজ্যের লোকেরা বিশ্বাস করত এই পৃথিবীর পরও জীবন বহাল থাকবে। পুনর্জন্ম নয়, মনে রাখবেন। যে জীবন পৃথিবীতে কাটানো হচ্ছে তারই বিস্তৃতি। সেজন্যেই সঙ্গে করে তারা তাদের মূল্যবান জিনিস-পত্র নিয়ে যেত কবরে। অনেক রাজা ও সম্রাট তাঁদের স্ত্রী, বিশস্ত অফিসার, চাকর-চাকরানী, পোষা প্রাণীদেরও সঙ্গে নিতেন। কবর থেকে চুরি বেশ্যাবৃত্তির মতই পুরানো পেশা।'

'রীতিটার প্রচলন আজও যদি থাকত তাহলে কি হত? ভেবে দেখুন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিলেন, আমি মারা গেলে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের সব ক'জন সদস্যকে কবর দিতে হবে।'হাসির কথা, অথচ অ্যাল হাসছে না।'

রুডি জিজ্ঞেস করলেন, 'কবরগুলো খুঁজে পায় কিভাবে।'

'গরিব হুয়াকুয়েরসরা শাবল, কোদাল আর বড় দিয়ে মাটি খুঁড়ে পাতালের সমাধি খোঁজে। সুসংগঠিত স্মাগলিং অর্গানাইজেশন আধুনিক দামী ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে– মেটাল ডিটেকটর, লো লেভেল রাডার ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদি।'

'সলপেমাচাকোর সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে।' জিজ্ঞেস করল পিট।

'চারটে আর্কিওলীজকাল সাইটেচ চারবার,' বললেন ড. ওরটিজ। 'প্রতিবার পৌছুতে দেরি হয়ে গেছে আমার। ওরা একটা দুর্গন্ধের মত, উৎস কোথায় জানা নেই। তবে অর্গানাইজেশনটার যে অস্তিত্ব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের কুকর্মের ভয়াবহ ফলাফল আমি দেখেছি। নিজেরা তো লুণ্ঠ করেই, ভাল দাম দিয়ে আর্কিফ্যাক্ট কিনে নেয় বলে সাধারণ গরিব মানুষরাও ওগুলো চুরি করে। আমাদের সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শন আন্তর্জাতিক কালোবাজারে চলে যাচ্ছে। দুঃখ এই যে আজও আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি।'

'কিন্তু পুলিশ বা সিকিউরিটি ফোর্স এই চুরি বা পাচার ঠেকাতে পারছে না কেন?' জানতে চাইলেন রুডি।

'হুয়াকুয়েরসদের ঠেকানো হাতের তালুতে পারদ ধরে রাখার মত,' জবাব দিলেন ড. ওরটিজ। 'এই অবৈধ ব্যবসায় লাভ খুব বেশি। তাছাড়া, অসংখ্য লোক জড়িত। আর আপনারা তো জেনেছেনই, আমাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কেনা যায়।'

'আপনার ঘাড়ে কঠিন একটা দায়িত্ব চেপেছে,' সহানুভূতির সুরে বলল পিট।

BanglaBook.org

'এই কাজে কোন প্রশংসাও নেই,' ম্লান মুখে বললেন ড. ওরটিজ। 'পাহাড়ী লোকদের কাছে আমি একজন শত্রু। ধনী পরিবারগুলো আমাকে প্লেগ বলে মনে করে, কারণ অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে তারা।'

'পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে খুবই খারাপ।'

'সত্যি তাই। সারা দেশ জুড়ে কালচারাল স্কুল আর মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা আর্কিওলজিকাল সাইট আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে হুয়াকুয়েরসদের কাছে হেরে যাচ্ছি আমি।'

'সরকার আপনাদের সাহায্য করে না?'

'আর্কিওলজি প্রজেক্টের জন্যে সরকার কোন ফান্ড দিতে রাজি নয়। আগে দেয়া মত, বেশিরভাগ অপব্যয় হয় বলে বন্ধ হয়ে গেছে।'

ড. ওরটিজের একজন সহকারী জানাল, ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে। খেতে বসে অন্যান্য প্রসঙ্গেও আলাপ হলো। তারপর ক্যাম্পফায়ারের পাশে এসে বসল সবাই। ড. ওরটিজকে প্রশ্ন করল পিট, 'আপনার কি মনে হয়, আমারু আর তার লোজকন সিটি অব ডেড একেবারে খালি করে ফেলেছে? নাকি এখনও এমন কিছু জায়গা বা মন্দির আছে যা আবিষ্কার হয়নি?'

এই প্রথম উজ্জ্বল হয়ে উঠল ড. ওরটিজের মুখ। 'হুয়াকুয়েরস বা তাদের বস সলপেমাচাকো এখানে খুব বেশিক্ষণ থাকার সময় পায়নি কাজেই চোখের সামনে যা পেয়েছে তাই নিয়ে কেটে পড়েছে। পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস ভাল করে খুঁড়ে দেখতে এক বছর লেগে যায়।'

ড. ওরটিজকে হাসিখুশি দেখে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল পিট 'আচ্ছা, বলুন দেখি, স্প্যানিয়ার্ডরা আসার পর হারানো ইনকা ট্রেজার সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত, সেগুলো সত্যি কিনা।'

সরু, লম্বা একটা চুরুট ধরিয়ে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন ড. ওরটিজ, তারপর বললেন, 'আমার পূর্ব-পুরুষরা যদি তাঁদের ধন-সম্পদের বিশদ বিবরণ রেখে যেতেন তাহলে এ ধরনের গল্প বা কিংবদন্তীর সৃষ্টি হত না। আসলে ইনকাদের তো হরফই ছিল না। বিল্ডিয়ের ভিজাইনে, টেক্সটাইল ও সিরামিক পটের নকশায় কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, রেকর্ড বলতে আর কিছু পাওয়া যায়নি।'

'আমি হুয়াসকার-এর হারানো সম্পর্কে ভাবছি,' বলল পিট।

'ও, এ গল্পও আপনি শুনেছেন?'

'ড. শ্যাননের মুখে। বিরাট সোনার চেইনের কথা বললেন তিনি, অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

'গল্পের ওই অংশটুকু সত্যি। মহান ইনকা রাজা হুয়ায়না কাপাক তাঁর ছেলের জন্ম উপলক্ষে নির্দেশ দেন বিরাট একটা সোনার চেইন তৈরি করতে

BanglaBook.org

হবে। ছেলের নাম রাখা হয় হুয়াসকার। অনেক বছর পর, হুয়াসকার ধন-সম্পদ সরিয়ে ফেলতে হবে, লুকিয়ে রাখতে হবে অন্য কোথাও, যাতে তার ভাই আতাহুয়ালপা ওগুলোতে হাত দিতে না পারেন। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর আতাহুয়ালপা অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করে নেন। রাজকীয় ধন-সম্পদের মধ্যে চেইনটা ছাড়াও ছিল লাইফ-সাইজ স্ট্যাচু, সিংহাসন, সান ডিস্ক, পরিচিত সমস্ত পশু-পাখির মূর্তি—সবই সোনা রূপার তৈরি, মূল্যবান রত্ন বসানো।'

'এরকম বিপুল ট্রেজারের কথা আগে কখনও শুনিনি আমি' বললেন রুডি।

'ইনকাদের এত বেশি সোনা ছিল যে স্প্যানিয়ার্ডরা কাড়াকাড়ি করছে দেখে কারণটা বুঝতে পারত না। রাজকীয় ট্রেজারের খোঁজ করতে গিয়ে হাজার হাজার স্প্যানিশ মারা পড়ে। জার্মান ও ইংরেজরাও কম খোঁজেনি, তাদের মধ্যে যে ওয়ালটার র‍্যালেও ছিলেন। জঙ্গল আর পাহাড় চষে ফেলেছেন সবাই, কিন্তু পাননি।'

'গল্পে বলা হয়েছে চেইন সহ অন্যান্য আর্ট ট্রেজার আজটেকের বাইরে কোথাও ঠিক পাঠিয়ে দেয়া হয়, তারপর পুঁতে রাখা হয় মাটি বা পাহাড়ের তলায়।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ওরটিজ। 'গল্পে তাই আছে। তবে নৌকার একটা বহরে তুলে উত্তরে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা বলা মুশকিল। কোন প্রমাণ নেই। একটা ব্যাপার মোটামুটি জানা গেছে, রাজকীয় ট্রেজার পাহারায় ছিল চাচা পান বীর যোদ্ধারা। ইনকা রাজার দেহরক্ষী ছিল তারা, রয়্যাল গার্ড বলতে পারেন। রয়্যাল গার্ড বাহিনী গঠিত হয় চৌদ্দশো আশি খ্রিস্টাব্দে।'

'চাচাপয়ানদের ইতিহাস কি?'

'ওদের নামের অর্থ ক্লাউড পীপল,' জবাব দিলেন ড. ওরটিজ। 'ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। ওদের শহরগুলো দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বনভূমির নিচে চাপা পড়ে আছে। চাচাপয়ান ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্যে কোন ফান্ড বরাদ্দ করা হয়নি, কিভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব তা-ও কেউ জানে না।'

'ব্যাপারটা তাহলে একটা রহস্য হয়ে রয়েছে।'

'ইনকাদের বর্ণনা অনুসারে চাচাপয়ানরা ফর্সা, চোখের রঙ সবুজ। মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে খুবই সুন্দরী। শুধু ইনকারা নয়, স্প্যানিশরাও পছন্দও প্রশংসা করত। খুব নাকি লম্বা ছিল তারা। এক চাচাপয়ান কবরে একজন ইটালিয়ান এক্সপ্লোরার একটা কংকাল পান, দু'মিটারের বেশি লম্বা।'

'তার মানে প্রায় সাত ফুট?'

'হ্যাঁ,' বললেন ড. ওরটিজ।

'হুয়াসকারের ট্রেজার পাওয়া গেলে দুনিয়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে।' আগুনের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলেন ড. ওরটিজ। 'আমার

BanglaBook.org

ধারণা, মেক্সিকোর কোন গুহার ভেতর এখনও তা আছে।' এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের তারা দেখলেন তিনি। 'চেইনটা পাওয়া গেলে সারা দুনিয়ার লোক দেখতে আসবে। তবে আর্কিওলজিস্টরা খুশি হবে নিরেট সোনার তৈরি সান ডিস্ক পাওয়া গেলে। ওটা হবে রয়্যাল গোল্ডেন মমি।'

'সোনার মমি,' প্রতিধ্বনি তুললেন রুডি। 'ইনকারা কি মিশরীয়দের মত তাদের লাশের সংরক্ষণ করত?'

'মিশরীয়দের মত অত জটিল ছিল না পদ্ধতিটা,' ব্যাখ্যা করলেন ড. ওরটিজ। 'প্রভাবশালী শাসকদের লাশ সোনায় মোড়া হত, দেখাদেখি বাকি সবার ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয় ব্যাপারটা। মৃত রাজাদের মমি তাঁদের নিজেদের প্রাসাদেই থাকত, কিছু দিন পরপর নতুন করে মোড়া হত কাপড়ে, ভোজ দেয়া হত মৃত রাজার জন্যে বেছে বেছে সুন্দরী মেয়ে এনে রাখা হত প্রাসাদে।'

'মারা যাবার পরও?'

'প্রাসাদ ও মমি দেখাশোনা করত একদল ধর্মযাজক। তাদের কাজ ছিল মৃত রাজাকে খুশি রাখা। প্রায়ই মমি নিয়ে মিছিল রেব করা হত, রাজা যেন এখনও প্রজাদের শাসন করছেন। বলাই বাহুল্য, রাজার প্রতি এই অসম্ভব ভালবাসা অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আর তারই ফলশ্রুতিতে স্প্যানিশ আক্রমণের সময় ইনকা সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, জ্যাকেটের বোতামগুলো লাগিয়ে নিল পিট। 'আমরা যখন নমুর জাহাজে, মিস শ্যানন একটা মেসেজ পান,' বলল ও। 'চুরি যাওয়া একটা গোল্ডেন স্যুট পাওয়া গেছে শিকাগোর এক কালেক্টরের কাছে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ড. ওরটিজ। 'হ্যাঁ, টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট। নেমল্যাপ নামে বিখ্যাত এক জেনারেল ছিলেন, তাঁর মমির আবরণ ছিল সেটা। প্রথমদিককার এক ইনকা রাজার ডান হাত ছিলেন নেমল্যাপ। লিমা ত্যাগ করার আগে শুনতে পেলাম মার্কিন কাস্টমস এজেন্টরা ওটার সন্ধান পেলেও আবার হারিয়ে ফেলেছে।'

'হারিয়ে ফেলেছে?' যে কোন কারণেই হোক, পিট খুব একটা বিস্মিত হয়নি।

'আমাদের কালচারাল মিনিস্টারকে ফোনে জানানো হয়েছে, মার্কিন কাস্টমস এজেন্টরা দেরি করে ফেলে। কালেক্টরের ওপর নজর রাখছিল তারা, এই ফাঁকে চোরেরা ওটা নিয়ে পালিয়েছে।'

'ড. শ্যানন বলছেন, স্যুটের গায়ে খোদাই করা নকশায় একটা মেসেজ আছে– রাজকীয় ট্রেজার নৌকার একটা বহরে তুলে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

BanglaBook.org

'মাত্র কয়েকটা নকশার অর্থ করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক স্কলাররা স্যুটটা ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগই পাননি, সেভাইল-এর মিউজিয়াম থেকে চুরি হয়ে যায়।'

'তাহলে ধরে নেয়া যায়,' বলল পিট, 'স্যুটটা এবার যে-ই চুরি করে থাকুক, সোনার চেইন উদ্ধার করার ক্লু পেয়ে গেছে সে।'

'হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

'তার মানে স্যুটটার সঙ্গে চেইনটাও হারালাম আমরা?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

'যদি না ড্রেকের কুইপ খুঁজে পাই,' বলল পিট।' এবং চোরের আগে ওখানে পৌঁছুতে পারি।'

'ও, হ্যাঁ, বিখ্যাত সেই জেড-বক্স,' ম্লান সুরে বললেন ড. ওরটিজ। 'গল্পটাও আজও মানুষ ভোলেনি। তার মানে আপনিও শুনেছেন কিংবদন্তীর সেই সুতোর কথা, সুতোর রঙ আর গিঁট থেকে বোঝা যাবে কোথায় আছে চেইনটা?'

'আপনি মনে হচ্ছে এ-সব বিশ্বাস করেন না।'

'নিরেট কোন প্রমাণ নেই।'

'গল্প-গাথা ও কিংবদন্তী সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, এমন ঘটনা নিয়ে মোটা একটা বই লেখা যায়।'

'আমি একজন বিজ্ঞানী, মি. পিট। সে-ধরনের একটা কুইপ যদি সত্যি থেকে থাকে, সেটা আমাকে হাতে পেতে হবে। এমনকি তারপরও ওটার নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারব না আমি।'

'ওটা আমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছি,এ-কথা বললে আপনি কি আমাকে পাগল ভাববেন?' জিজ্ঞেস করল পিট।

পিটের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ড. ওরটিজ বললেন, 'আপনার সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, আপনি একজন অ্যাডভেঞ্চারার, কাজেই এ-ধরনের কাজ আপনাকে মানায়। তবে আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই। সত্যি যদি ওটার অস্তিত্ব থাকে, আর আপনি যদি খুঁজে পান—সাফল্য ও পরাজয়, দুটোরই স্বাদ নিতে হবে আপনাকে।'

'এ-কথা বলছেন কেন?' তাকিয়ে থাকল পিট।'

'সহজ ভাষায় বলি। ড্রেকের কুইপু অনুবাদ করতে পারে এমন লোক একজনও বেঁচে নেই, শেষ ব্যক্তিটি মারা গেছে আজ থেকে চারশো বছর আগে।'

BanglaBook.org

১৭.

ডগলাস, আরিজোনার কয়েক কিলোমিটার পুবে, জনবসতিহীন খাঁ-খাঁ সাউথওয়েস্ট মরুভূমিতে, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তের একেবারে কাছে হাসিন্দাটা বিশাল এক দুর্গের মত মাথা তুলে আছে। ওটার বর্তমান মালিক জোসেফ জোলার গর্ব করে বলে বেড়ান সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিক, ধনকুবের ব্যবসায়ী ও বিদেশী দূতদের নিয়ে ফূর্তি করার জন্যে হাসিয়ান্দাটা কিনেছেন তিনি। কয়েকশো একর জমি নিয়ে বিশাল একটা এস্টেট, আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণ চাইলেই পাওয়া যায়। সম্মানী যে- সব অতিথি এখানে ফূর্তি করতে আসেন তাঁদের কথা ও ছবি নিয়মিত ছাপা হয় সারা দেশের সেরা ম্যাগাজিনগুলোয়, বিশেষ করে গসিপ কলামে।

জোসেফ জোলার একজন কালেক্টর। শিল্পকর্ম ও অ্যান্টিক-এর বিশাল সংগ্রহ রয়েছে তাঁর, বৈধ ও অবৈধ দু'ধরনেরই। তবে অবৈধ সংগ্রহ কিভাবে বৈধ করে নিতে হয় তাঁর জানা আছে। তাঁর কালেকশনের প্রতিটি আইটেম কোন দেশ থেকে কেনা হয়েছে, সরকারী অফিসাররা কাগজ-পত্র ইত্যাদি জেনে ও পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেন। নিয়মিত ট্যাক্স দেন তিনি, ব্যবসার কাগজ-পত্র সব সময় ঠিকঠাক রাখেন, অতিথিদের কখনও ড্রাগ নিয়ে হাসিয়ান্দায় ঢুকতে দেন না। জোলারের নামে কোন কেলেঙ্কারির কাহিনী আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

ছাদ ঢাকা টেরেসে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চারপাশে ফুলগাছের টব, এস্টেটের রানওয়েতে একটা প্রাইভেট জেট প্লেনকে ল্যান্ড করতে দেখছেন। প্লেনটা সোনালি রঙ করা, ফিউজিলাজ বরাবর বেগুনি ডোরা। চওড়া ডোরার ওপর হলুদ হরফে লেখা রয়েছে — জোলার ইন্টারন্যাশনাল। প্লেনটা থেকে ফুল ছাপ স্পোর্ট শার্ট ও খাকি শর্টস পরা এক লোক নামল, উঠে বসল অপেক্ষারত গলফ কার্ট-এ।

পঞ্চান্ন বছর বয়স, টকটকে লাল কঠিন মুখ, সারা জীবনে অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেছেন জোসেফ জোলার। কালো সিল্ক জাম্প স্যুট পরে আছেন তিনি, টেরেস ধরে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। ধাপ বেয়ে উঠে এলেন তাঁর অতিথি। পরস্পরকে তাঁরা আলিঙ্গন করলেন।

BanglaBook.org

'তোমাকে বহাল তবিয়তে দেখে ভাল লাগছে আমার সারাসন।'

সাইরাস সারাসন নিঃশব্দে হাসলো। 'শুধু এইটুকু জেনে রাখো, একটুর জন্যে তোমার ভাই এ যাত্রা বেঁচে আছে।'

'এসো, তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খাব বলে অপেক্ষা করছিলাম।' টেরেসে টবের সংখ্যা এত বেশি, বনভূমি বললে অতিরঞ্জন হবে না। পাম গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদের নিচে টেবিল ফেলা হয়েছে। 'আমার শেফ আজ পর্ক লয়েন রেঁধেছে। বিশেষ করে তোমার কথা ভেবে।'

'কোনদিন না ওকে আমি তোমার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাই।'

'সম্ভাবনা কম,' হেসে উঠল জোলার। 'ওকে আমি বেশি বেশি বকশিশ দিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি।'

'তোমার লাইফস্টাইল দেখে আমার ঈর্ষা হয়।'

'তোমারটা দেখেও আমার। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তোমার গেল না। ইচ্ছে করলেই কোটি কোটি ডলার পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসা করতে পারতে, তা না করে বনে-জঙ্গলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছ নয়তো পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ।'

'রুটিন বাঁধা জীবন আমার সয় না,' সারাসন বললেন। 'জীবন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তোমারও উচিত আমার দলে ভিড়ে যাওয়া।'

'না, ধন্যবাদ। সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া আরাম-আয়েশ আমি পছন্দ করি।'

লাঞ্চ খাবার পর হুইস্কি নিয়ে বসলেন দু'ভাই। জোলার জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, ভাই, পেরুর গল্প শোনাও।'

একটা কথা ভেবে কৌতুক বোধ করেন সারাসন, ওঁদের বাবা ছেলেমেয়েদের নামকরণের সময় কোন মিল রাখেননি। বড় ছেলে হিসেবে জোসেফ জোলার একা শুধু পারিবারিক নাম ধারণ করে আছেন। ওঁদের বাবা অবশ্য তাঁর বিশাল ব্যবসা ও জমা টাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথাযথ ভাগ করে দিয়ে গেছেন। কাউকে বঞ্চিত করেননি– পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ে সবাই সমান ভাগ পেয়েছে। প্রত্যেক হয় আর্ট ও অ্যান্টিক গ্যালারি, এক্সিকিউটিভ অফিসার হয়েছেন। পরিবারের সমস্ত ব্যবসা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে, গোপনে তার নামকরণ করা হয়েছে সলপেমাচাকো।

'পেরুর খবর হলো, মিরাকুলাসলি বেশিরভাগ আর্টিফ্যাক্ট রক্ষা করতে পেরেছি। শুধু রক্ষা করিনি, ওইদেশ থেকে বেরও করে এনেছি। আমাদের লোকজন সব লেজে- গোবার করে ফেলে। উটকো ঝামেলাও কম হয়নি।'

'ইউ. এস. কাস্টমস, নাকি ড্রাগ এজেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন জোলার।

BanglaBook.org

'ওরা নয়। আমেরিকার নুমার দুজন লোক। কুয়ার ভেতর ড. শ্যানন আর তার ফটোগ্রাফার আটকা পড়ায় জুয়ান চাকো সাহায্য চেয়ে মেসেজ প্রচার করে, সেটা পেয়ে চলে আসে ওরা দু'জন।

'তারপর?'

আমারুর হাতে ড. মিলারের খুন হওয়া থেকে শুরু করে পিট ও ওর লোকজন উপত্যকা থেকে পালানো পর্যন্ত সব ঘটনা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলেন সাইরাস সারাসন, জুয়ান চাকোর মৃত্যুর কথাও বাদ দিলেন না। উপত্যকা থেকে কি কি আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করা হয়েছে তার একটা খসড়া তালিকা দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন তিনি।

'আর্টিফ্যাক্ট কিভাবে পাচার করলে?'

'জোলার ইন্টারন্যাশনালের একটা অয়েল ট্যাংকারের গোপন কার্গো কম্পার্টমেন্ট ভরে দিয়েছি।'

'তার মানে ফাইভ স্টারে। চারদিন পর সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছুনোর কথা ওটার।'

'তখন ওটার দায়িত্ব ভাই চার্লস-এর, সান ফ্রান্সিসকো তার এলাকা।'

'হ্যাঁ, তোমার পাচার করা সব কার্গোই আমাদের ডিসট্রিবিউশন সেন্টার গলভেস্টনে পৌঁছে দেয় সে। ওয়াইন কেমন লাগছে?'

'আ ক্লাসিক,' জবাব দিলেন সারাসন।

'মিলারের ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বললেন জোলার। 'লোকটা বিশ্বস্ত ছিল।'

'আর কিছু করার ছিল না। উপত্যকায় অঘটন ঘটার পর নার্ভাস হয়ে পড়ে সে, সলপেমাচাকোর পরিচয় ফাঁস করে দেবে বলে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে বসে। তাকে পেরুভিয়ান পুলিশের হাতে পড়তে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হত না।'

'তার মরে যাওয়াই উচিত ছিল,' বললেন সারাসন। 'আমাদের বোকা ভাড়াটে সৈনিকরা মন্দিরে হামলা করার পর ফিরে এসে দেখি একগাদা পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে সে, তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে। অতিরিক্ত তিনটে সামরিক হেলিকপ্টার আনিয়ে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে ফেলি আমি। তারপর স্থানীয় হুয়াকুয়রসদের নির্দেশ দেই আমারুকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করুক। সুস্থ হতে দিন কয়েক লাগবে তার।'

'ভাল হত তাকেও যদি শেষ করে আসতে।'

'ভেবে দেখলাম এমন কিছু সে জানে না...।'

'তারপরও একটা পাগলা কুত্তাকে ছেড়ে আসা উচিত হয়নি তোমার।'

হাসলেন সারাসন 'ওকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে।'

'কিভাবে? ভাড়াটে খুনী হিসেবে?'

BanglaBook.org

'আমি তাকে বাধা অপসারণের একটা যন্ত্র হিসেবে দেখছি,' বললেন সারাসন। 'শোনো, ভাই কতদিন আর নিজের হাতে শত্রু মারা যায়? এভাবে যদি চালিয়ে যাই, এক সময় ধরা পড়ে যেতে পারি। প্রয়োজনে আমি শুধু একা খুন করতে পারি তা নয়, পরিবারের আরও অনেকে পারে। এবার হয় তারা দায়িত্ব নিক, নয়তো, আমারুকে কাজে লাগানো হোক। মানুষ খুন করে সে আনন্দ পায়।'

'চিন্তা করো না।' সারাসন এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'চাচাপয়ান আর্টিফ্যাক্ট কেনার মত পার্টি জোগাড় হয়েছে?'

'একজন ড্রাগ ডিলার,' নাম পেদ্রো ভিনসেন্তে, বললেন জোলার। 'প্রি-কলম্বিয়ান কিছুর কথা শুনলেই ভদ্রলোক ক্ষুধার্ত বোধ করেন। পেমেন্টও করতে চান নগদ, ড্রাগ ব্যবসার কালো টাকা সাদা হয় তাতে।'

'বেচতে কি রকম সময় লাগবে?'

হেসে উঠে জোলার বললেন, তুমি তোমার শেয়ারের টাকা দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিয়ারের বুদবুদগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন সারাসন।

'একটা কথা, জোলার। আমি চাই শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকতে থাকতে পারিবারিক ব্যবসা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিই।'

ঠোঁটে নিঃশব্দ হাসি, ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন জোলার। 'ঠিক আছে, দুশো মিলিয়ন ডলার থেকে বঞ্চিত করো নিজেকে।'

'কি বলছ বুঝলাম না।'

'ট্রেজারের শেয়ার।'

'কোন ট্রেজার?'

'বিরাট একটা পুরস্কার আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। ভাই-বোনরা সবাই আমরা জানি, শুধু তুমি এখনও জানো না।'

'খুলে বলো।'

'টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট,' বললেন জোলার। 'হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজে পাবার সূত্র। স্যুটটা এখন আমাদের হাতে।'

হাঁ হয়ে গেছেন সারাসন। 'সোনার স্যুটে মোড়া নেমল্যাপের মমি পেয়েছ তুমি? সত্যি ওটা তোমার হাতে?'

'আমাদের হাতে, ব্রাদার। এক সন্ধ্যায় বাবার পুরনো ব্যবসার রেকর্ড-পত্র ঘাঁটছিলাম। একটা লেজারে গোপন পেমেন্টের রসিদ দেখলাম। স্পেনের মিউজিয়াম থেকে মমিটা চুরি করার বুদ্ধি বাবার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।'

'বুড়ো শিয়াল, এ বিষয়ে কিছুই আমাদের বলেননি।'

BanglaBook.org

'এটা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, কিন্তু এত বেশি উত্তপ্ত যে পরিবারের কাউকে জানাতেও সাহস পাননি।'

'তুমি কিভাবে খুঁজে বের করলে?'

'এক ধনী সিসিলিয়ান মাফিয়া বসের বাবা বিক্রি করেন ওটা চার্লসকে পাঠাই তদন্ত করতে।' চার্লস ওদের আরেক ভাই। 'যদিও প্রায় সত্তর বছর পর ওটার হদিস পাওয়া যাবে বলে আশা করিনি। মাফিয়া বসের গ্রামে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে চার্লস। ছেলে জানায়, উনিশশো চুরাশি সালে, সাতানব্বুই বছর বয়সে মারা যায় তার বাবা, তখনও স্যুটটা লুকানো ছিল তাদের বাড়িতে। বাবা মারা যাবার পর নিউইয়র্কের এক আত্মীয়ের মাধ্যমে সেটা বিক্রি করে দেয় সে। কিনেছে অ্যাডোলফাস রোমেল নামে এক ধনী ব্যবসায়ী।'

'ছেলেটা এত সব কথা বলল জিমকে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন সারাসন।

'লাভ না পেয়ে কি আর বলেছে। জিম তাকে নগদ তিন মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।'

'তিন মিলিয়ন! পাগল নাকি? কোনও কালেক্টর সম্ভবত স্যুটটা দেড় মিলিয়নের বেশি দিয়ে কিনতে রাজি হবে না, কারণ জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে তাকে।'

'তিন মিলিয়ন ডলার ইনবেস্টমেন্ট,' বললেন জোলার। 'স্যুটের গায়ে যে নকশা আছে ওটাই সূত্র, আমাদেরকে হুয়াসকারের ট্রেজারের কাছে পৌঁছে দেবে।'

কপালটা টিপে ধরে সারাসন বললেন, 'এ-কথা ঠিক যে পৃথিবীর অন্য কোন ট্রেজারের সঙ্গে এর কোন তুলনা চলে না। জেরি রোমেলের কাছ থেকে কত দিয়ে কেনা হলো স্যুটটা?'

মাথা নাড়লেন জোলার। 'কোন পয়সা লাগেনি। আমরা ওটা চুরি করেছি। ভাগ্যও সহায়তা করে। আমাদের চার্লসই অ্যাডোলফাস রোমেলকে বেশিরভাগ অবৈধ প্রে-কলম্বিয়ান আর্টিফ্যাক্ট সাপ্লাই দেয়।' চার্লস বিউমন্ট ওদের আরেক ভাই, থাকে নিউইয়র্কে। 'সেই সূত্রে তার জানা আছে রোমেলের গোপন গ্যালারিটা কোথায়। সে আর জিম একসঙ্গে গিয়ে চুরি করে আনে ওটা।'

'এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে জিনিসটা এখন আমাদের হাতে!'

'একটুর জন্য কোন বিপদ ঘটেনি। রোমেলের পেন্টহাউস থেকে স্যুটটা নিয়ে ওরা শুধু বেরিয়ে এসেছে, কাস্টমস এজেন্টরা হানা দেয় ওখানে।'

BanglaBook.org

'তোমার কি ধারণা, কেউ ওদেরকে গোপনে খবর দেয়?'

মাথা নাড়লেন জোলার। আমাদের এদিকে থেকে কেউ নয়। চার্লস ও জিম নিরাপদে বেরিয়ে আসে।'

'কোথায় সরানো হয়েছে?'

জোলার হাসলেন, কিন্তু সে হাসি তাঁর চোখ স্পর্শ করল না। 'কোথাও না। মমিটা এখনও ওই বিল্ডিঙে আছে। রোমেলের ছ'তলার নিচে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে ওরা, নিরাপদে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ওটা। তারপর গলভেস্টনে নিয়ে এসে ভালভাবে পরীক্ষা করা হবে। রোমেল ও কাস্টমস এজেন্টদের ধারণা, ইতিমধ্যে ওটা দেশের বাইরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'গুড। কিন্তু এরপর? গোল্ড বডি কেসিং-এর গায়ে খোদাই করা নকশার অর্থ বের করার উপায়? কাজটা কিন্তু সহজ নয়।'

'ইনকা আর্ট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দু'জন স্কলারকে ভাড়া করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা টিম। ভদ্রলোক নৃবিজ্ঞানী, ভদ্রমহিলা প্রত্নতত্ত্ববিদ।'

'আমি জানি সব দিকে তোমার খেয়াল থাকে,' বললেন সারাসন। 'তবে নকশার অর্থ সঠিকভাবে করা হলো কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। তা না হলে শুধু শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটে সময় আর টাকা নষ্ট...।'

'সময়ের কোন অভাব নেই আমাদের,' ভাইকে আশ্বস্ত করলেন জোলার। 'ক্লুটা শুধু আমাদের হাতে আছে। বলতে চাইছি, আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, হুয়াসকারের গুপ্তধনের কাছে একমাত্র আমরাই পৌঁছুব।'

BanglaBook.org

১৮.

নিজের রিডিংরুমে বসে ফ্রান্সিস ড্রেক-এর জায়েরী পড়ছে জুলিয়েন পার্লমুটার। এই ডায়েরীতে তাঁর এপিক ভয়েজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন ড্রেক, পরে এটা তিনি রানী এলিজাবেথকে উপহার দেন। কয়েকশো বছর নিখোঁজ থাকার পর মাত্র কিছুদিন হলো ইংল্যান্ডের রয়াল আর্কাইভের ধুলোমাখা বেসমেন্টে পাওয়া গেছে এটা। মূল কপিটা নয়, ফটোস্ট্যাট করা সংস্করণ পড়ছে জুলিয়েন। ইতোমধ্যে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে তল্লাশী চালিয়েছে সে, ভেবেছিল কনসেপশন-এর নিয়তি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে তাকে।

ডায়েরীটা টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিল সে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে জানে না এমন কথা খুব কমই আছে ডায়েরীটায়। গোল্ডেন হাইন্ড-এর সেইলিং মাস্টার চমাসি কাটহিল এর নেতৃত্বে কনসেপশনকে ইংল্যান্ডে পাঠান ড্রেক। গ্যালিয়নটাকে পরে আর দেখা যায়নি, ধারণা করা হয় সবকজন ক্রুসহ সাগরে হারিয়ে গেছে ওটা।

এছাড়া কনসেপশনের নিয়তি সম্পর্কে আর যে কথাটা জানা গেছে তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ সেই। কথাটা লেখা হয়েছে একটা বইতে, অ্যামাজন নদী সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে এই বইটা জুলিয়েনের হাতে আসে। উনিশশো উনচল্লিশ সালে ছাপা, লিখেছেন জার্নালিস্ট/এক্সপ্লেয়ার নিকোলাস বেন্ডার। এল ডোরাডো-র খোঁজে প্রাচীন অভিযাত্রীদের পথ অনুসরণ করেছিলেন তিনি। লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে আবার বইটা পড়েছে জুলিয়েন। নোট সেকশনে ছোট একটা রেফারেন্স পাওয়া গেছে পনেরোশো চুরানব্বই সালে পর্তুগীজরা লোকটাকে পাগল বলে মনে করে, তাকে ওই গ্রামে রেখেই নিজেদের কাজে চলে যায় তারা।

নিউইয়র্ক সিটি ইনফরমেশনে চেক করে বেন্ডারের প্রকাশকের নম্বর চাইল জুলিয়েন। ফকনার অ্যান্ড ম্যানফ্রেড, বিখ্যাত পাবলিশিং হাউস। প্রথমে একটা মেয়ে ফোন ধরল। কিন্তু নিকোলাস বেন্ডারের নামই কখনও শোনেনি সে। তারপর লাইনে এলেন সিনিয়র এডিটর অ্যাডামস। জুলিয়েন পার্লমুটার নিজের পরিচয় দিতেই অ্যাডামস বললেন, কি সৌভাগ্য আমার আপনার মত গুণী ব্যক্তি ফোন করেছেন। আপনি তো ওয়াশিংটনে আছেন, তাই না?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, রাজধানীতে আছি।

সামুদ্রিক ইতিহাসের ওপর কখনও কোন বই লিখলে আমাদের কথা স্মরণ রাখবেন, প্লীজ।

আমার লেখা বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করলে আপনি বুড়ো হয়ে যাবেন, বললেন জুলিয়েন।

সে তো আগেই হয়েছি, চুয়াত্তর চলছে আমার।

তাহলে অপনাকেই আমার দরকার, বলল জুলিয়েন। নিকোলাস বেন্ডারের কথা মনে আছে আপনার?

অবশ্যই মনে আছে। আমরা তাঁর অনেকগুলো বই ছেপেছি।

অন দা ট্রেইল অব দা এল ডোরাডো, তাঁর এই বইটায় একটা রেফারেন্স আছে, বলল জুলিয়েন, আমি সেই রেফারেন্সের উৎস খুঁজছি। উনিশশো উনচল্লিশে ছাপা হয়েছিল বইটা।

বলুন আমি কি সাহায্য করতে পারি।

ভাবছি বেন্ডার কোন ইউনিভার্সিটি আর্কাইভে তাঁর নোট ও পাণ্ডুলিপি দান করে থাকতে পারেন। ওগুলোয় একবার চোখ বুলানোর ইচ্ছে আমার।'

ঠিক বলতে পারছি না তিনি তাঁর মাল-মশলা কি করেছেন, তবে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি, বললেন অ্যাডামস।

ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন? জুলিয়েন বিস্মিত।

হ্যাঁ, অবশ্যই। তিন মাসও হয়নি তাঁর সঙ্গে ডিনার খেয়েছি আমি। ওই বইটা তিনি তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে লিখেছিলেন, এখন চলছে চুরাশি।

আমি কি তাঁর ফোন নম্বরটা পেতে পারি? জিজ্ঞেস করল জুলিয়েন। নিকোলাস বেন্ডার অসুস্থ, সম্প্রতি স্ত্রী মারা যাওয়ায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, কাজেই প্রথমে অ্যাডামস নিজে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে জানালেন। জুলিয়েনের ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখলেন তিনি।

তিন ঘণ্টা পর, বিকেলের দিকে, ফোন বাজল। রিসিভার তুলল জুলিয়েন। জুলিয়েন পার্লমুটার।

হ্যালো, ভারি একটা গলা ভেসে এল। নিকোলাস বেণ্ডার বলছি। মি. অ্যাডামস বললেন আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

ইয়েস, স্যার, থ্যাংক ইউ। আশা করিনি এত তাড়াতাড়ি আপনি যোগাযোগ করবেন।

আমার বই পড়েছেন এমন লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে হেসে উঠে বললেন বেন্ডার। সংখ্যায় আপনারা কমে যাচ্ছেন।

আমি আপনার লেখা অন দা ট্রেইল অব দা এল ডোরাডোর একটা রেফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

BanglaBook.org

ওই অভিযানে অন্তত বার দশেক নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাই আমি।

বইটায় আপনি একটা পর্তুগীজ সার্ভে টিমের কথ বলেছেন।

অ্যামাজন নদীর তীরে, স্থানীয় আদিবাসীদের এক গ্রামে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক ইংরেজ লোকের...।

টমাস কাটহিল, কোন রকম ইতস্তত না করে বললেন বেন্ডার। সব আমার মনে আছে।'

আপনার তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানতে চাই আমি, বলল জুলিয়েন। কিন্তু কেন, মি. পার্লমুটার? কি খুঁজছেন আপনি?

আমি একটা স্প্যানিশ প্রেজার গ্যালিয়ন সম্পর্কে রিসার্চ করছি, ড্রেক ওটা দখল করেছিলেন। বেশিরভাগ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইংল্যান্ডে যাবার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় জাহাজটা, কিন্তু আপনার বই পড়ে...।

ঠিক, জবাব দিলেন বেন্ডার। কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকলে আমি নিজেই ওটার খোঁজ করতাম। কিন্তু যে জঙ্গলে ওটা নিখোঁজ হয়েছে সেটা এত ঘন যে একঘন্টা গাছ আর ঝোপ কাটলে দশ গজের বেশি এগোনো যায় না।

তার মানে পর্তুগীজরা কাটহিলকে পেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করেন আপনি?

ওটা একটা ঐতিহাসিক সত্য, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কি করে আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন?

কারণ তথ্যের উৎস আমার দখলে রয়েছে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জুলিয়েন। সরি মি. বেন্ডার, আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি বলতে চাইছি, মি. জুলিয়েন, টমাস কাটহিলের জার্নালটা আমার কাছে রয়েছে।

হোয়াট?

সত্যি, হেসে উঠে বললেন বেন্ডার। কাটহিল ওটা পর্তুগীজ লিডারে হাতে তুলে দেন, অনুরোধ করেন যেন ইংল্যান্ডে পৌঁছে দেয়া হয়। তারা ওটা মাকাপার ভাইসরয়ের হাতে তুলে দেয়। তিনি পাঠান লিসবনে। সেখান থেকে বহু হাত ঘুরে ঠাই পায় একটা অ্যান্টিক বুকস্টোরে, ওখান থেকে ওটা আমি এই ধরুন কমবেশি ছত্রিশ ডলারে কিনি। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে মোটা টাকাই বলতে হবে। পরে এক ডিলার আমাকে দশ হাজার ডলার সেধেছে।

আমি কি আপনার ওখানে গিয়ে জার্নালটা পড়তে পারি? জিজ্ঞেস করল জুলিয়েন।

BanglaBook.org

না।

কিভাবে ভদ্রলোককে রাজি করানো যায় ভাবছে জুলিয়েন। জানতে পারি, কেন?

কারণ আমি একজন অসুস্থ মানুষ, অথচ যার হার্ট থামতে রাজি হচ্ছে না, জবাব দিলেন বেন্ডার। যে কোন দিন মারা যেতে পারি, কাজেই জার্নালটা আমার কাছে থাকা উচিত নয়। ওটা আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি উপহার হিসেবে।

মাই গড, স্যার, তার কোন দরকার নেই...।

নো, নো, আই ইনসিস্ট। মি. অ্যাডামস আমাকে আপনার লাইব্রেরি সম্পর্কে বলেছেন। আপনার মত একজন গবেষকের কাছেই জার্নালটা থাকা উঠিত। আশা করি আপনি যা খুঁজছেন তা এবার পেয়ে যাবেন।

পরদিন সকলে একজন ফেডারেল এর প্রেস ড্রাইভার জার্নালটা পৌঁছে দিয়ে গেল জুলিয়েনের হাতে। এনভেলাপ খুলে টমাস কাটহিলের জার্নালটা পরীক্ষা করল সে। প্রচ্ছদটা অচেনা কোন প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি, পাতাগুলো হলুদ রঙা পার্চমেন্ট, কালের আঁচড় তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কালিটা ব্রাউনি, কাটহিল সম্ভবত কোন গাছের শেকড় থেকে রস বের করে তৈরি করেছিলেন। সব মিলিয়ে বিশটা পাতা, তৎকালীন গদ্যে লেখা হয়েছে। হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় প্রতিটি হরফ লিখতে কসরৎ করা হয়েছে। প্রচুর বানান ভুল, তা সত্ত্বেও সময়ের বিচারে লেখককে সুশিক্ষিত বলতে হবে। জার্নালের প্রথম লেখাটির ওপরে তারিখ লেখা হয়েছে– মার্চ, ১৫৭৮। তারিখ যাই হোক, ঘটনার অনেক পরে লেখা হয়েছে বিবরণ।

জার্নালের শিরোনামটি লেখা হয়েছে এভাবে- ডেভনশায়ারের টমাস কাটহিল কর্তৃক লিখিত তার গত ষোলো বছরের বিস্ময়কর ইতিহাস।

ড্রেকের সঙ্গে ইংল্যান্ড ত্যাগ, এখান থেকে শুরু করেছেন কাটহিল। পড়তে শুরু করে জুলিয়েন দেখল, ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন কাটহিল অল্প, কথায়, চেষ্টা করেছেন বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে, ভাবাবেগ ও অতিরঞ্জনের সাহায্য নেননি। জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে, এমন এক দুর্ভাগা নাবিকের গল্প বলে গেছেন তিনি। সমুদ্রের অক্রোশ থেকে কিভাবে অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন, কিভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম করেছেন বৈরী একটা এলাকায়, তারপর দেশে ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা, সবই তিনি যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বেঁচে থাকার আকুতি, বিরাট সব বাধা পেরুবার সময় একবারও সৃষ্টিকর্তার সাহায্য প্রার্থনা না করা, জুলিয়েনের মনে দারুণ প্রভাব ফেলল। কাটহিলকে ভাল লেগে গেল তার।

BanglaBook.org

জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ডাঙ্গার অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্যালিয়ন, কাটহিল আবিষ্কার করলেন তিনি একা বেঁচে আছেন। প্রতিশোধ পরায়ণ স্প্যানিশদের হাতে পড়লে নির্ঘাৎ নির্যাতন করে মেরে ফেলবে তাঁকে, কারণ ড্রেক তাদের ট্রেজার গ্যালিয়ন লুঠ করেছেন, কাজেই ধরা পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরলেন কাটহিল। তিনি শুধু জানতেন পুব দিকে কোথাও আটলান্টিক মহাসাগর আছে, কিন্তু কত দূরে আন্দাজ করতে পারেননি। তবে মনে আশা ছিল সাগরের কিনারায় একবার পৌঁছুতে পারলে ইংল্যান্ডে ফেরার জন্যে কোন না কোন জাহাজ পেয়ে যাবেনই।

আন্দেজের পশ্চিম ঢালে এরই মধ্যে স্প্যানিশরা বিরাট কলোনি বানিয়ে বসবাস শুরু করেছে। এককালের গর্বিত জাতি ইনকারা তখন তাদের ক্রীতদাস। হাম আর গুটি বসন্তে মারা গিয়ে সংখ্যায় অনেক কমে গেছে ইনকারা। রাতের অন্ধকারে স্প্যানিশদের কলোনি গুলোকে পাশ কাটিয়ে এলেন কাটহিল, সুযোগ পেলেই খাবার চুরি করলেন। শুধু রাতের অন্ধকারে বেরুচ্ছেন বলে দু'মাসে মাত্র কয়েক কিলোমিটার এগোতে পারলেন তিনি। অবশেষে নির্জন উপত্যকাগুলো পেরিয়ে এসে পৌঁছুলেন অ্যামাজন রিবার বেসিনে।

এখান থেকে কাটহিলের জীবন আর ভীতিকর দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল। কোমর সমান পানিতে নেমে মাইলের পর মাইল জলা পেরুতে হলো তাঁকে, ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রতি গজ এগোবার সময় চুরি দিয়ে গাছ আর ঝোপ কেটে পথ তৈরি করে নিতে হলো। ঝাঁক ঝাঁক পোকামাকড়, সাপ আর কুমীর ছুটে আসছে চারদিক থেকে। ডিসেন্ট্রিতে আক্রান্ত হলেন তিনি, সেই সঙ্গে জ্বর হলো। তবু থামলেন না, এগিয়ে চলেছেন। কোন কোন দিন একশো মিটার অর্থাৎ তিনশো আটাশ ফুটের বেশি হাঁটতে পারেন না। এভাবে কয়েক মাস এগোবার পর হিংস্র একদল গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো তাঁকে। এখানে তিনি তাদের হাতে পাঁচ বছর বন্দী থাকলেন।

তারপর একরাতে একটা ক্যানু দিয়ে পালালেন কাটহিল। কয়েকদিন পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন, প্রবল জ্বরে অচেতন হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরল একটা গ্রামে, ক্যানু থেকে তাঁকে তুলে এনেছে একদল মেয়ে। কাটহিল বর্ণনা দিয়েছেন, মেয়েগুলোর চুল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। তারাই তাঁর সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলে। এই ট্রাইব-এর খোঁজ পেয়েছিলেন স্প্যানিশ অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো ডে ওরেলানা, এল ডোরাডো অর্থাৎ ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হারানো প্রাচীন শহরটা খুঁজতে বেরিয়ে। নদীটির নাম অ্যামাজোনাস রাখেন তিনি, গ্রীক

BanglaBook.org

কিংবদন্তীর অ্যামাজন বীরযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে। কারণ স্থানীয় মেয়েরা যে কোন পুরুষদের মতই তীর চালাতে জানত, এমনকি তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধেও অবতীর্ণ হত।

ওই গোত্রে প্রায় সবাই মেয়ে ছিল, পুরুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কাটহিল তাদেরকে শ্রম বাচাবার কিছু কৌশল শেখান, কিছু যন্ত্রপাতিও বানিয়ে দেন। তার মধ্যে একটা ছিল পটার'স হুইল, ওটার সাহায্যে পানি ও খাবার রাখার বিভিন্ন আকৃতির মাটির পাত্র তৈরি করা যেত। ওয়াটারহুইলও বানিয়ে দেন তিনি, ক্ষেতে সেচ দেয়ার জন্যে। ভারি বোঝা তোলার জন্যে পুলির ব্যবহার শেখান তাদের। গোত্রের মেয়েরা তাঁকে ঈশ্বরের মত শ্রদ্ধা করত, এখানে সময়টা খুব ভালই কাটিয়েছেন কাটহিল। অত্যন্ত সুন্দরী তিনটে তরুণীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন, অল্প দিনেই বেশ কয়েকটা সন্তানের পিতা হন।

তাঁর দেশে ফেরার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে মরে যায়। ইংল্যান্ড ত্যাগ করার সময় ব্যাচেলর ছিলেন, জানতেন ফেরার পর তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কোন আত্মীয়স্বজন বা সহকর্মী বেঁচে নেই। মনে একটা ভয়ও ছিল। দেশে ফিরলে ড্রেক হয়েতো তাঁর বিচার দাবি করবেন, কনসেপশনকে হারাবার অপরাধে।

ইতোমধ্যে বয়েসও অনেক বেড়েছে, দীর্ঘ যাত্রার শক্তি নেই শরীরে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাকি জীবন অ্যামাজনের তীরে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন কাটহিল। পর্তুগীজ সার্ভে টিম চলে যাচ্ছে দেখে জার্নালটা তাদের নেতার হাতে তুলে দেন তিনি, অনুরোধ করেন কোনভাবে যেন লন্ডনে, ফ্রান্সিস ড্রেকের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়।

প্রথমবার জার্নালটা পড়ে চোখ বুঁজে চেয়ারে হেলান দিল মাটন। জার্নালের নির্ভেজালত্ব সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। এরপর আবার জার্নালটা খুলে পড়তে শুরু করল সে। ড্রেকের রেখে যাওয়া কনসেপশনে যে ট্রেজার ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন কাটহিল, তবে অল্প পরিসরে, এবং জার্নালের একবারে শেষ অংশে।

কাটহিল লিখেছেন।

> মজবুত একটা জাহাজ যে দৃঢ়তা নিয়ে উত্তুরে বাতাস মোকাবিলা করে, আমার মনেও এখন সেই দৃঢ়তা। আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাব না। প্রাচীন ট্রেজার

BanglaBook.org

আর জেড বক্সটা দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ফ্রান্সিস ড্রেক আমার বিচার দাবি করবেন, এই ভয় আমার আছে। কথা ছিল গিট বাঁধা সুতোয় ভরা জেড বক্সটা আমি রানীকে উপহার দেব। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়, কারণ বক্সটা আমি ভাঙা জাহাজে রেখে এসেছি। এখানেই আমার কবর হবে, এখানকার মানুষের মাঝে, যাদেরকে আমি পরিবার বলে গ্রহণ করেছি। এই লেখা রচিত হয়েছে টমাস কাটহিলের হাতে, যে ছিল গোল্ডেন হাইন্ডের সেইলিং মাস্টার, আজ তারিখবিহীন দিনে,. পনেরেশো চুরানব্বুই সালে।

জার্নালটা বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল জুলিয়েন। হাত দুটো পিছনে পরস্পরকে শক্ত করে ধরে আছে, মেঝেতে পায়চারী শুরু করল সে।

ড্রেকের একজন ক্রু সত্যি বেঁচে ছিলেন, এবং মারা গেছেন অ্যামাজন নদীর তীরে কোথাও। জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে একটা স্প্যানিশ গ্যালিয়ন উপকূলীয় বনভূমিতে প্রবেশ করে। গিঁট দেয়া সুতোর একটা বাক্স সত্যি হাতলে ছিল একসময়। গ্যালিয়নের পচা কাঠের ভেতর এখনও কি সেটা পড়ে আছে, কিংবা গভীর বনভূমির মাটির নিচে? চারশো বছরের পুরানো রহস্য হঠাৎ একটা সূত্র পেয়ে সময়ের ছায়া ভেদ করে মাথাচাড়া দিতে চাইছে।

জুলিয়েন ভাবছে, খবরটা পেয়ে তার বন্ধু ডার্ক পিটের কি অনুভূতি হবে।

BanglaBook.org

১৯.

নুমার ডাটা সেন্টারে বসে কাজ করছে হিরাম ইয়েজার। নুমার বিশাল হাইস্পীড কমপিউটিং নেটওয়ার্ক বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরি, নিউজপেপার মর্গ, রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ইউনিভার্সিটি ও হিস্টোরিক আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই মুহূর্তে মুয়েস্ট্রা সিনোরা ডে লা কনসেপশন-এর হাদিস বের করার চেষ্টা করছে ইয়েজার। কনসেপশনকে পেতে হলে প্রথমে জানতে হবে পনেরোশো আটাত্তর সালে উপকূলের কোন বিস্তৃতিতে একটা টাইডাল ওয়েভ আঘাত হেনেছিল। কারণ ওই চাইডাল ওয়েভের সঙ্গেই সৈকতে, সৈকত থেকে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল স্প্যানিশ গ্যালিয়নটা।

এর আগে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহোয্যে লিমা ও পানামার মাঝখানে চারশো বছর ধরে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা একটা জাহাজের যৌক্তিক অবস্থান আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে সে। স্যাটেলাইট-এর সাহায্য পাওয়ার জন্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেসব এলাকার ম্যাপ এখনও তৈরি হয়নি সে সব এলাকারও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ হয়ে গেছে। ম্যাপে যেখানে উপকূল বরাবর ট্রপিক্যাল ফরেস্ট আছে, প্রথমে সেখানে তল্লাশী চালিয়েছে সে পেরু বাদ দেয়, কারণ পেরুর ইকুয়েডর বেশিরভাগই মরুভূমি, গাছপালা নেই বললেই চলে। তারপরও উত্তর ইকুয়েডর আর কলম্বিয়া প্রায় সবটুকু উপকূল বরাবর বনভূমির বিস্তার এক হাজার কিলোমিটারের কম নয়। সব উপকূল সমতল নয়, কোথাও কোথাও পাহাড় আছে, টাইডল ওয়েভ বাধা পাবে, সে সব এলাকা বাদ দিতে পেরেছে ইয়েজার– শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ এলাকা। আরও বিশ ভাগ বাদ দেয়া সম্ভব হলো খোলা মাঠ থাকায়, ওখানে কোন জাহাজ লুকিয়ে থাকতে পারে না। তারপরও পিটকে তল্লাশী চালাতে হবে দীর্ঘ চারশো কিলোমিটার।

চারশো বছরে প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্প্যানিয়ার্ডদের তৈরি প্রাচীন ম্যাপ ও জিওলজিকাল পরিবর্তনের রেকর্ড মিলিয়ে দেখার পর আরও দেড়শো কিলোমিটার তল্লাশীর আওতা থেকে বাদ দিয়েছে ইয়েজারবাদ দেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হলো কিনা দেখার জন্যে কম্পিউটারের সাহায্য নিয়েছে সে.

BanglaBook.org

জানতে পেরেছে উপকূলের বেশির ভাগ ঘন বনভূমি চাষাবাদের জন্যে কেটে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে সে সময় টাইডাল ওয়েভ কোথায় কোথায় আঘাত হানে জানতে চেষ্টা করছে ইয়েজার। এরকম চারটে ঘটনার কথ জানা গেল। পনেরোশো বাষট্টি আর পনেরোশো আটাত্তরে পেরুতে তার মনে আছে পনেরোশে আটাত্তরেই গ্যালিয়নটা দখল করেন ড্রেক।

এই শেষ টাইডালি ওয়েভের বর্ণনা পাওয়া গেছে শুধু একটা স্প্যানিশ সাপ্লাই জাহাজের লগ থেকে। জাহাজটা ক্যালাও যাচ্ছিল। লগে বলা হয়েছে উন্মাদ সাগর কে পাশ কাটিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে পালিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে জাহাজ, ইকুয়েডরের বাহিয়া ডে কারাকুয়েজ এ চলে যায়। বাহিরয়া মানে হলো বে।

তখনকার দিকে উন্মাদ সাগর বলতে সাধারণত বেঝানো হত সাগরের তলায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হওয়া জলরাশির বিপুল আলোড়নকে। ক্যাপটেন তাঁর লাগে আরও লিখেছেন, নদীর মুখে যে গ্রামটা ছিল ফেরার সময় সেটা তাঁরা দেখতে পাননি।

একটা টাইডাল ওয়েভ দুশো কিলোমিটার বিস্তৃত হতে পারে। আর বে অব কারাকুয়েজের প্রবেশপথ মাত্র চার কি পাঁচ কিলোমিটার চওড়া। প্রশ্ন হলো গত চারশো বছরে বেরে চেহারা কতটুকু বদলেছে?

ম্যাপ থেকে জানা গেল আউটার বেশি খুব কমই বদলেছে, তবে চোন নদীর পলি পড়ায় ইনার বে সাগরের দিকে এককিলোমিটার সরে গেছে।

কী বোর্ডে কয়েকবার চাপ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল ইয়েজার, কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল মনিটরে। এরপর ট্রাফিকস নিখুঁত করার জন্যে একটা স্পেশাল ফাংশন কন্ট্রোল ব্যবহার করল, যতক্ষণ না বাস্তব ও নাটকীয় চেহারা নিয়ে একটা টাইডাল ওয়েভ কাল্পনিক উপকূল রেখা অতিক্রম করতে শুরু করে। কী বোর্ডে চাপ দিয়ে ষোলোশো শতাব্দীর একটা গ্যালিয়ন তৈরি করল মনিটরে। প্রতি সেকেন্ড ষাট ফ্রেম নড়ছে গ্রাফিকস, টাইডাল ওয়েভের সঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে গ্যালিয়নটা।

ইয়েজার-এর হাতে পড়ে জাদু দেখাচ্ছে কমপিউটার। সাগরটা এত নীল, যেন জানালা দিয়ে আসল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এরপর ধীরে ধীরে আলোড়িত পানি সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল সাগরের তলা, সাগরের মেঝেতে স্থির হলো গ্যালিয়ন। পরমুহূর্তে দেখা গেল সবেগে তীরের দিকে ফিরে আসছে পানি, প্রতি মুহূর্তে উঁচু হচ্ছে। জলোচ্ছাসের মাথায় ওঠে পড়ল গ্যালিয়ন।

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য গতিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে টাইডাল ওয়েভ, তার সঙ্গে গ্যালিয়ন। তারপর একসময় থামল সেটা, স্থির হলো পানি, নেমে গেল ডাঙা থেকে।

গ্যালিয়নটা রয়েছে তীর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

হাসছে ইয়েজার, ঠোঁটের কোণে কাল ছোঁয় ছোঁয়। পিটকে এবার খবর দেয়া যেতে পারে। এখন সে জানে কোথায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে কনসেপশনকে।

BanglaBook.org

২০.

মন্দিরের পাথুরে মেঝেতে শুকনো রক্তের দাগ দেখে অ্যাল বলল, এখানে ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কোথাও আমারুর ছায়া পর্যন্ত নেই।

ওরকম আহত অবস্থায় কতদূর যেতে পারে সে? জিজ্ঞেস করল রজার্স, পবিত্র কুয়া থেকে ড. মার্টিন শ্যাননের সঙ্গে ঘন্টাখানেক হলো একটা হেলিকপ্টারে চড়ে সিটি অব ডেথ-এ এসেছে সে। পাইলট ছিল অ্যাল। পেরুবিয়ান নিউজ ব্যুরোর কপ্টার ওটা, ওদের সঙ্গে একদল টিভি রিপোর্টারও এসেছে।

সম্ভবত ভাড়াটে সৈনিকরা তার লাশ সরিয়ে নিয়ে গেছে, মন্তব্য করল পিট। ঘাড় ফিরিয়ে শ্যাননের দিকে তাকাল ও। একদল আর্কিওলজিস্ট ও কিছু শ্রমিককে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে সে। আর্কিওলজিস্টরা বড় বড় পাথরের টুকরোগুলোয় নম্বর লিখছে। আবর্জনার ভেতর কিছু একটা দেখতে পেয়ে ঝুঁকল শ্যানন।

লোকটা মরে গিয়ে থাকলে খুশির কথা, বলল রজার্স। তবে লিমা থেকে খারাপ খবরও এসেছে।

কি খবর।

ভাড়াটে সৈনিকরা সিটি অব ডেথে এসেছিল আমাদের মেরে আর্টিফ্যাক্টগুলো সরিয়ে নিতে। ঘটনার পর পেরুভিয়ান মিলিটারি ও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু একজনকেও পায়নি। আমারুর লোকজনদের ও পাওয়া যায়নি, যারা কবর লুঠ করে। সরকারী প্রেসনোটে দায় সারার জন্যে বলা হয়েছে চোরেরা পাহাড়ের ওপর আর্টিফ্যাক্ট ফেলে ব্রাজিলের অ্যামাজন জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে।

মাথা নাড়াল পিট। এত কষ্ট করে লুঠ করা আর্টিফ্যাক্টটি ওরা ফেলে দেবে, আমার তা মনে হয় না।

মন্দিরের মেঝেতে হাত আর হাঁটু ঠেকিয়ে লাশের পোশাক থেকে ময়লা পরিস্কার করছে শ্যানন, নরম ব্রাশের সাহায্যে। উল দিয়ে বোনা কাপড়, বহুরঙা এমব্রয়ডারি করা, নকশায় দেখা যাচ্ছে হাস্যমুখর বানর, হাত ও পায়ের বদলে রয়েছে কুণ্ডলী পাকানো সাপ।

BanglaBook.org

অভিজাত চাচাপয়ানরা কি পরত? জিজ্ঞেস করল পিট।

এটা চাচাপয়ান কাফন নয়, ইনকা, কাজ থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল শ্যানন।

হাতের কাজ খুব সুন্দর তো।

ইনকারা ছিল দুনিয়ার সেরা তাঁতী। তাদের কাপড় বোনার পদ্ধতি এত জটিল আর সময়-সাপেক্ষ যে আজ আর তা নকল করা প্রায় অসম্ভব। পর্দার জন্যে কারুকাজ করা যে কাপড় ওরা ব্যবহার করত তার কোনো তুলনা হয় না। এ ধরনের কাপড় বোনার জন্যে প্রাচীন ইউরোপে প্রতি ইঞ্চিতে পঁচাশিটা সুতো ব্যবহার করা হত, আর প্রাচীন পেরুভিয়ানরা ব্যবহার করত পাঁচশো সুতো প্রতি ইঞ্চিতে। স্প্যানিসরা ইকাদের মিহি কাপড়কে যে সিল্ক বলে মনে করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিল্প নিয়ে আলোচনা পরে করা যাবে, মৃদু হেসে বলল পিট।

তোমাকে জানানো দরকার, আমি আর অ্যাল অর্টিফ্যাক্টগুলোর স্কেচ আঁকার কাজ শেষ করেছি– ছাদ ধ্বসে পড়ার আগে যেগুলো আমাদের চোখে পড়েছিল।

ড. ওরটিজকে দিন। কি চুরি হয়েছে জানার খুব আগ্রহ তাঁর। আবার নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ল শ্যানন।

একঘণ্টা পর ড. ওরটিজের পাশে পিটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন রুডি গান। বড় আকৃতির একটা স্কলপচার এর গা থেকে চেছে শ্যাওলা পরিস্কার করছে একদল শ্রমিক, ড. ওরটিজ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ভাস্কর্যটি ডানা বিশিষ্ট একটা চিতা যদিও মাথাটা সরীসৃপের। ভীতিকর চোয়াল হাঁ হয়ে আছে, ভেতরে দেখা যাচ্ছে বাঁকা দাঁত। প্রকাণ্ড শরীর ও ডানা পাথর খুদে তৈরি করা হয়েছে একটা বড়সড় বাড়ির দোরগোড়ায়, বাড়িটা একটা কবর। কবরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ, হাঁ করা মুখ-যথেষ্ট বড়, হামাগুড়ি দিয়ে একজন লোক ভেতরে ঢুকতে পারবে। পা থেকে ডানার ডগা পর্যন্ত পাথুরে জন্তুটা বিশ ফুট উঁচু।

অন্ধকার গলিতে দেখা হয়ে গেলে হার্টফেল করব, মন্তব্য করলেন রুডি।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ড. ওরটিজ।

চাচাপয়ান স্কলপটারি যা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়, বললেন তিনি। আমার হিসেবে বারোশো থেকে তেরোশো খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছে।

ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস, জবাব দিলেন ড. ওরটিজ। মৃতদের পিশাচ, চাচাপয়ানদের একজন দেবতা। আংশিক চিতা, আংশিক শকুন, আংশিক সাপ-

BanglaBook.org

মৃত ব্যক্তিকে কেউ বিরক্ত করলে ওটা তার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তাকে, তারপর টেনে নিয়ে যায় অন্ধকার পাতালে।

তারপর নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলে, কৌতুক করলেন রুডি।

বিভিন্ন আকারের হয় এগুলো। মানুষের একটা হাতের সমানও হতে দেখেছি। আকার নির্ভর করে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদার ওপর। আমার ধারণা উপত্যকার প্রতিটি সমাধি বা কবরে এগুলো পাব আমরা।

শুনেছি প্রাচীন মেক্সিকানদের দেবতাও সরীসৃপ ছিল, সত্যি নাকি? জিজ্ঞেস করলেন রুডি গান।

হ্যাঁ, সত্যি। কোয়েটজালকোটল- আঁশ বিশিষ্ট সরীসৃপ, মেসোআমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। যীশুর জন্মের নয়শো বছর আগে এই দেবতার প্রভাব শুরু, তা শেষ হয় আজটেক আমলে স্প্যানিশরা বিজয়ী হবার পর। ইনকাদের ভাস্কর্যেও সরীসৃপ আছে, তবে সরাসরি কোন যোগাযোগ আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

শ্রমিকরা ড. ওরটিজকে ডাকল, ভাস্কর্যের পাশে খোঁড়া মাটির ভেতর ছোট একটা মূর্তি পেয়েছে তারা।

পিটকে নিয়ে খানিকটা দূরে সরে এলেন রুডি, নিচু একটা পাঁচিলের ওপর বসলেন। শেষ সাপ্লাই কপ্টারে একটা প্যাকেট এসছে, বললেন তিনি। তার ব্রিফকেস খুলে বের করলেন প্যাকেটটা। পাঠানো হয়েছে ওয়াশিংটন থেকে লিমায়, মার্কিন দুতাবাসে, ফ্যাক্স করে।

ইয়েজার পাঠিয়েছে?

ইয়েজার ও জুলিয়েন পার্লমুটার।

ভাল খবর? দ্রুত জিজ্ঞেস করল পিট।

জুলিয়েন একজন সারভাইভার এর সন্ধান পেয়েছে, গ্যালিয়নের ক্রুদের মধ্যে একমাত্র সেই বেঁচে যায়, বললেন রুডিক্লফ। সেইলিং মাস্টার টমাস কাটহিল। তিনি একটা জার্নাল রেখে গেছেন, তাতে একটা জেড বক্সের কথা বলা হয়েছে।

ড্রেক কুইপু।

রুডির মুখে চওড়া হাসি ফুটল। দেখা যাচ্ছে কিংবদন্তীর মধ্যে সারবস্তু ছিল।

আর ইয়েজার কি বলছে?

তার কমপিউটার বলেছে দশ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে খুঁজলে গ্যালিয়নটাকে পাওয়া যেতে পারে।

BanglaBook.org

প্যাকেট খুলে ফ্যাক্স কপিগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল পিট। দডিপ ফ্যাদমে ম্যাগনেটোমিটার আছে, গ্যালিয়নের লোহা ট্রেস করা যাবে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে সেনসর বলে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের একটা হেলিকপ্টার দরকার হবে।

সে সব আমার দায়িত্ব, আশ্বাস দিলেন রুডি। ইকুয়েডরে কাকে আপনি চেনেন? জিজ্ঞেস করল পিট।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে রুডি বললেন, ওদের পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চিনি, ওদের উপকূলে ন্যাচারাল গ্যাস অনুসন্ধানে সাহায্য করেছিল নুমা। বিশ মিনিট সময় দিন আমাকে, যোগাযোগ করে ফলাফল জানাচ্ছি। স্টুয়ার্টকেও বলে রাখি ম্যাগনেটোমিটার ইউনিটটা দরকার হবে।

ধন্যবাদ, রুডি।

পিট সময়মত বাধা দেয়ায় লুটেরারা সিটি অব ডেথের শুধু রাজকীয় সমাধির আর্টিফ্যাক্ট মন্দিরে নিয়ে এসে জড়ো করতে পেরেছিল। মাটি খোঁড়ার বা অন্যান্য সমাধিতে হাত দেয়ার সময় পায়নি। অন্যান্য সমাধিগুলোয় চাচাপয়ায় কনফেডারেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মমি রয়েছে। ড. ওরটিজ ও তাঁর টিম আরেকটা জিনিস পেলেন, দেখে মনে হলো আটজন খেতাবধারী অভিজাত ব্যক্তির সমাধি গৃহ, এখনও সেখানে কারও হাত পড়েনি। রাজকীয় কফিনগুলো প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠলেন ভদ্রলোক।

পুরো উপত্যকা খুঁজতে দশ বছর লাগবে আমাদের, আবার বিশ বছরও লেগে যেতে পারে, ডিনারে বসে বললেন তিনি। এক সঙ্গে এত বেশি আর্টিফ্যাক্ট ইতিহাসের কেউ কখনও কোথাও দেখেনি। কাজ করতে হবে খুব ধীরে। ফুলের একটা পাপড়ি বা নেকলেসের একটা মুক্তোও যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়। চাচাপয়ানদের কালচার বোঝার এই সুযোগ আমরা নষ্ট করতে পারি না।

কথা হলো, এখান থেকে উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট আপনাদের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পাঠাবার সময় আবার চুরি না হয়ে যায়, বলল পিট।

এখান থেকে লিমার যাবার পথে চুরি হবে না, অন্তত তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই, ড. ওরটিজ বললেন। আমি ভাবছি মিউজিয়ামে যাবার পর কি হবে তাই নিয়ে। সমাধিগুলো থেকে যে পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেছে সেই একই পরিমাণ চুরি গেছে ওই মিউজিয়াম থেকে।

দেশের মূল্যবান জিনিস রক্ষা করার জন্যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই আপনাদের? জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

BanglaBook.org

থাকবে না কেন, কিন্তু প্রফেশনাল চোরেরা বড় চালাক। প্রায়ই যেটা হয়, আসল শিল্পকর্মের জায়গায় নকল একটা রেখে আসে, ধরা পড়তে সময় লেগে যায় কয়েক মাস– কয়েক বছর।

মাত্র তিন সপ্তা আগে গুয়েতেমালার ন্যাশনাল হেরিটেজ মিউজিয়াম থেকে প্রি কলম্বিয়ান মায়া আর্ট অবজেক্ট চুরি গেছে, বলল শ্যানন। দাম আন্দাজ করা হয়েছে আট মিলিয়ন ডলার। গার্ডদের পোশাক পরে এসেছিল চোরেরা, কেউ তাদেরকে সন্দেহ বা প্রশ্ন করেনি।

পেরুতে ব্যাংক ডাকাতি আর আর্ট কালেকশন চুরি একই হারে ঘটছে, ড. ওরটিজ বললেন। ভয়ের কথ হলো, দিনে দিনে সাহস আরও বাড়ছে ওদের। কালেক্টরদের আটক করে মুক্তিপণও আদায় করছে ওরা। মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করছে কালেকক্টরের সমস্ত কালেকশন। অনেকগুলো কেসে জিম্মিকে মেরে ফেলা হয়েছে।

পিট বলল, সেক্ষেত্রে আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে শ্যানন বলল, আমার কাছে এটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য লাগছে। হুয়াকুয়েরসরা এতদিন এই শহরটার খোঁজ পায়নি কেন?

জবাব দিলেন ড. ওরটিজ, পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস বিচ্ছিন্ন একটা উপত্যকায় রয়েছে, সবচেয়ে কাছের গ্রামটা এখান থেকে নব্বুই মাইল দূরে। এত দুর্গম পথ, হেঁটে আসা কঠিন। শুধু গল্পে অস্তিত্ব আছে এরকম কিছুর খোঁজে সাত-আট দিনের হাঁটা পথ পাড়ি দিতে স্থানীয় লোকেরা উৎসাহ বোধ করে না। পাহাড়ের মাথায় এর আগেও অনেক মন্দির আবিস্কার হয়েছে, দেখা গেছে স্থানীয় লোকেরা সেখানে যায়নি কোনদিন। তাছাড়া, চাচাপয়ান যারা বেঁচে আছে তারা এখনও বিশ্বাস করে পুবদিকে প্রাচীন ভগ্নস্তূপ একপিশাচ দেবতা পাহারা দিচ্ছে, কেউ এদিকে এলে তার আর রক্ষা নেই।

শুনেছি ওরা বিশ্বাস করে সিটি অব ডেড এ ঢুকলে মানুষই পাথরের মূর্তি হয়ে যায়, সায় দিল শ্যানন।

হেসে ওঠে পিট বলল, সত্যি হলে মন্দ হত না, লুটেরারা সবাই পাথর হয়ে যেত।

শ্যাননের পাশে চলে এসে তার একটা হাত ধরল রজার্স। কাল সকালে তোমরা সম্ভবত আমাদেরকে বিদায় জানাবে, তাই না?

বিস্মিত দেখাল শ্যাননকে। রজার্সের হাতটা ছাড়াবার কোন চেষ্টা করল না সে। বলল, মানে? তাকিয়ে আছে পিটের দিকে। আমি তো কিছুই জানি না। সত্যি নাকি, পিট?

BanglaBook.org

পিটের হয়ে জবাব দিলেন রুডি। হ্যাঁ, প্রথমে আমরা ডিপ ফ্যাদমে ফিরে যাব, ওখান থেকে ইকুয়েডরে।

ইকুয়েডরে? গ্যালিয়নের খোঁজে?

হ্যাঁ।

কিন্তু ইকুয়েডরে কেন?

ওখানকার আবহাওয়া জিওর্দিনোর খুব পছন্দ, তাই, বলে অ্যালের কাঁধ চাপড়ে দিল পিট।

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাল বলল, শুনেছি ওখানকার মেয়েগুলো নাকি ভারি সুন্দরী, বিদেশী ও সুপুরুষ কাউকে দেখালে ছাড়তে চায় না।

আপনি? চোখে আগ্রহ নিয়ে পিটের দিকে তাকাল শ্যানন। আপনি কেন যাচ্ছেন?

আমি ? মৃদু কণ্ঠে বলল পিট। আমি যাচ্ছি মাছ ধরতে।

BanglaBook.org

২১.

ইউ. এস. কাস্টমসের গাসকিল ও ইন্টারস্টেট স্টোলেন আর্ট শাখার এফবি আই চীফ ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল অভিজাত এক রেঁস্তোরায় বসে ডিনার খাচ্ছেন। ফ্রান্সিস আজ গাসকিলের অতিথি, এর আগের বার ফ্রান্সিসের অতিথি ছিলেন গাসকিল। নোট বিনিময়ে প্রয়োজনে প্রায়ই দেখা করতে হয় তাঁদের, কাজেই খাওয়ানোর ব্যাপারটা পালা করে ঘটে।

হাতে নতুন কোন কেস এসেছে নাকি হে? ডিনারের ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

হ্যাঁ, নতুন একটা গছিয়ে দেয়া হয়েছে।

সেই পুরানো কাহিনী, মিউজিয়াম থেকে চুরি?

মাথা নাড়লেন ফ্রান্সিস। প্রাইভেট কালেকশন। মালিক নয় মাসের জন্যে গিয়েছিলেন ইউরোপে, ফিরে এসে দেখেন দেয়াল খালি। দিয়েগো রিভেরার আটটা ওয়াটারকালার।

দিয়েগো রিভেরা, মেক্সিকান পেইন্টার ও মিউরালিস্ট। আমি তাঁর কাজ দেখেছি।

বীমা কোম্পানী তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে, ওয়াটারকালারগুলো চল্লিশ মিলিয়ন ডলারে বীমা করা ছিল।

এ বিষয়ে তথ্য বিনিময় হতে পারে, মন্তব্য করলেন গাসকিল।

মুখ তুলে তাকালেন ফ্রান্সিস। তোমার ধারণা কাস্টমসের নাক গলাবার কারণ আছে?

আমার বোন একটা বাড়ি কিনেছে, বাড়িটায় আজেবাজে কাগজের সঙ্গে কিছু স্টোরেন আর্ট বুলেটিন ছিল, তারই একটায় কিছু ছবি দেখেছি আমি তোমার রিভেরাগুলো হতে পারে। সত্যি কিনা জানতে পাব তোমার তালিকা ধরে মিলেয়ে দেখলে। যদি মেলে, উনিশশো তেইশ সালে মেক্সিকো ইউনিভার্সিটি থেকে চুরি গেছে। ওগুলো যদি চোরাপথে ইউনাইটেড স্টেটসে আনা হয় তাহলেই তো কেসটা কাস্টমসের হয়ে গেল।

অনেক দিন আগের কথা। শিল্পকর্ম চুরির পুরানো ঘটনা তাজা হতে কতক্ষণ, বললেন গাসকিল। আটমাস পরে প্যারিসে একটা এগজিভিশন

BanglaBook.org

হচ্ছিল, সেখান থেকেও একটা ভ্যান গগ চুরি যায়, সঙ্গে ছিল আরও কিছু নামকরা শিল্পীদের তৈলচিত্র।

তুমি সেই ওস্তাদ চোরের কথ তুলতে চাইছ। কি নামে যেন ডাকা হত তাকে?

অবজারভার, বললেন গাসকিল।

পুলিশ তাকে একবারও ধরতে পারেনি।

এমনকি আসল পরিচয় পর্যন্ত জানা যায়নি।

তোমার ধারণা, মেক্সিকো থেকে রিভেরালো সেই চুরি করে, বা তার হাত ছিল?

অসম্ভব কি। তার সব কাজে নাটকীয়তা থাকত। ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এমন দশটা শিল্পকর্ম চুরির ঘটনার নায়ক সে।

মজার ব্যাপার হলো, পিছনে সব সময় নিজের ছাপ রেখে যেত লোকটা।

হ্যাঁ, সাদা একটা দস্তানার কথা মনে পড়ছে।

মাথা নেড়ে গাসকিল বললেন, তুমি ডায়মন্ড চোর রাফেল-এর কথা বলছ, চুরি করে চলে যাবার সময় হাতের সাদা দস্তানা ফেলে রেখে যেত। অবজারভার রেখে যেত একটা ক্যালেন্ডার, পরবর্তী চুরির তারিখে একটা বৃত্ত এঁকে।

কী দুঃসাহস!

অবজারভারের দখলে ছিল এরকম একটা শিল্পকর্ম একটুর জন্যে উদ্ধার করতে পারিনি আমি, বললেন গাসকিল।

হ্যাঁ, তোমার ব্যর্থতার কাহিনী আমার কানেও এসেছে। পেরুভিয়ান মমি, তাই না? সোনায় মোড়া?

টিয়াপোলের গোল্ডেন বডি স্যুট।

ভুলটা কোথায় হলো?

বর্তমান মালিকের পেন্টহাউসের ওপর নজর রাখছিলাম আমরা, এই সময় ফার্নিচার বাহকদের ছদ্মবেশে নিচের একটা ফ্লোর থেকে চোরেরা ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওখানে আরও অনেক আর্টিফ্যাক্ট ছিল, সবগুলোর ইতিহাসই রহস্যময়।

ক্যাটালগ তৈরি করেছ?

সপ্তা শেষ হবার আগেই সেরে ফেলব। চুরি যাওয়া শ্লিট কর্মের যে তালিকা এফবিআই-এর কাছে আছে, সেই তালিকার ত্রিশ থেকে চল্লিশটা আইটেম আমার সাবজেক্টের আন্ডারগ্রাউন্ড কালেকশনে পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছি।

কি নাম তোমার সাবজেক্টের? এত গরম জিনিস সংগ্রহ করে!

BanglaBook.org

অ্যাডোলফাস রোমেল, শিকাগোর একজন স্ক্র্যাপ ডিলার।

রোমেল এর কথা বলছেন?

প্রশ্নই উঠে না, মাথা নেড়ে জানালেন গাসকিল। এরই মধ্যে আটক করা আর্ট অবজেক্টগুলো ফিরে পাবার জন্যে দেশের সেরা আইনবিদকে দিয়ে কেস করেছেন তিনি।

ফ্রান্সিস জানতে চাইলেন, কে চুরি করল, কোন সূত্র পেয়েছ?

খুব পরিস্কার কাজ, কোন সূত্র রেখে যায়নি। কোন ক্যালেন্ডার পাইনি, পেলে বলতে পারতাম কাজটা অবজারবারের।

বেঁচে থাকলে এখন তার বয়েস নব্বুইয়েরও বেশি হত।

ডিনার শেষে পানীয় পরিবেশন করল ওয়েটার। নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে গাসকিল বললেন, এমন হতে পারে না যে তার একটা ছেলে আছে, কিংবা একটা সংগঠন তৈরি করে রেখে গেছে, পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যে?

কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে চুরির পর কেউ ক্যালেন্ডার রেখে যায়নি।

হয়তো নাটকীয়তা বাদ দিয়েছে তারা, নতুন শাখা খুলে স্মাগলিং আর ফরজারি শুরু করেছে।

হতেও পারে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে গাসকিল বললেন, চুরিটা যেই করে থাকুক, কালো বাজারে সেটা চড়া দামে বিক্রি করবে বলে করেনি। মমির আবরণ গোল্ডেন বডি স্যুটটা নিয়ে রিসার্চ করেছি আমি। জানা গেছে, স্যুটটার গায়ে খোদাই করা হয় হিরোগ্লিফস আছে বিপুল ট্রেজার নিয়ে একটা ইনকা ভেলার বহন দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় বের হয়, তারই কাহিনী বলা হয়েছে ওই নকশায়। সঙ্গে একটা বিশাল সোনার চেইনও ছিল। আমার ধারণা চোরেরা ওটা নিয়ে গেছে ওই ট্রেজার খুঁজে বের করার জন্যে।

স্যুটটায় বলা হয়েছে শেষ পর্যন্ত কি গতি হয়ে ট্রেজারের?

কিংবদন্তী হলো ইংল্যান্ড সীর একটা দ্বীপে পুঁতে রাখা হয়েছে।

তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও? জানতে চাইলেন নক্সা।

স্যুটটার ওই খোদাই করা নকশা অনুবাদ করতে হবে। স্পেন থেকে চুরি হবার আগে ওটার ফটো তোলা হয়েছিল, তাতে দেখা যায় পিকটরিয়াল গ্রাফিক সিস্টেমের আভাস স্পষ্ট। গ্লিফস ডিকোড করার জন্যে ওদের একজন এক্সপার্ট দরকার হবে। এ ধরনের কাজ করতে পারে এমনি লোকের সংখ্যা খুব কম।

তার মানে এখন তুমি...।

এ ধরনের দক্ষ এক্সপার্ট আছে মাত্র চার কি পাঁচজন। তাদের মধ্যে দুজন হলো স্বামী-স্ত্রী, একটা টিম হিসেবে কাজ করেন, নাম মিকি মূর আর হেনরি মূর। ওঁরাই সেরা।

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে হোমওয়ার্ক ভালই করেছ। ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল হাসছেন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাসকিল বললেন, চোরের লোভ ছাড়া আর কোন সূত্র নেই আমার কাছে।

ব্যুরোর সাহায্য দরকার হলে আমাকে শুধু একটা খবর দিয়ো, বললেন ফ্রান্সিস।

ধন্যবাদ। একটা চুরুট ধরালেন গাসকিল।

BanglaBook.org

২২.

লিমা এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ থামতে হলো ওদেরকে ডিপ ফ্যাদম থেকে ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে এল ইউ. এস. দূতাবাসের একট হেলিকপ্টার।

সেটা নিয়ে একটা কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ল ওরা, যাবে ইকয়েডরের রাজধানী কুইটো। রাত দুটোয় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে ল্যান্ড করল ওরা। গেট থেকে বেরিয়ে আসতেই ন্যাশনাল অয়েল করপোরেশনের একজন প্রতিনিধি অভ্যর্থনা জানাল ওদের। করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আগেই একটা হেলিকপ্টারের কথা বলে রেখেছিলেন রুডি,তাঁর প্রতিনিধি ওদেরকে লাগেজ আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে পিছু পিছু এল একটা ভ্যান। গাড়ি দুটো থামল পুরোদস্তুর সার্ভিস করা একটা ম্যাকডোনেল ডগলাস এপ্লারার হেলিকপ্টারের পাশে। গাড়ি থেকে নেমে সেটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন রুডি। দেখে কি মনে হচ্ছে, মি. পিট? জিজ্ঞেস করলেন তিনি। হেলিকপ্টার সম্পর্কে ভাল বুঝি না আমি।

আমাদের দিনে একটাই সেরা রোটরক্রাফট, জবাব দিল পিট। দুশো পঁচাত্তর মিলিয়ন ডলার দাম। আকাশ থেকে সার্চ সার্ভে করার জন্যে এরচেয়ে ভাল বাহন আর হয় না।

বে অব কারাকুয়েজ কতদূরে? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

দুশো দশ কিলোমিটারের মতো। এই মেশিনে চড়ে পৌঁছুতে একঘণ্টাও লাগবে না।

নিশ্চয়ই আপনি এই দুর্যোগের মধ্যে রওনা হতে চাইবেন না? মাথার ওপর খবরের কাগজ ধরে বৃষ্টি ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন রুডি।

না, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।

ইতিমধ্যে বনের লোকজন ওদের লাগেজ ও ইকুইপমেন্ট হেলিকাপ্টারে তুলতে শুরু করেছে। কাজটা শেষ হতে রুডি আর অ্যাল দুটো প্যাসেঞ্জার সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পিট বসল পাইলটের সীটে, মাথার ওপর ছোট ল্যাম্প জ্বলছে। ইয়েজার ও জুলিয়েনের কাছে পাওয়া তথ্যগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে আরেকবার। এত বেশি উত্তেজিতও, ক্লান্তি বোধ করছে না। চারশো বছরের পুরানো একটা জাহাজকে ডাঙা থেকে খুঁজে বের করার ধারণাটা ওর

BanglaBook.org

কাছে ভীষণ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে তার ওপর আছে ড্রেক কুইপু। ওটা যদি পাওয়া যায় তাহলে দশ বা বিশ হাজার কোটি টাকা দামের হারিয়ে যাওয়া ট্রেজারের গোপন সূত্র হতে চলে আসবে। যার রক্তে হয়েছে অ্যাডভেঞ্জারের নেশা তার তো এই সম্ভাবনা দেখে উন্মাদ হয়ে ওঠার কথা। মনোবল বা আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে এ জন্যে যে উদ্ধার করা ট্রেজারের তিন ভাগের একভাগ পাবে আমেরিকা।

না, পিট লোভে আক্রান্ত নয়। ব্যাপারটা ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ওরই মত একজন অ্যাডভেঞ্জারাস লোক, আরেক যুগের একটা রহস্য রেখে গেছে পরবর্তী কোন প্রজন্মের জন্যে। নিজেকে পিট ভাগ্যবান বলে ভাবছে, সেই রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব ও সুযোগ পেয়েছে বলে।

ও ভাবছে, ষোলোশো শতাব্দীর জাহাজে কোন ধরনের লোকজন চলাচল করত। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আর ধনী হবার সম্ভাবনা ছাড়া আর কি কারণে তিন কি চার বছর মেয়াদের অভিযানে সাগরে জাহাজ ভাসাত তারা? জাহাজগুলো হতো বর্তমান যুগের বিশাল আকৃতির দোতলা বাড়ির মত। কোন কোন সময় মাসের পর মাস ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখা যেত না। ভিটামিন সি-র অভাবে পড়ে যেত দাঁত, অপুষ্টির শিকার হয়ে বা অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত ক্রুরা। কোন কোন অভিযান শেষে দেখা যেত একা শুধু জাহাজের অফিসার বেঁচে আছেন, সাধারণ ক্রুদের চেয়ে তাঁর রেশন বেশি ছিল বলে। গোল্ডেন হাইন্ডে সব মিলিয়ে ক্রু ছিল আটাশিজন, মাত্র চাজনকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফেরেন ড্রেক।

কনসেপশনের ওপর মনোযোগ দিল পিট। ষোলোশো শতাব্দীর ট্রেজার গ্যালিয়ন কি রকম দেখতে হত বোঝাবার জন্যে জুলিয়েন কিছু ইলাসট্রেশন ও স্কেচ পাঠিয়েছে। পিট জানতে চায় গ্যালিয়নে কি পরিমাণ লোহা ছিল। জুলিয়েন নিশ্চিত হয়ে জানিয়েছে গ্যালিয়নে যে কামান দুটো ছিল সেগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি।

গ্যালিয়নে নোঙর ছিল চারটে। ওগুলোর বাকি সব লোহার তৈরি হলেও স্টক ছিল কাঠের তৈরি, আটকানো হত শণের তৈরি রশি দিয়ে, লোহার তৈরি চেইন দিয়ে নয়। যদি ধরে নেয়া হয় ঘটনার সময় দুটো নোঙর ফেলা ছিল পানিতে, টাইডাল ওয়েভের তোড়ে জাহাজ ডাঙায় ওঠার সময় ওগুলো সম্ভবত ছিঁড়ে গেছে। বাকি দুটো নোঙর বিধ্বস্ত জাহাজে এখন ও আছে কিনা, থাকলেও অক্ষত আছে কিনা আন্দাজ করা কঠিন।

এরপর গ্যালিয়ানে লোহার তৈরি আর কি থাকতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করল পিট। ওর ধারণা হলো, সব মিলিয়ে এক থেকে তিন

BanglaBook.org

টনের মত হবে। যথেষ্টই বলা যায়, পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর মিটার ওপর থেকে ম্যাগনেটোমিটার সহজেই ডটেক্ট করতে পাবে।

ভোর পাঁচটা তখন, পুব পাহাড়ের ওপর হালকা নীল আকাশ কমলা হয়ে উঠছে, হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে বে অব কারাকুয়েজের পানির ওপর চলে এল পিট। বে ত্যাগ করে খোলা সাগরের দিকে তাকালো ক্রুরা, হাত নাড়ল। উত্তরে হাত নাড়ল পিটও, উপকূলের দিকে যাচ্ছে ও। নিচে পানির রঙ গাঢ় নীল ছিল, ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠছে।

বের লম্বা বাহু দুটো বৃত্ত রচনা করে পরস্পরের দিকে এগিয়েছে, কাছাকাছি এসে থেমে গেছে চোন নদীর মুখে। কো-পাইলটের সীটে অ্যাল, ডান দিকে হাত লম্বা করে খুদে একটা শহর দেখাল- সরু সরু তিন বা চার একরের চেয়ে বড় নয় কোনটাই, সাদা চুনকাম করা পাকা বাড়ির পাশেই খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট একচালা, ভেতরে দুচারটে ছাগল বা গরু। নদীর উজান ধরে দুই কিলোমিটার এগোল পিট, পানিতে কচুরি ফেনা দেখতে পেল। এখান থেকে হঠাৎ শুরু হয়েছে গভীর ঘন রেইন ফরেস্ট, যতদূর দৃষ্টি চলে দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মত বিস্তৃত পুবদিকে। নদীটা ছাড়া গাছপালার নিচে কোন ফাঁক নেই।

'আমরা যে গ্রিড ধরে সার্চ করব তার নিচের অংশে পৌছুতে যাচ্ছি, ঘাড় ফিরিয়ে রুডির দিকে তাকিয়ে বলল পিট।'

ম্যাগনেটোমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন রুডি। দুমিনিট চক্কর দিন, সিস্টেমটা সেট করে নিই, জবাব দিলেন গান। অ্যাল, টো বার্ডটা ফেলবেন, প্লীজ?

সীট ছেড়ে কেবিনের পিছন দিকে চলে গেল অ্যাল।

স্টার্টিং পয়েন্টে চলে যাচ্ছি আমি, বলল পিট। আপনি রেডি না হওয়া পর্যন্ত ঝুলে থাকব ওখানে।

সেনসর তুলর অ্যাল, জিনিসটা দেখতে এয়ার টু এয়ার মিসাইলের মত। কপ্টারের ফ্লোর হ্যাটের ভেতর দিয়ে ওটা নামিয়ে দিল সে, তারপর কেবল ছাড়ার জন্যে রীল ঘোরাতে শুরু করল। টো বার্ড ত্রিশ মিটার নেমে গেছে, জানাল সে।

হেলিকপ্টার ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, বললেন রুডিকুঠ। আরও বিশ মিটার নামাল।

নামল অ্যাল, জিজ্ঞেস করল, এবার হয়েছে?

গুড। ওখানেই থাকুক, ডিজিটাল আর অ্যানালগ রেকর্ডার সেট করে নিই আমি।

BanglaBook.org

ক্যামেরা আর ডাটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম?

ওগুলোও। একটু পর কো-পাইলটের সীটে ফিরে এল অ্যাল, জানালা দিয়ে অবিচ্ছিন্ন সবুজ কার্পেটের দিকে তাকাল, সাড়ে ছয়শো ফুট নিচে কোথাও ইঞ্চি মাটিও দেখা যাচ্ছে না। এখানে আমি মরে গেলেও কোনদিন ছুটি কাটাতে আসব না, বলল সে।

খুব কম লোকই আসতে চাইবে, বলল পিট। জুলিয়েন লোকাল হিস্টোরিকাল আর্কাইব চেক করে জেনেছে, লাকার চাষীরাও এই জঙ্গলে ঢোকে না। কাটহিলের জার্নালে বলা হয়েছে, প্রাচীন কবর থেকে ইকাদের মমি বের করে আনে টাইডালওয়েভ, ছড়িয়ে দেয় জঙ্গলের চারদিকে। স্থানীয় লোকেরা কুসংস্কার মুক্ত নয়, তারা বিশ্বাস করে পূর্ব পুরুষদের আত্মারূপ জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে আদি কবরের খোঁজে।

সার্চ শুরু করতে পারেন, রুডি বললেন। সবগুলো সিস্টেম চালু করে দিয়েছি। সার্চ প্যাটার্নটা কি হবে? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

থ্রী কিলোমিটার মার্ক থেকে শুরু করব আমরা, এগোব তীরের সঙ্গে সমান্ত রাল একটা রেখা ধরে, জবাব দিল পিট। তারপর উত্তর দক্ষিণে লেন তৈরি করব।

লেনের দৈর্ঘ্য? গ্রাফ পেপারের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাল, পেপারের ওপর চিহ্ন তৈরি করছে স্টাইস। তার ডিজিটাল রিডআউট উইন্ডোয় সংখ্যাগুলো তারার মত মিট মিট করছে।

দুই কিলোমিটার, স্পীড টোয়েনটি নটস। ইচ্ছে করলে স্পীড আরও বাড়াতে পারি, কিন্তু তাহলে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাব বলে আশা করছি সেটা গামা রিডিঙে ধরা নাও পড়তে পারে। ইতিমধ্যে সূর্য উঠে এসেছে, ছেঁড়া তুলোর মত কয়েক খণ্ড মেঘ ছাড়া আকাশ পরিষ্কার। ইন্সট্রুমেন্টের ওপর এবার চোখ বুলিয়ে নিল পিট, তারপর বলল, ঠিক আছে, এসো দেখি কনসেপশনকে পাওয়া যায় কিনা।

নিশছিদ্র বনভূমির ওপর দিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করছে হেলিকপ্টার। বাইরে প্রচণ্ড গরম, ভেতরে এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম থাকায় ওদেরকে গর্মাক্ত করছে না। কাজের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে সময়। দুপুর হয়ে গেল, এখনও কিছু পায়নি ওরা তবে তিনজনের কেউই হতাশ নয়। এ ধরনের কাজে ধৈর্য ধরতে হয়, জানে ওরা। অনেক সময় দেখা যায় যেখানে পাবার কথা নয় সেখানেই পাওয়া গেল জিনিসটা।

BanglaBook.org

কতটুকু কাবার করলাম? সার্চ শুরু হবার পর এই প্রথম কথা বললেন রুডি।

দুই কিলোমিটার, জবাব দিল পিট। ইয়েজার যে মূল টার্গেট এরিয়া চিহ্নিত করে দিয়েছে সেখানে সবেমাত্র ঢুকেছি।

তার মানে পনেরোশো আটাত্তর সালের তীররেখার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা তৈরি করে ষাট কিলোমিটার আরও কভার করতে হবে।

হ্যাঁ।

ফুয়েল যা আছে তাতে আর তিন ঘণ্টা চলবে, দুটো ফুয়েল গজে টোকা দিয়ে জানাল অ্যাল।

পকেট থেকে একটা বোর্ড বের করল পিট, বোর্ডের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা চার্ট। চার্টে পাঁচ সেকেন্ড চোখ বুলাল ও, বলল, বন্দরনগরী স্থানটা মাত্র পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূরে। এয়ারপোর্ট আছে, দুয়েল পেতে অসুবিধে হবে না।

আমার ক্ষিদে পেয়েছে, বললেন রুডি। শুধু তাঁর হাতই খালি কাজেই পরিবেশনের দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হলো। স্যান্ডউইচ আর কফি।

স্যান্ডউইচের ভেতর বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টিতে তাকাল অ্যাল।

এমন অদ্ভুত স্বাদের পনির জীবনে কখনও খাইনি।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। হেসে উঠল পিট। তেল কোম্পানীর হেলিকপ্টার ক্রুরা সাপ্লাই না দিলে উপোস থাকতে হত।

দু ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট লাগল আটাশটা লেন তৈরি করে পাঁচ কিলোমিটার কাভার করতে। এবার চিন্তাতেই পড়ল ওরা। বিশ্বাস করা কঠিন পাঁচশো সত্তর টন ওজনের একটা জাহাজকে কোন টাইডাল ওয়েভ ডাঙার ওপর দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার অর্থাৎ তিন মাইলের বেশি দূরে সরিয়ে আনতে পারে। মূল সার্চ এরিয়া থেকে সরে এসেছে ওরা, তবে সার্চ চলছে।

সেভেন কিলোমিটার মার্ক থেকে প্রথম লেন শুরু হতে যাচ্ছে, ওদেরকে জানাল পিট।

অনেকদূর হয়ে যায়, বিড়বিড় করল অ্যাল।

আমিও তাই বলি, তাকে সামর্থ করলেন রুডি। হয় আমরা দেখতে পাইনি, নয়তো আমাদের গ্রিডের দক্ষিণ ও উত্তর পেরিমিটারের বাইরে কোথাও আছে।

সপ্তম কিলোমিটার কভার করব আমরা, বলল পিট, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্টে।

রুডি বা অ্যাল তর্ক করল না, কারণ কোন লাভ নেই। ভাগ্য ভাল যে আবহাওয়া সহায়তা করছে আকাশ এখনও প্রায় মেঘমুক্ত, বাতাসের গতি পাঁচ

BanglaBook.org

নটের বেশি নয়। চারদিকের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে আবহাওয়াও। নিচে বনভূমি এমন নিভাজ যেন শ্যাওলা ঢাকা একটা সাগর। ওখানে কোন মানুষ বাস করে না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ রোদবিহীন দিনগুলো পেরিয়ে যায়। উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে ফুল ফোটে, পাতা ঝরে, ফল পাকে। গাছ বা ঝোপ-ঝাড়ের শাখা ভেদ করে রোদ খুব কম জায়গাতেই নিচে নামার সুযোগ পায়।

দেখুন! হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন রুডি।

নেভিগেশন কোঅর্ডিনেটস কপি করে সাড়া দিল পিট। আপনি কোন টার্গেট পেয়েছেন?

ইন্সট্রুমেন্টে সামান্য ঝাঁকি রেকর্ড হয়েছে, জানানো রুডিক্লফ। বড় ধরনের কিছু নয়, তবে অস্বাভাবিক।

আমরা কি পিছিয়ে যাব? জানতে চাইল অ্যাল।

মাথা নাড়ল পিট। লেনটা শেষ করি, তারপর পরবর্তী হেডিং-এ দেখি আরও জোরালো কিছু পাই কিনা।

লেন রচনার কাজ শেষ করল ওরা, তারপর একশো আশি ডিগ্রী বাঁক ঘুরে দুশো ছেচল্লিশ ফুট পুবে ফিরে এল। পিট ও অ্যাল চট করে নিচের বনভূমিতে একবার চোখ বুলানোর লোভ সামলাতে পারল না, আশা যদি গ্যালিয়ানের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। কিন্তু ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে নিচে দৃষ্টি গেলে তো!

কামিং অপজিট দা মার্ক, ওদেরকে সাবধান করল পিট। নাউ পাসিং।

হেলিকপ্টারের পিছনে ঝুলছে সেনিসর, রুডিক্লফের সাইট রিডিং ক্রস করার সময় সামান্য ইতস্তত করল। শুরু হয়েছে! চিৎকার করলেন তিনি। সংখ্যাগুলো বাড়ছে। চলে এসো সুন্দরী, গামা রিডিঙে ধরা দাও!

জানালার দিকে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল পিট ও অ্যাল। লম্বা গাছের ঝাঁকড়া মাথা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। এই বনভূমি যে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক জায়গা, কারও বলে দেয়ার দরকার নেই। প্রাণহীন ভীতিকর পরিবেশ।

আমরা কঠিন একটা টার্গেট পেয়েছি, রুডিক্লফ বললেন। বড় কিছু বা নিরেট নয়, ছড়ানো-ছিটানো রিডিং। ঠিক যেমন আশা করি আমরা-বিধ্বস্ত জাহাজটার চারপাশে টুকরো- টাকরা লোহা ছড়িয়ে আছে।

জিওর্দিনোর কাঁধে ঘুষি মারল পিট, হাসছে। আমি জানতাম!

বাপরে বাপ! জলোচ্ছ্বাস কাকে বলে, তীর থেকে একটা জাহাজকে সাত কিলোমিটার ভেতরে বয়ে আনল!

BanglaBook.org

পুব-পশ্চিমে কোর্স চাই, বললেন রুডি।

এবার নতুন একটা দিক থেকে টার্গেটের ওপর চলে আসছে ওরা। ওটা ক্রস করার সময় আগের চেয়ে জোরালো রিডিং পাওয়া গেল, স্থায়ীও হলো কয়েক সেকেন্ড বেশি।

এই জায়গাতেই আছে, আমার কোন সন্দেহ নেই, রুডি বললেন।

হ্যাঁ, এখানেই, সায় দিল অ্যাল।

কপ্টারটাকে শূন্যে দাঁড় করিয়ে ফেলল পিট।

স্টারবোর্ডের দিকে বিশ মিটার সরিয়ে আনুন... এবার ত্রিশ মিটার পিছনে... বেশি হয়ে গেছে, দশ মিটার সামনে বাড়ুন। হয়েছে, থামুন। এখন একটা পাথর ছেড়ে দিলে সরাসরি জাহাজটার ওপরে পড়বে।

ছোট একটি ক্যানিস্টার-এর রিঙ ধরে টান দিল অ্যাল; নিজের দিকের জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল সেটা। পাতার ফাঁক গলে হারিয়ে গেল ক্যানিস্টার। কয়েক সেকেন্ড পর কমা রঙের ধোঁয়া দেখা গেল গাছপালার মাথায়। একশ মার্ক স্পটেড, সহাস্যে বলল সে। কিন্তু ওই জায়গায় পৌঁছবার জন্যে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে আমি রাজি নই।

কেউ তোমাকে সাত কিলোমিটার হাঁটতে বলছে না, জবাব দিল পিট।

না হেঁটে কিভাবে ওখানে পৌঁছুতে চাও শুনি? ভুরু কুঁচকে পিটের দিকে তাকাল অ্যাল।

হেলিকপ্টারে উইঞ্চ আছে। তোমরা আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে পারো।

ঘন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল অ্যাল। গাছের সঙ্গে ঝুলে থাকবে তুমি, পরে আর টেনে তুলতে পারব না।

ভয় নেই, ইকুইপমেন্টের সঙ্গে একটা মাশেটিও আছে। হারনেসের সঙ্গে ঝুলে থাকব, গাছের ডালপালা কেটে নিচে নামার পথ করে নেব।

সম্ভব নয়, বলল অ্যাল, গলায় সামান্য উদ্বেগ। তোমাকে টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করতে দিলে মানটা এয়ারপোর্টে পৌঁছুনোর মত ফুয়েল থাকবে না।

টারজান কাউকে অপেক্ষা করতে বলেনি। আমি নিচে নামার পর মানটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও তোমরা। ফুয়েল নিয়ে ফিরে এসো আবার।

জাহাজটা পাবার জন্যে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হতে পারে তোমাকে আকাশ থেকে নিচের কিছু দেখা যায় না। ঠিক কোথায় হারনেস নামাতে হবে জানব কিভাবে?

দুটো স্মোক ক্যানিস্টার নেব সঙ্গে, তোমাদের ফিরে আসার আওয়াজ পেলে ফাটিয়ে দেব ওগুলো।

BanglaBook.org

কেউ তোমার সঙ্গে তর্কে পারবে না! হাল ছেড়ে দিল অ্যাল।

জানোই তো।

দশ মিনিটের মধ্যে সেফটি হারনেরস পরে নিল পিট, কেবলের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো সেটা, কেবলের অপরপ্রান্তটা রয়েছে উইঞ্চে, উইঞ্চেটা কেবিনের ছাদে। গাছপালার ঠিক মাথার ওপর হেলিকপ্টারকে স্থির করে রাখল অ্যাল, উইঞ্চের কন্ট্রোল অপারেট করছেন রুডি।

এক বোতল শ্যাম্পেন আনতে ভুলো না, তাহলে উৎসবের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে চিৎকার করে বলল পিট। দরজার বাইরে শূন্যে ঝুলে থাকল ও।

রোটরের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল রুডিক্লফের ভারি গলা, দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব আমরা। একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, নিচে নামতে শুরু করল পিট। একটু পরই গভীর বনভূমি গ্রাস করে নিল ওকে, যেন সবুজ একটা সাগরে ডুব দিয়েছে ও।

BanglaBook.org

২৩.

সেফটি হারনেসের সঙ্গে ঝুলে আছে পিট, ডান হাতে মাশেটি, অপর হাতে পোর্টেবল রেডিও। সঠিক বলতে পারে না মাটি থেকে কত ওপরে রয়েছে, তবে বন ভূমির চাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত দূরত্ব আন্দজ করছি একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট ফুটের মধ্যে।

আকাশ থেকে দেখে মনে হবে সংগ্রামরত উদ্ভিদ ও লতাপাতার বিশৃঙ্খল সমষ্টি এই রেইন ফরেস্ট। উঁচু গাছগুলোর কাণ্ড ঢাল পড়ে আছে অসংখ্য ছোট উদ্ভিদের শরু স্তরে, প্রত্যেকে রোদের ভাগ পাবার জন্যে ব্যাকুল। সূর্যের কাছাকাছি শাখা ও পাতাগুলো রোটরের বাতাসে নাচানাচি করছে, অশান্ত সাগরের মত লাগছে দৃশ্যটা।

সবুজ আবরণ ভেদ করে নিচে নামার সময় চোখের সামনে একটা হাত তুলে রাখল পিট, উঁচু একটা মেহগনি গাছের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে ঘষা খেলো। থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে শাখাগুলোয়। মোটা শাখা গুলোকে এড়াবার জন্যে পা দুটোকে ব্যবহার করল যখন যেমন দরকার, ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। জমিন এখন ও দৃষ্টিসীমার বাইরে, তবে নিচ থেকে উঠে আসা ক্ষীণ বাষ্প চোখে পড়ল। প্রচণ্ড গরমে ভাপ উঠছে মাটি থেকে। হেলিকপ্টারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পর দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে। দুই উরুর মাঝখানে উঠে আসছে একটা ডাল, ব্যস্তভাবে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করল, গাছটার আরেক দিক থেকে কিচ কিচ শব্দ করে উঠল একজোড়া স্পাইডার বানর।

কিছু বললেন? রেডিওতে রুডির গলা শোনা গেল।

একজোড়া বানরের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি, জবাব দিল পিট।

নামাবার গতি আরও কমাব?

না, ঠিক আছে। গাছপালার ওপরের স্তরটা পেরিয়ে এসছি। বিশ্বাস করুন, আমি যেন চির সবুজ একটা জগতে রয়েছি।

BanglaBook.org

এদিক ওদিক সরতে চাইলে চিৎকার কোরো, ককপিটের রেডিও থেকে বলল অ্যাল।

এখনকার পজিশন ঠিক আছে, নাড়াচড়া করলে গাছের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে কেবল।

নিশছিদ্র শাখা-প্রশাখার আরেকটা স্তরে নেমে এল পিট, মাশেটি দিয়ে ডালপালা কেটে টানেল তৈরি করে নামছে, নামার গতি রুডিক্লফকে কমাতে বলেনি। এমন একটা জগতে প্রবেশ করছে, যেকানো কদাচ কেউ প্রবেশ করে বিপদ ও সৌন্দর্যে ভরা একটা জগৎ।

অসম্ভব চওড়া লতানো উদ্ভিদ উচু গাছ বেয়ে সোজা উঠে এসেছে ওপরে, রোদ পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে। কোন কোন গাছ অবলম্বনকে আঙটা দিয়ে আটকে নিয়েছে বা সরু ডাল দিয়ে আলিঙ্গন করে আছে, আবার কোন কোনটা মোটা অবলম্বনের পুরো শরীর পেঁচিয়ে উঠে এসেছে। গাছগুলোর গায়ে পুরু শ্যাওলা জমেছে। অসংখ্য অর্কিড দল বেঁধে বৃত্ত রচনা করেছে, আকাশ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

জমিন দেখতে পাচ্ছেন? জানতে চাইলেন রুডিক্লফ।

না। ছোট একটা গাছকে পাশ কাটাতে হবে, পাম গাছের মত দেখতে, বুনো পীচ-এর মত ফল ঝুলে আছে ওটাকে পাম কাটাবার পর ঝুলন্ত ঝুরি পড়বে সামনে।

ওগুলোকে সম্ভবত লায়ানা বলে।

বোটানি আমার প্রিয় সাবজেক্ট ছিল না।

ওগুলোর একটা ধরে টারজান বনে যান, রুডি পরামর্শ দিলেন, পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টায়।

জেনকে দেখতে পেলে ঝুঁকিটা নিতে পারতাম...।

পিট হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় রুডি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কি হলো? পিট, আপনি ঠিক আছেন তো?

ফিসফিস করছে পিট, কোন রকমে শোনা গেল, মোটা একটা ঝুরি মনে করে ধরেই ফেলেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওটা একটা সাপ-ড্রেন পাইপের মত মোটা, কুমীরের মত মুখ।

রঙ?

কালো, গায়ে হলদের খয়েরি ফোঁটা আছে।

ওটা একটা বোয়া কনস্ট্রিকটর, ব্যাখ্যা করলেন রুডি। আপনাকে কষে আলিঙ্গন করতে পারে, তবে বিষ নেই ওর। আমার পক্ষ থেকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করুন।

BanglaBook.org

আমার আর কাজ নেই, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল পিট। এদিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখুক না, ম্যাডাম দা-র পড়তে হবে ব্যাটাকে।

কার সামনে?

আমার মাশোটির।

আর কি দেখতে পাচ্ছেন বলুন দেখি।

অদ্ভুত সুন্দর কয়েকটা প্রজাপতি, কিছু পোকামাকড়, দেখে মনে হচ্ছে ভিন্ন কোন গ্রহের বাসিন্দা। আর একটা তোতাপাখি, এত লাজুক যে আমি তাকালেই পিচিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের গাছে এত বড় আকৃতির দুল, না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার মাথার মত বড় এক একটা ভায়োলেট।

ডালপালা কেটে পথ করে নিচ্ছে পিট, কথা বার্তা থেমে গেল। ওকে ঘামতে দেখে মনে হতে পারে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাঠের শেষ রাউন্ডে লড়ছে একজন বক্সার। শিশিরে ভিজে থাকা ডাল ও পাতায় ঘষা লাগায় ওর কাপড়-চোপড়ও স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে। মাশেটি তুলল ও, একটা লতায় সাজানো সারি সারি ধারালি কাঁটা লেগে ছিড়ে গেল শার্টের আস্তিন, ভেতরের চামড়া এমন নিপুণভাবে চিরে দিল যেন ক্ষুরের ডগা ব্যবহার করা হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে ক্ষতটা গভীর হয়নি বা ব্যথা করছে না। উইঞ্চ থামান, পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে বলল ও নেমে এসেছি।

গ্যালিয়নের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

জবাব দিতে দেরি করছে পিট। বগলের তলায় মাশেটি রেখে পুরো এক পাক ঘুরল ও, চারপাশে চোখ বুলানোর ফাঁকে সেফটি হারনেস খুলে ফেলল। দেখে মনে হলো পাতার তৈরি একটা সাগরের তলায় রয়েছে ও। আলো প্রায় নেই বললেই চলে, ফলে পরিবেশটা ভৌতিক লাগছে তবে পিটের জন্যে আনন্দ ও বিস্ময়ের ব্যাপার। জমিনের কাছাকাছি, বনভূমি হাঁটাচলার অযোগ্য নয়। ঝরা পাতা ও ভাঙা কিছু ডালপালা ছাড়া মাটিতে কোন ঝোপ-ঝাড় নেই। রোদবিহীন জমিনে দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সব উদ্ভিদ মাটি কামড়ে থাকে সেগুলোর উপস্থিতি কেন এত কম। এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যার সঙ্গে কোন জাহাজের খোল মেলে, রেডিওতে বলল ও। না কোন কীল, না কোন বীম...।

তার মানে ফলস অ্যালার্ম? জিজ্ঞেস করলেন রুডি। ন্যাটারাল কোন আয়রন ডিপোজিট এর সঙ্কেত দিয়েছে ম্যাগনেটোমিটার?

না, জবাব দিল পিট, নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে, তা নয়। কিছু বলতে চাইছেন আপনি?

BanglaBook.org

জায়গাটা ছত্রাক, পোকামাকড় আর ব্যাকটেরিয়ার আস্তানা। জাহাজের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলেছে ওরা। চারশো বছর সময় পেয়েছে, কাজেই অবাক হবার কোন কারণ নেই।

চুপ করে থাকলেন রুডি, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কয়েক সেকেন্ড পর বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করলেন তিনি। ও মাই গড, তার মানে আপনি ওটা পেয়েছেন! আপনি আসলে গ্যালিয়নটার ওপরই দাঁড়িয়ে আছেন।

ঠিক মাঝখানে।

তুমি বলছ খোল বলে কিছু নেই? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

যেটুকু অবশিষ্ট আছে, শ্যাওলা আর হিউমাসে ঢাকা। তবে কিছু কিছু সিরামিক পট, ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা কামানের গোলা, একটাপ নোঙর আর ব্যালাস্ট পাথরের একটা ছোট স্তূপ দেখতে পাচ্ছি। প্রাচীন এক ক্যাম্পসাইট কল্পনা করো, মাঝখানে মাথা তুলেছে গাছপালা।

আমরা কি আশ পাশে থাকব? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

না, মনটায় চলে যাও। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত জেড বক্স খুঁজি আমি।

তোমার কিছু দরকার?

না।

ফিরে আসার আওয়াজ পেলে ক্যানিস্টার ফাটিয়ে দিয়ো, কেমন?

বলল অ্যাল। দু ঘণ্টা পর দেখা হবে।

অন্য কোন পরিস্থিতিতে হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনলে মনে একটা অস্বস্তি জাগত, নির্জন রেইন ফরেস্টে একা থাকায় ভয় ভয়ও করত। এই মুহূর্তে ভয় বা অস্বস্তি স্পর্শ করছে না পিটকে, কারণ জানে এখান থেকে খুব কাছে কোথাও প্রাচীন আবর্জনার ভেতর বিপুল ঐশ্বর্যের চাবি লুকিয়ে আছে। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে এখানে সেখানে মাটি কোপাতে শুরু করবে, সেরকম পাগল নয়। ধীর পায়ে হাঁটাহাটি শুরু করল, কনসেপশনের ছড়িয়ে থাকা জিনিস-পত্রের মাঝখানে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিজের অবস্থানটা দেখে নিচ্ছে।

আবর্জনার ভাঙাচোরা স্তূপ দেখে কনসেপশনের আদি আকৃতি সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাচ্ছে ও।

নরম মাটির ওপর বেরিয়ে আছে শ্যাফট আর নোঙরের খানিকটা অংশ, সম্প্রতি ঝরে পড়া পাতায় ঢাকা। দৃশ্যটা থেকে আন্দাজ করা যায় বো কোথায়

BanglaBook.org

রয়েছে। পিট ধারণা করল, সেইলিং মাস্টার টমাস কাটহিল জেড বক্সটা কার্গো হোল্ডে রাখবেন না। ড্রেক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রানীকে উপহার দিতে হবে ওটা তার মানে নিজের কাছাকাছি কোথাও রেখেছিলেন কাটহিল, স্টার্নের দিকে বড় কেবিনটায়, যেটা ক্যাপ্টেনের দখলে ছিল।

আবর্জনার ভেতর দিয়ে হাঁটাচলা করার সময় মাঝে মধ্যে থেমে মাশেটি দিয়ে কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার করছে পিট। ক্রুদের জিনিস-পত্র পাচ্ছে, তবে কোন হাড় নেই। চামড়ার জুতো, হাড়ের তৈরি ছুরির হাতল পেল; চুরির ফলায় মরছে ধরেছে। সিরামিক পাত্র পেল বেশ ক'টা, লোহার তৈরি একটা পাতিল। একটা আশঙ্কা জাগল ওর মনে, কনসেপশনের ধ্বংসাবশেষ এর আগেই দেখে ফেলেছে কেউ, লুঠ করে নিয়ে গেছে বহু জিনিস। শার্টের ভেতর থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল ও, ভেতর থেকে বেরুল ট্রেজার গ্যালিয়নের সম্ভাব্য স্কেচ। প্ল্যানটাকে গাইড হিসেবে ধরে, সাবধানে পা ফেলে জায়গাটা মাপল। যখন মনে হলো হোল্ড-এর কাছে চলে এসেছে, থামল। এখানেই মূল্যবান কার্গো জমা রাখা হয়।

জায়গাটা পরিষ্কার করতে শুরু করল পিট। মাটি এখানে মিশ্র সাগরের মত। স্তরটা মাত্র চার ইঞ্চি পুরু। হাত দিয়ে পচা পাতা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা সুন্দর পাথুরে মাথা ও বিভিন্ন সাইজের পশু মূর্তি। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, ট্রেজার গ্যালিয়নে কারও হাত পড়েনি।

গাছের একটা পচা ডাল সরাতে আরও কিছু মূর্তি পাওয়া গেল, তার মধ্যে তিনটের আকৃতি পুরোপুরি মানুষের মতো। অল্প আলোর ভেতর মনে হলো কবর থেকে উঠে আসছে লাশ। মাটির কিছু পাত্র চারশো বছরেও ভাঙেনি বা ক্ষয় হয়নি এতটুকু। তবে আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল। গ্যালিয়নে প্রচুর কাপড় চোপড় ছিল, পচে সব কালো হয়ে গেছে।

ব্যস্তভাবে আরও গভীর করছে পিট গর্তটা, খেয়াল নেই আঙুলের নখ ওঠে আসছে। কিছু জেড পাথর পেল ও, কঠিন পরিশ্রমে সুন্দর সুন্দর আকৃতি দেয়া হয়েছে। তারপর সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি হয়ে উঠল, গোনা সম্ভব নয়। ওগুলোর সঙ্গে মিশে রয়েছে মুক্তা ও নীলকান্তমণি দিয়ে তৈরি মোজাইক। থামল পিট, বহু দিনে মুখের ঘাম মুছল। সন্দেহ নেই এসব প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট ইকুয়েডর সরকার নিজেদের বলে দাবি করবে, কারণ এগুলো পাওয়া গেছে তাদের দেশের মাটিতে। আর পেরু সরকারের যুক্তি হবে জিনিসগুলো তাদের সম্পত্তি।

হাতঘড়ি দেখল পিট। জমিনে পা ফেলার পর একঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সিদে হলো, আবার মাপা পা ফেলে কিছুটা দূরে সরে থামল।

BanglaBook.org

গ্যালিয়নের পিছন দিকে, একটা ঠিক যেখানে ক্যাপ্টেনের কেবিন থাকার কথা আবর্জনার একটা স্তূপে মরা গাছ পালা জমে আছে, ঘন ঘন মাশেটি চালিয়ে কাটতে শুরু করল। হঠাৎ নিরেট ধাতবে লেগে ঝন করে একটা শব্দ হলো। পা দিয়ে পাতাগুলো একপাশে সরাতে দেখতে পেল জাহাজের দুটো কামানের একটা পেয়ে গেছে ও। ব্রোঞ্জের তৈরি ব্যারেলের ওপর সবুজ কষ জমেছে, মাজলটা ভরাট হয়ে আছে মাটিতে।

সারাক্ষণ ভেজা ভেজা হয়ে থাকছে শরীর, কারণটা ঘাম, নাকি জমি থেকে উঠে আসা বাষ্প বলতে পারবে না পিট। অরক্ষিত মাথা ও মুখের চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক পোকা উড়ছে। খসে পড়া লতায় বার বার জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের গোড়ালি। পিচ্ছিল শ্যাওলায় পা হড়কে দু'তিনবার পড়েও গেল। সারা শরীরে মাটি আর কাদার প্রলেপ লেগে আছে, পচা পাতাও সেঁটে আছে হাত-পায়ে। উত্তপ্ত পরিবেশ শুষে নিচ্ছে ওর শক্তি, নরম পাতার বিছানায় কাত হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেয়ার প্রবল ইচ্ছাটাকে দমন করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেও।

হঠাৎ আঁতকে উঠল পিট, দেখল ব্যালাস্ট পাথরের স্তূপ টপকে এগিয়ে আসছে একটা বুশমাস্টার। অ্যামেরিকায় বুশমাস্টারই সবচেয়ে বড় সাপ। এটা দশ ফুট লম্বা হবে, ফ্যাকাসে লাল রঙ, তার ওপর হীরক আকৃতির গাঢ় দাগ। সাবধানে, ধীরে ধীরে, সরে এল ও, কড়া দৃষ্টি রাখল ওটার ওপর।

সাপটা চলে যেতে আবার কাজে মন দিল পিট। লূপের মত দেখতে একজোড়া সকেট আর পিটটল পেল ও মরচে ধরা, এককালে রাডার ঘোরাবার কাজ করত। কিছু ভাঙা কাঁচ পেয়ে পরীক্ষা করল, মরচনের পাঠানো ছবি দেখে আন্দাজ করল স্টার্ন এর রানিং লাইটের অংশ এগুলো। রাহার ফিটিংস ল্যাম্পের অংশ পাওয়ায় বোঝা গেল যেখানে ক্যাপ্টেন কেবিন ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

আরও চল্লিশ মিনিট খোঁজাখুঁজি করতে একটা কালির দোয়াত, হাতকল ছাড়া দুটো পানপাত্র ও কয়েকটা ষ্যামট পেল পিট। বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ও। পাতার একটা স্তূপ সরাতে সবুজ একটা চোখ দেখতে পেল, গাঢ় মাটির তলা থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ট্রাউজারের হাত মুছে পকেট থেকে রুমাল বের করল, হালকা স্পর্শে পরিষ্কার করল চোখের চার পাশ। স্পষ্ট হয়ে উঠল মানুষের একটা মুখ, নিরেট জেড পাথর দিয়ে তৈরি করা। দম আটকাল পিট।

উত্তেজনা চেপে রেখে মুখটা চারপাশে ছোট চারটে ট্রেঞ্জ খুঁড়লও। ওগুলো সমান্য গভীর করতেই বোঝা গেল মুখটা আসলে একটা বাক্সির ঢাকনি, আকারে মাঝারি একটা ডিকশনারীর সমান। আরও মাটি সরিয়ে বাক্সটা বের করে দু পায়ের মাঝখানে রাখল ও।

BanglaBook.org

প্রায় দশ মিনিট নড়ল না পিট, প্রবল উত্তেজনায় অবশ হয়ে আছে শরীর, ভয় পাচ্ছে ঢাকনা খোলার পর ভেতরে কিছুই দেখতে পাবে না। অবশেষে নড়ল ও, পকেট থেকে ছোট একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করল। সবচেয়ে সরু ফলাটা বেছে নিয়ে ঢাকনিটা খোলার চেষ্টা করছে।

বাক্সটা এমন আঁটসাটভাবে বন্ধ করা, ছুরির ফলা বার বার ঢাকনির চার ধারে সরাতে হলো ওকে, প্রতিবার একটু করে তুলতে পারছে ঢাকনি। দুবার চোখ থেকে ঘাম মোছার জন্যে থামতে হলো। তারপর খুলে গেল ঢাকনি। নাক-মুখ কুঁচকে ঢাকনিটা সরিয়ে ভেতরে তাকাল পিট।

বাক্সের ভেতরটা সুরু সরু কাঠের ফলি দিয়ে তৈরি। ভেতরে পড়ে রয়েছে ভাঁজ করা সুতোর ছোট একটা স্তূপ, বিভিন্ন রঙে রাঙানো। অনেকগুলো গিঁটও দেখতে পেল পিট। সুতোর কিছু কিছু অংশ রঙ হারিয়ে ম্লান হয়ে গেছে, তবে কোথায় কি রঙ ছিল তা এখনও বোঝা যায়। সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে, কোথাও একটু ছেঁড়েনি এত বছর পরও কিভাবে জিনিসটা এমন অক্ষত থাকলে? খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে পিট আবিষ্কার করল সুতোটা তুলো বা উল দিয়ে নয়, তৈরি করা হয়েছে মিশ্র ধাতুর পাকানো তার দিয়ে। দ্যাটস ইট! আটকে রাখা দম ছেড়ে ফিস ফিস করল পিট। ড্রেক সুইপ!

BanglaBook.org

২৪.

ছোট একটা ভ্যান, গায়ে বিখ্যাত এক এক্সপ্রেস প্যাসিজে কোম্পানীর নাম লেখা, র‍্যাম্প বেয়ে ওঠে এসে থামল বড়সড় একটা একতলা কংক্রিট বিল্ডিঙের দরজায়। গোটা একটা মহল্লা জুড়ে কাঠামোটার বিস্তার, টেক্সাস রাজ্যের গলভেস্টানের কাছে প্রকাণ্ড এক ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্স। ছাদে বা পাটিলে কোম্পানীর কোন সাইন বোর্ড নেই। ভেতরে যে মানুষ আছে বা কাজকর্ম হয় তার একমাত্র প্রমাণ দরজার ওপর পিতলের ছোট একটা প্লেট, তাতে লেখা বোগান স্টোরেজ কোম্পানি।

ভ্যান থেকে নামল না ড্রাইভার, রিমোট কন্ট্রোল বক্সের কয়েকটা বোতামে চাপ দিলে সিকিউরিটি অ্যালার্ম নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, ওপরে উঠে গেল বিরাট দরজা। ভেতরে প্রশস্ত একটা স্টোরহাউস দেখা গেল। মেঝে থেকে রিলিং পর্যন্ত অসংখ্য র‍্যাক, প্রতিটি র‍্যাক ফার্নিচার ও সাধারণ গৃহস্থালি জিনিস পত্রে ঠাসা। বিশাল কংক্রিটের মেয়েতে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কর্মচারীর কাজ সেরে বাড়ি ফিরে গেছে দেখে স্বস্তিবোধ করল ড্রাইভার, ভ্যান নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, অপেক্ষা করল দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। এরপর ভ্যানটাকে একটা প্ল্যাটফর্ম স্কিলে তুলল, সেটা এত বড় যে আঠারো চাকার ট্রাক বা ট্রেইলরও উঠতে পারবে।

ভ্যান থেকে নেমে ছোট একটা উন্সট্রুমেন্ট প্যানেরলের সামনে হেঁটে এল সে, চাপ দিল একটা বোতামে থর থর করে কেঁপে উঠল প্ল্যাটফর্ম, তারপর তলিয়ে যেতে শুরু করল মেঝের নিচে, পরিণত হলো প্রকাণ্ড এক ফ্রেইট এলিভেটরে। এক সময় বেসমেন্টের মেঝেতে এসে থামল এলিভেটর, ভ্যান নিয়ে সাবধানে একটা টানেলে ঢুকল ড্রাইভার, তার পিছন দিকে আপনা থেকেই ওপরের স্টোরেজ ফ্লোরে ফিরে যাচ্ছে এলিভেটর।

টানেলটা প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা, আরো বিশাল ওয়্যার হাউসের মেইন ফ্লোরের অনেক নিচে এসে শেষ হয়েছে। এই দ্বিতীয় ওয়্যারহাউসের গোপন আস্তানা থেকে জোলার পরিবার তাদের ক্রিমিনাল অপারেশন পরিচালনা করে। ওদের সমস্ত আইনসঙ্গত বা বৈধ ব্যবসা চলে ওপরতলার মেইন ফ্লোরে।

BanglaBook.org

বৈধ ব্যবসার নিয়মিত কর্মচারীরা একটা কাচের তৈরি দরজা দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে ঢোকে। গোটা বিল্ডিঙের একদিকের পুরোটা দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত একটা প্রশস্ত ফ্লোরে সাজানো রয়েছে হাজার হাজার পেইন্টিং, ভাস্কর্য ও বিভিন্ন ধরনের বিপুল অ্যান্টিকস। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এগুলোর কোনটাই নকল নয়, কেনা হয়েছে খোলা বাজার থেকে আইনসম্মতভাবে। বিল্ডিঙের পিছনে রয়েছে প্রিজারভেশন ডিপার্টমেন্ট, ওখানে একদল কক্ষ কারিগর নষ্ট শিল্পকর্ম ও প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট মেরামত করে আদি চেহারা ফিরিয়ে আনে। জোলার ইন্টারন্যাশনালের কোন কর্মচারী, এমনকি যারা এখানে গত বিশ বছর ধরে চাকরি করছে, ঘুনাক্ষরেও টের পায় না যে তাদের ঠিক পায়ের নিচেই গোপনে ও বেআইনী ব্যবসা চলছে।

টানেল থেকে গোপন সাব বেসমেন্টে ঢুকল ড্রাইভার। ছেষট্টি ফুট ওপরে মেইন সারফেস ফ্লোর যতটুকু চওড়া, এই সাব বেসমেন্টের ফ্লোর তার চেয়েও বেশি চওড়া। জায়গাটার দুই তৃতীয়াংশে চুরি করা ও বেআইনীভাবে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্ট রাখা হয়, এক সময় যেগুলো বিক্রি করা হবে। বাকি জায়গা জোলার পরিবারে ফরজারি ও ফ্যাব্রিকেমেন প্রোগ্রামের জন্যে নির্ধারিত। এই গোপন সাব-বেসমেন্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে শুধু জোলার পরিবারের নিকটতম সদস্যরাই জানে সাব-বেসমেন্ট তৈরি করার জন্যে রাশিয়া থেকে শ্রমিক ও মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, কাজ শেষ হবার পর তাদেরকে আবার রাশিয়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ফলে পরিবারের বাইরের কোন লোক এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না।

ভ্যান থেকে নেমে পিছন দিকে চলে এল ড্রাইভার, ভেতরে থেকে লম্বা একটা মেটাল সিলিন্ডার টেনে নামাল। সিলিন্ডারটা একটা কার্ট এর সঙ্গে জোড়া লাগানো, টান দিলে কার্ট এর চাকাগুলো মুক্ত হয়ে যায়। সিলিন্ডার ধরে বিশাল বেসমেন্টের মেঝের ওপর দিয়ে এগোল সে। পিছু পিছু আসছে কার্ট। একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল সে।

মাঝারি গড়ন ড্রাইভারের, বেশ বড় গোলগাল একটা ভুড়ির অধিকারী, পরনে আটসাট সাদা কভারাল। মাথায় বাদামী চুল, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মত ছোট করে ছাটা, মুখে দাড়ি নেই। তার নাম হওয়া উচিত ছিল চার্লস জোলার, তবে বাবার নির্দেশে পারিবারিক নাম বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে চার্লস অক্সলি।

দরজা খুলল তার দুই ভাই, জোসেফ জোলার আর সাইরাস সারাসন। কামরা থেকে বেরিয়ে এল পালা করে চার্লসকে আলিঙ্গন করে তারা।

কংগ্রাচুলেশন্স, সারাসন বলল। তোমার কৃতিত্বের কোন তুলনা হয় না।

BanglaBook.org

মাথা ঝাকিয়ে তাকে সমর্থন করল জোলার। চুরির এমন নিখুঁত প্ল্যান বাবাও করতে পারত না। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্বিত, চার্লস

তোমরা তো জানো না, হাসছে চার্লস, মমিটা নিরাপদ আস্তানায় সরিয়ে না আনা পর্যন্ত কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমি।

ঠিক জানো তো জেরি রোমেলের বিল্ডিং থেকে ওটা বের করার সময় বা এখানে আসার পথে কেউ দেখে ফেলেনি? জিজ্ঞেস করল সারাসন।

চার্লসের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। তুমি আমাকে অপমান করছ ভাই। এখানে

আসার সময় সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছি আমি। কোথাও একবার ও ট্রাফিক আইন ভাঙিনি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, কেউ আমাকে ফলো করেনি।

কহুকের কথায় কান দিয়ো না, জোলার বলল। ও একটু বেশি খুঁত খুতে।

এ পর্যন্ত এসে ভুল করা আমাদের পোসাবে না, নিচু গলায় বলল জোলার।

ভাইয়ের পিছনে উঁকি দিয়ে বিশাল স্টোরেজ রুমের চারদিকে তাকাল চার্লস। গ্লিফ এক্সপার্টরা পৌঁছেছে?

মাথা ঝাকাল জোলার। হার্ভার্ড থেকে নৃবিজ্ঞানের কাজ করেছে। ডিকোডিং প্রোগ্রামে তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করে কমপিউটার অপারেটর হিসেবে। হেনরি ও মিকি মূর। মহিলাও নৃবিজ্ঞানে পিএইচ ডি করেছে।

তারা জানে কোথায় রয়েছে?

মাথা নাড়ল জোলার। ওদের বোস্টনের বাড়ি থেকে তুলে আনার সময় চোখে পট্টি বাধা ছিল। চার্টার করা প্লেনে তোলার পর দুঘণ্টা চক্কর মেরেছে পালিট, তারপর গলভেসচনে পৌঁছেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সাউন্ড প্রুফ একটা ট্রাকে তুলে এখানে আনা হয় তাদেরকে। অর্থাৎ কিছুই তারা দেখেনি বা শোনেনি।

তার মানে শুধু জানে যে ক্যালিফোর্নিয়া বা অরিগনের কোন একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে রয়েছে তারা?

হ্যাঁ, প্লেনে তোলার পর ওদেরকে প্রস্তাব দেয়া হয় একটা আর্টিফ্যাক্টের নকশার অর্থ বের করতে হবে, বিনিময়ে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার সম্মানী পাবে। প্রস্তাবটা শুনে মূর পরিবার সহযোগিতা করতে রাজি হয়। কথা দিয়েছে মুখ খুলবে না।

তোমরা বিশ্বাস করছ? চার্লসের গলায় সন্দেহ।

হেসে উঠল জোলার। আরে না! পাগল নাকি!

BanglaBook.org

চার্লস জানে মূরদের নাম শিগগিরই সমাধি ফলকে স্থান পাবে। তাহলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না, বলল সে। জেনারেল নেমল্যাপের মমি কোথায় রাখতে চাও তোমরা?

হাত তুলে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটির একটা অংশ দেখাল সারাসন। আমার একটা কামরা আলাদা করে রেখেছি। এসো দেখাই তোমাকে, এই ফাঁকে টমাস বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসুক। খানিক ইতস্তত করে কোটের পকেট থেকে নিটে কালো স্কি মাস্ক বের করল সে এসো, এগুলো পরে নিই। চাই না ওরা আমাদের চেহারা দেখে ফেলুক।

কি দরকার? আমাদের পরিচয় ফাঁস করার জন্যে ওরা কি বেঁচে থাকবে?

আমরা ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এটা বোঝবার জন্যেই।

হেসে ফেলে চার্লস বলল, তোমার কথায় যুক্তি আছে।

মাঝারি একটা কামরায় হেনরি মূর ও মিকি মূরকে নিয়ে এলো জোলার, ইতোমধ্যে কার্ট থেকে একটা কনটেইনার নামিয়ে গোল্ডেন মমিটা বের করেছে সারাসন ও চার্লস, ভেল ভেট মোড়া টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে সেটা। কামরার সঙ্গেই রয়েছে ছোট একটা কিচেন ও বাথরুম। বিচানা হিসেবে একটা খাটও আছে। বড় একটা ডেস্কে রাখা হয়েছে নোট ও স্কেচ প্যাড, কয়েকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস, লেযার প্রিন্টার সহ কমপিউটার টার্মিনাল। মাথার ওপর একটা স্পটলাইট।

পট্টি খুলে দিতে চোখ রগড়াতে শুরু করলেন মূর দম্পতি। হেনরি রোগা ও লম্বা, মাথা ভর্তি পাকা চুল, বয়েস হবে ষাটের কাছাকাছি। পরে আছেন টুইড জ্যাকেট, গাঢ় সবুজ সুতী শার্ট ও টাই।জ্যাকেটের বোতামে একটা ফুল।

হেনরির চেয়ে মিকি পনেরো বছরের ছোট, তিনিও রোগা-পাতলা। সুন্দরী হিসেবে খ্যাতি আছে, এককালে কিছুদিন মডেলিং করেছেন। চোখ দুটো নীলচে। চোখে আলো সয়ে আসতেই প্রথমে মুখোশ পরা মেজবানদের দিকে তাকালেন, তারপরই দৃষ্টি আটকে গেল টিয়াপোলার গোল্ডেন বডি স্যুটের ওপর। অদ্ভুত সুন্দর শিল্পকর্ম, আমাদেরকে আপনারা জানিননি!

নাটকীয়তার জন্যে ক্ষমা চাই, সবিনয়ে বলার ছিল তবে বুঝতেই পারছেন যে এই ইনকা আর্টিফ্যাক্ট অমূল্য একটা সম্পদ, তাই আপনাদের মত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা না করানো পর্যন্ত আমরা চাইনি নির্দিষ্ট কিছু লোক এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারুক। আমাদের ভয়, জানতে পারলে তারা এটা চুরি করতে চাইবে।

মেজবানদের গ্রাহ্য না করে টেবিলের দিকে ছুটে এলেন হেনরি মূর। পকেট থেকে রিড়িং গ্লাস বের করে চোখে পরলেন, ঝুকে পরীক্ষা করছেন

BanglaBook.org

স্যুটের একটা বাহুর গ্লিফ। রিমার্কেবল ডিটেইল,তাঁর গলায় চাপা উল্লাস। টেক্সটাইল আর কয়েক টুকরো পটারিবাদ দিলে, আইকনোগ্রাফির এরকম এক্সটেনসিভ ডিসপ্লে আগে আমি কখনও দেখিনি।

ইমেজগুলো ডিসাইফার করায় কোন সমস্যা আছে? জিজ্ঞেস করল জোলার।

প্রেমিকার মন গলানোর মত কষ্টকর হবে কাজটা, মূর বললেন, গোল্ডেন স্যুট থেকে চোখ সরাতে পারছেন না। তবে রোম একদিনে তৈরি হয়নি। কাজটা খুব ধীর গতিতে এগোবে।

সারাসন বলল, উত্তরটা খুব তাড়াতাড়ি দরকার আমাদের।

ইমেজগুলোর সঠিক অর্থ যদি জানতে চান, গম্ভীর সুরে বললেন মূর আমাকে আপনারা তাগাদা দিতে পারবেন না।

ঠিকই বলছেন উনি, মূরকে সমর্থন করল চার্লস। ভুল তথ্য আমাদের কোন কাজে আসবে না।

ওদেরকে মোটা সম্মানী দেয়ার কথাবার্তা শুরু করল সারাসন। ভুল তথ্য দেয়া হলে কোন টাকাই পাবেন না।

আপনার গলায় ইকো সুর! রেগে গেলেন মূর। আমরা স্বামী-স্ত্রী আপনাদের প্রস্তাবে যে রাজি হয়েছি সেটাই তো আপনাদের ভাগ্য।

জিনিসটা দেখেই বুঝতে পেরেছি কি খেলা খেলছেন আপনারা। মুখোশ পরে আছেন, যেন ব্যাংকে ডাকাতি করতে ঢুকেছে একদল ডাকাত কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা স্রেফ অর্থহীন পাগলামি।

কি বলতে চাইছেন আপনি? কঠিন সুরে প্রশ্ন করল সারাসন।

যে কোন ইতিহাসবিদ জানেন উনিশশো বিশ সালে স্পেন থেকে টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট চুরি যাবার পর আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি।

কি করে বুঝলেন এটা আরেকটা নয়, সম্প্রতি আবিষ্কার করা হয়েছে?

একটা প্যানেলের প্রথম ইমেজ- এর দিকে আঙুল তাক করলেন মূর, বাম কাঁধ থেকে হাত বেয়ে নেমে এসেছে। বিখ্যাত চাচাপয়ান বীর জেনারেল নেমল্যাপ এর প্রতীক চিহ্ন ওটা। ইনকা শাসক হুয়াসকার এর সেনাপতি ছিলেন তিনি।

নৃবিজ্ঞানীর কাছাকাছি সরে এলো জোলার। লেকচার বাদ দিয়ে আপনারা আপনাদের কাজ করুন, ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। মনে রাখবেন, কোন ভুল হওয়া চলবে না।

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে দুজনের মাঝখানে চলে এলো জোলার, বলল, আমার সঙ্গীদের মাফ করুন মি. মূর। আপনার সঙ্গে যে আচরণ করা

BanglaBook.org

হয়েছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। তবে বুঝতেই পারছেন গোল্ডেনস্যুটটা পেয়ে আমরা ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। ঠিক ধরেছেন আপনি, এটা নেমল্যাপের মমি।

আপনারা এটা পেলেন কিভাবে? ফের জিজ্ঞেস করলেন।

সেটা বলা সম্ভব না হলেও এটুকু নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে আপনাদের স্টাডি শেষ হওয়ামাত্র স্পেনে পাঠিয়ে দেয়া হবে এটা।

ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন একটু মূর। আপনার পরিচয় যা-ই হোক, গোল্ডেন স্যুট স্পেনে ফেরত পাঠাবেন শুনে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। তবে ফেরত পাঠাবার আগে আমাদেরকে দিয়ে সূত্রটা আপনারা বের করে নিতে চান, তাই না? হুয়াসকারের ট্রেজারই আপনাদের লক্ষ, কি বলেন?

চার্লস বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। মূর দম্পতির দিকে আরও এক পা এগোল সারাসন। তবে হাত বাড়িয়ে তাকে আটকাল জোলার। আপনি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন?

না বোঝার কিছু আছে কি?

তার মানে আপনি বোধহয় পাল্টা একটা প্রস্তাব দিতে চান?

স্ত্রীর দিকে তাকালেন মূর। মিকি মূরকে আশ্চার্য নির্লিপ্ত দেখাল। তারপর তিনি ডফের দিকে ফিরে বললেন, আমরা যদি সূত্রটা পেয়ে যাই, আর যদি সেই সূত্রের সাহায্যে হুয়াসকারের ট্রেজার উদ্ধার করা যায়, বিশ ভাগ শেয়ার চাইলে কি অন্যায় হবে?

তিন ভাই পরস্পরের দিকে পালা করে তাকাল বারবার। চার্লস আর জোলার মুখোশের আড়ালে হুকের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না, তবে লক্ষ করল চোখ জোড়া রাগে আগুনের মত জ্বলছে।

মাথা ঝাঁকাল জোলার। আমার ধারণা, মি. হেনরির প্রস্তাব আমাদের মেনে নেয়া উচিত।

ওদের সাহায্য ছাড়া ট্রেজার খুঁজে পাবার কোন আশাই যখন নেই, বিশ ভাগ শেয়ার দিতে আমিও রাজি, বলল চার্লস। মূর দম্পতির দিকে এক্টা হাত বাড়াল সে।

টকে গাল হেসে করমর্দন করলেন হেনরি। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, এখনও আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন, এসো কাজ শুরু করি।

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মৃত্যুর হাতছানি

২২ শে অক্টোবর, ১৯৯৮।
ওয়াশিংটন ডিসি।

পিট আসছে, খবর পেয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল লরেন, নিজের গাড়িতে তুলে সোজা পিটের বাসস্থান, একটা হ্যাঙারে নিয়ে এলো ওকে। ডিনার ও ঘুম ওখানেই সেরে ফেললো পিট। পরদিন সকালে পৌঁছল নুমা হেডকোয়ার্টারে।

বিল্ডিঙের ভেতরে ঢুকে এলিভেটরে চড়ল পিট, সরাসরি হিরাম ইয়েজার এর কমপিউটার সেকশনে চলে এল। সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল, অভ্যর্থনা জানালেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার।

'দুঃখিত, আমি দেরি করে ফেলেছি,' বললো পিট।

'আরে না। আমরা সবাই তোমার সেই মানচিত্র– অথবা তুমি যা বলছো ওটাকে– তাই নিয়ে সকাল থেকে রোমাঞ্চিত আছি।' টান টান স্বরে বললেন স্যানডেকার।

কুইপু, বলল পিট। ইনকাদের একটা রেকর্ডিং ডিভাইস।

সত্যিই কি ওটা তোমাকে বিরাট এক গুপ্ত ধনের সন্ধান দেবে?

আমি অন্তত তাই আশা করি। এই সময় নক হলো দরজায়, ভেতরে ঢুকলেন দৈত্যাকৃতি এক ভদ্রলোক, মাথায় মস্ত টাক, চওড়া গোঁফে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ঠোঁট।

মি. বিল স্ট্রেইট, পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

বিল স্ট্রেইটকে উপস্থিত সবাই চেনে –মেরিন অ্যাটিক্যাস্ট প্রিজারবেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান তিনি।

কুইপু না কি যেন বললে, জিনিসটা তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ না কেন? অ্যাডমিরালের গলায় অধৈর্যের সুর।

হ্যাঁ, কই, দেখি, তাগাদা দিয়ে চশমার কাচ মুছতে শুরু করল হিরাম ইয়েজার।

হাতের ব্রিফকেসটা খুলল পিট, সাবধানে জেড বক্সটা বের করে কনফারেন্স টেবিলের ওপর রাখল। রুডি ও অ্যাল রেইন ফরেস্ট থেকে

BanglaBook.org

কুইটোয় ফেরার পথে হেলিকপ্টারে থাকতেই দেখেছে, কাজেই ওরা পিচিয়ে এসে অ্যাডমিরাল, ইয়েজার ও স্ট্রেইটকে জায়গা ছেড়ে দিল।

বাঁক ও মাচড়গুলে রায় শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া আছে, ঢাকনির ওপর খোদাই করা মুখ দেখে মন্তব্য করলেন স্যানডেকার।

অদ্ভুত সুন্দর ডিজাইন, বললেন স্ট্রেইট। আশ্চর্য! চেহারার পবিত্র ভাব ও চোখের কোমল দৃষ্টিতে আমি তো পরিষ্কার এশিয়ান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের মূর্তি বা স্ট্যাটু আর্ট ফর্ম -এর সঙ্গে প্রায় সরাসরি মিল।

আপনি বলার পর, বলল ইয়েজার, আমারও মনে হচ্ছে মুখটার সঙ্গে বেশির ভাগ বুদ্ধমূর্তির অদ্ভুত মিল আছে।

দুটো সম্পর্কহীন কালটার, একই পাথর দিয়ে একই ধাচের শিল্প তৈরি কি করে সম্ভব হলো? জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

প্রি-কলম্বিয়ান যুগে প্যাসিফিক পেরিয়ে দুই মহাদেশের লোকজন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? পিটের প্রশ্ন। এটা কি আমাদের সংস্কৃতির কোন অংশ?

মাথা নাড়লেন স্ট্রেইট। এই গোলার্ধে পাওয়া আর্টিফ্যাক্ট এশিয়া থেকে এসেছিল, এটাকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ না করা পর্যন্ত যতই মিল থাকুক, ধরে নিতে হবে ব্যাপারটা কাকতালীয়।

সে রকম প্রাচীন মায়া বা আন্দিয়ান আর্ট ফার উস্ট বা ভারতের কোন প্রাচীন শহরে পাওয়া যায়নি, মন্তব্য করলেন রুডি।তবে মিলটা সত্যি বিস্ময়কর। আমেরিকা দূতাবাসে আমি ঔসব প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি দেখেছি, সেই মূর্তির চেহারার সঙ্গে এই মুখ বদলে নেয়া যাবে।

সবুজ জেডের ওপর আলতোভাবে আঙুল বুলাচ্ছেন স্ট্রেইট। এটা একটা ধাঁধা বা রহস্য। ইনকারা জেড খুব কম ব্যবহার করত, তাদের পছন্দ ছিল সোনা।

খোলো ওটা, পিট, বললেন স্যানডেকার। তোমার সুতোর মালা দেখে নয়ন সার্থক করি।

কথা না বলে খুব সাবধানে ঢাকনিটা খুলল পিট।

সবাই ঝুঁকে পড়ল কুইপুটা দেখার জন্যে, সারি সারি সীডার কাঠের ওপর পড়ে রয়েছে। ঝাড়া প্রায় এক মিনিট একদৃষ্টে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, ভাবছে রঙ ও গিটগুলোর রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে কিনা।

ছোট একটা নেদার পাউট খুললেন স্ট্রেইট। ভেতর থেকে এক জোড়া টিমটে ও একটা পিক বের করলেন -দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে। ডেন্টিস্টরা এ-ধরনের পিক ব্যবহার করে। ওগুলো বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে কুইপুটা

BanglaBook.org

সাবধানে পরীক্ষা করছেন, দেখছেন, দেখছেন না ছিড়ে সুতোগুলো আলাদা করা যায় কিনা।

যতটা ভঙ্গুর বলে মনে হয়েছিল ততটা ভঙ্গুর নয়, বললেন তিনি।

বিভিন্ন মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কুইপুটা-বেশিরভাগ তামা, কিছু রুপা, দু একটা সোনা। দেখে মনে হচ্ছে প্রথমে মেটাল পিটিয়ে তার বানানো হয়, তারপর কয়েল-এর মত কেবলে প্যাঁচানো হয়েছে কোন কোনটা অন্যগুলোর চেয়ে মোটা, রঙের আলাদা। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের একত্রিশটা কেবল, এখনও যথেষ্ট শক্ত ও মজবুত, প্রতিটিতে অবিশ্বাস্য ছোট আকারের কয়েকটা করে গিট, একটার সঙ্গে অপরটার দূরত্ব বিভিন্ন মাত্রার। বেশির ভাগ কেবল আলাদাভাবে রঙ করা, তবে কয়েকটার রঙ মেলে। কোন সন্দেহ নেই, সব দেখে বলেন প্যাকর অতি উঁচু মানের সাফিসটিকেটেড পদ্ধতি।

অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন স্ট্রেইট। স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বাক্স থেকে কুইপুটা বের করি।

মাথা নেড়ে পিটের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। অনুমতি দেয়ার অধিকার শুধু তোমার।

তাড়াতাড়ি ওটার জট খোলা দরকার, বলল ইয়েজার। তা না হলে আমি ডিকোডিং প্রোগ্রাম শুরু করতে পারছি না।

বের করুন, ফিসফিস করল পিট।

বাঁকা একটা প্রোব কয়েকটা কেবলের তলায় ঢুকিয়ে কুইপুটাকে কয়েকফুট ওপরে তুললেন স্ট্রেইট। বাক্সের ভেতর কয়েকশো বছর পড়ে আছে, তবু পরস্পরের সঙ্গে কেবলগুলো জোড়া লেগে যায়নি বা আটকে যায়নি কাঠের সঙ্গে। উঠে আসছে সহজেই।

চারদিক থেকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করার পর দুটো বড় চিমটে কুইপুর তলায় দুদিক থেকে ঢুকিয়ে দিলেন স্ট্রেইট। এক মুহূর্তে ইতস্তত করলেন তিনি, যেন আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন, তারপর ধীরে ধীরে গোটা কুইপুটাকে তুলে আনতে শুরু করলেন। কেউ কথা বলল না, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না বহুরঙা কেবলগুলো চওড়া একটা কার্টের ওপর রাখলেন তিনি। এবার টুইজারের বদলে হাতে নিলেন ডেন্টাল প্রিক, গভীর মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে ভাঁজ খুললেন আলাদাভাবে প্রতিটি কেবলের।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এবার খুব মাইল্ড ক্লিনিং সলিউশন দিয়ে বেজাতে হবে সুতোগুলো, মরচে আর দাগ মোছার জন্যে। এরপর আমাদের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে কেমিক্যাল পিজার্ভেশন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে...।

BanglaBook.org

স্টাডির জন্যে ইয়েজারকে কখন আবার ফেরত দিতে পারবেন? জিজ্ঞেস করল পিট।

কাধ ঝাঁকালেন স্ট্রেইট। ছ মাস, কিংবা হয়তো এক বছর পর।

আপনাকে দু ঘণ্টা সময় দেয়া হলো। পিটের চোখে পলক পড়ছে না।

অসম্ভব। কয়েলগুলো এখনও টিকে আছে প্রায় এয়ারটাইট বক্সের ভেতর ছিল বলে, কিন্তু এখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসায় ওগুলো ভাঙতে শুরু করবে দ্রুত।

সোনার তৈরি সুতোগুলোও? জিজ্ঞেস করল পিট।

না, সোনার ধ্বংস নেই, কিন্তু বাকি সুতোগুলোয় কি কি মেটাল আছে আমরা তা জানি না। তামার কথাই দরুন, নিশ্চয়ই ওটার সঙ্গে খাদ মেশানো হয়েছে। সাবধানে প্রিজার্ভেশন টেকনিক ব্যবহার না করলে মুছে যেতে পারে রঙ।

কুইপু ডিসাইফর করতে হলে রঙের রহস্য বুঝতে হবে, বললেন রুডি।

পরিবেশটা ভারি হয়ে উঠল, সবার মন খারাপ। একা শুধু ইয়েজার হাসছে।

তুমি কি বলতে চাও? তাকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

ত্রিশ মিনিট সময় দিন আমাকে, স্ট্রেইটের দিকে ফিরে বলল ইয়েজার। স্ক্যানিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে গিটগুলোর দূরত্ব আর গোটা কুইপুর আকৃতি মেপে নিই আমি। তারপর আপনি সারাজীবন নিজের কাছে রেখে দিন ওটা।

মাত্র ত্রিশ মিনিট লাগবে তোমার? অবাক হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

আমার কমপিউটর থ্রী-ডাইমেনশকনাল উমেজ তৈরি করতে পারে।

প্রতিটি সুতো এমন পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, চারশো বছর আগে তৈরি করার সময় যেমন দেখা গিয়েছিল।

তার কাঁধে একটা হাত রেখে চাপ দিল পিট। ধন্যবাদ, ইয়েজার।

কুইপুটা স্ক্যান করতে দেড় ঘন্টা সময় নিল ইয়েজার। তবে গ্রাফিকস শেষ করার পর আনকোরা নতুনের মত দেখাল সুতোগুলোকে। আরও চার ঘণ্টা পর প্রথম সাফল্য এল। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগছে এত সহজ একটা জিনিস এত জটিল হয় কি করে, বলল সে, তাকিয়ে আছে বড় একটা মনিটরের দিকে, স্ক্রীনে রঙের সমস্ত উজ্জ্বলতা সহ ছড়িয়ে রয়েছে কেবলগুলো।

এক ধরনের অ্যাবাকাস, বলল অ্যাল, একটা চেয়ারে উল্টোভাবে বসেছে সে, ব্যাকরেস্টের মাথায় চিবুক ঠেকিয়ে। ইয়েজার-এর সঙ্গে সে আর পিট রয়েছে শুধু, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও রুডি সিনেট কমিটির একটা শুনানিতে যোগ দিতে গেছেন, আর কুইপুটা নিয়ে স্ট্রেইট চলে গেছেন নিজের ল্যাবে।

BanglaBook.org

আরও জটিল, বলল পিট, ইয়েজার এর কাঁধের ওপর ঝুঁকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। অ্যাবাকাস তো আসলে একটা ম্যাথমেটিকাল ডিভাইস। কুইপুটা আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম। প্রতিটি রঙ, সুতোর পুরুত্ব, প্লেসমেন্ট, গিটের ধরন আর সুতোর শেষ মাথার গোচা, প্রতিটির তাৎপর্য আছে। সুখবর বলতে হবে যে ইনকাদের গণনা পদ্ধতি আমাদের মতই দশ সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।

যাও, ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসো, বলল ইয়েজার। একটায় সংখ্যার সাহায্যে পরিমাণ ও দূরত্ব রেকর্ড করা ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। যদিও আমি এখনও অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি, তবু একটা উদাহরণ দিয়ে বলি..., কীবোর্ডের বোতামে চাপ দিয়ে কমপিউটারকে কয়েকটা নির্দেশ দিল সে। কুইপুর তিনটে কয়েল মূল কয়েলের থেকে আলাদা হয়ে গেল, সেই সঙ্গে স্ক্রীনের ওপর বড় হয়ে গেল আকারে। ...আমার অ্যানালইসিস প্রমাণ করছে খয়েরি, নীল আর হলুদ কয়েল গুলো দূরত্ব অনুসারে সময়ের হিসাব দিচ্ছে' লক্ষ করো, তিনটে কয়েলেই অসংখ্য কমলা রঙের গিট রয়েছে, আকারে ছোট, পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রাখছে। ওগুলো সূর্য অথবা একটা দিনের দৈর্ঘ্যের প্রতীক।

কি করে বুঝলে তুমি?

রহস্যের চাবি রয়েছে সাদা বড় আকৃতির গিটগুলোয়।

কমলা গিটগুলোর মাঝখানে?

হ্যাঁ। কমপিউটর আর আমি আবিষ্কার করেছি ওগুলো চন্দ্রকলার সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। এখন আমাকে হিসাব কষে বের করতে হবে পনেরো শতাব্দিতে চাঁদের ভ্রমণপথ কি ছিল, তাহলেই আনুমানিক তারিখগুলো জানিয়ে দিতে পারব।

দারুণ, বলল পিট। তুমি ঠিক পথেই এগোচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

পরবর্তী কাজ হবে প্রতিটি কেবলের ডিজাইনে কি বলা হয়েছে বোঝা। শোনা যায়, যে কোন কাজ সহজ করায় ওস্তাদ ছিল কাপ্ত। কমপিউটারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সবুজ কয়েলগুলো ভূমির প্রতিনিধিত্ব করছে আর নীলগুলো সাগরের। হলুদগুলো সম্পর্কে এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

কীবোর্ডে দুবার চাপ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল ইয়েজার। জমিনের ওপর দিয়ে ভ্রমণ চব্বিশ দিন সাগর পথে ছিয়াশি দিন। হলুদ কয়েল ফাঁকা একটা জায়গার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিংবা মরুভূমির, বললো অ্যাল।

কিংবা মরুভূমির, পুনরাবৃত্তি করল পিট। আমাদের বোধ হয় উত্তর মেক্সিকোর উপকূলটা দেখা দরকার।

BanglaBook.org

কুইপুর উল্টোদিকে, বলল ইয়েজার, একই ধরনের নীল ও সবুজ কয়েল দেখতে পাচ্ছি আমরা, তবে গিটের সংখ্যার মধ্যে মিল নেই। কমপিউটর বলছে, ফিরতি পথে ব্যয় করা সময়ের হিসাব ওগুলো। গিটের সংখ্যা বেশি, পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব কম ইত্যাদি দেখে আমি বলব ফেরার পথে কঠিন দুর্যোগে পড়েছিল ওরা।

কে বলল অন্ধকারে হাতড়াচ্ছ তুমি? বলল পিট। একটু একটু করে সবই তো দেখছি জেনে ফেলছ।

প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে, হাসছে ইয়েজার। তবে প্রশংসা একটা ফাঁদও, আবিষ্কারের নেশায় পেলে ভুল অর্থ করে বসব।

সাবধান, ইয়েজার, চোখ রাঙাল পিট। এটা গল্প নয়। নির্ভুল তথ্য চাই আমরা।

BanglaBook.org

২৭.

নিঃসঙ্গ একটা পাহাড় আকাশ ছুয়ে আছে চিমনি আকৃতির চূড়া। পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে একটা মরুভূমির মাঝখানে। চূড়ায় রয়েছে বিশাল এক পাথুরে পিশাচ।

ওটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। পায়ের পেশী টান টান, যেন লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি; থাবা ডেবে আছে ব্যাসল্ট পাথরে, এই পাথরে তৈরি করা হয়েছে ওটাকে। ওটার মাথার ওপর চক্কর দেয় শুকুন, পায়ের ফাঁকে ছুটোছুটি করে খরগোশ, প্রকাণ্ড থাবার ওপর হেঁটে বেড়ায় চতুষ্পদী সরীসৃপরা।

চূড়ার আস্তানা থেকে সাপের মত চোখ নিয়ে পিশাচটা চার পাশের বালিয়াড়ি ও দূরে ছড়িয়ে থাকা পাথুরে পাহাড়গুলোর ওপর একা রাজত্ব করে। ওটার দৃষ্টিসীমার ভেতর আরও রয়েছে কলোরডো রিভার। পলি ঢাকা অববাহিকা পেরিয়ে কর্টেজ সাগরে মিলিত হবার আগে নদীটার স্রোত বিভক্ত হয়ে গেছে।

'রহস্যময় জাদুর পাহাড় মনে করা হয় ওটাকে' রোদ, বৃষ্টি আর বাতাসের সংস্পর্শে কয়েক শো বছরে অনেক ক্ষতি হয়েছে পিশাচটার, সূক্ষ্ম অনেক কাজ ক্ষয়ে গেছে। পিশাচের শরীরটা চিতা বা প্রকাণ্ড এক বিড়ালের, ডানা আছে, মাথাটা সরীসৃপের। এক দিকের কাঁধের ওপর থেকে এখনও বেরিয়ে আছে একটা ডানা। দ্বিতীয় ডানাটা বহুকাল আগে খসে পড়েছে, খান খান হয়ে গেছে ভেঙে। সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এমন লোক সব জায়গাতেই থাকে, এখানেও আছে তারা; পিশাচের খোলা চোয়াল থেকে ভেঙে নিয়ে গেছে দাঁতগুলো, পাঁজরে আর বুকে খোদাই করে লিখে রেখে গেছে নিজেদের নাম।

ডানা আর সরীসৃপের মাথা বিশিষ্ট চিতাটার ওজন হবে কয়েক টন, আকারে প্রকাণ্ড পুরুষ হাতির মত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্প্যানিশ মিশনারিরা দক্ষিণ আমেরিকায় আসার আগে অজানা কোন সংস্কৃতির সৃষ্টি এই অদ্ভুত দর্শন চিতা সব মিলিয়ে মাত্র চারটে পাওয়া গেছে, বাকি তিনটে ওত পেতে থাকা সিংহের মূর্তি, খোদাইয়ের কাজ দেখে বোঝা যায় আরও অনেক পুরানো দিনের ওগুলো, স্থান পেয়েছে নিউ মেক্সিকোর একটা ন্যাশনাল পার্কে।

BanglaBook.org

খাড়া ঢাল বেয়ে আর্কিওলজিস্টদের যে দলগুলো পাহাড়টার চূড়ায় উঠেছিল, কেউই তারা চিতার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পরিস্কার কোন ধারণা দিতে পারেনি। চিতার বয়েস কত হতে পারে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। বিশাল একটা মাত্র পাথর কেটে কিভাবে এত সুন্দর একটা মূর্তি বানানো হলো, কারা বানালো, কিছুই তারা বলতে পারেনি। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির যে সব আর্টিফ্যাক্ট আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এটার ধাট, ডিজাইন ইত্যাদি কিছুই মেলেনা। অনেকে অনেক ধারণাই দিয়েছে, কিন্তু ভাস্কর্য শিল্পটির তাৎপর্য অজানা অতীতেই চাপা পড়ে আছে আজও।

বলা হয় প্রাচীন যুগের লোকজন পাথুরে পশুটাকে ভয় পেত, বিশ্বাস করত ওটা আসলে পাতাল রাজ্যের প্রহরী। তবে বর্তমান যুগে চাহুইলা, কুইচানও মন্টেলো উপজাতির প্রবীণ লোকেরা, যারা এই এলাকায় বসবাস করেন, পিশাচটাকে ঘিরে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার উৎসব বা জমায়েত হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারেন না। মুখে মুখে বলা প্রাচীন কোন কাহিনীতেও এই চিতার উল্লেখ নেই। কাজেই মনগড়া একটা কাহিনী নিজেরাই তারা বানিয়ে নিয়েছেন। চিতা তাদের কাছে এমন একটা পিশাচ, সমস্ত মৃত মানুষকে ওটার সামনে দিয়ে পরবর্তী জগতে যেতে হবে। মানুষ যদি খারাপ জীবন যাপন করে, পাথুরে পিশাচ জ্যান্ত হয়ে উঠে। ছো দিয়ে নিজের মুখে পাপীকে তুলে নেয় ওটা, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে দেয়' পাপী লোকটা তখন বোবা ভূত হয়ে যায়, দুষ্ট আত্মা হিসেবে চিরকাল ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে। শুধু যাদের হৃদয় ও মন ভাল তারাই কোন শাস্তি না পেয়ে পরবর্তী জগতে যাবার অনুমতি পায়।

দুর্গম কষ্টকর ঢাল বেয়ে অনেক লোকই চূড়ায় উঠে, হাতে তৈরি মাটির পুতুল বা মূর্তি উপহার দিয়ে আসে চিতাকে, এই আশায় যে মরার পর যেন কোন শাস্তি পেতে না হয়। কোন লোক মারা গেলে পরিবারের সদস্যরা পাহাড়টার নিচে বালির ওপর জড়ো হয়ে, ভেট দিয়ে আসার জন্যে চূড়ায় পাঠায় একজনকে, নিজেরা প্রার্থনা করে মৃত ব্যক্তি যেন নিরাপদে পরবর্তী জগতে পৌছুতে পারে।

BanglaBook.org

পাহাড়টার ছায়ায়, নিজের পিকআপ ট্রাকে বসে রয়েছে বিলি ইয়োমা, মুখ তুলে তাকিয়ে কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটাকে দেখছে। তার মা-বাবা ও বন্ধু বান্ধব যারা মারা গেছে সবাই খুব ভাল মানুষ ছিল, কাজেই তারা যে কোন শাস্তি না পেয়ে পরবর্তী জীবনে চলে যেতে পেরেছে সে ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ সেই।

উদ্বেগ আর ভয় আসলো ভাইটিকে নিয়ে। পরিবারের কলঙ্ক ছিল সে, বউ আর বাচ্ছাদের ধরে পেটাত, মারা গেছে মদের নেশায় ডুবে। এ লোক তো অনিস্টকারী ভূত হবেই।

মরু এলাকার বেশিরভাগ আদি আমেরিকানদের মত বিলি ইয়োমাও অপ্ত ও দুষ্ট আত্মায় বিশ্বাস করে। সবার মত আর ও ধারণা সামাজ পরিবেশ ও পরিবারে ক্ষতিকর যা কিছু ঘটছে তার জন্যে ভূত আর বিদেহী আত্মারাই দায়ী। সে জানে তার ভাই যে-কোন মুহূর্তে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলতে পারে তার শার্ট, এমনকি প্রতি রাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্নও দেখাতে পারে। তবে সব চেয়ে বেশি ভয় পায় বউ আর বাচ্চাদের কথা ভেবে তার ভায়ের আত্মা ওদের না কোন ক্ষতি করে বসে।

মারা যাবার পর ভাইকে তিনবার দেখেছে বিলি। এববার একটা ধুলোর ঘূর্ণিতে, পরেরবার এসেছিল প্রকাণ্ড এক কালো বাদুড়ের ছদ্মবেশ নিয়ে, আর শেষবার আগুনে একটা বল হয়ে আঘাত করেছিল তার ট্রাকে। এ সবই অত্যন্ত পরিস্কার লক্ষণ। গ্রামের ওজা আগুনের পাশে বসে বিলির সঙ্গে পরামর্শ করেছে কিভাবে তার ভাইয়ের ভূতকে ভাগানো যায়। ওটাকে তাড়ানো না গেলে বিলির পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

ওঝার সমস্ত কেরামতি বিফলে গেল। তার পরামর্শে শুধু ক্যাকটাস কুড়ি দিয়ে তিনদিন কাটিয়ে দিল বিলি, তারপর দশ দিন নির্জন মরুভূমিতে একা থাকা এবং নির্জলা উপবাস। দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ল বিলি, ভাইয়ের ভূতকে ঘন ঘন দেখতে শুরু করল।

এ একা শুধু বিলির সমস্যা নয়। নির্জন ও গোপন একটা জায়গায় ওদের প্রাচীন পূর্ব -পুরুষদের রেখে যাওয়া জিনিস-পরে যখন থেকে চুরি হতে শুরু করেছে সেই তখন থেকে ভুগছে গ্রামবাসীরা। ফসলহানি, বাচ্চাদের সংক্রামক ব্যাধি, অসময়ে খরা ইত্যাদি একের পর এক অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

এরা মনচোলো উপজাতির লোক। ওদের প্রাচীন কাঠের মূর্তিগুলো সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও পানির প্রতীক। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে, বিশেষ করে ছেলে মেয়েদের যৌবনে পদার্পণ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, এ সব মূর্তি না থাকলে চলে না। কিন্তু ওগুলো সব চুরি হয়ে গেছে, ফলে উৎসব অনুষ্ঠানও বন্ধ।

মরিয়া একটা ভাব এসে গেছে বিলির মধ্যে। গ্রামের ওজারা বলছে, তার ভাইয়ের ভূতকে যেভাবে হোক পরবর্তী জগতে পাঠিয়ে দিতে হবে, তা না হলে সমাজ ও তার পরিবারকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পাজী ভূতটাকে ভাগাতে হলে চুরি যাওয়া মূর্তিগুলো উদ্ধার করতে হবে বিকোকে, আবার আগের জায়গায় রেখে আসতে হবে সব। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিলি, পরবর্তী

BanglaBook.org

জগতের পাহারাদার পিশাচটার সাহায্য চাইবে, সে পাহাড়ে উঠবে, পিশাচটার সামনে দাঁড়াবে, তার সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করবে।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস, 'শরীরে আগের সেই শক্তি আর নেই, তবু দৃঢ় মনোবল সম্বল করে পাহাড়ের নিচে হাজির হয়েছে বিলি আজ। পিছিয়ে যাবার উপায় নেই তার। পরিবার ও গোটা সমাজের নিরাপত্তা নির্ভর করছে তার ওপর।'

পাহাড়ের দক্ষিণ প্রাচীর বেয়ে তিন ভাগের একভাগ দূরত্ব পেরিয়ে এসে সাঙ্ঘাতিক হাঁপিয়ে গেল বিলি, কিন্তু তারপরও বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল না, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে একেবারে চূড়ায় না পৌঁছে থামবে না। ঘাড় ফিরিয়ে একবার মাত্র পিছন দিকে তাকাল সে, দেখে লিন পাহাড়ের গোড়ায় তার ফোর্ড প্রাচীরের দিকে ফিরল। সিয়েরা ডে হুয়ারেজ পাহাড় শ্রেণীর পিছনে নেমে যাচ্ছে সূর্য, সেই সঙ্গে পাথরের রঙ বদলে লাগচে হয়ে যাচ্ছে।

মাথা কাত করে চূড়ার দিকে তাকাল বিলি। এখনও প্রায় দুশো সত্তর বা দুশো আশি ফুট উঠতে হবে তাকে অথচ আর আধঘন্টা পর অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। আরও আগে রওনা হয়নি বলে নিজেকে তিরস্কার করল সে। রাতটা পিশাচের সান্নিধ্যে কাটাবার কথা ভাবতেই তার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। তবে এও ঠিক যে অন্ধকারে পাহাড়টা থেকে নামতে যাওয়া হবে আত্মহত্যার সামিল।

হঠাৎ একটা ছায়া আর খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস তাকে ছুয়ে সরে গেল আরেক দিকে। অপ্রত্যাশিত শীতে কেঁপে উঠল সে। ওটা কি একটা আত্মা? তার ভাই কি তাকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা কিংবা হয়তো সর্বজ্ঞ পিশাচটা জানে সে আসছে, তাই সাবধান করে দিল।এ সব ভাবতে ভাবতে উঠে যাচ্ছে বিলি। চারপাশে তাকাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে। শুধু সামনের খাড়া পাথর।

এর আগে যারা পাহাড়ে উঠেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল বিলি। চেনি আর হাতুড়ি দিয়ে পাথরে গর্ত করা আছে, উঠতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। চূড়া যখন আর দেড়শো ফুট দূরে, একটা পাথুরে চিমনির ভেতর ঢুকল বিলি, চিমনিটা প্রাচীর থেকে আলাদা হয়ে সরে গেছে, ভেতরটা তির্যক ঢালের মত, মেঝেতে আলগা পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। তেমন খাড়া নয় ঢালটা, উঠতে কষ্ট হচ্ছে না।

আবার খাড়া প্রাচীরে বেরিয়ে এল বিলি। খানিকটা উঠতেই পৌঁছে গেল চূড়ার সমতল খোলা মেলা মেঝেতে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, চার পাশে তাকিয়ে দেখল দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রকাণ্ড পিশাচটার

BanglaBook.org

দিকে তাকাল সে। যদিও এই পাহাড়েরই পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা, তবুও বিলির মনে হলো আলোর একটা আবা বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে।' অত্যন্ত ক্লান্ত সে, কনুই আর হাটুর চামড়া ছিড়ে যাওয়ায় জ্বালা করছে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার ভয় করছে না।'

সে বলল, আমি এসছি।

কোন উত্তর এল না। আওয়াজ বলতে হি হি করছে বাতাস, আর কাছে পিঠে কোথাও একটা শকুন ডানা ঝাপটাচ্ছে। বিদেহী আত্মাদের আর্তচিৎকার বা ভূতদের কান্নাকাটি, কিছুই তার কানে ঢুকল না।

আমি এসছি তোমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে, আবার বলল বিলি। এবারও কোন জবাব পাওয়া গেল না, তবে কারও উপস্থিতি অনুভব করে শিরদাড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল। গলার আওয়াজ পেল বিলি, কারা যেন কথা বলছে। শব্দগুলো তার পরিচিত নয়। তারপর দেখতে পেল কয়েকটা ছায়া আকৃতির মতো।

লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা যেন স্বচ্ছ। আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ বিলিকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তাদের কাপড়চোপড়ও অচেনা লাগল। কাপড় বা খরগোশের চামড়া দিয়ে তৈরি ছোট কৌপিন পরত বিকোর প্রাচীন পূর্ব-পুরুষরা, এগুলো সেরকম নয়। এই লোকগুলোর পোশাক দেবতাদের মত। মাথায় সোনালি হেলমেট, রঙিন পালক গোজা। যাদের মাথায় হেলমেট নেই তারা তাদের চুল অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে সাজিয়ে রেখেছে। তাদের পোশাকের এই কাপড়ই জীবনে কখনও দেখেনি বিলি। গিট বাধা আলখেল্লা কাঁধ ঢেকে হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে, বুক খোলা, ভেতরের টিউনিকে সোনালি হাতের কাজ।

দীর্ঘ এক মিনিট পর লোকগুলো যেন বাতাসে মিলিয়ে যেতে শুরু করল, দূরে সরে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে গেল কথা বার্তার আওয়াজ। পায়ের তলা পাথরের মতই স্থির ও চুপচাপ বিলি। কারা ওরা তার সামনে দিয়ে হাটাহাটি করে গেল? এটা কি তাহলে পরবর্তী জগতে যাবার কোনো একটা দরজা?

পাথুরে দৈত্যটার আরও কাছাকাছি চলে এসে, কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে ছুলো ওটাকে। প্রাচীন পাথর বড় বেশি গরম লাগল তার আঙুলে। তারপর, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সরীসৃপের মুখের একটা চোখ ঝট করে খুলে গেল। চোখটার পিছনে অপার্থিব একটা আলো।

ভয় পাবে না বলে নিজেকে সাবধান করে রেখেছে বিলি, তারপরও শরীরটা কেপে উঠল তার। সে জানে, এসব তার কল্পনা করে উড়িয়ে দেয়া হতে পরে। তবে চোখটা যে খুলেছে, আর তার ভেতরে আলো ছিল, এটা সে

BanglaBook.org

হাজার বার কসম খেয়ে বলতে রাজি আছে। সাহস সঞ্চয় করে হাটু গাড়ল সে, হাত দুটো মেলে দিল দুদিকে। তারপর প্রার্থনা শুরু করল। এই একই ভঙ্গিতে প্রায় সারা রাত প্রার্থনা করল বিলি। একসময় একটা ঘোরের মত ঘুম এল চোখে।

সকালে চৈতন্য ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকাল বিলি। ইতিমধ্যে সূর্য উঠেছে। বিলি দেখল সে তার ফোর্ড পিক আপ ট্রাকের সামনের সীটে বসে রয়েছে, পাহাড়ের গোড়ায়। কাল রাতের কথা মনে পড়তে অবাক হয়ে পিশাটার দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

BanglaBook.org

২৮.

গোল্ডেন স্যুটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোসেফ জোলার, কমপিউটার আর লেসার প্রিন্টার নিয়ে ব্যাস্তভাবে কাজ করতে দেখছে মূর দম্পতিকে। গত চারদিন প্রায় বিরতিহীন গবেষণা চালিয়ে নকশা গুলোকে শ্বাদ ও ভাষায় রূপান্ত রিত করেছেন তারা।

পিন্টারস ট্রে থেকে বেরিয়ে এলেই শিটগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন স্বামী-স্ত্রীতে, তারপর উত্তেজিতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে যায়।

মুখোশের ভেতর থেকে জোলার জানতে চাইল, সিম্বলগুলো ডিকোডিং করা হয়েছে? আপনাদের কাজ শেষ?

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে চোখ মটকালেন মূর, তারপর সহাস্যে জোলারের দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ, আমাদের কাজ শেষ। অত্যন্ত নাটকীয় একটা গল্প উদ্ধার করেছি আমরা। এই অর্থ উদ্ধারের ফলে ইনকাদের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। চাচাপয়াদের সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়ল।

জ্ঞান নিয়ে ধুয়ে খাব নাকি? সারাসনের গলায় বিদ্রুপ। আমরা ট্রেজার চাই।

বলতে পারবে ঠিক কোথায় লুকানো আছে ট্রেজার? জিজ্ঞেস করল চার্লস।

কাঁধ ঝাঁকালেন মূর। সঠিকভাবে বলা মুসকিল।

একপা সামনে এগোল সারাসন, রাগে চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে। তার মানে? এই কদিন তাহলে কি করলেন?

কি চান আপনি, একটা তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেব কোথায় পাওয়া যাবে? হেনরির গলায় ঠাণ্ডা সুর।

অবশ্যই, ঠিক সেটাই আমরা আশা করি!

অভয় দিয়ে হাসল জোলার। ফ্যাক্টস কি বলে শোনা যাক, মি. মূর।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, জবাব দিলেন মিকি মূর, গোল্ডেন চেইনটা বিপুল ট্রেজারের সামান্য একটা আশা মাত্র। স্যুটের ইমেজগুলো থেকে আমরা যে তালিকা উদ্ধার করেছি তাদের দেখা যাচ্ছে আরও অন্তত চল্লিশ টন ট্রেজার ছিল এই স্যুটের সঙ্গে। অলঙ্কার আর বিভিন্ন আকারের পাত্র, মুকুট, ব্রেস্ট প্লেট, নেকলেস ছাড়াও ছিল নিরেট সোনা ও রুপা। প্রতিটি তুলতে দশজন

BanglaBook.org

করে লোক লাগত। এছাড়াও ছিল প্রচুর পরিমাণে পবিত্র ও মূল্যবান বস্ত্র, অন্তত দশটা সোনার খোল দিয়ে তৈরি মনি, পঞ্চাশটার ওপর সিরামিক পট ভর্তি রত্ন। আরও সময় দিলে পুরো তালিকাটা জানাতে পারব।

মুখোশের ওপাশে তিন ভাইয়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল জোলার, সত্যি সুসংবাদ, কিন্তু কোথায় ওগুলো পাওয়া যাবে তা কি জানতে পেরেছেন?

স্যুটে খোদাই করা বর্ণনা অনুসারে, মূর বললেন, একটা গুহায় লুকানো আছে সব, একটা নদীর...।

হতাশার কালো ছায়া পড়ল সারাসনের চেহারায়। পরিচিত কোন নদী হলে এতদিনে সেটা লোকে দেখে ফেলেছে, ট্রেজারও লুট করে নিয়ে গেছে..।

না, আমি তা মনে করি না, জোলার বলল। হুয়াসকারের আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে এমন কিছু মার্কেটে কখনও আসেনি। এরকম বিপুল ট্রেজার কেউ পেলে তা গোপন করে রাখতে পারবে না।

সারাসন বলল, আমরা হয়তো মূর দম্পত্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করছি। কি করে বুঝব ওরা মিথ্যে কথা বলছেন না?

বিশ্বাস এই শব্দটা আপনাদের মুখে মানায় না, ঠাণ্ডা সুরে বললেন মূর। জানালা নেই এমন একটা ঘরে চার দিন আটকে রেখেছেন আমাদেরকে, অথচ বলছেন আমাদেরকে আপনারা বিশ্বাস করেন।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা একটা ছেলেমানুষি খেলা খেলছেন। অভিযোগ করার কোন কারণ নেই আপনাদের, চার্লস বলল। কাজের বিনিময়ে মোটা টাকা পাচ্ছেন আপনারা।

গম্ভীর সুরে মূর বললেন, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। উনাকা আর তাদের চাচাপয়ান গার্ডরা গুহার ভেতর ট্রেজার রাখার পর লম্বা একটা টানেলের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়। এই টানেল পথেই গুহাটায় পৌঁছুনো যায়। মুখটা মাটি আর পাথর দিয়ে বন্ধ করার পর গাছ লাগায় বা, যাতে কেউ বুঝতে না পারে গুহায় যাবার চানেল বা প্যাসেজ আছে ওখানে।

এলাকার কোন বর্ণনা নেই? জিজ্ঞেস করল জোলার।

ইনল্যান্ড সীর একটা দ্বীপ, খাড়া একটা পাহাড়ের গোল চূড়া। ব্যস।

একসেকেন্ড, চোখ গরম করে বলল চার্লস। এই মাত্র না আপনি বললেন একটা নদীর গুহায় লুকানো আছে সব?

মাথা নাড়ালেন মূর। আমি বলেছি একটা গুহায়। গুহাটা নদীর ওপর এক দ্বীপে।

অনুবাদের কোন ভুল করার প্রশ্নই উঠে না। যদি বলেন তো পুরো গল্পটা শোনাই আপনাদের। সংক্ষেপে, বলল জোলার।

BanglaBook.org

ঠিক আছে, রাজি হলেন ফোট। প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসা কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, স্যুটের পিকটোগ্রাফ আমাদেরকে বলছে, ওট্রেজারগুলো একটা উপকূলীয় বন্দরে বয়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হয় অনেকগুলো নৌকা বা ভেলায়। উত্তর দিকে তাদের এই যাত্রা শেষ হতে সব মিলিয়ে ছিয়াশি দিন লাগে। শেষ বারোদিন লেগেছে একটা অন্তর্দেশীয় সাগর পেরুতে। তারপর তারা ছোট একটা দ্বীপ দেখতে পায়। বুটু, খাড়া প্রাচীর, পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে পাথরের তৈরি সমাধি স্তম্ভের মতো। সৈকতে নৌকা ভেড়ায় ইকারা, ট্রেজার খালাস করে, তারপর চ্যানেলর বা প্যাসেজ ধরে একটা গুহায় রেখে আসে। এখানে এসে বলা হচ্ছে, বিপুল ধনসম্পদ একটা নদীর পাড়ের পাশে রাখা হলো।

পশ্চিম গোলার্ধের একটা ম্যাপ খুলে সী রুট এর ওপর চোখ বুলাল চার্লস, পেরু থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকা হয়ে মেক্সিকোর প্যাসিফিক উপকূলে পৌঁচেছে সেটা। ইনল্যান্ড সী নিশ্চয়ই গালফ অব ক্যালিফের্নিয়া হবে।

সী অব কর্টেজ নামে বেশি পরিচিত, বললেন মূর।

সারাসনও ম্যাপটা দেখছে। আমি একমত। বাজার ডগা থেকে পেরু পর্যন্ত গোলা পানি।

আর দ্বীপ?

কমপক্ষে দুডজন, বেশিও হতে পারে, চার্লস জবাব দিল।

সবগুলো সার্চ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে।

অনুবাদ করা গ্লিফস এর শেষ পাতাটা পড়ল সারাসন, তারপর কঠিন দৃষ্টিতে হেনরির দিকে তাকাল। আপনি ধোকা দিচ্ছেন। স্যুটের ইমেজে পরিস্কার ও সঠিক গাইডলাইন থাকার কথা, যার সাহায্যে ট্রেজারের কাছে পৌঁছনো যায়। এটা একটা ম্যাপ, কাজেই অসম্পূর্ণ হতে পারে না।

প্রফেসর হেনরির চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল জোলার। কথাটা কি সত্যি, মি. মূর, আপনি আমাদেরকে সব কথা বলছেন না?

ডিকোড করার যা ছিল সব আমরা করেছি, বললেন মূর। আর কিছু নেই।

আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, বলল জোলার, অচ্চর্য শান্ত শোনাল তার গলা।

কোন সন্দেহ নেই, বলল সারাসন। আসল সূত্রগুলো চেপে যাচ্ছেন ওরা।'

কাজটা আপনারা ভাল করছেন না, মি মূর, বলল চার্লস।

আপনাদের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে, তাই না?

কাঁধ ঝাঁকালেন মূর। যতটা বোকা ভেবেছেন ততটা বোকা আমি নই, বললেন তিনি। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখছেন, এ থেকেই বোঝা যায় যে

BanglaBook.org

আপনারা চুক্তির মর্যাদা রাখবেন না। আমরা শতকরা বিশ ভাগ পাব, তার নিশ্চয়তা কি? কেউ জানে না আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি। এখানে আমাদেরকে আনা হয়েছে চোখ বেঁধে। ট্রেজার কোথায় পাওয়া যাবে বলে দিই, আর অমনি আপনারা আমাদেরকে মেরে ফেলেন, বাহ। সেটি হবার নয়, বুঝলেন।

ঠিক আছে, মি. মূর, বলুন সূত্রগুলো বলার বিনিময়ে কি চান আপনি?

যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক বখরা চাই আমরা।

ঝট করে এগিয়ে এসে মূরকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল সারাসন, তারপর তাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে হিসহিস করে বলল, মেরে শালা তোমার হাড়গোড় সব গুড়ো করে দেব! এখনও ভাল চাও তো...।

জোলার লক্ষ করল, মিকি মূর স্বামীর এই বিপদেও এতটুকু বিচলিত নন।

মূর বললেন, হাসছেন তিনি, শুধু মারবেন কেন, একেবারে মেরে ফেলুন না! কিন্তু মনে রাখবেন, আমি মরে গেলে হুয়াসকারের ট্রেজার বা গোল্ডেন চেইন আর কাউকে কোনোদিন পেতে হবে না।

কথাটা ঠিক, বলল জোলার, তাকিয়ে আছে মিকির দিকে।

ঠিক নয়, বলল চার্লস। আমরা মিসেস মূরকে টরচার করব।

দেখি স্বামী হয়ে কি করে শালা সহ্য করে।

এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন মূর। ভুল করছেন আপনারা।

শেষ অংশটুকু অনুবাদ করার সময় স্ত্রীকে আমি পাশে রাখিনি। ট্রেজার কোথায় আছে সে তা জানে না। আর টরচারের কথা যদি বলেন, ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন আপনারা। আমার কাছে ধন-সম্পদ অনেক বড়। স্ত্রী গেলে নতুন একটা পাওয়া যাবে, কিন্তু হুয়াসকারের গুপ্তধন জীবনে দুবার পাওয়া যায় না।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। তিন ভাই ভাবছে, এ কেমন স্বামী নেকড়েদের মুখে ছেড়ে দেয়?

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মূরই, ভেবে দেখুন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল না?

ভাইদের দিকে তাকাল জোলার। ছোট্ট করে মাথা ঝাকাল চার্লস, চেহারায় অসহায় ভাব। আর কথা না বলে ওদের দিকে পিছন ফিরল সারাসন, তার হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকিয়ে আছে।

অবশেষে জোলার বলল, আপনার অন্যায় দাবি মেনে নেয়ার আগে আপনার কাছ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি চাইব, আপনি আমাদেরকে ট্রেজারের কাছে নিয়ে যাবেন।

BanglaBook.org

ল্যান্ডমার্কের বর্ণনা পেয়েছি আমি, ওগুলোই আমাদেরকে গুহার প্রবেশপথে নিয়ে যাবে, বললেন মূর। ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। গুহাটির আকৃতি ও দৈর্ঘ্য- প্রস্থ সম্পর্কে জানি আমি। আকাশ থেকে চিনতে পারব।

শতকরা ত্রিশ ভাগ, বলল জোলার। এতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মাথা নাড়লেন মূর। আবধারি। আমার এক কথা।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর জোলার জানতে চাইল, আপনি কি লিখতে চান?

পাল্টা প্রশ্ন করলেন মূর, সেটা কি আদালতে দেখানো যাবে? বোধ হয় না।

সেক্ষেত্রে পরস্পরের কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের।

স্ত্রীর দিকে ফিরলেন মূর। দুঃখিত, প্রিয়তমা আশা করি তুমি বুঝতে পারছ। সুযোগ জীবনে বারবার আসে না।

মিকি মূর আগের মতই নিলিপ্ত ও ঠাণ্ডা, কথা বললেন না।

আমরা যখন পরস্পরের বিশ্বস্ত পার্টনার হলাম, মুখোশের আর দরকার কি, বলে নিজের মুখোশ খুলে ফেলল জোলার। আসুন, সবাই ভাল একটা ঘুম দিয়ে নিই কাল তোমরা সবাই মেক্সিকোর গুআইমাস এ যাচ্ছ, কোম্পানীর প্লেনে চড়ে।

গুআইমাসে কেন? মিকি মূর অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বললেন।

দুটো কারণে। প্রথমত ওটা গালফে, দ্বিতীয়ত আমার এক বন্ধু ও ক্লায়েন্ট তার হাসিয়ান্দায়, বন্দরের ঠিক উত্তরে, আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার এস্টেটে প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ আছে। ওটাই আমাদের অনুসন্ধানের হেডকোয়ার্টার হতে পারে।

তুমি যাচ্ছ না? জিজ্ঞেস করল চার্লস।

ওখানে আমি তোমাদের সঙ্গে দু'দিনের মধ্যেই মিলিত হব। ক্যানসাসে আমার একটা বিজনেস মিটিং আছে।

BanglaBook.org

২৯.

কিছু গিট আর কয়েলের অর্থ বের করা সম্ভব নয়। একে একে সবার দিকে তাকাল হিরাম ইয়েজার। কামরায় পিট আর অ্যাল ছাড়াও রয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও রুডি। অত্যন্ত সাফিসটিকেটেড ও এ্যাডভান্সড ডাটা অ্যানালাইসিস টেকনিক ব্যবহার করার পর আমি শুধু ঘটনার একটা আবছা ধারণা দিতে পারি।

তোমার মত একটা দুর্লভ প্রতিভার মুখে এ কথা শুনতে হবে? রুডি হাসছেন।

সত্যি যদি কোন নাটকীয়তা না থাকে তো আমি চললাম, লাঞ্চ খেয়ে আসি, বলল অ্যাল।

ড্রেকের কুইপু গাণিতিক তথ্যের সমষ্টি, বলে চলেছে ইয়েজার, ওদের তির্যক মন্তব্য যেন শুনতে পায়নি। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এতে দেয়া হয়নি।

ঠিক আছে, বুঝলাম, বললেন অ্যাডমিরাল। কি জানতে পেরেছ তাই আমাদের শোনাও।

একটা স্লাইড প্রজেক্টর অন করল ইয়েজার, ওয়াল স্ক্রীনে একটা মানচিত্র ফুটে উঠল, তাতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দেখানো হয়েছে। একটা মেটাল পয়েন্টার হাতে নিল সে, অটোমোবাইল রেডিও এরিয়ালের মত টেলিস্কোপিক পয়েন্টার। সংক্ষেপে ইতিহাসটা হলো, ইনকা সিংহাসনের বৈধ দাবিদার হুয়াসকার তার ভাই আথাহুয়ালপার কাছে পরাজিত হন পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে। পরাজিত হবার আগেই হুয়াসকার নির্দেশ দেন রাজকোষের ওরাজ পরিবারের অন্যান্য সমস্ত ধন-সম্পত্তি আন্দেজের ওপরে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। বন্দী থাকার সময় খুব ভুগতে হয় তাকে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের খুন করা হয়, ফাঁসিতে ঝোলানো হয় স্ত্রী আর বাচ্চাদের। আর ঠিক এই বিপদের সময় ইকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসে স্প্যানিশরা। গৃহযুদ্ধের দরুন ইনকা সেনাবাহিনী বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগটাই কাজে লাগান ফ্রান্সিসকো পিজারো। অল্প কিছু সৈন্যের সাহায্যে ইনকা সাম্রাজ্য দখল করে নেন তিনি।

BanglaBook.org

হুয়াসকারের আর্মি? জিজ্ঞেস করল পিট। নিশ্চয়ই তখনও তারা ময়দানে ছিল?

তা ছিল, কিন্তু তাদের কোন নেতা ছিল না, বলল ইয়েজার। যদি এমন হতো এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অতীতের দিকে তাকায় ইতিহাস। দুই ইনকা রাজা যদি নিজেদের বিবাদ ভুলে এক হয়ে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত তাহলে কি হতো? স্প্যানিশরা পরাজিত হলে দক্ষিণ আমেরিকার আজকের চেহারা কি হতো একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন।

সন্দেহ নেই আজকের মতো স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলত না ওরা মন্তব্য করল অ্যাল।

আথাহুয়ালপা যখন পিজারোর বিরুদ্ধে লড়ছেন, হুয়াসকার তখন কোথায় ছিলেন? জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, একটা চুরুট ধরাচ্ছেন।

কাজকোয় বন্দী ছিলেন, বারোশো কিলোমিটার দূরে, নিজ রাজধানীতে।

একটা প্যাডে নোট নিচ্ছে পিট, জিজ্ঞেস করল, তারপর কি হলো?

নিজের মুক্তির বিনিময়ে আথাহুয়ালপা প্রস্তাব দিলেন, পিজারোকে তিনি এক ঘর ভর্তি সোনা দেবেন। এই ঘরের চেয়ে সামান্য একটু বড় ছিল সেটা।

তিনি কি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন?

তা করেছিলেন। তবে আথাহুয়ালপা ভয় পান পিজারোকে হুয়াসকার না আবার আরও বেশি সোনা দিতে চান। সেই ভয়েই ভাইকে খুন করার নির্দেশ দেন তিনি। হুয়াসকারকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তবে তার আগেই হুয়াসকার রাজকীয় ট্রেজার লুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নীল ধোয়ার ভেতর দিয়ে ভুরু কুচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল।

রাজা মারা গেল,তার নির্দেশ পালন করল কে?

নেমল্যাপ নামে এক জেনারেল, জবাব দিল ইয়েজার। পয়েন্টার দিয়ে ম্যাটের একটা লাল রেখা অনুসরণ করল। সে রেখাটা আন্দেজের ওপর থেকে নেমে উপকূলে পৌঁছেছে। তার শরীরে রাজকীয় ইনকা রক্ত ছিল না, সাধারণ একজন চাচাপয়ান যোদ্ধা থেকে নিজ যোগ্যতায় পদোন্নতি পান, তারপর একসময় হুয়াসকারের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হন। পাহাড় থেকে নামিয়ে সমস্ত ট্রেজার উপকূলে নিয়ে আসেন তিনি। তারপর পঞ্চান্নটা নৌকা সংগ্রহ করেন। উপকূলে ওগুলো নিয়ে আসতে সময় লাগে চব্বিশ দিন। সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল, নৌকায় তুলতে সময় লাগে আরও আঠারো দিন।

তাদের নৌকাগুলো কি রকম ছিল, কি দিয়ে তৈরি কোন রেকর্ড আছে? জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

BanglaBook.org

পিজারোর পাইলটা রুইাজ বড় আকৃতির ভেলা দেখেছেন, মাস্তুল ও চৌকো পালসহ। অন্যান্য স্প্যানিশ নাবিকদের ভাষ্য থেকে জানা যায় ইকারা ভেলা বানাত বালসা কাঠ, বাঁশ আর নল-খাগড়া দিয়ে। এক একটা ভেলায় ষাট জন লোক ছাড়াও বৈঠা ছিল ভেলাগুলোয়।

তার মানে কোন সন্দেহ নেই যে ইনকারা টন টন সোনা রুপা সাগর পথে স্থানান্তর করতে পারত?

কোন সন্দেহ নেই, অ্যাডমিরাল। পয়েন্টার দিয়ে আরেকটা রেখা দেখাল ইয়েজার, নেমল্যাটের ট্রেজার বহর যে পথ ধরে গিয়েছিল। রওনা হবার পর উত্তরের গন্তব্যে পৌঁছতে ওদের সময় লাগে ছিয়াশি দিন।

কি করে বুঝলেন উত্তরে গিয়েছিল তারা, দক্ষিণে যায়নি? জানতে চাইল অ্যাল।

আমার কমপিউটর আবিষ্কার করেছে একটা কয়েলের গিটগুলো শুধু দিক নির্দেশ করছে মোট চারটে দিক। ওপরের গিট উত্তর দিক, নিচের গিট দক্ষিণ দিক নির্দেশ করছে। ওই কয়েলের গা থেকে আলাদা দুটো সুতো বেরিয়েছে, সেগুলোর গিট পুব আর পশ্চিম দিক বোঝায়।

শেষ পর্যন্ত কোথায় তারা পৌঁছল?

এটা বের করাই কঠিন। বালসা ভেলা, পালসহ, ঘণ্টায় কত নটিকাল মাইল পেরুবে তার কোন রেকর্ড নেই। গোটা ব্যাপারটা অনুমান নির্ভর। বিশদ বলছি না, পরে আমার রিপোর্টটা তোমরা পড়ে নিয়ো। শুধু বলি, ওই যাত্রার দৈর্ঘ্য বের করতে গিয়ে আমার কমপিউটর দারুণ একটা কাজ করেছে পনেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দের স্রোত আর বাতাসের গতি ও দিক বিবেচনার মধ্যে এনেছে।

মাথার পিছনে হাত রেখে চেয়ারে হেলান দিল পিট, চেয়ারটা দু পায়ার ওপর কাত হলো পিছন দিকে। দেখো তো আমার অনুমান মেলে কিনা, বলল পিট। কর্টেজ সাগরের উজানের দিকে কোথাও পৌঁছায় ভেলার বহরটা। কর্টেজ সাগরকে গালফ অভ ক্যালিফোর্নিয়াও বলা হয় বাজা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মেক্সিকো মেইন ল্যান্ডকে আলাদা করেছে।

একটা দ্বীপে পৌঁছায় ওরা, বলল ইয়েজার। গুহায় লুকিয়ে রাখে সমস্ত ট্রেজার, তাতে সময় লাগে বারো দিন। কুইপু বলছে, গুহাটা খুব বড়, ওখানে পৌঁছনোর জন্যে একটা টানেল বা প্যাসেজ আছে, শুরু হয়েছে দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু জায়গা থেকে।

এত সব বলতে পাচ্ছ তুমি কিছু গিট দেখে? অ্যাডমিরালের গলায় অবিশ্বাস।

BanglaBook.org

আরও অনেক কথা বলতে পারছি। লাল একটা সুতো হুয়াসকারকে বোঝাচ্ছে, কালো সুতো আথাহুয়াপলাপার নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দিন, সঙ্গের জোড়া লাগানো বেগুনি সুতোটা বোঝাচ্ছে আথাহুয়ালপাকে। জেনারেল নেমল্যাপের সুতো গাঢ় নীল। ট্রেজারের বিশদ বিবরণও দিতে পারি আমরা– আমি আর কমপিউটার। সংক্ষেপে বলি, গত একশো বছরে সারা দুনিয়ার যত গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, হুয়াসকারের ট্রেজার তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি হবে।

পিটের দিকে কিছুক্ষণ হা কারে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, তুমি দেখছি বাজি মেরে দিয়েছ হে!

এখনও হাতে পাইনি, বলল পিট, ক্ষীণ হলেও মনে সন্দেহ জাগল, অ্যাডমিরাল কি ঈর্ষাবোধ করছেন?

অস্থির হয়ে উঠেছে অ্যাল, তাহলে ঠিক কোথায় রয়েছে ওগুলো? কর্টেজ সাগরে একটা দ্বীপে, দ্বীপের একটা গুহায়, বললেন অ্যাডমিরাল।

অ্যাল হতাশ গলায় বলল, কিন্তু গলফে তো দ্বীপের ছড়াছড়ি, কোনটা বুঝব কিভাবে?

টোয়েনটি এইটথ প্যারালেল এর নিচের দ্বীপগুলো বাদ দিতে পারি আমরা, বলল ইয়েজার। পিট যেমন আন্দাজ করেছে, আমিও মনে করি, নেমল্যাপের ভেলার বহর গালফের উজানের দিকে পৌঁছায়।

এখনও আপনি বলছেন না ঠিক কোথায় মাটি খুঁড়তে হবে! জিওর্দিনোর ঠোঁটে নার্ভাস হাসি।

এমন একটা দ্বীপ, পানি থেকে যেটা টাওয়ারের মত খাড়া উঠে গেছে, বলল ইয়েজার। কুইপু অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, কাজকোর সূর্য মন্দিরে। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া আর মেক্সিকো মেইনল্যান্ডের মাঝখানের সাগরকে যতটুকু বড় করে দেখাল সে এরকম বর্ণনা থাকায় তল্লাশির এলাকা অনেক ছোট হয়ে আসবে।

চেয়ারের সামনের পায়া দুটো মেঝেতে নামিয়ে স্ক্রীনের দিকে ঝুকল পিট। অ্যাঞ্জেল ডে লা গুয়ারদা ছাড়াও আরও কয়েকটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। চল্লিশ থেকে ষাট মাইল লম্বা। প্রতিটি দ্বীপে সরু চূড়া নিয়ে পাহাড় রয়েছে কয়েকটা করে। সার্চ এরিয়া তোমাকে আরও ছোট করে আনতে হবে, ইয়েজার।

ইয়েজার বলল, সব কয়েল বা গিটের অর্থ আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। শতকরা অন্তত দশ ভাগের অর্থ অস্পষ্ট। তার মধ্যে একটা কয়েলের সম্ভাব্য অর্থ করা হয়েছে, কমপিউটারের সাহায্যে, কোন এক ধরনের দেবতা বা পিশাচ পাথর খুদে তৈরি করা। এরকম আরেকটা কয়েলের জিওলজিক্যাল কোন অর্থ

BanglaBook.org

হয় না। ট্রেজার রাখা হয়েছে যে গুহায় তার ভেতর দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, এরকম অর্থহীন একটা কথা বেরিয়ে আসে।

টেবিলের ওপর পেন্সিল ঠুকছেন রুডি। দ্বীপের নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, এরকম কখনও শুনিনি।

আমিও শুনিনি, বলল ইয়েজার। সেজন্যেই তো কথাটা বলতে ইতস্তত করছিলাম।

পিট বলল, নিশ্চয়ই গালফের চুয়ানো পানি।

মাথা ঝাঁকালেন রুডি। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর।

ল্যান্ডমার্কের কোন রেফারেন্স নেই? ইয়েজারকে জিজ্ঞেস করল পিট।

দুঃখিত।

আচ্ছা, দেবতা বা পিশাচ, কেমন সেটা? জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

কি করে বলব, আমার কোন ধারণা নেই।

একটা সাইনপোস্ট, ট্রেজারের পথ নির্দেশ করছে? হাসছেন রুডি।

নাকি চোরদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে বিদঘুটে চেহারার একজন পাহারাদার ? জিজ্ঞেস করল পিট।

যে সব কয়েলের রঙ নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলোকে কি আদি চেহারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব? মি. স্ট্রেইট কি কাজটা পারবেন? জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি, বলল ইয়েজার। তা যদি সম্ভব হয়, মানে ওই কয়েলগুলো যদি অ্যানালাইসিস করার সুযোগ দেয়া হয় কমপিউটরকে, আমি আপনাদেরকে আরও নতুন তথ্য দিতে পারব বলে আশা রাখি।

গোটা মেক্সিকো খোড়ার ধৈর্য আমার নেই, বলল পিট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করো ঠিক কোথায় উঁকি দিয়ে পাওয়া যাবে সব।

BanglaBook.org

৩০.

সারা রাত জেগে অপ্রকাশিত একটা পাণ্ডুলিপি পড়ছেন গাসকিল। নাম, দা থিফ হু ওয়াজ নেভার কট। ফিকশন নয়, অবজারভার নামে কুখ্যাত এক মহা ধুরন্ধর চোরকে খুঁজে বের করতে চাওয়ার বিশদ বিবরণ। লিখেছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর ন্যাথান। অবজারভারকে ধরার জন্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আন্তর্জাতিক পলিশ আর্কাইভ খোড়াখুড়ি করেছেন ন্যাথান, প্রতিটি সূত্র যাচাই করে দেখেছেন, যতই তা ক্ষীণ হোক না কেন। বিশ ও ত্রিশ দশকের এই শিল্প চোর সম্পর্কে গাসকিলের আগ্রহের কথা জানতে পেরে দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের যে বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়তে দিয়েছেন তাকে। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একটা চিঠিও পেয়েছেন গাসকিল, তাতে দুঃখ করে ন্যাথান লিখেছেন, পাণ্ডুলিপিটা ছাপার জন্যে ত্রিশজন প্রকাশকের কাছে ধর্না দিয়ে ও কোন লাভ হয়নি, কেউ তার এটা ছাপাতে রাজি হননি। কিনতু পড়তে শুরু করে পাণ্ডুলিপিটা ছাড়তে পাছেন না গাসকিল। নিমনের তদন্ত অদ্ভূত সুন্দর একটা কাজ বলে মনে হচ্ছে তার, মুগ্ধ হয়ে পড়ছেন তিনি। পুলিশের জানা মতে অবজারভার শেষ বার চুরি করে লণ্ডনে, উনিশশো উনচল্লিশ সালে। সেই চুরির প্রধান তদন্তকারী অফিসার ছিলেন ন্যাথান। চুরি যাওয়া শিল্পকর্মের মধ্যে ছিল একটা যশুয়া রেনল্ডস, একজোড়া কনস্টেবল আর তিনটে টারনার। অবজারভারের আর সব চুরির মত এই চুরিটাও ছিল নিখুঁত, রহস্যের কোকন মীমাংসা হয়নি, শিল্প কর্মগুলোও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ন্যাথানের বক্তব্য, পারফেক্ট ক্রাইম বলে কিছু হতে পারে না। অবজারভারের পরিচয় জানার জন্যে আদাজল খেয়ে লাগেন তিনি।

একটানা পঞ্চাশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ন্যাথান। অবসর নেয়ার পরও অবজারভারের পিছনে লেগে থাকেন তিনি। সেই লেগে থাকারই ইতিহাস পাণ্ডুলিপিটা। আজ তিনি অসুস্থ, আশির ওপর বয়েস, একটা নার্সিং হোমে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

গাসকিল ভাবছেন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে বইটা কেউ ছাপাতে চায়নি। দা থিফ হু ওয়াজ নেভার কট ছাপা হলে চুরির অন্তত দশটা বিখ্যাত ঘটনার রহস্য ইতিমধ্যে উন্মোচিত হতে পারত।

BanglaBook.org

সকাল সাতটায় পড়া শেষ করলেন গাসকিল। বালিশে মাথা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সিলিঙে। তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। ডায়াল করতে অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া মিলল, ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল।

ডেইভ বলছি।

হাই তুললেন ফ্রান্সিস। কি ব্যাপার, এত সকালে?: তাছাড়া, আজ না রোববার

শোনো হে, আমি তোমাকে অবজারভারের আসল নাম জানাতে পারি।

হোয়াট!

আমি না, তার পরিচয় উদ্ধার করেছেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন ইন্সপেক্টর।

কি বলছেন তিনি ?

ভদ্রলোক একটা বই লিখেছেন। শেষ পরিচ্ছদ লেখার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন নার্সিং হোমে। ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত শিল্পর্কম চোরের নাম হলো ম্যান্সফিল্ড জোলার।

আবার বলো।

ম্যান্সফিল্ড জোলার। আগে কখনও শুনেছ নামটা?

তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

যীশুর কিরে।

আমার জিজ্ঞেস করতে ভয় করছে...।

কোরো না, বাধা দিলেন গাসকিল জানি কি ভাবছ তুমি। সেই বাবা।

গুড লর্ড, জোলার ইন্টারন্যাশনাল। ওহ গড, ধাধার সব প্রশ্নে উত্তর মিলে যাচ্ছে। জোলাররা কিংবা যেনামেই তার পরিচিত হোক...।

সেদিন ডিনারে বসে এরকমই অনুমান করেছিলাম আমি। অবজারভার একটা সাম্রাজ্য রেখে গেছে। মনে পড়ছে, অন্তত চারটে ঘটনায় জোলার ইন্টারন্যাশনালের ওপর নজর রেখেছিলাম আমরা, কিন্তু কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। একবার ও ভাবিনি যে অবজারভারের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ থাকতে পারে।

আমাদের এফবি আই এর অবস্থা ও তাই, বললেন ফ্রান্সিস। মূল্যবান যে কোন শিল্প বা আর্ট ফ্যাক্ট চুরি হলে ওদেরকেই প্রথমে আমরা সন্দেহ করি, কিন্তু প্রমাণের অভাবে একজনকেও ধরতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে জোলার ইন্টারন্যাশনালের মত এত বড় একটা আণ্ডারগ্রাউন্ড ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিরাট স্কেলে অপারেশন চালাচ্ছে অথচ কোন ক্লু নেই কেন?

BanglaBook.org

গাসকিল বললেন, ওরা ভুল করে না।

তুমি কখনও কোন আণ্ডারগ্রাউন্ড এজেন্টকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করেছ?

দুবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যায় ওরা, চাকরি চলে যায়। আমরাও কখনও পেনিট্রেট করতে পারিনি। যারা অবৈধ শিল্পকর্ম বা আর্টিফ্যাক্ট কেনে তারাও মুখ খোলে না। ডেইভ, আমার মনে হয় ডিনারে বসে বা টেলিফোনের তথ্য বিনিময় বন্ধ হওয়া দরকার, তার বদলে একসঙ্গে কাজে নেমে পড়া উচিত আমাদের।

আমি রাজি , প্রস্তাবটা লুফে নিলেন গাসকিল। জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স দরকার। অনুমতির জন্যে আজই আমি আমর বসকে অনুরোধ করব।

এদিকে আমিও তাই করব।

ঠিক আছে, এখন তাহলে রাখি।

না, বাধা দিলেন এফবিআই অফিসার ফ্রান্সিস। রাখার আগে একটা কথার জবাব দাও। গোল্ডেন মমি স্যুট তো হাতছাড়া করেছ। আমি জানতে চাই, স্যুট প্রসঙ্গে কোন অনুবাদ বিশেষজ্ঞের নাম তোমার তদন্তে ছিল কিনা।

ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চেহারা ম্লান হয়ে গেল গাসকিলের। এধরনের গ্লিফস সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তারা কে কোথায় কি করছেন খবর নিয়েছি, কিন্তু দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ড. হেনরি মূর আর তার স্ত্রী মিকি মূর। হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করা নৃবিজ্ঞানী দুজনেই। কেউ বলতে পারছে না কোথায় তারা আছেন।

হেসে উঠলেন ফ্রান্সিস। ওদেরকে যখন জোলারদের কারও সঙ্গে বসে তাস খেলতে দেখা যাবে, নরম আচরণ করো।

BanglaBook.org

৩১.

টেক্সাসের হারলিনজেন এয়ারপোর্টে নিজের ডিসি থ্রি নিয়ে ল্যান্ড করল পেদ্রো ভিনসেন্তে। প্যাসেঞ্জার ডেক খুলে নিচে নামতেই কাস্টমসের দুজন এজেন্ট তার সামনে এসে দাঁড়াল। লালচুলো অফিসার বিনয়ে জিজ্ঞেস করল, মি. ভিনসেন্তে? মি. পেদ্রো ভিনসেন্তে স্যার?

হ্যা আমি ভিনসেন্তে। ফ্লাইট প্ল্যানের একটা কপি বাড়িয়ে দিল সে।

আপনি কোস্টারিকা থেকে আসছেন, স্যার ? হাতের ক্লিপবোর্ডে গেছে ইতিমধ্যে, ড্রাগ আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে।

হ্যা।

আপনার গন্তব্য উইচিটা, ক্যানসাস?

ওখানে আমার প্রাক্তন স্ত্রী ও বাচ্ছারা থাকে, বলল ভিনসেন্তে। প্রতি মাসে একবার বাচ্ছাদের দেখতে আসি আমি। পরশু আবার দেশে ফিরে যাব।

আপনার পেশা... আপনি একজন কৃষক, স্যার?

হ্যা, কফি চাষ করি।

আশা করি শুধুই কফি চাষ করেন, গম্ভীর সুরে বলল লালচুলো। শুধু কফি চাষ করেও বিলাসবহুল জীবন কাটানো যায়, সকৌতুকে বলল ভিনসেন্তে।

আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি, প্লীজ?

রুটিন কখনও বদলায় না। কাস্টমসের এই লোক দুজনই বেশিরভাগ সময় জেরা করে তাকে, অথচ এমন ভাব দেখাবে যেন কোন ট্যুরিস্ট এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে এসেছে। পাসপোর্টের ফটোর সঙ্গে বেনেটের চেহারা মিলিয়ে দেখল অফিসার। গায়ের রঙ শ্যামলা, ঝাঁকারি আকৃতি, বয়েস পয়তাল্লিশ। মুখ তুলে তাকাল অফিসার, বলল, আমাদের অফিসে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, স্যার। আমরা আপনার প্লেন সার্চ করব। আশা করি নিয়মটা সম্পর্কে আপনার জানা আছে।

হ্যা, অবশ্যই। অফিসের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল ভিনসেন্তে, বলল, অফিস থেকে আমি কি ফোন করতে পারি,ফুয়েল ট্রাক আনবার জন্যে? উইচিটা পর্যন্ত যাবার মত ফুয়েল বোধহয় নেই।

BanglaBook.org

হ্যা, পারেন, ডেস্কের এজেন্টকে বললেই হবে।

এক ঘন্টা পর টেক্সাস থেকে উইচিটার পথে রওনা হয়ে গেল ভিনসেন্তের। তারপাশে কো পাইলটের সীটে চারটে ব্রীফকেস রয়েছে, সব মিলিয়ে ষাট মিলিয়ন ডলার আছে ওগুলোয়। ব্রিফকেসগুলো প্লেনে তুলে দিয়েছে রিফুয়েলিং ট্রাকের একজন ড্রাইভার, টেক অফ করার ঠিক আগে।

প্লেন সার্চ করে কোন ড্রাগ বা অবৈধ কিছু না পাওয়ায় কাস্টমস অফিসাররা ধরে নেয় পেদ্রো ভিনসেন্তে ধোয়া তুলসী পাতা। তার ওপর ওরা কয়েক বছর ধরে নজর রাখছে, অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌচেছে সে একজন সম্মানিত কোস্টারিকান ব্যবসায়ী, কফি চাষ করে বিপুল টাকার মালিক হয়েছে। এ কথা সত্যি কোস্টারিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি খেতের মালিক ভিনসেন্তে। তবে এও সত্যি যে কফি থেকে সে যা আয় করে তার চেয়ে দশ গুণ বেশি আয় করে ড্রাগ স্মাগলিং অপারেশন থেকে। ড্রাগ ব্যবসাতে সে বাদিয়ো ভিকি ফ্লেমিঙ্গো নামে পরিচিত।

জোলার সাম্রাজ্যের মালিকদের মত ভিনসেন্তেও তার স্মাগলিং অপারেশন দূর থেকে পরিচালনা করে। দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব পালন করে তার লেফটেন্যান্টরা, কেউ ওরা তার আসল পরিচয় জানে না।

উইচিটার বিশাল এক ফার্মে আসলেও ভিনসেন্তের এক প্রাক্তন স্ত্রী বাস করে তার চার বাচ্চাকে নিয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হবার পর ভিনসেন্তে তাকে ফার্মটা উপহার হিসেবে দিয়েছে। ফার্মে একটা এয়ারস্ট্রিপ বানানো হয়েছে, সে যাতে কোস্টারিকা থেকে নিয়মিত এসে বাচ্চাদের দেখে যেতে পারে, আর সেই সুযোগে জোলার পরিবারের কাছ থেকে চুরি করা শিল্পকর্ম ও আর্টিফ্যাক্ট কিনতে পারে। কাস্টমস ও ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্টরা দেশে অবৈধ কিছু ঢুকল কিনা দেখতে চায়, দেশে থেকে কি বেরিয়ে গেল তা নিয়ে তাদের তেমন মাথাব্যাথা নেই।

ফসল ভরা এক ক্ষেতের মাঝখানে সরু এয়ারস্ট্রিপটা, শেষ বিকেলে ল্যান্ড করল ভিনসেন্তে। সোনালি একটা জেট দেখতে পেল সে, স্ট্রিপের একপাশে পার্ক করা রয়েছে। জেটির পাশে নীল রঙের বিরাট এক তাবু ফেলা হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ককপিট থেকেই হাত নাড়ল ভিনসেন্তে। তারপর প্লেন থেকে নেমে তাবুর দিকে এগোল। সঙ্গে তিনটে ব্রিফকেস নিয়েছে।

তাঁবুর ভেতর চেয়ারে বসে আছে জোসেফ জোলার, চেয়ার ছেড়ে ভিনসেন্তেকে আলিঙ্গন করল সে, বলল, জোসেফ, প্রিয় বন্ধু, কেমন আছ তুমি?

ভাল আছি, জোসেফ, ভাল আছি। আশা করি বরাবরের মতো এবারও তুমি আমাকে খুশি করতে পারবে।

BanglaBook.org

আরে, ভাই, তুমি আমার সেরা ক্লায়েন্ট, তোমাকে খুশি করার জন্যে কিনা করতে পারি আমি।

জবাই করার আগে ফুলিয়ে নিচ্ছ গরুকে? ভিনসেন্তে হাসছে।

এসো ব্যবসা শুরুর আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই, পর্দা সরিয়ে তাঁবুর আরেক পাশে ভিনসেন্তেকে নিয়ে এলো জোলার, ল্যাটিন আমেরিকান এক তরুণী শ্যাম্পেন পরিবেশন করল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভিনসেন্তে জিজ্ঞেস করল, কি কি আছে, বন্ধু? সব বাছাই করা জিনিস তো?

মাথা ঝাকিয়ে জোলার বলল, এবার আমি তোমার জন্যে পেরু থেকে উনকাদের দুর্লভ যত আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে এনেছি। আমেরিকান সাউথওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ধর্মীয় জিনিসপত্রও আছে। অন্দেজ থেকে সদ্য আসা আর্টিফ্যাক্ট পেলে তোমার কালেকশনের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

তাই রে, আমার যে আর তর সইছে না।

তাঁবুর ওপাশটায় আমার লোকজন সব সাজিয়ে রেখেছে, একটু পরই দেখতে পাবে।

দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করা একটা নেশা, এই নেশা কাউকে একবার পেয়ে বসলে তার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা সম্ভব। বেটাতো তার সংগ্রহের সত্তার ভাগই সংগ্রহ করেছে জোলারের কাছ থেকে,গত বিশ বছর ধরে। চুরি করা এসব শিল্প কর্ম বা আর্টিফ্যাক্ট জোলার যে তাকে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে পাঁচ-সাত গুণ বেশি দামে বিক্রি করেছে তা সে জানে, কিন্তু সেজন্যে অসন্তুষ্ট নয়। সম্পর্কটা দুজনের জন্যেই সুবিধেজনক। ভিনসেন্তে তার ড্রাগ ব্যবসা থেকে লাভ করা টাকা খরচ করার একটা পথ পেয়েছে, আর জোলার চুরি ও নকল করা শিল্প কর্ম বেচে নগদ টাকা পাচ্ছে।

আন্দেজ থেকে আসা আর্টিফ্যাক্ট এত মূল্যবান কেন? দ্বিতীয় গ্লাসটা খালি করে জানতে চাইল ভিনসেন্তে।

ওগুলো চাচাপয়ান।

চাচাপয়ান শিল্পকর্ম আমি কখনও দেখিনি।

খুব কম লোকেই দেখেছে, জবাব দিল জোলার। আন্দেজের সিটি অব ডেথ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ওগুলো। এসো, নিজের চোখেই দেখো, বলে তাঁবুর দ্বিতীয় পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

উত্তেজনার কারণেই ভিনসেন্তে লক্ষ করল না তাঁবুর এক কোণে ছোট একটা গ্লাস কেস রয়েছে। সরাসরি তিনটে টেবিলের দিকে এগোল সে।

BanglaBook.org

ভেলভেট দিয়ে ঢাকা ওগুলো। একটা টেবিলে রয়েছে বস্ত্র সম্ভার। দ্বিতীয়টায় শুধু সিরামিক। তৃতীয়টায় মনোমুগ্ধকর হস্তশিল্প, সবই প্রি-কলম্বিয়ান অ্যান্টিকস। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল ভিনসেন্তে, একসঙ্গে এত আর্টিফ্যাক্ট আগে কখনও দেখেনি সে। এ তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য! তুমি দেখছি নিজেকেও এবার ছাড়িয়ে গেছ, হে।

কথা না বলে সর্গে হাসছে জোলার।

প্রতিটি আটিফ্যাক্ট খুটিয়ে পরীক্ষা করল ভিনসেন্তে। এমব্রয়ডারির কাজ করা বস্ত্র, দুর্লভ রত্নখচিত নোর অলঙ্কার, সিরামিকের পাত্র প্রতিটি জিনিস তার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তা হলে এই তোমার চাচাপয়ান আর্ট?

প্রতিটি অথেনটিক, আসল জিনিস।

এ ট্রেজার সবই কবর থেকে এসেছে?

হ্যা, রাজ পরিবার ও ধনী ব্যবসায়ীদের সমাধি থেকে।

অপূর্ব!

এরকম আগে কখনও দেখেছ? জিজ্ঞেস করল জোলার।

পাল্টা প্রশ্ন করল ভিনসেন্তে, এরকম আরও আছে?

আমার কাছে চাচাপয়ান এই ই আছে।

জোসেফ, ভাই আমার, দামী দু একটা জিনিস সরিয়ে রাখোনি তো?

কি বলছ! যা আছে এখানেই সব। সব এক জায়গায় রেখেছি, কারণ এগুলো আমি একটা দুটো করে বিক্রি করব না। তোমাকে বলবার দরকার করে না, তোমার মত আরও পাঁচজন ক্লায়েন্ট এগুলো দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

কাউকে দেখাবার দরকার নেই। এগুলোর জন্যে তোমাকে আমি চার মিলিয়ন ডলার ক্যাশ দেব।

তুমি জানো, দর দাম নিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না। এগুলো একদামে বিক্রি হবে।

কত?

ছয় মিলিয়ন।

কয়েকটা আর্টিফ্যাক্ট সরিয়ে টেবিলে জায়গা করল ভিনসেন্তে। পাশাপাশি রাখল ব্রিফকেসগুলো, তারপর সেগুলো খুলে বলল, কিন্তু আমি মাত্র পাঁচ মিলিয়ন নিয়ে এসছি।

সেক্ষেত্রে তোমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

তার মানে এই দামে তুমি রাজি নও? অবাক হবার ভান করল ভিনসেন্তে।

আমি অসহায়, জোসেফ।

BanglaBook.org

তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি তোমার সেরা ক্লায়েন্ট।

ভুলছি না, বলল জোলার। এও সত্যি যে তুমি আমার ভাইয়ের মতো। তোমার গোপন তৎপরতা সম্পর্কে একা শুধু আমি জানি, আমার গোপন তৎপরতা সম্পর্কেও পরিবারের বাইরে একা শুধু তুমি জানো। তারপরও কোন যে তুমি প্রতিবার কেনাবেচার সময় এমন দর কষাকষি করো বুঝি না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল ভিনসেন্তে। তারপর বলল, সত্যি, কি লাভ! তুমি জানো যে আমার এত টাকা আছে যা দুহাতে উড়ালেও শেষ হবার নয়। আর্টিফ্যাক্টগুলো দখল করতে পারলে শুধু মনে হয় নিজেকে। ঠিক আছে,দেখি প্লেনে আর টাকা আছে কিনা। তাবু থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বাকি ব্রিফকেসটা নিয়ে একটু পরেই ফিরে এল ভিনসেন্তে। বলল, এতে আরও দেড় মিলিয়ন আছে। তুমি বলছিলে আমেরিকান সাউথওয়েস্ট এর কিছু ধর্মীয় জিনিস পত্র আছে, সেগুলোও পাচ্ছি তো?

অতিরিক্ত পাঁচ লাখ ডলারের মিনিময়ে ওগুলো তুমি নিতে পারো, বলল জোলার। ওই যে, ওই কোণে, গ্লাস কেসের ভেতর।

এগিয়ে এসে কাঠ মোড়া কেসটার ঢাকনি তুলল ভিনসেন্তে, তাকিয়ে থাকল অদ্ভুত আকৃতির মূর্তিগুলোর দিকে। বুঝতে পারছে এগুলো সাধারণ কোন মূর্তি নয়, যদিও দেখে মনে হবে কোন বাচ্চা ছেলে আনাড়ি হাতে তৈরি করেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। হোপি?

না, মনটোলো। খুবই প্রাচীন।

পরীক্ষা করে দেখার জন্যে কেসের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল ভিনসেন্তে। একটা মূর্তি ধরতেই ছ্যাৎ করে উঠল তার বুক। হঠাৎ শীত অনুভব করল সে। মূর্তিটা স্পর্শ করায় তার মনে হলো না যে সে বহুকাল আগের মরা কটনউড এর শিকড় ছুয়েছে। মূর্তিটা যেন জ্যান্ত কোন মেয়ের মাংসল বাহু। ভিনসেন্তের আরও মনে হলো, যেন একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

শুনলে? জিজ্ঞেস করল সে, মূর্তিটা তাড়াতাড়ি রেখে দিল কেসের ভেতর।

চোখে প্রশ্ন, জোলার বলল, কি শুনলে?

এ সব মূর্তি আমার ভাই দরকার নেই। কেসটার কাছ থেকে পিচিয়ে এলো ভিনসেন্তে। ওগুলোর ভেতর আত্মা আছে। তুমি, ভাই, এখুনি এ সব এখান থেকে নিয়ে যায়। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আঘাতে প্রাণ হারাতে না চাইলে নষ্ট করে ফেলো সব।

BanglaBook.org

৩২.

বিকেলে ওদের সবাইকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে কংগ্রেস সদস্যা লরেন স্মিথ। রুডির গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছে ওরা, পিট বসেছে পিছনের সীটে একা। ওর হাতে সী অব কর্টেজ এর একটা গাইড, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে প্যাডে নোট নিচ্ছে।

লরেনের ফ্ল্যাটে পৌঁছেও বোটারস গাইডে চোখ বুলাচ্ছে পিট। চা পান চলছে, অ্যাল জিজ্ঞেস করল, কোনও সমাধান পেলে, পিট?

সাগরের সারফেস থেকে পঞ্চাশ মিটার উঁচু, গালফের ভেতর ও চারপাশে এরকম দ্বীপের সংখ্যা প্রায় একশো, গাইড থেকে মুখ তুলে বলল পিট। এগুলো থেকে ছটা বেছে নিয়েছি আমি, বাকিগুলো জিওলজিকাল প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না।

দেখতে পারি, কোথায় তোমরা সার্চ করতে যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল লরেন।

জ্যাকেটের পকেট থেকে গোল পাকানো একটা কাগজ বের করল পিট, টেবিলের ওপর সিধে করল সেটা। ছোট থেকে বড় করা গলফের ফটো। কুইট্রুর বর্ণনার সঙ্গে কিছু কিছু মেলে, এরকম দ্বীপগুলোর বৃত্ত এক দেখিয়েছি আমি।

এই কেসটা সম্পর্কে আগাগোড়া সবই ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে লরেনের, কৌতূহলী হয়ে ফটোটার ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। দেখেই বুঝতে পারল, একটা জিওফিজিকাল অরবিটিং স্যাটেলাইট থেকে তোলা হয়েছে ফটোটা, কর্টেজ সাগরের উজানের দিকটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, পিট বাড়ানো হাত থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে চোখে ঠেকাল সে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, ধরে নিচ্ছি, আকাশ থেকে সম্ভাব্য এলাকা সার্ভে করবে তোমরা।

হ্যাঁ।

প্লেন থেকে?

হেলিকপ্টার থেকে।

এলাকাটা তো বিরাট, হেলিকপ্টার কাভার করতে পারবে? বেস হিসেবে কি ব্যবহার করতে চাও?

BanglaBook.org

পুরানো একটা ফেরিবোট। টপ ডেকটা এত বড়, হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করতে পারবে অনায়াসে।

লরেন বলল, প্রমিজিং ট্রেজার সাইট পেলে তারপর কি করবে?

দ্বীপটার জিওলজি স্টাডি করার পর মাটি বা পাথর খোড়ার কাজ শুরু করব, জবাব দিল পিট। কিন্তু, লরেন, তুমি যেন একটু বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছ?

পিটের প্রশ্নের উত্তর দিল না লরেন, নতুন আরেকটা প্রশ্ন করল সে, পারমিট? গুপ্ত-ধনের সন্ধানে মেক্সিকোর যেখানে সেখানে খুড়ে বেড়াবে, তারা বাধা দেবে না?

মাথা চুলকে পিট বলল, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার বলছেন, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখুনি কাউকে কিছু জানানো চলবে না। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গুপ্তধন খুঁজছি, এ খবর রটে গেলে ট্রেজার হান্টাররা হাজারে হাজারে ছুটে আসবে, লাফিয়ে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। জানা কথা, মেক্সিকো সরকারও ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে আমাদেরকে। তার চেয়ে...।

মুখ না খোলার একই কৌশল আমিও সমর্থন করি, ধীরে ধীরে বলল লরেন। তবে একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। ধরো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হলো তোমাদের ওপর, জেরা করতে শুরু করল তারা। তোমাদের টিমে বীমা হিসেবে কেউ যদি থাকে, ভাল হয় না?

তীক্ষ্ণ হলো পিটের দৃষ্টি। একজন পাবলিক রিলেশন্স এক্সপার্টকে সঙ্গে রাখতে বলছ?

না। বোনা-ফাইড, পরিচয়-পত্রধারী একজন আমেরিকান কংগ্রেস সদস্যের কথা বলছি।

তুমি?

অসুবিধে কি? হাউসের স্পীকার আগামী সপ্তা থেকে অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করছেন। ওয়াশিংটন থেকে দিন কয়েকের জন্যে পালাতে পারলে ভালই লাগবে আমার।

পিট বা লরেনের দিকে না তাকিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে আল, বলল, আমার মনে হয় টিমে আপনার উপস্থিতি আমাদের মধ্যে অন্তত একজনকে অনুপ্রাণিত করবে।

লরেনের হাতের ওপর হাত রাখল পিট। কিন্তু আমরা যদি ব্যর্থ হই, আর সব যদি জানাজানি হয়ে যায়, বিরাট একটা স্ক্যান্ডাল হবে সেটা। নিজেকে তার সঙ্গে জড়ানো কি উচিত হবে তোমার ?

ফলাফল বড়জোর এই হতে পারে যে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নেবে, পরবর্তী টার্মে আমি আর কংগ্রেসে বসতে পারব না, বলল লরেন, হাসছে সে। ভালই হবে সেটা, তোমাকে বিয়ে করে ফেলার একটা কারণ দেখা দেবে!'

BanglaBook.org

'প্রেসিডেন্সিয়াল ভাষণ শোনার চেয়ে খারাপ হবে সেটা!' জিওর্দিনো বললো। 'তবে, একেবারে খারাপও নয় আইডিয়াটা।'

'কি জানি,' পিট বললো। 'মানে, আমরা দুজন জামাই-বউ সেজে ক্যাথেড্রালে হাঁটছি– এই ছবিটা মিলাতে পারছি না আমি।'

মনে মনে ভিন্ন কিছু আশা করলেও লরেন মন খারাপ করলো না। ও জানে, পিট একটু অন্যরকম। কংগ্রেস সদস্যা হিসেবে বহু সম্পদশালী আর শক্তিমান লোকের সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ তার হয়েছে। কিন্তু, পিটের ব্যাপার ভিন্ন।

ওদের এই হঠাৎ-প্রেম– হঠাৎ বিচ্ছেদ খেলাটা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। দুই জনেই ওরা পর-পুরুষ বা পর-নারীর সঙ্গে মিশেছে– তাতে দুজনের টান কমে নি। কিন্তু, মেয়ে হিসেবে লরেন জানে, বাচ্চা-কাচ্চার মা হতে চাইলে ওর আর বেশিদিন নেই।

'বিয়ে করতেই হবে– এমন কোনো কথা নেই,' অবশেষে বললো সে।

পিট বুঝলো, অভিমান করেছে লরেন। 'না, কিন্তু বেশ কিছুদূর এগিয়ে রাখতে পারি আমরা– সম্পর্কটাকে।'

বাঁকা করে তাকালো লরেন, 'এর মানে কি, আমাকে প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে?'

পিটের সবুজ চোখে কি যেনো একটা ঝিকিয়ে উঠে। 'আমি বলতে চাইছিলাম– দেখিই না, সামনে কি অপেক্ষা করছে!'

BanglaBook.org

৩৩.

দেখো দেখি প্রধান চূড়াটার আরও কাছাকাছি যেতে পারো কিনা, সাইরাস সারাসন তার ভাই অক্সলি চার্লসকে বলল। ছোট একটা ফ্লাইং বোটের কন্ট্রোলে রয়েছে চার্লস। ছোট চূড়াটা একটু বেশি চোখা, বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না।

কিছু দেখতে পাচ্ছ?

প্লেনের সাইড উইন্ডো দিয়ে তাকাল সারাসন, চোখে বাইনোকিউলার। এই দ্বীপটাও হতে পারে, কিন্তু কি ধরনের ল্যান্ডমার্ক খুঁজতে হবে জানতে পারলে সুবিধে হতো।

দ্বীপটার নাম আইলা ডানজান্তে। একপাশের পাহাড় খাড়া, তিন বর্গ মাইল পাথরে কাঠামো, কর্টেজ সাগর থেকে তেরোশো বারো ফুট উঁচু। রিসর্ট শহর লরেটোর ঠিক দক্ষিণে ওটা। জোড়া এঞ্জিন বিশিষ্ট CZ-410- বিমানে ঘুমিয়ে নিল চার্লস, পাহাড়টাকে আরও কাছ থেকে দেখতে চায়। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে মেলে। বোট ভেড়াবার মত দুটো সৈকত দেখতে পাচ্ছি ঢালের গায়ে গিজ গিজ করছে গুহামুখ। তোমার কি মনে হচ্ছে?

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে একবার তাকাল সারাসন। আমার ধারণা প্রফেসর এখনও সব কথা বলছেন না।

নির্দিষ্ট সাইট দেখতে পেলে আপনাদেরকে জানানো হবে, ঠাণ্ডা সুরে বলল মূর।

আমার প্রস্তাব হলো, হ্যাট খুলে নিচে ফেলে দেয়া হোক ওকে, দেখি কেমন সাঁতার কাটেন।

হাত দুটো বুকের ওপর ভাজ করল মূর। দিন, সেই সঙ্গে গুপ্তধনের কথা ভুলে যান।

বারবার এই একই কথা শুনে অসুস্থ বোধ করছি আমি।

আইলা ডানজান্তে সম্পর্কে বলুন, চার্লসের গলায় আদেশের সুর। বর্ণনার সঙ্গে মেলে?

হুকের হাত থেকে বাইনোকিউলারটা ছো দিয়ে কেড়ে নিল প্রফেসর মূর। কথা না বলে দ্বীপের ভাঙাচোরা রিজ এর ওপর চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। তারপর বাইনোকিউলার ফেরত দিয়ে হেলান দিল সীটে। এটা আমরা খুঁজছি না।

BanglaBook.org

হেনরির গলাটা টিপে ধরার জন্যে সারাসনের হাত দুটো নিশপিশ করছে, মুঠো পাকিয়ে নিজেকে দমন করল সে। এক মিনিট পর একটা বোটারস গাইড খুলল, ঠিক যেরকম ব্যবহার করছে পিট।পরবর্তী সার্চ পয়েন্ট আইলা কারমেন। সাইজ একশো পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার। চওড়ায় ত্রিশ কিলোমিটার। কয়েকটা চূড়া তিনশো মিটারের কিছু উঁচু।

ওটাও বাদ, বলল মূর। অনেক বড় হয়ে যায়।

তারপর রয়েছে আইলা চোলা, ছোট একটা পাহাড় আছে, মাথাটা সমতল। একটা লাইট টাওয়ার আছে,অল্প কয়েকটা কুড়ে ঘর।

ওটাও বাদ, বলল মূর।

তাহলে চলুন বাহিয়া কয়েকটি দেখে আসি, বলল সারাসন। ওদিকে দ্বীপ আছে ছটা, প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সাগর থেকে মাথাচাড়া দিয়ে আছে।

প্লেনটাকে আড়াই হাজার ফুটে তুলে এনে কোর্স বদল করল চার্লস, উত্তর দিকে যাচ্ছে। পঁচিশ মিনিট পর উপসাগর ও লম্বা পেনিনসুলার ওপর চলে এল প্লেন। নিচে নেমে এসে পাথুরে দ্বীপগুলোকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে।

আইলা গুয়াপা আর আইলা বার্গো, দুটোরই সম্ভাবনা আছে, বলল সারাসন। দুটোই খাড়াভাবে সাগর থেকে উঠেছে, শরীরটা বাঁকা করে নিচে তাকাল মূর। ওগুলোর কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার...। হঠাৎ নেমে আবার হুরেকর হাত থেকে বাইনোকিউলারটা ছিনিয়ে নিলো। ...ওদিকের দ্বীপটা!

কোনটা? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল সারাসন। দ্বীপ তো মোট ছটা।

দেখতে হাসের মত, যেন পিছন দিকে তাকিয়ে আছে।

আইলা বার্গো। প্রোফাইল মেলে। তিন দিকে খাড়া গা, গোলচূড়া। কাঁধের নিচে একটা সৈকতও আছে।

ওটাই, উত্তেজনায় কেঁপে গেল হেনরির গলা। নির্ঘাৎ ওটাই।

চার্লস জিজ্ঞেস করল, কি করে বুঝলেন?

মুচকি একটু হাসি হেনরির চেহারায় ফটতে গিয়েও ফটল না।

আমার অনুভূতি তাই বলছে।

বাইনোকিউলারটা নিয়ে চোখে তুলল সারাসন। দেখে মনে হচ্ছে পাথরে কি যেন একটা খোদাই করা রয়েছে।

ওটার দিকে খেয়াল দেয়ার দরকার নেই, বলল মূর, কপাল থেকে গড়িয়ে নেমে আসা ঘামের একটা ধরা মুচল রুমাল দিয়ে। ওটার কোন তাৎপর্য নেই।

সারাসন বোকা নয়। তার মনে হলো ইনকাদের রেখে যাওয়া সাইনবোর্ড হতে পারে ওটা, গুপ্তধনের কাছে পৌঁছনোর প্যাসেজ বা টানেলটা নির্দেশ করছে। তবে কিছু না বলে চুপ করে থাকল।

BanglaBook.org

সৈকতে ল্যান্ড করব আমি, জানাল চার্লস। অন্তত আকাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে চূড়ায় ওঠাও কঠিন হবে না।

মাথা ঝাঁকাল সারাসন। ল্যান্ড করো।

সৈকতের সামনে পানির ওপর দিয়ে দু বার আসা যাওয়া করল চার্লস, নিশ্চিতভাবে জেনে নিল পানির ঠিক নিচে মগ্ন চূড়া আছে কিনা।

তারপর ধীরে ধীরে নীল সাগরে নামিয়ে আনল প্লেনটাকে।

থ্যটল পিছিয়ে আনতে পাওয়ার সাপ্লাই কমে গেল, ধীর গতিতে সৈকতের দিকে এগোল তাদের বাহন। তীর যখন আর দেড়শো ফুট দূরে, হুইলগুলো রিলিজ করল চার্লস। একটু পরই বালি পেল চাকা, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে দ্বীপে। দুমিনিট পর ফেনা থেকে তীরে উঠে পড়ল প্লেন, ভেজা হাসের মত গা থেকে পানি ঝরছে।

কাঠের তৈরি একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজন জেলে হা করে তাকিয়ে আছে প্লেনটার দিকে। ইগনিশন সুইট অফ করে প্রপেলার থামাল চার্লস। প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিচে নামল সারাসন ও ফোর্ট সবশেষে চার্লস। দরজা ও কার্গো হ্যাচে তালা দেয়া হলো। সাবধানের মার নেই, জেলে দু জনকে নগদ টাকা দিয়ে প্লেনটাকে পাহারা দিতে রাজি করিয়ে ফেলল চার্লস। তারপর মূর, অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ ধরে দ্বীপের মাথার দিকে এগোল দলটা।

প্রথম দিকে ঢাল বেয়ে উঠতে অসুবিধে হলো না, তারপর চূড়া যত কাছে চলে এল ততই খাড়া হতে শুরু করল পাথুরে ঢাল। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে সী গাল, চিৎকার করছে, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে হঠাৎ একটি সী গাল মল ত্যাগ করল প্রফেসর ফোটের কাঁধে।

পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত নয় মূর, তার ওপর প্রচুর মদ খায়, ঢাল বেয়ে উঠতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। কাঁধের ওপর শার্টের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, পাখিটাকে গাল দেয়ার শক্তিও নেই। মুখে চওড়া হাসি, পাখিটাকে স্যালুট করল সারাসন।

এক সময় বড় একটা পাথর টপকালো সে, অমনি দৃষ্টি পথে চলে এল নীল সাগর। চ্যানেলের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল সে, সাদা বালির সৈকত সহ প্লাইয়া এল দ্বীপ আর সিয়েরা এল কার্ডোনাল পাহাড়টা দেখতে পেল সামনে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে মূর, হাপরের মত ঘন ঘন হাপাচ্ছে। মনে হলো টলে পড়ে যাবে, এই সময় তার একটা হাত ধরে টান দিলে চার্লস, তুলে আনল সমতল চূড়ায়। কেউই আপনাকে বলেনি মদ খেলে পাহাড়ে চড়া যায় না?

কথা না বলে চুপ করে থাকল মূর। হঠাৎ করেই তার সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। গভীর মনোযোগ ভরা দৃষ্টি ফুটল চোখে। চার্লসকে ঠেলে একপাশে

BanglaBook.org

সরিয়ে দিল সে, হোচট খেতে খেতে একটা পাথরের দিকে এগোল। প্রাইভেট কার এর মতো আকার হবে সেটার, আনাড়ি হাতে খোদাই করা কোন এক পশুর আকৃতি। মাতালের মতো টলতে টলতে সোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে মূর, হাত বুলাচ্ছে গায়ে। কুকুর হাঁপানোর ফাকে হিসহিস শব্দে বলল সে। কিছু না, স্রেফ একটা কুকুর।

কুকুর নয়, কয়োটি, বলল সারাসন। জেলেরা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা এই কয়োটি তাদেরকে আর তাদের বোটকে রক্ষা করবে আপদ বিপদ থেকে, সেজন্যেই পাথর কেটে এ সব তৈরি করে তারা।

চার্লস জিজ্ঞেস করল, পাথরের একটা মূর্তি নিয়ে এত কেন মাথাব্যথা আপনার?

আমি একজন নৃবিজ্ঞানী, প্রাচীন একটা ভাস্কর্য আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।

একদৃষ্টে হেনরির দিকে তাকিয়ে আছে সারাসন। মাতাল প্রফেসর ট্রেজারের অবস্থান যে ফাঁস করে ফেলেছে, এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। ভাবছে এখুনি লোকটাকে খুন করে ফেলবে কিনা। কিনারা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে সরাসরি ফেনার মধ্যে পড়বে। কারও কিছু এসে যাবে না। লাশটা সম্ভবত হাঙরের খোরাক হবে আপনি বুঝতে পারছেন, প্রফেসর,আপনাকে আমাদের আর দরকার নেই?

হাসল হেনরি। আমাকে ছাড়া আপনাদের চলবে না।

ধোকা দিতে চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক, বলল সারাসন। এখন যেহেতু জানি ভাস্কর্য সহ একটা পাহাড় খুঁজছি আমরা,আপনাকে ছাড়া কেন আমাদের চলবে না?

পাথুরে ভাস্কর্য মাত্র একটা চিহ্ন, ইনকারা এরকম আরও অনেকগুলো চিহ্ন রেখে গেছে। গুপ্তধন পেতে হলে সবগুলো সনাক্ত করতে হবে।

হুকের ঠোঁটে শয়তানি হাসি। আপনি হয়তো এখন বলবেন, আইলা বার্গো ট্রেজার সাইট নয়, যাতে ফিরে গিয়ে পরে আবার খোড়া খুঁড়ির জন্যে আসতে পারেন একা।

দ্বীপের মাথাটা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিন, তারপর দেখুন কি পান, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মূর। হাজার বছরেও হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজে পাবেন না। বললাম তো, আমাকে ছাড়া আপনাদের চলবে না।

উনি হয়তো ঠিক কথাই বলছেন, শান্ত গলায় বলল চার্লস। আর যদি মিথ্যে কথাই বলেন, পরে এসে নিজে খুড়তে পারব আমরা।

যেদিক থেকেই দেখা হোক, আমরা ঠকছি না।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সারাসন, তারপর হঠাৎ হাসল সে। হেনরির কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, হতাশার কারণে প্রলাপ বকছিলাম, কাজেই ভুলে যান বস। চলুন গোসল করে ঠাণ্ডা হই, তারপর নাস্তা খেয়ে তাজা হয়ে নিই, কি বলেন?

চার্লস বলল, আবার আমরা কাল আসব, কেমন?

হুকের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে, তাই প্লেনে ফিরে এসেই প্রফেসর হেনরির মদের বোতলটা থেকে এক ঢোক হুইস্কি খেল সে।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। কোথায় হুইস্কি, এ তো স্রেফ পানি। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। সন্দেহ নেই প্রফেসর মূর অত্যন্ত বিপজ্জনক ও চতুর একটা চরিত্র। সে নিজে যেহেতু একজন খুনী, আরেকজন খুনীকে তাই সহজেই চিনতে পারছে। প্রথমে তার সন্দেহ হয়েছিল, এখন শুধু সন্দেহ নয়, পরোপুরি চিনতে পাছে

নীল মোজাইক করা সুইমিং পুল থেকে উঠে এসে একটা লাউঞ্জ চেয়ারে গা এলিয়ে দিল মিকি মূর। লাল একটা বিকিনি তার একহারা গনের খুব সামান্যই ঢাকতে পেরেছে। রোদ এখনও বেশ গরম, পানির ফোটাগুলো গা থেকে মুছতে ইচ্ছে করল না। ঘাড় ফিরিয়ে হাসিয়ান্দারের দিকে তাকিয়ে একজন চাকরকে ডেকে জিন চাইল। আচরণ দেখে মনে হবে হাসিন্দার সেই যেন মালিক, এখানে তাকে জিম্মি করে রাখা হয়নি টহলরত গার্ডদের সে দেখেও না দেখার ভান করে।

হাসিয়ান্দাটা তৈরি করা হয়েছে পুলের চারধারে, রঙ-বেরঙের ফুলগাছসহ বিরাট একটা বাগানও আছে। হাসিয়ান্দার প্রতিটি জানালা ও ঝুল-বারান্দা থেকে সাগর দেখা যায়। তার স্বামীকে নিয়ে ট্রেজার খুঁজতে গেছে ওরা, সময়টা সে বেডরুমে শুয়ে বসে কাটানোর চেয়ে টুল আর বাগানে কাটাতেই বেশি পছন্দ করে। চাকরটা দ্বিতীয়বার ভরে দিয়ে গেল তার গ্লাস। ছোট্ট টেবিলটা থেকে হাত ঘড়ি খুলে সময় দেখল সে। পাঁচটা বাজে। ফিরে আসার সময় হয়েছে ওদের, ভাবল সে। জিনে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল, ইচ্ছে হলো চোখ বুঝে একটু ঝিমিয়ে নেয়। তন্দ্রা মত আসছে, মনে হলো দূর থেকে কাছে চলে আসছে একটা গাড়ি, সম্ভবত হাসিয়ান্দার গেটের সামনে দাঁড়িয়েও পড়ল।

একটু পরই যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙল, শীত অনুভব করল মিসেস মূর। গায়ে রোদ লাগছে না বুঝতে পেরে আন্দাজ করল মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। তারপর সে চোখ মেলল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আতকে উঠল একজন লোককে তার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। মেঘের ছায়া নয়, অচেনা আগন্তুকের ছায়া পড়েছে তার গায়ে।

BanglaBook.org

লোকটা তাকিয়ে আছে স্পিলক দৃষ্টিতে, চোখ দুটো যেন কোন জ্যান্ত মানুষের নয়। তার চেহারাতেও কোন ভাব ফুটে নেই। ঝোড়ো কাকের মতো লাগছে দেখতে, যেন দীর্ঘদিন রুগ্ন ছিল। মিসেস মূর শিউরে উঠল, যেন হঠাৎ হিম বাতাস লেগেছে তার গায়ে। লোকটা ভুলেও একবার অনাবৃত শরীরের দিকে তাকাচ্ছে না, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল তার কাছে। মনে হলো লোকটা যেন তার ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। কে আপনি? জিজ্ঞেস করল সে। আপনি মি. জোলারের কাজ করেন?

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, লোকটা জবাব দিল না। তারপর যখন কথা বলল, বলার সুরে কোন উত্থান-পতন থাকল না, যেন একটা রোবটের গলা, আমার নাম টুপাক আমারু। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল লোকটা।

BanglaBook.org

৩৪.

নিজের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার, যেন গাসকিল ও ফ্রান্সিসকে কামরার ভেতরে ঢুকতে তাদের দিকে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, মুখে আন্তরিক হাসি। আরাম করে বসুন আপনারা, প্লীজ।

আমাদেরকে সাক্ষাৎ দান করতে রাজি হয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল, গাসকিল বললেন।

এফবিআই আর কাস্টমসের সঙ্গে আগেও কাজ করেছে নুমা।

সবাই আমরা সন্তুষ্ট। বক্স থেকে চুরুট বের করলেন অ্যাডমিরাল, তবে ধরালেন না। কফি চলবে তো?

মাথা ঝাঁকালেন। আমার জন্যে ব্ল্যাক, ধন্যবাদ।

গাসকিল বললেন, আমারটায় চিনি থাকবে না।

প্রাইভেট সেক্রেটারি, কফি পরিবেশন করল। অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, বলুন, আপনাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?

অ্যাডমিরাল ফ্রান্সিস খানিক ইতস্তত করে বললেন, আমরা আসলে একটা বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছি। ইকুয়েডরি সরকার অভিযোগ করেছে তাদের দেশ থেকে মূল্যবান একটা আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেছে। আমরা সন্দেহ করছি জিনিসটা বেআইনীভাবে আমাদের দেশে আনা হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে সেটা নুমার কারও কাছে আছে।

এতক্ষণে চুরুটটা ধরালেন অ্যামিরাল। ধীরে ধীরে শুরু করলেন তিনি। প্রথমে ইনকা রাজপুত্রদের যুদ্ধ সম্পর্কে বললেন, তারপর ড্রেক কুইপু সম্পর্কে, সব শেষে ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে নুমার কম্পিউটারের সাহায্যে হিরামইয়েজার কুইপুর অর্থ উদ্ধার করেছে।

কিন্তু ইকুয়েডর সরকার আমাদের সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে, অ্যাডমিরাল, বললেন ফ্রান্সিস। তাছাড়া, যে কোন আর্টিফ্যাক্ট বিনা অনুমতিতে যুক্ত-রাষ্ট্রে নিয়ে আসা গুরুতর অপরাধ..।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে, প্লীজ। ইকুয়েডর সরকারকে দিয়ে প্রতিবাদ করিয়েছি আমরাই।

BanglaBook.org

ইকুয়েডরের পার্বত্য এলাকায় তুমুল গেরিলা যুদ্ধ চলছে। কর্তৃপক্ষ কুইপুটা খুঁজে বের করার এবং খুঁজে পাবার পর যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার অনুমতি দিতে পারছিল না, এ কারণে যে তাদের গেরিলা ও দেশের লোকজন ভাববে অমূল্য জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছে সরকার। তাই কুইপুটা তার এক বছরের জন্যে নুমা ওকে ধার দিতে রাজি হয়েছে। আমরা যখন একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওটা ওদেরকে ফিরিয়ে দেব, ওদেরকে সবাই তখন দেশপ্রেমিক হিরো হিসেবে শ্রদ্ধা জানাবে।

কিন্তু, স্যার, এসব আপনি এফবিআই বা কাস্টমসকে জানাননি কেন? প্রশ্ন করলেন গাসকিল।

প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি, জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। তিনি যদি হোয়াইট হাউসের মাধ্যমে আপনাদের এজেন্সিকে জানাতে ব্যর্থ হন, দায়ী করুন হোয়াইট হাউসকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফ্রান্সিস বললেন, একটা সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। তবে, অ্যাডমিরাল, আপনার সঙ্গে কথা বলার পর বুঝতে পারছি আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন গাসকিল। অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে।

কাকতালীয় ব্যাপার? কৌতূহলী হলেন অ্যাডমিরাল।

ব্যাপারটা হলো, প্রায় পাঁচশো বছর পর হুয়াসকার ট্রেজার রহস্যের দুটো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে দুটো আলাদা উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাঁধ ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। ঠিক বুঝলাম না।

টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুট সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন গাসকিল। সবশেষে জোলার ইন্টারন্যাশনাল সম্পর্কে তাদের অভিযোগ সম্পর্কেও সংক্ষেপে বললেন।

তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন যে ঠিক এই মুহূর্তে আরও একটা টিম হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে? অ্যাডমিরাল হতভম্ব।

মাথা ঝাকালেন ফ্রান্সিস। টিম না বলে বলা উচিত একটা ইন্টারন্যাশনাল সিন্ডিকেট। চুরি করা শিল্পকর্ম, আর্টিফ্যাক্ট বেচা-কেনা, নকল করা, পাচার করাই তাদের ব্যবসা। বছরে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার রোজগার করে, একপয়সাও ট্যাক্স না দিয়ে।

গাসকিল বললেন, শুধু উনিশশো নব্বুইয়ের এপ্রিল মাসেই বোস্টনের গার্ডনার মিউজিয়াম থেকে দুশো মিলিয়ন ডলার দামের মাস্টারপীস চুরি গেছে।

BanglaBook.org

আমরা আসলে বিলিয়ন ডলার লেনদেন হচ্ছে এমন একটা বেআইনী ইন্ডাস্ট্রির বিরুদ্ধে লড়ছি, অ্যাডমিরাল।

এত টাকা বেআইনী জিনিস কেনে কারা? জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

চাহিদার চেয়ে সরবরাহ অনেক কম, অ্যাডমিরাল। চুরি বা লুঠের জন্যে দায়ী আসলে ধনী সংগ্রাহকরা, কারণ বাজারে তারাই চাহিদার সৃষ্টি করেন। আন্ডার গ্রাউন্ড ডিলারের কাছ থেকে এসব জিনিস কেনার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা। ক্রেতার তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্র প্রধান, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সফল চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, ধনী ব্যবসায়ী, ড্রাগ ডিলার।

রেকর্ড করা হয়নি এরকম আর্টিফ্যাক্ট চুরি গেলে কারও বোধহয় কিছু করার থাকে না, বললেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু পরিচিত পেইন্টিং বা ভাস্কর্য নিশ্চয়ই ধার করা সম্ভব হয়?

মাঝে মধ্যে ভাগ্য সহায়তা করে, ওগুলো আমরা উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু বেশিরভাগই চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়, বললেন ফ্রান্সিস।

গাসকিল বললেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল পরিবার বলতে আমরা জোলারদেরকে বুঝি। আর্টিফ্যাক্ট আর হট আর্ট চুরির ব্যবসা করে কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে ওরা। আমরা ওদেরকে এই সুযোগে ফাঁদে ফেলে ধরতে চাই।

আমি শুনেছি, বললেন অ্যাডমিরাল।

হুয়াসকারের গুপ্তধন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট ধনী বানিয়ে দিতে পারে একজন মানুষ বা একটা পরিবারকে, চাপা গলায় বললেন গাসকিল। এটা পাবার জন্যে পাগলা কুকুর হয়ে যাবে জোলাররা, অনেক ভুল-বাল করে বসবে। গুপ্তধন যদি পেয়ে যায় ওরা, আড়াল থেকে আমরা দেখার সুযোগ পাব কিভাবে আর্টিফ্যাক্ট পাচার করে, কোথায় লুকিয়ে রাখে-অর্থাৎ তাদের বেআইনী ব্যবসার খুঁটিনাটি সব তথ্য আমাদের জানা হয়ে যাবে...।

এবং হাতে নাতে ধরা সম্ভব হবে? জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসলেন ফ্রান্সিস।

অস্বস্তি বোধ করছেন অ্যাডমিরাল। আপনাদের বক্তব্য পরিস্কার হওয়া দরকার। আপনারা কি চাইছেন নুমা গুপ্তধন না খুঁজুক?

জ্বী, ন্যা, বললেন গাসকিল। ঠিক সেটাই চাইছি আমরা।

তাকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি শুনুন, গুপ্তধন খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়, সম্ভাবনার হার হলো দশ লাখ ভাগের একভাগ সূত্র পাবার জন্যে আপনারা এমন লোককে জেরা করতে পারেন না যে পনেরোশো শতাব্দীতে মারা গেছে। কুইপু আর আপনাদের

BanglaBook.org

গোল্ডেন মমিতে শুধু কর্টেজ সাগরে এক রহস্যময় দ্বীপের কথা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ এমন একটা ক্লু একশো ষাট হাজার বর্গ কিলোমিটারে ছড়িয়ে থাকা খড়ের মধ্যে থেকে একটা সুই খুঁজে বের করতে বলছে। আমি ধরে নিচ্ছি এধরনের তল্লাশির খেলায় জোলার ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার। কাজেই হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজে পাবার সম্ভাবনা তাদের খুবই কম।

আপনি বলতে চাইছেন, নুমার সম্ভাবনা বেশি?

এধরনের কাজে ডার্ক পিটের অভিজ্ঞতা আছে, তার সাফল্যের রেকর্ডও খুব ভাল।

তাহলে, অ্যাডমিরাল, আমাদের অনুরোধ আপনি রক্ষা করতে পারছেন না? শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

জোলার ইন্টারন্যাশনাল যেমন গুপ্তধন খুঁজছে, নুমাও তেমনি খুঁজবে, বললেন অ্যাডমিরাল। আমরা বরং এখন থেকে আরও বেশি মাত্রায় সাহায্য করব। জোলার পরিবার জানবেই না যে তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। নুমার লোকজন বা এয়ারক্রাফট ব্যবহার করবে নুমা, ফলে জোলার ক্রিমিনালরা দেখলেও কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। প্রথমে ওরাই যদি গুপ্তধন পেয়ে যায়, আমি অনুরোধ করব যাতে সরে আসে। তারপর আমাদের কাস্টমস ও এফবিআই যা করার করবে। শুধু একটা কথা, জোলারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হুয়াসকারের গুপ্তধন হাতে তুলে দিতে হবে। ঠিক আছে?

আর যদি নুমা গুপ্তধন পেয়ে যায়?

সেক্ষেত্রেও চিনি ছড়িয়ে পিপড়ে ডাকার ব্যবস্থা করা হবে, বললেন অ্যাডমিরাল। জোলার পরিবারকে ভাবার সুযোগ দেয়া হবে তারাই হুয়াসকারের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে। তারপর যা করার করবেন আপনারা।

BanglaBook.org

৩৫.

আরিজোনা ছাড়িয়ে এসে আরও পঞ্চাশ মাইল গাড়ি হাকাল পিট, কলোরাডো নদী পেরিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকল, তার বাম দিকে বাক ঘুরে উঠে পড়ল ইন্টারস্টেট হাইওয়ে এইট-এ, সোজা চলে গেছে মেক্সিক্যালির দিকে।

সীমান্ত আর কতদূরে? জিজ্ঞেস করল লরেন।

মেক্সিকো এখান থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার, বলল পিট। ওখান থেকে সান ফিলিপি একশো ষাট কিলোমিটার। ডকে যেখানে মি. রুডিকে নিয়ে অ্যাল অপেক্ষা করছে ওখানে আমরা ডিনারের সময় পৌঁছব।

ফ্রিজ কিন্তু খালি, পানি ছাড়া কিছু নেই, বলল লরেন, অথচ আমার খিদে পেয়েছে।

স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত তুলে লরেনের হাটুর ওপর রাখল পিট, চাপ দিল মৃদু। সেক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জারকে হাসি খুশি রাখতে হবে আমার, খিদের কথা যেন ভুলে থাকে।

কেন, এদিকে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না? হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করল লরেন। তাহলে সামনের ওই ট্রাকটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাতে খা খা মুরুভূমির মাঝখানে রাস্তার ধারে, একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল পিট, কাত হয়ে থাকা একটা খুটির মাথা। তাতে লেখা বক্সকার কাফে, দু মিনিটের রাস্তা। রাস্তার ধারেই কাফেটা, সঙ্গেই গ্যাস স্টেশন। একটা মাত্র ট্রাক দেখা গেল, লোকজন তেমন চোখে পড়ল না। বাতিল একজোড়া রেলগাড়ির বগি জোড়া লাগিয়ে কাফে বানানো হয়েছে, ভেতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কাউন্টারের পিছন থেকে মাথা তুলল একবৃদ্ধ, এক গাল হেসে বলল, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। বলুন কি দরকার আপনাদের।

স্যান্ডউইচ আর বিয়ার, বলল লরেন।

এই কাফে আর গ্যাস স্টেশনের মালিক কি আপনিই? জিজ্ঞেস করল পিট।

কাউন্টারে বিয়ার আর স্যান্ডউইচ রেখে বৃদ্ধ জবাব দিলেন, হ্যা, আমিই। আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।

BanglaBook.org

বিয়ারে চুমুক দিয়ে পিট বলল, ভাবছি এদিকে রেল গাড়ির বগি এল কিভাবে? এদিকে কি কোন কালে রেললাইন ছিল?

হেসে উঠে বৃদ্ধ বললেন, আমরা আসলে পুরানো একটা মেইন লাইনের ওপর বসে আছি। উয়ামা আর এল সেন্ট্রো-র মাঝখানে চলাচল করত। ভাল ব্যবসা না হওয়ার উনিশশো সাতচল্লিশে বাতিল করা হয় লাইনটা। সাউদার্ন প্যাসিফিকের এক ইঞ্জিনিয়ার এই বগি দুটো কিনে নিয়ে আসে এখানে। স্ত্রীকে নিয়ে রেস্তোরাঁ আর গ্যাস স্টেশন চালাত সে। মেইন ইন্টারস্টেট রোড এখান থেকে অনেক দূরে তো, তাই খুব একটা লোকজন দেখা যায় না এদিকে।

এদিকে তো শুধু বালিয়াড়ি দেখতে পাচ্ছি, মাইলের পর মাইল, বলল পিট। আপনি একা থাকেন কিভাবে, একঘেয়ে লাগে না?

শুধু বালিয়াড়ি বলবেন না, জবাব দিলেন বৃদ্ধ, ওগুলোর ভেতর প্রচুর হাড় পাবেন আপনি। ইয়ামা থেকে বোরিগে স্প্রিং চারশো কিলোমিটার, গরমের দিনে এই দূরত্ব পেরোতে গিয়ে পাইওনিয়ার আর মাইনাররা অনেকে মারা পড়েছে।

তার মানে কলোরাডো নদী পেরুবার পর আর কোথাও পানি নেই? জানতে চাইল লরেন।

নেই, যতক্ষণ না আপনি বোরিগো স্প্রিঙেং পৌছবেন। লোকগুলো মারা যাবার পর হয়তো জানতে পেরেছে যে পানি থেকে মাত্র পাঁচ মিটার দূরে পড়ে রয়েছে তাদের লাশ।

হতভম্ব দেখাল লরেনকে। কি যেন ধরতে পারিনি আমি সারফেসে কোন পানি নেই, ব্যাখ্যা করলেন বৃদ্ধ। কিন্তু বালির নিচে গোটা একটা নদী রয়েছে, সেই নদী কোথাও কোথাও কলোরাডোর মতই চওড়া আর গভীর।

কৌতূহল হলো পিটের। মরুভূমির নিচে প্রচুর পানি আছে এমন তো কখনও শুনিনি।

দুটো বাস্তব উদাহরণ দিতে পারি। একটা নেভাডা থেকে দক্ষিণে গেছে, মোজ্যাভ ডেজার্টের তলা দিয়ে, পশ্চিমে ঘুরে মিলিত হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসের নিচে প্যাসিফিকে। দ্বিতীয়টা ক্যালিফোনিয়ার ইম্পেরিয়াল ভ্যালির নিচ দিয়ে পশ্চিমে এগিয়েছে, তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে পড়েছে কর্টেজ সাগরে।

কি প্রমাণ দিনগুলোর অস্তিত্ব আছে? জানতে চাইল লরেন। কেউ কোনদিন দেখেছে?

প্রথমটা একজন ইঞ্জিনিয়ার দেখেছেন, তেল খুঁজতে গিয়ে, বললেন বৃদ্ধ। আর দ্বিতীয়টা সম্পর্কে পুরানো একটা গল্প প্রচলিত আছে। একজন

BanglaBook.org

প্রসপেক্টরের গল্প। সে একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে, সুড়ঙ্গটা এমন একটা গভীর গুহায় গিয়ে মিশেছে যার ভেতর দিয়ে একটা নদী বইছে।

কুইপুর অনুবাদে কি বলা হয়েছে ঝট করে মনে পড়ে গেল পিটের, টান পড়ল পেশীতে। এই আন্ডারগ্রাউন্ড নদীর কোন বর্ণনা দেয়নি সে?

গল্প করার লোক পেয়ে ভারি খুশি বৃদ্ধ। তার নাম লেফ হান্ট। তার গল্প হলো, উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ক্যাসল ডোম মাইন্টেনে এসে একটি সুড়ঙ্গ খুঁজে পায়। জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, উত্তর পুব দিকে। সুড়ঙ্গটার মুখ থেকে কয়েকটা গুহার ভেতর দিয়ে মাটির দুই কিলোমিটার গভীরে নেমে যায় সে, দেখতে পায় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড নদী বিশাল এক খাদের নিচ দিয়ে সবেগে বয়ে যাচ্ছে। হান্ট দাবি করে এখানেই সে সোনা ভর্তি বালির সন্ধান পায়।

এ নিয়ে একটা ছবি হয়েছে, ছবিটা আমি দেখেছি, মন্তব্য করল লরেন।

গিরিখাদ থেকে নিয়ে আসা হান্টের বালি পরীক্ষা করে সরকারী অফিসের লোকজন বলল, এই বালি প্রতি টন তিন হাজার ডলারে বিক্রি করা যাবে। সেসময় সোনা আউন্স ছিল বিশ ডলার পয়ষট্টি সেন্ট।

আন্ডার গ্রাউন্ড গিরিখাতে বা নদীতে পরে আর ফিরে যায়নি হান্ট?

জিজ্ঞেস করল পিট।

যায়নি মানে! কিন্তু এবার সে একা নয়, সোনার লোভে চারদিক থেকে ছুটে আসে হাজার হাজার লোক। ওরা গিয়ে সুড়ঙ্গটা ডিনামাইট ফাটিয়ে বন্ধ করে দেয়, সে মুখ থেকে একশো মিটার ভেতরে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাহাড়াটার অর্ধেক ধ্বসে পড়ে। হান্ট ও তার পিছনের লোকজন পরে আর পাথর সরিয়ে সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করতে পারেনি।

মাইনিং টেকনোলজির অনেক উন্নতি হয়েছে, বলল পিট, সুড়ঙ্গটা আবার খুঁজে বের করা কঠিন কোন কাজ নয়।

তা নয়, তবে খরচ হবে দুই মিলিয়ন ডলার, বললেন বৃদ্ধ। হান্টের গল্প মিথ্যেও হতে পারে, কাজেই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ। একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বললেন, আবার একথাও শোনা যায় যে পরে হান্ট সুড়ঙ্গে ঢোকার আরেকটা পথ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু বেরিয়ে আসতে না পেরে সেখানেই মারা যায়।

আপনি দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস করেন হান্টের নদী কর্টেজ সাগরে গিয়ে মিশেছে, কি করে বুঝলেন ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়িয়ে প্যাসিফিকে পড়েনি?

BanglaBook.org

সুড়ঙ্গের ভেতর ব্যাকপ্যাক আর ক্যানটিন হারিয়ে ফেলে হান্ট। ছ মাস পরে সেগুলো গালফের সৈকতে ভাসতে দেখা গেছে। ওগুলোয় হ্যান্টের নাম লেখ ছিল। তাছাড়া, কিছু লাশও পাওয় গেছে...।

লাশ?

লেক কোকোপায় নিখোঁজ জেলেটার কথাই ধরুন, চাপা গলায় বললেন বৃদ্ধ, যেন ভয় পাচ্ছেন কেউ তার কথা শুনে ফেলবে। কিংবা ধরুন সেটান সিঙ্ক এ যে দু'জন ডাইভার অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের কথা। তাদের লাশের যে টুকু অবশিষ্ট ছিল গালফে ভাসতে দেখা গেছে। এ সব যে সত্যি, শেরিফস ডিপার্টমেন্টে কেজ নিলেই জানতে পারবেন।

সিঙ্ক আর লেকটা কোথায়? প্রশ্ন করল পিট।

লেক কোকোপা, যেখানে জেলে নিখোঁজ হয়, ইয়ামার দক্ষিণ পুবে। সেটান সিঙ্ক সেক্সিকোয়, সিয়েরা এল মেয়র মাউন্টেনের গোড়ায়। আপনি হান্টের পাহাড় থেকে শুরু করে, লেক কোকোপার ভেতর দিয়ে , তারপর সেটান সিঙ্ক ছুয়ে সোজা কর্টেজ সাগর পর্যন্ত একটা রেখা টানতে পারেন।

পিট জিজ্ঞেস করল, বলতে পারবেন ঠিক কোথায় হান্টের জিনিসপত্র আর লাশগুলো পাওয়া গিয়েছিল?

ম্যাচারো পয়েন্টে, পশ্চিম তীরে। সান ফিলিপি থেকে দুই কি তিন কিলোমিটার ওপরে।

পিটের দিকে তাকাল লরেন। আমাদের গন্তব্য।

গাড়িতে গ্যাস ভরা তদারকি করতে চলে গেছে পিট, এমন সময় এক বাটি গাজর আর লেটুস সমেত ফিরে এলো পক্ককেশ বৃদ্ধ।

'যাত্রা শুভ হোক,' বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ। কার জন্যে নিচ্ছেন গাজর?' লরেন জানতে চায়।

'মি. পেরিউইংকল– আমার খচ্চর। বেচারা এখন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে– নিজে থেকে খেতে পারে না।'

এক হাত বাড়িয়ে দিলো লরেন। 'ধন্যবাদ। মি.–?'

'কাসলার,' বুড়ো জবাব দেয়। 'আমার নাম ক্লাইভ কাসলার। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, ম্যাম।'

আবার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লরেনকে বলল পিট, একবার মনে হলো গপ্পোবাজ বুড়ো বোধ হয় আমাকে ট্রেজার সাইটের হদিস বলে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

হিরাম ইয়েজারের অনুবাদের তো দ্বীপের নিকটে এক নদীর কথ বলা হয়েছেই, জবাব দিল লরেন।

তবু জিওলজিকালি সম্ভব বলে মনে হয় না।

ঠোঁটে নতুন করে লিপস্টিক লাগাবার জন্যে রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল লরেন। নদীটা যদি অনেক নিচে থাকে, 'হয়তো গলফের তলা দিয়ে চলে গেছে।'

হতে পারে, কিন্তু কয়েক কিলোমিটার কঠিন পাথর ড্রিল না করে জানার কোন উপায় নেই।

ব্যাপক খোড়াখুড়ি না করে ট্রেজার পাবার সত্যি কোন আশা আছে?

'কি নাম বললো যেনো বুড়ো?'

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না লরেন। 'আরে– বলেছিলো নামটা– ভুলে গেছি।'

BanglaBook.org

৩৬.

ওরা যখন সান ফিলিপিতে পৌঁছল, গাড়ি চালাচ্ছে লরেন, পিছনের সীটে শুয়ে নাক ডাকছে পিট। শহরের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল লরেন, দক্ষিণে বাক নিয়ে ব্রেকওয়াটার এনক্লোজড হারবারে চলে এলো। আশা করেছিল ঘুমন্ত একটা জেলেদের গ্রাম দেখতে পাবে, তার বদলে অসংখ্য হেঁচেল রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল। পর্যটন ব্যবসা ভাল ই চলে এখানে।

মান্ধাতার আমলের ফেরিবোটের পাশে গাড়ি থামাল সে। সীটের ওপর বসে হাত দিল পিটের গায়ে। উঠে পড়ো, পিট।

সীটের ওপর বসল পিট, চোখ মিটমিট করে জানালা দিয়ে ফেরিবোটটার দিকে তাকাল। টোয়াইলাইট জেনো ছিটকে পড়লাম, নাকি টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে ফিরে এসছি? জিজ্ঞেস করলও।

কোনটাই না। সান ফিলিপির হারবারে রয়েছ, আর তাকিয়ে আছ তোমার বাড়ির দিকে, আগামী দুসপ্তা যেখানে থাকবে তুমি।

মাইগড! এই আমাদের ফেরিবোট? এটা তো যতটুকু ভেসে আছে তার চেয়ে বেশি ডুবে আছে, লরেন!

হ্যা, মনে হচ্ছে বাতিল জিনিস।

ওদেরকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল অ্যাল আর রুডি, গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক ধরে ডকে নেমে এলো। ওরা দুজনও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

কেমন হলো জার্নিটা?

পিটের নাক ডাকার ব্যাপারটা বাদ দিলে চমৎকার, বলল লরেন। তার দিকে বেজার মুখে তাকাল পিট। মিথ্যে, ঘুমের মধ্যে আমার নাক ডাকে না।

ঠোঁট টিপে আকাশের দিকে তাকাল লরেন। বারবার গুতো মারায় আমার কনুইয়ের চামড়া উঠে গেছে।

ফেরিবোট দেখে কি মনে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

উনিশশো তেইশ সালে তৈরি, এটার পর সম্ভবত আর কোন স্টীমবোট তৈরি করা হয়নি।

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বোটটির দিকে ভাল করে তাকাল পিট। আকারে বিরাট, দুশো ত্রিশ ফুট। এক সময় পাঁচ শো প্যাসেঞ্জার ছাড়াও বহন করত ষাটটা গাড়ি। লম্বা কালো কোলের ওপর দোতলা সাদা সুপারস্ট্রাকচার,

BanglaBook.org

আপার ডেকে রয়েছে চিমনি আর দুটো পাইলট হাউস দুটো দুই প্রান্তে। বেশিরভাগ ফেরির মতই এটারও সামনে বা পিছন থেকে কার্গো তোলা বা খালাস করা যায়। সুপারস্ট্রাকটারের মাঝখানে রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে নামটা প্ল্যাটফর্ম। এই বাতিল জিনিস কোত্থেকে আপনি যোগাড় করলেন? জিজ্ঞেস করল পিট।

তাড়াহুড়োর মধ্যে এর চেয়ে ভাল কিছু যোগাড় করা যায়নি, বললেন রুডি। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে পারবে, এতেই আমি খুশি। অ্যাডমিরাল। খুশি, সস্তায় ম্যানেজ করা গেছে বলে। প্রথমে কয়লায় চলত, পরে তেলে চালাবার ব্যবস্থা করা হয়। ইঞ্জিনের অবস্থা ভালই আছে। ঘণ্টায় বিশ মাইল যায়।

বিশনট? জিজ্ঞেস করল লরেন।

ফেরিবোটের স্পীড মাইলে হিসাব করা হয়, বললেন রুডি।

পিট জিজ্ঞেস করল, আর ক্রু?

একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, দুজন যেকহ্যান্ড। হঠাৎ হাসলেন রুডি। আমি হেলমে থাকব, আপনি মি. অ্যালকে নিয়ে ফ্লাইং মেশিনে চড়ে গালফে ঘুরে বেড়াবেন।

হেলিকপ্টার... কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ওটাকে?

অটো ডেকের ভেতর।

জিওর্দিনোর দিকে ফিরল পিট। সার্চ প্যাটার্ন ঠিক করেছ?

মাথা নাড়ল অ্যাল। ফুয়েল রেঞ্জ আর ফ্লাইট টাইম হিসাব করে বের করেছি, সার্চ প্যাটার্ন ঠিক করবে তুমি।

তিন দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করা যাবে?

ভুলে যাবার আগে বলে ফেলি। পিটের দিকে তাকালেন রুডি। সকালে অ্যাডমিরাল আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। ইতিমধ্যে কেনেডি সেন্টারে পৌঁছে গেছেন তিনি।

মাফ করবেন, বলল লরেন। আমি দু একটা প্রশ্ন করতে পারি? চুপ করে গেল সবাই।

পিট বলল, কার এত সাহস কংগ্রেস সদস্যাকে কথা বলতে না দেয়!

প্রথম প্রশ্ন, আমার ক্যাডিলাকের দাম একলাখ ডলার, ওখানে ফেলে রাখলে যদি চুরি হয়ে যায়?

জবাব দিল রুডি, মি. পিট আপনাকে বলেননি? আপনার গাড়ি আর আমাদের ট্রেইলর ফেরিতে তোলা হবে।

বোটে বাথ ও শাওয়ার আছে কি?

ওপরের প্যাসেঞ্জার ডেকে লেডিস রেস্টরুম আছে চারটে, শাওয়ার আছে ক্রুদের কোয়াটারে।

BanglaBook.org

যাক, লাইন দিতে হবে না।

তোমার শেষ প্রশ্ন? জিজ্ঞেস করল পিট।

আমার খিদে পেয়েছে, বলল লরেন, আমরা খাব কখন?

বাজার আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই। দুনিয়ার এই এলাকায় সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়।

গরমের দিনো ঝড় বা জোরালো বাতাস কখনোই দেখা যায় না।

পাইলট হাউসে রয়েছেন রুডি গান, হুইলের দায়িত্বে। একটা লাউঞ্জ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে লরেন, পরনে বিকিনি। হারবার থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণে ঘুরে গেল ওদের ফেরিবোট।

হেলিকপ্টারটা পরীক্ষা করে ট্যাংকে তেল ভরছে অ্যাল, ওদিকে স্যাটেলাইট ফোনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের সঙ্গে কথা বলছে পিট।

একঘন্টা পর, ফেরিবোট পয়েন্ট এস্ট্রেলা ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফোন রেখে দিয়ে ফ্লাইট প্যাডে নেমে এলও। ফ্লাইট প্যাডটা তৈরি করা হয়েছে ফেরির সামনের ডেকে। নুমার নীল কপ্টারে চড়ে সীট বেল্ট বাঁধল, সঙ্গে বাহনটাকে আকাশে তুলে ফেলল অ্যাল। তীর বরাবর সমান্তরাল রেখা ধরে কোর্স সেট করল সে।

এতক্ষণ ধরে মি. স্যানডেকারের সঙ্গে কি কথা বললে তুমি? জিজ্ঞেস করল অ্যাল। ইতিমধ্যে কপ্টারটাকে আড়াই হাজার ফুট, অর্থাৎ আটশো মিটারে তুলে এনেছে সে। ইয়েজার নতুন কোন ক্লু পেয়েছে নাকি?

কো পাইলটের সীটে বসে নেভিগেটরের দায়িত্ব পালন করছে পিট। না ইয়েজার কোন চমক দিতে পারেনি তবে নতুন একটা কথা বলেছে বটে। তার বিশ্বাস, যে সুড়ঙ্গ ধরে ট্রেজারের গুহায় যেতে হবে সেটার মাথায় একটা পিশাচ বসে আছে, মানে একটা মূর্তি আর কি।

কিন্তু রহস্যময় নদীর কথা কিছুই বলেনি?

এ ব্যাপারে এখনও সে অন্ধকারে।

মি. স্যানডেকার কি বললেন?

এফবিআই আর কাস্টমস তাকে জানিয়েছে, 'আমরা শুধু একা নই, একটা গ্যাং ও হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে। এই গ্যাংটা অনেক দিন থেকে পুরনো আর্ট ও আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে কালো বাজারে বিক্রি করছে।'

বলো কি! আমাদের তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী আছে ?

গ্যাং মানে একটা পরিবার। সারা দুনিয়া জুড়ে চোরাই মালের ব্যবসা করছে তারা।

BanglaBook.org

একটা পরিবার?

জোলার ইন্টারন্যাশনাল, বলল পিট। অ্যাডমিরাল জানালেন, জোসেফ জোলার বেআইনী ব্যবসা থেকে আয় করে বছরে আশি মিলিয়ন ডলার।

হুয়াসকারের ট্রেজার খুঁজছে, ভাল কথা। কতদূর এগিয়েছে ওরা? ওদের হাতে কোন সূত্র আছে কি?

এফবিআই আর কাস্টমসের ধারণা ওদের হাতে আমাদের চেয়ে ভাল ক্লু আছে।

তা কি করে হয়! ড্রেকের কুইপু তো একটাই, তাই না? সেটা আমাদের হাতে। কাজেই আমরাই প্রথমে ট্রেজার খুঁজে পাব।

পেলেও, ওদের হাতে সব তুলে দিতে হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিটের দিকে তাকাল অ্যাল। হেয়ালি কোরো না তো। বুঝিয়ে বলো।

যদি আমরা আগে পাই, এলাকা ছেড়ে সরে আসতে হবে আমাদেরকে, ওরা যাতে দখল করতে না পারে ট্রেজার।

দিয়ে দিতে হবে? অ্যাল হতভম্ব। কি বলছ? কেন?

কেন আবার, অনুরোধে ঢেকি গিলতে হচ্ছে, তিক্তস্বরে বলল পিট।

কিন্তু এরকম একটা উদ্ভট অনুরোধ করা হবে কেন?

এফবিআই আর কাস্টমস যাতে অনুসরণ করে ওদেরকে ওদের আস্তানায় ধরতে পারে, বলল পিট। তা ধরতে পারলে ওদের বিরুদ্ধে গুরুতর অনেকগুলো কেস প্রমাণ করা সহজ হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অ্যাল জিজ্ঞেস করল, তুমি রাজি হলে কেন?

হতে হলো। কাস্টমস আমাদেরকে অনেক কাজে সাহায্য করে, আমাদেরকেও করতে হয়। ভেবে দেখলাম, হারাবার কিছুই নেই। সবই তো আবার ফিরে পাব, কথা শেষ করে সূর্যের দিকে হাম তুলল পিট। ওয়ান-ওয়ান ও ডিগ্রীতে কোর্স সেট করো।

কোর্স অ্যাডজাস্ট করল অ্যাল। প্রথম দফায় তুমি গালফের ওদিকটা চেক করতে চাইছ?

আমরা যা খুঁজছি তার সঙ্গে মাত্র চারটে দ্বীপের বৈশিষ্ট্য মেলে। আমরা একটা গ্রিড তৈরি করেছি ঠিকই, তবে আমি ওটার আউটার পেরিমিটার থেকে সার্চ শুরু করতে চাই। পিছু হটে বেশি সম্ভাবনাময় টার্গেটের দিকে আসব।

পাগল না হলে যে কোন মানুষ মাঝখান থেকে শুরু করত, নিঃশব্দে হাসছে অ্যাল।

কেন, তুমি জানো না? জবাব দিল পিট। মজা লোটে তো পাগলরাই।

BanglaBook.org

৩৭.

চারদিন হন্যে হয়ে খুঁজেও কোন লাভ হলো না। চার্লস হতাশ, সাইরাস সারাসন গুম মেরে গেছে, হেনরি মূর হতভম্ব হয়ে পড়েছে। জিওলজিকাল কাঠামোর সঙ্গে মেলে, কর্টেজ সাগরের এমন প্রতিটি দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে তারা। বেশ কয়েকটারই চূড়া দেখে মনে হয়েছে মানুষের হাতে খোদাই করা পাথর আছে ওখানে। কিন্তু আরও নিচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় বা ঢাল বেয়ে ওঠার পর দেখ গেছে পাথরের যে আকৃতিকে ভাস্কর্য মূর্তি বলে মনে হয়েছিল তা স্রেফ ওদের কল্পনা ছিল।

নিজের শিক্ষা ও জ্ঞানের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে মূর। বিফল হবার পর দিশেহারা বোধ করছে সে। পাথুরে মূর্তিটা থাকার কথা ইনল্যান্ডে সীর একটা দ্বীপে। 'গোল্ডেন মমি স্যুটের পিকটোগ্রাফে স্পষ্ট সে কথাই বলা আছে। তার অনুবাদেও কোন ভুল নেই, নিজের ওপর যার এত বিশ্বাস, ব্যর্থতা তাকে তো হতভম্ব করবেই।

সারাসনের অকস্মাৎ নীরবতা লক্ষ করেও চিন্তায় পড়ে গেছে প্রফেসর মূর। সে ভাবছে, বেজন্মাটা শত্রুতা বা রাগ কিছুই দেখাচ্ছে না। কেন, কারণটা কি?

সারাসন চুপচাপ বটে , তবে সারাক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে সব কিছু। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভয়ে শিরশির করে উঠছে হেনরির গা।

হেনরির দিশেহারা বোধ করার কারণ ক্ষমতার ভারসম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সারাসনকে সে যদি একজন খুনী হিসেবে চিনে ফেলে থাকে, ধরে নেয়া যেতে পারে সারাসনও তার ভেতর একজন খুনির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে।

তবে একটা ব্যাপারে সন্তুষ্টবোধ করার কারণ আছে প্রফেসর হেনরির। সারাসন সর্বজ্ঞ নয়। তার জানার কথা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছাড়া দুনিয়ার আর কোন জীবিত মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে প্রফেসর হেনরি মূর, শ্রদ্ধেয় নৃবিজ্ঞানী, এবং তার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নৃবিজ্ঞানী মিকি মূর বেশ কয়েক বছর ধরে বিদেশী টেরোরিস্ট লিডারদের খুন করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। অ্যাকাডেমিক পরিচয় পত্র থাকায় আর্কিওলজিকাল প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট হিসেবে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাদের জন্যে খুব সহজ। আশ্চর্য হলেও সত্যি, তাদের তৎপরতা সম্পর্কে সিআইএ কিছুই জানে না। তারা অ্যাসাইনমেন্ট পায়

ফরেন এ্যাকটিভিটিজ কাউন্সিল নামে প্রায় অপরিচিত একটা এজেন্সির কাছ থেকে। এজেন্সির অফিস হোয়াইট হাউসের নিচে ছোট্ট একটা বেসমেন্ট রুমে।'

সীটে নড়েচড়ে বসল মূর, গালফের একটা চার্ট দেখছে। একসময় বলল, কোথাও কিছু একটা ভুল আছে।

ঘড়ি আজকের মত শেষ করা যাক।

সামনের দিগন্তে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সারাসন। অদ্ভুতই বলতে হবে, শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। সে কোন মন্তব্য করল না।

জিনিসটা এখানেই কোথাও থাকার কথা, বলল মূর। চার্টে ক্রস চিহ্ন দেয়া দ্বীপগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওটাকে আমরা পাশ কাটিয়ে উড়ে এসেছি, বলল চার্লস।

মূরকে এখন যেহেতু অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে সারাসন, তার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাবোধ প্রায়ই দেখা যায়। সারাসন আরও একটা জিনিস উপলব্ধি করছে, প্রফেসরের কাঠামোটা রোগা পাতলা হলে কি হবে, শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে সে। তার রিফ্লেক্সও খুব ভাল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় তার হাপানো মদ খেয়ে মাতাল হওয়া স্রেফ অভিনয় মাত্র। অন্তত দুটো ক্ষেত্রে গর্ত টপকাবার জন্যে পাহাড়ী ছাগলের মত লাফ দিয়েছে সে। প্রায় অনায়াসে আরেকবার একটা পাথর সরিয়েছে পথ থেকে, ওজনে সেটা তার চেয়ে ভারীই হবে।

সারাসন বলল, এমনও হতে পারে, যে ইনকা ভাস্কর্য আমরা খুঁজছি তার কোন অস্তিত্বই নেই, নষ্ট হয়ে গেছে।

সীপ্লেনের পিছনের সীট থেকে মাথা নাড়ল মূর। আমার তা মনে হয় না। ভেঙে গেলেও টুকরোগুলো আমি চিনতে পারতাম।

সেগুলো হয়তো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাচীন স্কাল্পচার মিউজিয়ামে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনের জন্যে জোড়া লাগানো হয়েছে, এ রকম অনেক ঘটনার কথা জানি আমি।

মেক্সিকান আর্কিওলজিস্টরা বড় আকারের কোন পাথরের মূর্তি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শনের আয়োজন করলেন জানতাম আমি, বললেন মূর।

তাহলে ব্যাখ্যা করুন, যেখানে ওটা থাকার কথা সেখানে নেই কেন?

বুঝতে পারছি না, স্বীকার করল মূর। হাসিয়ান্দায় পৌঁছেই নোটগুলো আবার চেক করব আমি। ছোট্ট কোন ক্লু হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে, গোল্ডেন মমি অনুবাদ করার সময়।

BanglaBook.org

আশা করি কাল সকাল হাবার আগেই ক্লুটা আপনি পেয়ে যাবেন, শুকনো গলায় বলল হকি।

সেই সকাল ন'টা থেকে কন্ট্রোল কলাম দুই উরুর মাঝখানে চেপে ধরে থার্মোস থেকে এক কাপ কফি ঢালল, কিন্তু চুমুক দিতেই বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। শুধু ঠাণ্ডা নয়, তেতো বিষের মত লাগল। অকস্মাৎ মেঘের তলায় নীল কি যেন একটা ঝিক করে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সে। বাফিন ফ্লাইং বোটের জানালা দিয়ে ডান দিকটা দেখিয়ে বলল, গালফের এই অংশে আগে তো কোন হেলিকপ্টার দেখিনি।

সারাসন সেদিকে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করল না। সম্ভবত মেক্সিকান নেভী পেট্রলে বেরিয়েছে।

জেলেরা কেউ বিপদে পড়েছে কিনা দেখছে বোধ হয়, মন্তব্য করল ঠোর্ট।

মাথা নাড়ল চার্লস। সামরিক হেলিকপ্টার নীল রঙের হয়?

সারাসন জানতে চাইল, গায়ে কিছু লেখা নেই?

বাইনোকিউলার তুলে উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকাল চার্লস। ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির কপ্টার। গালফে ওরা কি করছে বলো তো?

সারা দুনিয়ায় সাগর নিয়ে গবেষণা করে ওরা, বলল মূর, গুরুত্ব দিচ্ছে না।

কেউ লক্ষ করল না, শিরদাড়া খাড়া হয়ে গেছে সারাসনের। তার মনে পড়ে গেছে, পেরুতে তাদের অপারেশন ভণ্ডুল করে দিয়েছিল নুমার দুজন লোক। পরে যখন ফটোগ্রাফার রজার্স, আর্কিওলজিস্ট ড. শ্যানন পেরুভিয়ান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে পালাচ্ছিল তারা, ধাওয়া করে জোলার ইন্টারন্যাশনালের একটা হেলিকপ্টার। সেটাও হারাতে হয়েছে। পরে সে শুনেছে যে তাদেরকে সাগর থেকে উদ্ধার করেছিল নুমার রিসার্চ শিপ ডিপ ফ্যাদম। সেই নুমার হেলিকপ্টার কর্টেজ সাগরে কেন? কি করছে তারা? চার্লস, খানিক ইতস্তত করে বলল সে, পেরুতে যারা আমাদের ক্ষতি করেছিল তাদের সঙ্গে নুমার সম্পর্ক থাকতে পারে। পালাবার সময় নুমার একটা জাহাজই উদ্ধার করেছিল তাদেরকে।

এই ব্যাপারটার সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না, জবাব দিল চার্লস।

পেরুতে কে আপনাদের কি ক্ষতি করেছিল? প্রশ্ন করল মূর।

আপনার জানার দরকার নেই, বলল সারাসন, ভাইকে জিজ্ঞেস করল, হেলিকপ্টারে প্যাসেঞ্জার কজন?

মডেলটা দেখে মনে হচ্ছে চারটে সীট আছে। তবে আমি পাইলট ছাড়া আর মাত্র একজনকে দেখতে পাচ্ছি।

BanglaBook.org

ওরা কি এদিকে আসছে, না চরে যাচ্ছে?

তির্যক একটা ফ্লাইট পথ ধরে আসছে, তবে উড়ে যাবে আমাদের দুশো মিটার ওপর দিয়ে।

তুমি ওপরে উঠে ওটার কাছাকাছি যেতে পারো, আমি যাতে ভাল করে একবার দেখতে পাই?

যার লাইসেন্স নেই, অ্যাভিয়েশন অথোরিটি তার লাইসেন্স কাড়তে পারবে না, হাসছে চার্লস। বললে পাইলটেরি কোলে বসিয়ে দিতে পারি তোমাকে। ব্যাপারটা কি নিরাপদ? জানতে চাইল মূর।

সবগুলো দাঁত দেখিয়ে চার্লস জবাব দিল, নির্ভর করে দ্বিতীয় পাইলটের ওপর।

চোখে বাইনোকিউলার তুলে নীল কপ্টারের দিকে তাকাল সারাসন। পেরুর সিঙ্ক হোলের কাছে যেটা নেমেছিল এটা সেরকম নয়। নিজেকে সে অভয় দিল, আন্দেজে যারা আকাশ থেকে পড়েছিল এরা তারা হতে পারে না। বাইনোকিউলার সামান্য ঘুরিয়ে ককপিটে তাকাল সে। আর কয়েক সেকেন্ড পরই ভেতরের লোক দু'জনকে দেখতে পাবে। অজানা কোন কারণে টান পড়ল তার নার্ভে।

তোমার কি মনে হয়? জিজ্ঞেস করল অ্যাল। এরাই কি?

হতে পারে। চোখে একজোড়া ন্যাভার গ্লাস, হেলিকপ্টারের নিচে তাকিয়ে সীপ্লেনটাকে দেখছে পিট। আগেই লক্ষ করেছি, একটা দ্বীপকে ঘিরে মিনিট পনেরো চক্কর দিল পাইলট সম্ভবত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের।

অ্যাডমিরাল বলছিলেন আমদের চেয়ে দুদিন আগে সার্চ শুরু করেছে ওরা, বলল অ্যাল। এখনও খুঁজছে, তার মানে পায়নি কিছু।

হাসল পিট। আমাদের তাতে খুশি হবার কিছু নেই।

ওরা যদি না পায়, আমরাও যদি না পাই, তাহলে ধরে নিতে হবে উনকারা আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে।

উহু, না। ভেবে দেখো। একই এলাকায় দুটো দল সার্চ করছি আমরা, অথচ জানি দুটো আলাদা উৎস থেকে পাওয়া সূত্র ব্যবহার করছি। আমদের কাছে রয়েছে ইনকা কুইপু, ওদের কাছে রয়েছে গোল্ডেন মমি স্যুটে খোদাই করা নকশা। ইনকারা কাইকে যদি বোকা বানাতে চাইত, দুই সেট আদৎলাদ সূত্র আমাদেরকে দুটো আলাদা লোকেশনে নিয়ে যেত। না, ইনকারা ধোকা দেয়নি। গুপ্তধন আছে। আমরা আসলে ঠিক জয়গাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ধরে নেয়া চলে দুদলই আমরা প্রতিটি দ্বীপ কাভার করেছি, জিওলজিকাল কাঠামোর সঙ্গে যেগুলো মেলে। তাহলে পাচ্ছি না কেন পিশাচটাকে?

BanglaBook.org

চোখ ইশারায় সাগর দেখাল পিট। ওখানে কোথাও আছে। আছে গত পাঁচশো বছর ধরে। আমদেরকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

সীপ্লেনের দিকে হাত তুলল অ্যাল। বন্ধুরা উঠে আসছে, ভাল করে দেখতে চায় আমাদের। চাও খসিয়ে দিই?

পারবে না। আমাদের চেয়ে ওদের এয়ারস্পীড ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেশি। কোর্স সোজা রেখে বোটের দিকে ফিরে চলো। এমন কিছু কোরো না যাতে সন্দেহ হয় ওদের।

বাফিন সীপ্লেন, বলল অ্যাল। সুন্দর তাই না?

জবাব না দিয়ে পিট বলল, একটু যেন বেশি কাছে সরে আসছে।

বোধ হয় গায়ের লেখাগুলো পড়তে চায়।

চোখে বাইনোকিউলার তুলে সীপ্লেনের ককপিটে তাকাল পিট। ওদের কপ্টরের কাছ থেকে এখন মাত্র পাঁচ মিটার অর্থাৎ একশো চৌষট্টি ফুট দূরে ওটা, পাশাপাশি ছুটছে।

কি দেখতে পাচ্ছ? জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

বাইনোকিউলার তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এক লোক, বলল পিট হাসলেও কোন শব্দ হলো না।

মেয়ে নয় তো?

সীপ্লেনের প্যাসেঞ্জার এক মুহূর্তের জন্যে বাইনোকিউলার নামিয়ে চোখ রগড়াল, তারপর আবার তাকাল। হাত যাতে না কাপে, শরীরে কনুই চেপে ধরল পিট। চোখ থেকে যখন বাইনোকিউলার নামাল, মুখের হাসি উবে গেছে। পেরুর একপুরানো বন্ধু, অবাক গলায় বলল ও।

ঘাড় পিরিয়ে তাকাল অ্যাল। কি বললে? পুরানো বন্ধু?

সেই জাল লোকটা, ড. মিলারের জায়গায় অভিনয় করছিল। ব্যাটা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিতে চাইবে। হাসিটা ফিরে এল পিটের মুখে, তবে দুষ্টামি ভাব নিয়ে। তারপর একটা হাত তুলে নাড়ল ও।

অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হওয়ায় পিট যদি অবাক হয়ে থাকে, সারাসন হয়েছে স্তম্ভিত। তুমি! আতকে উঠল সে।

কি বললে? জিজ্ঞেস করল চার্লস।

যে লোক তার মহাক্ষতি করেছে তাকে দেখতে পেয়ে মাথাটা যেন ঘুরে গেছে সারাসনের, ঠিক বুঝতে পারছে না দৃষ্টিভ্রম কিনা। বাইনোকিউলার অ্যাডজাস্ট করে ভাল করে তাকাল। না, কোন সন্দেহ নেই। মুখে শয়তানি

BanglaBook.org

হাসি, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। বাইনোকিউলার সামান্য একটু ঘোরাতে পাশে বসা অ্যালকেও চিনতে পারল সে, বুকের ভেতর আরেকবার লাফিয়ে উঠল তার হৃৎপিণ্ড।

চার্লস, পেরুতে এই লোকগুলোই আমাদের সর্বনাশ করেছিল, ভারি গলায় বলল সে।

চার্লস বিশ্বাস করতে পারছে না। তা কি করে হয়। তুমি ভুল করছ না তো?

প্রশ্নই উঠে না, ওদের চেহারা আমার মনে গেথে আছে। ওরা আমাদের পরিবারকে কয়েক মিলিয়ন ডলারের আর্টিফ্যাক্ট থেকে বঞ্চিত করেছে, চার্লস।

ওদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে মূর। ওরা এখানে কেন? জানতে চাইল সে।

এটা একটা জিজ্ঞেস করার কথা হলো? কেন আবার, গুপ্তধনের খোঁজে। আমাদের প্রজেক্টর তথ্য কেউ একজন নিশ্চয়ই পাচার করেছে। চোখ গরম করে হেনরির দিকে তাকাল সারাসন। নুমায় হয়তো আমাদের ভাল মানুষ প্রফেসরের বন্ধু আছে।

সরকারী অফিসারদের সঙ্গে বছরে কয়বার দেখা হয় আমার, পনেরোই এপ্রিলে, যেদিন আমি ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল জমা দিই, শান্ত সুরে বলল মূর। যারাই হোক ওরা, আমার বন্ধু নয়।

চার্লস দ্বিধাগ্রস্ত। একটা কথা ঠিক। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পাননি প্রফেসর। আমাদের সিকিউরিটিতে কোন খুঁত নেই। তবে লোকগুলোর আসল পরিচয় জানা গেলে...।

ওরা আমেরিকার নুমার অফিসার, বলল সারাসন। আর্কিওলজিস্ট ড. শ্যানন, একজন ফটোগ্রাফার ও কয়েকজন পেরভিয়ান স্টুডেন্টকে উদ্ধার করেছিল কুয়ার কাছ থেকে। পিট, অ্যাল। ওদের মধ্যে পিটই বেশি বিপজ্জনক। আমার লোকজনকে সেই কচুকাটা করেছে। আমারুকে পুরুষত্বহীন করার জন্যেও সে দায়ী। নুমার সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এখন তাহলে কি করা উচিত আমাদের? জিজ্ঞেস করল চার্লস।

পিছু নিয়ে দেখে আসা দরকার কোত্থেকে ওরা অপারেশন চালাচ্ছে।

পিছু নিতে গেলে ফুয়েলে কুলাবে না, বলল চার্লস।

তাহলে যেভাবে হোক নিচে নামাও ওদের, হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করাও, হিস হিস করে বলল সারাসন।

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল চার্লস। ওরা সত্যি যদি বিপজ্জনক লোক হয়, নিশ্চয়ই সঙ্গে অস্ত্র আছে, কিন্তু আমাদের কাছে নেই। আপাতত ছেড়ে দেয়া যাক, সারাসন, পরে আবার সুযোগ আসবে।

নুমাকে ওরা কাভার হিসেবে ব্যবহার করছে, বলল সারাসন। আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়।

কি বলছেন ভেবে দেখুন, হেনরির গলায় ঝাঁঝ। কোথায় সার্চ করতে হবে এটা জানা ওদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। গোল্ডেন মমির ইমেজ আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ডিকোড করার সুযোগ পায়নি। হয় এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার, নয়তো আপনি দৃষ্টিভ্রমের শিকার।

হেনরির কথা শুনতে পেল না সারাসন। টুপাক আমারুর কথা ভাবছে সে। বিস্ময় ও ভয় কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে ধীরে ধীরে, মাথায় একটা বুদ্ধি গজাচ্ছে। শত্রুর বিরুদ্ধে পাগলা একটা কুকুরকে লেলিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে সে। এবার তোমাদের রক্ষা নেই, বিড় বিড় করল আপন মনে।

জেট নিয়ে ফিরে এসেছে জোসেফ জোলার, মিকি মূরকে সঙ্গে নিয়ে হাসিয়েন্দায় অপেক্ষা করছে। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারা, প্রফেসর মূরকে নিয়ে তার দুই ভাইও ফিরল। ওরা বসার পর জোলার বলল, কিছু পেয়েছ কিনা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে না। চেহারা দেখেই সব বুঝতে পারছি। পাইনি, তবে পাব, একটা হাই তুলে বলল চার্লস। পিশাচটা ওখানেই কোথাও আছে।

আমি আর আগের মত ভরসা পাচ্ছি না। নিচু গলায় বলল প্রফেসর, হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে খানিকটা জিন ঢালল একটা গ্লাসে। সার্চ করার মত আর খুব কম দ্বীপই বাকি আছে।

এগিয়ে এসে জোলারের পিঠে একটা হাত রাখল সারাসন। আমরা ভেবেছিলাম আর ও তিন দিন আগে ফিরবে তুমি।

হ্যা দেরি হয়ে গেল। ভাল একটা ব্যবসা পেয়ে গেলাম। বারো লাখ সুইস ফ্র্যাঙ্ক লাভ হয়েছে আমাদের।

কে কিনল ওগুলো? জানতে চাইল সারাসন। একান ডিলার? একজন কালেক্টর। এক সৌদি শেখ।

আর ভিনসেন্তের সঙ্গে কেমন হলো ব্যবসা?

তাকে আমরা পুরো লট বিক্রি দিয়েছি, শুধু ইনিইডয়ান পুতুলগুলো ছাড়া। কি কারণে কে জানে, ওগুলো দেখে ভয় পেয়ে যায় সে।

হেসে উঠল সারাসন। অনেকেরই ধারণা, এসব জিনিস অভিশপ্ত, সংস্পর্শে এলে ক্ষতি হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

চার্লস জিজ্ঞেস করল, পুতুলগুলো তুমি ফিরিয়ে এনেছ? এগুলো আমি একবার দেখতে চাই।

প্লেনের কার্গো হোল্ডে আছে, বাক্সের ভেতর, জেনের গ্লাসে চুমুক দিল জোলার। তোমরা কিন্তু আমাকে হতাশ করলে। আমি একটা সুখবরের আশায় বসেছিলাম।

চেষ্টা তো কম করিনি, জবাব দিল মূর। কলোরাডো নদীর দক্ষিণ থেকে সান লুকাস পর্যন্ত সব কটা দ্বীপ পরীক্ষা করেছি, কিন্তু কোন পিশাচ দেখতে পাইনি।

বরং একটা খারাপ খবর এনেছি, বলল সারাসন। পেরুতে যারা আমাদের ক্ষতি করল, মনে আছে? ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের।

আমারও তাই ধারণা, বলল চার্লস। তা না হলে ওই একই এলাকায় ওদেরকে দেখা যাবে কেন?

তার মানে? ওরা জানবে কিভাবে হুয়াসকারের গুপ্তধন কোথায় পাওয়া যাবে?

এবার মিকি মূরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করল, ওরা হয়তো তোমাদেরকে অনুসরণ করছিল, স্বামীকে বলল সে। খালি একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল, মূর সেটা ভরে দিচ্ছে। মাথা নাড়ল চার্লস। ওদের হেলিকপ্টারের চেয়ে আমাদের সীপ্লেনের ফুয়েল রেঞ্জ অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ।

জোলারের দিকে ফিরে মূর বলল, আমার স্ত্রীর কথায় যুক্তি আছে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না।

ব্যাপারটা আমরা কিভাবে সামলাব? জানতে চাইল সারাসন।

ঠোঁট টিপে হাসল জোলার। আমার ধারণা এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন মিসেস মূর।

আমি? মিকি মূর বিস্মিত। কিন্তু আমি তো শুধু বলেছি...।

ওরা নিশ্চয়ই আমাদেরকে অনুসরণ করছিলো...।

তো?

চোখ সরু করে মিসেস হেনরির দিকে তাকাল জোলার। লোকাল ল'এনভার্সমেন্টে আমাদের লোক আছে, মাসে মাসে টাকা পায়। এবার তাদের কাজ দেখাবার পালা। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোনখান থেকে অপারেশন চালাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে জেনে নেব আমরা। তারপর আমরাই অনুসরণ করব ওদেরকে।

BanglaBook.org

৩৮.

সন্ধ্যা হবার আধ ঘন্টা আগেই প্ল্যাটফর্মের লোডিং ডেকে হেলিকপ্টার নামিয়ে আনল অ্যাল। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন হেকহ্যান্ড জেসাস আর গাটো, কপ্টারটাকে ঠেলে গুহা আকৃতির অটো ডেকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে।

রোটর ব্লেডের নাগালের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে লরেন, তার পাশে রুডি। ওদের সঙ্গে আরও দুজনকে দেখা গেল, ফেরির প্রকাণ্ড সুপারস্ট্রাকচারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

ককপিটের জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাল অ্যাল, রুডি চিৎকার করে জানাতে চাইলেন, এনি লাক?

জবাবে হাসল অ্যাম।

হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে নিচে নামল পিট, অতিথি দুজনকে দেখতে পেয়ে কপালে তুলল ভুরু। ভাবিনি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, এখানে তো নয়ই, বলল ও।

ড. শ্যাননের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। পিটের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রজার্স, বলল, এভাবে হুট করে চলে আসায় আপনি কিছু মনে করেননি তো, মি. পিট?

আরে না। খুশি লাগছে আমার। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তো?

মাথা ঝাঁকিয়ে রজার্স বলল, আশা করিনি একজন কংগ্রেস সদস্যা ও নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। সত্যি ভাগ্যবান মনে হচ্ছে...।

পেরুর অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে ড. শ্যাননের মুখে শুনলাম সব, বলল লরেন। দারুণ ইন্টারেস্টিং জীবন তার।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে সকৌতুকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাল। সুন্দরী মেয়ে না থাকলে কোন কিছুই জমে না, বলল সে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এটা কি পুনর্মিলন, নাকি মার্ম শিকারীদের কনভেনশন?

তাই তো, কর্টেজ সাগরে কি উপলক্ষে আগমন আপনাদের? জিজ্ঞেস করল পিট।

কাস্টমসের ভদ্রলোক আমাদেরকে অনুরোধ করলেন আমরা যেন পেরুর কাজ ফেলে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিই, জবাব দিল শ্যানন। রুডির দিকে তাকাল পিট। কাস্টমস মানে?

BanglaBook.org

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিটকে একটুকরো কাগজ দেখালেন রুডি। এই ফ্যাক্স থেকে শুধু জানা গেছে ওরা আসছেন। এটা পাবার এক ঘন্টা পর হাজির হলেন ওরা একটা চার্টার করা বোট নিয়ে। বললেন, আপনারা না ফিরলে কিছুই ব্যাখ্যা করবেন না।

আমাদেরকে বলা হলো আপনারা হুয়াসকারের গুপ্তধন পাবার পর ওগুলোর ছবি তুলতে হবে আমাদের, ব্যাখ্য করল শ্যানন। আমাকে অনুরোধ করার কারণ আন্দিয়ান কালচার ও আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে বুঝি আমি আর সবাই জানে যে আমি যেখানে থাকব ফটোগ্রাফার হিসেবে রজার্সও সেখানে থাকবে।

ওরা বলল আর আপনারা আসতে রাজি হয়ে গেলেন?

পিটের প্রশ্নের জবাব দিল রজার্স, আরও রাজি হলাম এই জন্যে যে শুনলাম আন্দেজে যে স্মাগালারদের সঙ্গে আমদের দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড আর্ট ডিলার ফ্যামিলির সম্পর্ক আছে, তারাও নাকি হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজছে।

জোলার পরিবার?

মাথা ঝাঁকাল রজার্স। ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে যোগ দিলে ড. মিলারের খুনীকে ধরার একটা সুযোগ পেতে পারি।

একমিনিট, বলল অ্যাল। আমারু আর সলপেমাচাকোর সঙ্গে জোলার পরিবারের সম্পর্ক আছে নাকি?

কেন, আপনারা জানেন না? সলপেমাচাকো তো জোলার পরিবারই।

পিট ও অ্যাল পরস্পরের দিকে তাকাল। পরস্পরের মনের কথা পাড়তে পারল ওরা, ড. মিলারের ছদ্ম পরিচয়ধারী লোকটার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেছে, এটা কাউকে জানানো চলবে না। প্রসঙ্গ বদলে শ্যাননকে পিট জিজ্ঞেস করল, কুইপুর মেসেজে কি জানা গেছে বলা হয়েছে আপনাদের? মানে ব্রিফ করা হয়েছে?

হয়েছে, বলল শ্যানন। কি অনুবাদ করা হয়েছে এফবিআই এর একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে।

পিটের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। বাকি থাকল শুধু প্রেস মিডিয়াকে ডেকে সব বলে ফেলা। ওয়াশিংটন এরপর হয়তো হলিউডকে মুভি রাইট বিক্রি করবে।

ব্যাপারটা যদি ঘটে বলছে পিট। সারা শরীর অসাড় লাগছে, পিঠ আর ঘাড় টনটন করছে ব্যথায়। শ্যাননের দিকে ফিরে বলল, দুঃখিত শুধু শুধু কষ্ট করে এলেন আপনারা।

শ্যানন অবাক। তার মানে কি আপনারা ট্রেজার সাইট খুঁজে পাননি?

BanglaBook.org

কেউ বলেছে পেয়েছি?

বলেনি, তবে সেরকমই আভাস দেয়া হয়েছে।

না, বলল পিট। পাথরের কোন পিশাচ আমরা দেখতে পাইনি।

কুইপুতে যে সিম্বল মার্কার আছে, আপনি তার সঙ্গে পরিচিত, মিস শ্যানন? প্রশ্ন করলেন রুডি।

হ্যা, ইতস্তত না করে জবাব দিল শ্যানন। দা ডেমোনিয়া ডেল মুয়েরটস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিট। দা ডেমন অব দা ডেড। ড. লোপেজ আমাদের বলেছেন। আংশিক চিতা, আংশিক সাপ, আংশিক শকুন। মৃতদের কেউ বিরক্ত করলে দাঁত বসায় তার গায়ে।

শরীর আর ডানায় আশ আছে, বলল শ্যানন।

কি খোঁজা হচ্ছে তা যখন জানা আছে, বলল লরেন, না পাবার কারণ কি!

কাঠামোর সঙ্গে মেলে এমন সবগুলো দ্বীপ পরীক্ষা করেছি আমারা, কোন লাভ হয়নি, বলল অ্যাল।

ঠিক , বলল পিট। আমরা কোন পিশাচ দেখিনি।

ম্লান হয়ে গেল শ্যাননের চেহারা। তাহলে ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই স্রেফ একটা গুজব বা মিথ্যা।

কাঠের প্যাসেঞ্জার বেঞ্চের ওপর ধপ করে বসে পড়ল অ্যাল।

আমি হতাশ।

তার পাশে বসে পড়লেন রুডিও, মাথায় হাত দিয়ে। আমিও ধীরে ধীরে বললেন তিনি। অ্যাডমিরালকে তাহলে জানাই, প্রজেক্ট বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছি আমরা।

সীপ্লেনে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরাও নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, বলল অ্যাল।

ফিরে গেলেও আবার আসবে ওরা, বলল পিট। বিলিয়ন ডলারের ট্রেজার, এত সহজে হাল ছাড়তে দেবে না।

অবাক হয়ে তাকালেন রুডি। ওদের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে নাকি?

পাশ কাটিয়েছি আমরা, সংক্ষেপে বলল পিট হাত নেড়েছি।

দুঃখ এই যে ড. মিলারের খুনীকে ধরা গেল না, বলল রজার্স।

শ্যানন তার কাঁধে হাত রেখে বলল, আমরা বরং পেরুতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিই।

সবাই এত খাটাখাটি করল, আবার এরই তার ফল? লরেন ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

আমি এখন গোসল করব, বিয়ার খাব দুটো, ডিনারে বসে সাবাড় করব একটা স্টেক, তারপর সারারাত নাক ডেকে ঘুমাব। সকালে... কি করব

BanglaBook.org

সকালে? আর কোন কাজ নেই আমার, কুৎসিত পিশাচটাকে খুঁজে বের করা ছাড়। সবাই হতাশায় হাবুডুবু খাও, চোখে অন্ধকার দেখো আমি কিন্তু পরাজয় মানতে রাজি নই।

সবাই এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পিট যেন পাগল হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল অ্যাল, হঠাৎ তুমি কি ভেবে এত উৎসাহ বোধ করছ?

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল পিট আজ রাতে কার রান্নার পালা?

হাত তুললেন রুডি। 'আমার। হঠাৎ এ প্রশ্ন?

'কারণ খাওয়া দাওয়ার পর একটা প্ল্যান তৈরি করব আমি, বলল পিট। 'সেই প্ল্যান ধরে খুঁজলে কুৎসিত পিশাচটাকে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস'।

'কোন দ্বীপে নয়,' রহস্য থাকল পিটের জবাবে। 'দ্বীপ বাদ। হুয়াসকারের গুপ্তধন আছে শুকনো ডাঙায়।'

দেড় ঘণ্টা পর, হেলমে রয়েছে অ্যাল, ফেরিবোট প্ল্যাটফর্ম উত্তরের পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে সান ফিলিপির দিকে। গ্যালিতে রয়েছেন রুডি, ডিনার তৈরিতে ব্যস্ত, তাঁকে সাহায্য করছে রজার্স। পিটকে খুঁজতে বেরিয়েছে লরেন কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। শেষে ইঞ্জিন রুমে নেমে এল সে। দেখল একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে পিট, গল্প করছে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। লরেনের হাতে বিয়ারের কয়েকটা ক্যান, পা টিপে টিপে ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সে।

পাডিলা, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, প্রকাণ্ডদেহী যুবক, কাজ করতে করতে গল্প করছে।

রোসা, আমার বউ। তার অভিযোগ, আমি নাকি এই ইঞ্জিনকে তার চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি বলি, আমার জীবনের অর্ধেক হলে তুমি, বাকি অর্ধেক এই ইঞ্জিন।'

তাল মিলিয়ে পিট বলল, 'মেশিনের প্রতি পুরুষদের ভালবাসা মেয়েরা কোনদিন বুঝবে না।'

'গ্রিজ দেখে পিচ্ছিল হয়ে থাকা গিয়ার আর পিস্টনকে কিভাবে ভালবাসা যায় কোন মেয়ের তা বোধগম্য হবার কথাও নয়,'

পিটের পিছন থেকে মন্তব্য করল লরেন খালি হাতটা দিয়ে পিটের গলা জড়িয়ে ধরল। কারণ ওগুলো পাল্টা ভালবাসে না।'

হেসে উঠল পাডিলা। 'আমরা ধরা পড়ে গেছি মি. পিট।'

'এভাবে আড়াল থেকে কথা শোনা অন্যায়!'

BanglaBook.org

পিটের হাতে বিয়ারের ক্যানগুলো ধরিয়ে দিয়ে লরেন বলল 'মেয়েদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে জানলে আসতাম না। দশ মিনিটের মধ্যে ডিনার পরিবেশন করা হবে, কথাটা বলতে এসেছিলাম।'

কার ডেক থেকে মই বেয়ে নিচে নেমে এল জেসাস। স্প্যানিশ ভাষায় পাডিলার সঙ্গে কথা বলল সে।

পিটের দিকে ফিরে পাডিলা বলল, মি. পিট, জেসাস বলছে একটা প্লেনের আলো দেখতে পেয়েছে ও। আলোটা গত আধ ঘণ্টা ধরে ফেরিকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পিট। 'শুভ লক্ষণ।'

'শুভ লক্ষণ মানে?' পিটের হাত ধরে ঝাঁকি দিল লরেন।

'আমাদের প্রতিপক্ষ,' হাসিমুখে বলল পিট। 'আমাদের মত ওরাও ব্যর্থ হয়েছে। তার মানে এখন ওরা আমাদেরকে অনুসরণ করবে। ফলে আমরা কিছু সুবিধে পাব।'

ডাইনিং হলে ত্রিশটা টেবিল, তার একটায় বসে ডিনার খেলো ওরা। টেবিল পরিস্কার করার পর একটা নটিকাল ও দুটো ডিওলজিকাল আর ল্যান্ড সার্ভে ম্যাপের ভাঁজ খুলল পিট। ওর কথাগুলো এত পরিস্কার ও স্পষ্ট, বুঝতে কারও অসুবিধে হচ্ছে না।

'ল্যান্ডস্কেপ আগের মত নেই, গত প্রায় পাঁচশো বছরে অনেক বদলেছে।' ম্যাপগুলো এক করে সাজাল পিট, তারপর একটা কাগজে উত্তর গালফ থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার কোচেলা ভ্যালি পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বিশাল মরু এলাকাটা আঁকল। 'আজ যেখানে আমরা কলোরাডো মরুভূমি আর সলটন সাগরের ওপরে ইমপেরিয়াল ভ্যালি দেখতে পাচ্ছি, কয়েক হাজার বছর আগে ওখানে ছিল কর্টেজ সাগর। শত শত বছর ধরে বন্যা হয়েছে কলোরাডো নদীতে, বিপুল পলি বয়ে এনেছে সাগরে, এভাবে ধীরে ধীরে একটা অববাহিকা তৈরি হয়, সাগরের উত্তর এলাকায় একটা বাঁধ বা পাঁচিল মাথাচাড়া দেয়। পলির এই বাঁধ পিছনে রেখে যায় বিপুল জল, পরে যেটার নামকরণ করা হয় লেক কাহুইলা। তীরে যেসব ইন্ডিয়ানরা বাস করত, সম্ভবত তাদের নামেই। বেসিনটাকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট পাহাড়, সেগুলোর কিনারা ধরে হাঁটার সময় এখনও পুরানো ওয়াটারলাইন দেখতে পাওয়া যায়, আর মরুভূমিতে পাওয়া যায় ছড়িয়ে থাকা সী-শেল।'

'ওটা শুকাল কবে?' জানতে চাইল শ্যানন।

'এগারোশো থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।'

'তালে সলটন সী এলো কোত্থেকে?'

BanglaBook.org

'মরুভূমিতে সেচ দেয়ার জন্যে একটা খাল কাটা হয়, কলোরাডো নদীর পানি আনার জন্যে। উনিশশো পাঁচ সালে অস্বাভাবিক ভারি বৃষ্টি হয়েছিল, নদীর স্রোত খালের পাড় ভেঙে ফেলে মরুভূমির নিচের অংশে পানি ঢুকে পড়ে। তাড়াহুড়ো করে বাঁধ তৈরি করে তা ঠেকানো সম্ভব হলেও, তার আগেই এত বেশি পানি বেরিয়ে এসেছে যে সলটন সী তৈরি হয়ে যায়-যার সারফেস সী লেভেল থেকে আশি মিটার নিচে। সেচের জন্যে খাল কেটে পানি বের করে নেয়া হচ্ছে বলে এখানকার আকৃতি বদলাচ্ছে না।'

কোত্থেকে যেন মেক্সিকান ব্র্যান্ডির একটা বোতল বের করলেন রুডি। 'সবাইকে উৎসাহিত করার জন্যে সাময়িক বিরতি,' বললেন তিনি গ্লাসের অভাবে প্লাস্টিকের কাপে পরিবেশন করা হলো। 'টোস্ট টু সাকসেস।' নিজের কাপটা উঁচু করলেন তিনি।

'এ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে এসব জিনিস না থাকলে জমে না,' স্বীকার করল অ্যাল, যদিও নিজে সে মদ্যপান করল না।

লরেন বলল, 'আমরা আশায় আশায় আছি, পিট নিশ্চয়ই কোন সমাধান দিতে পারবে।'

'দেখা যাক,' সাবধানে বলল শ্যানন। 'আগে সব কথা শুনি।'

কথা না বলে ম্যাপগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ল পিট, লাল ফেল্ট-টিপ পেন দিয়ে মরুভূমির পর একটা বৃত্ত আঁকল। 'চৌদ্দশো শতাব্দীতে মোটামুটি এই জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল গালফ, নদীর জমে উটা পলি উত্তরে এগোবার আগে।'

'যুক্তরাষ্ট্র আর মেক্সিকোর বর্তমান সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার দূরেও নয়,'

মন্তব্য করলেন রুডি।

এলাকাটা এখন লাগুনা সালাডা নামে পরিচিত, বেশিরভাগ কাদা আর জলা।'

'এই জলার প্রসঙ্গ উঠছে কেন?' জানতে চাইলেন রুডি।

উজ্জ্বল হয়ে আছে পিটের চেহারা। 'ইনকা ও চাচাপয়ানরা যে দ্বীপে হুয়াসকারের গোল্ডেন চেইন লুকিয়ে রেখেছিল সেটা এখন আর কোন দ্বীপ নয়।' চেয়ারে হেলান দিল ও, ব্র্যান্ডির কাপে চুমুক দিচ্ছে, কথাটার তাৎপর্য হজম করার সুযোগ দিয়ে চুপ করে থাকল।

ম্যাপগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই, পিটের তৈরি প্রাচীন তীররেখাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। পিটের আঁকা খুদে একটা সাপের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল শ্যানন। জলাভূমি আর লাস টিনভাস মাইন্টেনর মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা একটা পাথরকে পেঁচিয়ে আছে সাপটা।

BanglaBook.org

'এটার কি তাৎপর্য?'

'জায়গাটা চিহ্নিত করেছি,' বলল পিট।

জিওলজিকাল সার্ভ ম্যাপটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রুডি। দেখা যাচ্ছে আপনি একটা ছোট পাহাড়কে নির্বাচন করেছেন, চূড়াটা পাঁচশো মিটারের কিছু কম উঁচু।'

'তার মানে ষোলোশো ফুটের মত,' বলল অ্যাল।

'কি নাম ওটার?' জিজ্ঞেস করল লরেন।

'সেরো এল ক্যাপিরোট,' জবাব দিল পিট। 'ক্যাপিরোট-এর ইংরেজি মানে লম্বা ও চোখা হ্যাট।'

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এই অদ্ভুত জায়গার মাঝখানে উঁচু একটা পাথরের ওপর হুয়াসকারের গুপ্তধন পাওয়া যাবে?'

পিট বলল, 'ম্যাপটা ভাল করে দেখুন, জলার পাশে মরুভূমির ওপর বেশ কয়েকটা ছোট পাহাড় রয়েছে, যেগুলোর চূড়া চোখা। আমরা যেটা খুঁজছি তার বর্ণনার সঙ্গে সবগুলো মেলে। তবে সেরো এল ক্যাপিরোটই আমার পছন্দ।'

'এরকম অটল সিদ্ধান্তে আসার কি কারণ?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

'নিজেকে একজন ইনকা ধরে নিয়ে চিন্তা করে বের করতে চেয়েছি দুনিয়ায় গ্রেটেস্ট ট্রেজার কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। আমি যদি জেনারেল নেমল্যাপ হতাম, একটা সাগরের উজানো সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন একটা দ্বীপ খুঁজতাম, দখলদার স্প্যানিশদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে কোথাও। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেরো এল ক্যাপিরোট পর্যন্তই যেতে পারতেন তিনি, আর ওটার উচ্চতার জন্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।'

ফেরির প্যাসেঞ্জার ডেকের পরিবেশ হঠাৎ বদলাতে শুরু করেছে। ব্যর্থতা ও পরাজয় সবাই প্রায় মেনেই নিয়েছিল, একা শুধু পিট ছাড়া। ওর আশা ও উৎসাহ এই মুহূর্তে সবার মধ্যে সংক্রমিত হচ্ছে। এমন কি শ্যাননও সবার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে হাসিতে। যেন মনে হচ্ছে আর কোনো সন্দেহ নেই, এবার নির্ঘাৎ হুয়াসকারের গুপ্তধন পাওয়া যাবে। সবাই যেন নিশ্চিত, সেরো এল ক্যাপিরোটের চূড়ায় পাথরে খোদাই করা পিশাচ মূর্তি পাবে ওরা।

ওরা যদি জানত সব কথা পিট বলেনি, আনন্দটুকু মাটি হয়ে যেত। পিট উপলব্ধি করছে সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছে ও, তারপরও ছোটখাট কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে ওর মনে।

আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত পিট। ড. মিলারের খুনীকে যে চিনতে পেরেছে ওরা, সে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একজন সদস্য, অ্যাল সে-কথা কাউকে

BanglaBook.org

জানায়নি এখনও। ওদেরকে জোলার বলা হোক বা সলপেমাচাকো, গুপ্তধন উদ্ধারের এক পর্যায়ে ওদের সঙ্গে সংঘর্ষ একটা বাধবেই, কোন সন্দেহ নেই। পিট যে ট্রেজার সাইট আবিষ্কার করে ফেলেছে, প্রতিপক্ষ এখনও তা জানে না। তবে পিছু নিয়ে ঠিকই জানবে। ওরা তারপর কি হবে বলা কঠিন। ইউ.এস. কাস্টমস আর এফবিআই যত প্রতিশ্রুতিই দিক, হুয়াসকারের গুপ্তধন জোলারদের হাতে একবার পড়লে তা পরে আর উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি?

আমারুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে পিটের। ঠাণ্ডা, প্রাণহীন চোখ লোকটার, আহত অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষ শুধু জোলাররা নয়, এই বিপজ্জনক লোকটাও চেষ্টা করবে প্রতিশোধ নেয়ার।

BanglaBook.org

৩৯.

সান ফিলিপির উত্তরে চলে এল প্ল্যাটফর্ম, প্রাডলহুইলের আলোড়নে পিছনের পানিতে লাল পলি দেখা যেতে নোঙর ফেলা হলো। কয়েক কিলোমিটার সামনে কলোরাডো নদীর মুখ অগভীর আর চওড়া, দিগন্তের দিকে হাঁ করে আছে। ঘোলা, লবণাক্ত পানির দু'দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে খাঁখাঁ কাদাময় সমতল ভূমি, পুরোপুরি উদ্ভিদ বর্জিত। গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খুব কম গ্রহেই এরকম করুণ, কুৎসিত ও প্রাণহীন দৃশ্য চোখে পড়বে।

সেফটি হারনসে অ্যাডজাস্ট করার ফাঁকে হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে পিট। শ্যানন বসেছে কো-পাইলটের সীটে, পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটে অ্যাল ও রজার্স। তারপর রুডি ও লরেনের দিকে তাকাল। হেলিকপ্টার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। রুডি দুটো আঙুল খাড়া করে ভি তৈরি করলেন, ভিক্টরি বোঝাবার জন্যে। আর লরেন একটা চুমো ছুঁড়ে দিল।

ডস্ট টানল পিট, গোটা পিউজিলাজ কাঁপতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল 'কপ্টার। বাতাসে ওড়া একটা পাতার মত কাত হয়ে ছুটল ওদের বাহন। খানিক পর উত্তর দিকে কোর্স ধরে আরও উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। পাঁচশো মিটারে অর্থাৎ ষোলোশো ষাট ফুটে পৌঁছে 'কপ্টার সিধে করে নিল পিট।

আপার গালফের কালচে-সবুজ পানির ওপর দিয়ে দশ মিনিট এগোল পিট, তারপর লাগুনা সালাডার জলাভূমির ওপর চলে এল। জলার বিরাট একটা অংশ সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় ডুবে গেছে।

কাদাময় বিশাল জলা পিছিয়ে পড়ল, 'কপ্টারের নিচে এখন বালিয়াড়ি, পাহাড়শ্রেণীর গোড়া থেকে একটা মিছিলের মত লাগুনা সালাডার কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকের দৃশ্য চাঁদের মত ধূসর। উঁচু-নিচু পাথুরে জায়গা, মনে ভয় ধরিয়ে দেয়।

'ওদিকে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে,' নিচের দিকে হাত লম্বা করে বলল শ্যানন।

'হাইওয়ে ফাইভ,' বলল পিট। 'সান ফিলিপ থেকে মেক্সিক্যালির দিকে গেছে।'

BanglaBook.org

'এটা কি কলোরাডো বনভূমির অংশ?' রজার্স জানতে চাইল।

'সীমান্তের উত্তরের মরুভূমিকে তাই বলা হয়, কলোরাডো নদীর সঙ্গে মিল রেখে। আসলে এ সবই সনোরান মরুভূমির অংশ।

'জায়গাটা সুবিধের নয়, এখানে আমি হাঁটতে রাজি হব না।'

'মরুভূমি যাদের সহ্য হয় না তারা এখানো মারা যায়,' বলল পিট। 'আর যাদের মরুভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে তারা টিকে থাকে।'

'এখানে কি সত্যি মানুষ বাস করে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল শ্যানন।

'বেশিরভাগই ইন্ডিয়ান,' জবাব দিল পিট। 'সনোরান মরুভূমিই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মরুভূমি।'

পাশের একটা জানালা দিয়ে নিচে তাকাল অ্যাল, চোখে বাইনোকিউলার। পিটের কাঁধে চাপড় মারল সে। তোমার হট স্পট পোর্ট সাইডে এগিয়ে আসছে।

মাথা ঝাঁকাল পিট, কোর্স সামান্য বদলে নিঃসঙ্গ একটা পাহাড়ের দিকে তাকাল, সরাসরি সামনে মরুভূমির মেঝে থেকে মাথা তুলেছে। সেরো এল ক্যাপিরোট মানানসই নাম। আকৃতিটা ঠিক মোচার মত না হলেও, চোখে হ্যাটের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

অ্যাল বলল, 'আমার যেন মনে হচ্ছে পশুর মত কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি চূড়ায়।'

'খানিক নিচে নেমে ওটার ওপর ঝুলে থাকব,' বলল পিট।

স্পীড কমাল ও, নিচে নামল, তারপর পাহাড়টার চূড়া লক্ষ করে এগোল। প্রথমে বার দুয়েক চক্কর দিল, তারপর স্থিরভাবে ঝুলে থাকল শূন্যে, পাথুরে পিশাচটার নাকে প্রায় নাক ঠেকিয়ে। মুখ ব্যাদাম করে আছে, ক্ষুধার্ত কুকুরের মত লাগল ওটাকে।

'স্যালুট করো, বন্ধুরা,' আহবান জানাল পিট। 'উনি পরকালে যাবার দরজায় পাহারা দিচ্ছেন।'

'তার মানে মিথ্যা নয়।' পিসফিস করল শ্যানন, 'সত্যি ওটার অস্তিত্ব আছে!'

'দেখে মনে হচ্ছে বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছে,' বলল অ্যাল, শক্ত করে ধরে আছে ভাবাবেগের লাগাম।

'আপনাকে ল্যান্ড করতে হবে,' বলল রজার্স। 'আমরা ওটাকে কাছ থেকে দেখতে চাই।'

'চারদিকে শুধু তো বোল্ডার দেখতে পাচ্ছি,' বলল পিট। 'নামার জন্যে ফাঁকা একটা জায়গা দরকার।'

BanglaBook.org

'কেন, ওটার সামনে তাকাও না। চল্লিশ মিটারের মত দূরে, একদম ফাঁকা আর সমতল। দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে সরে এল পিট, তারপর পশ্চিম দিক থেকে চূড়াটার দিকে এগোল আবার। স্পীড কমিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আনল স্টিক। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল না 'কপ্টার, তারপর চূড়ায় একমাত্র ফাঁকা জায়গায় ল্যান্ড করল।

প্রথমে নিচে নামল অ্যাল, হাতের লাইনটা বড় একটা পাথরে জড়াল, অপরপ্রান্ত বাঁধল 'কপ্টারের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ইঞ্জিন বন্ধ করেছে পিট, থেমে যাচ্ছে রোটর।

লাফ দিয়ে নিচে শ্যাননের একটা হাত ধরল রজার্স, নামতে সাহায্য করল তাকে। নেমেই পাথুরে মূর্তিটার দিকে ছুটল সে। সবার শেষে নামল পিট, তবে বাকি সবার পিছু নিল না। শান্ত ভঙ্গিতে চোখে বাইনোকিউলার তুলে আকাশের একটা দিকে তাকাল, যেদিকে থেকে ইঞ্জিনের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে। নীল আকাশের গায়ে চকচকে একটা বিন্দুর মত লাগল সী প্লেনটাকে। দুশো মিটার অর্থাৎ সাড়ে ছ'হাজার ফুট ওপরে রয়েছে পাইলট, ভেবেছে কেউ দেখতে পাবে না। পিটকে অবশ্য বোকা বানানো যায়নি। প্ল্যাটফর্ম থেকে হেলিকপ্টর নিয়ে আকাশে ওঠার পর থেকেই মনটা খুঁত-খুঁত করছিল ওর। সীপ্লেনটাকে দেখতে পাওয়ায় ওর সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হলো।

সবাই ইতিমধ্যে পিশাচটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের দিকে এগিয়ে আসার সময় একটু সরে গেল পিট, পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। পাঁচিল বেয়ে উঠতে হয়নি, সেজন্যে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। বাধাহীন মরুভূমির দৃশ্য শ্বাসরুদ্ধকর লাগল। অক্টোবরের সূর্য পাথর আর বালিকে উজ্জ্বল রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণে ঝলমল করছে গালফের পানি, আর সামান্য কুয়াশার ভেতর জলাভূমির দু'দিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আছে পাহাড়শ্রেণী।

পাথুরে মূর্তিটার কাছে এসে পিট দেখল ওটার মাপ নিচ্ছে শ্যানন, আর রজার্স বিভিন্ন দিক থেকে একের পর এক ফটো তুলতে ব্যস্ত। অ্যাল মূর্তিটার চারপাশে হাঁটছে, দেখছে গোপন কোনও প্রবেশপথ পাওয়া যায় কিনা।

'কি বুঝছেন?' শ্যাননকে জিজ্ঞেস করল পিট। 'মানে আসল জিনিস তো?'

'চাচাপয়ান প্রভাব স্পষ্ট,' বলল শ্যানন, উত্তেজনায় লালচে হয়ে আছে চেহারা। 'ওদের শিল্পকর্মের অসাধারণ একটা দৃষ্টান্ত।' পিছিয়ে এসে মাথা কাত করে আরেক ভঙ্গিতে তাকাল মূর্তিটার দিকে। 'লক্ষ করুন আঁশগুলোর নকশা কেমন নিখুঁতভাবে ডুপ্লিকেট করা হয়েছে। পুয়েবলো ডে লস মুয়েরটস-এ খোদাই করা পশুর গায়ে যে আঁশ দেখেছি আমরা তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'টেকনিক মেলে?'

'হুবহু প্রায় এক।'

'তাহলে হয়তো একই ভাস্করের কাজ এটাও।'

'সম্ভব।' একটা হাত উঁচু করে সরীসৃপের আঁশযুক্ত ঘাড়ের নিচের অংশ ছুঁলো শ্যানন। 'চাচাপয়ান ভাস্কর্য শিল্পীদের দাম দিত ইনকারা, ওদেরকে দিয়ে কাজ করানো বিরল কোন ঘটনা ছিল না।'

'আপনি তো আর্কিওলজিস্ট, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আগেকার দিনের মানুষরা এরকম অদ্ভুত প্রাণীর মূর্তি বানাত কেন? দেখলে গা ছমছম করে!'

'এটা সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী আছে, যদিও অস্পষ্ট। এক শকুন একটা ডিম পেড়েছিল, সেটা এক চিতা খেয়ে ফেলে, পরে বমির সঙ্গে বের করে দেয়। ডিম থেকে বেরিয়ে আসে একটা সাপ। সাপটা চলে যায় সাগরে, আর ওই সাগরই তার গায়ে মাছের আঁশ লাগিয়ে দেয়। গল্পের বাকি অংশে বলা হয়েছে, পশুটা অত্যন্ত কুৎসিত বলে, আর সূর্যের প্রতিপালিত অন্যান্য দেবতারা তাকে এড়িয়ে চলে বলে,. পাতালে নেমে গিয়ে সেখানেই বসবাস করে সে, তারপর এক সময় মৃতদের প্রহরী হয়ে উঠে।'

'কুৎসিত হাঁসের ছানা, সেই আদি রূপকথা।'

'সত্যি কুৎসিত ও,' বলল শ্যানন, 'তবু ওর জন্যে খুব দুঃখ আর মায়া হয় আমার। ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না, তবে মনে হয় পাথরটার যেন নিজস্ব প্রাণ আছে।'

'আমিও অনুভব করছি, পাথর ছাড়াও আরও কি যেন একটা আছে দুটো ডানার একটা খসে পড়ে ভেঙে গেছে, টুকরোগুলোর দিকে তাকাল পিট। দেখে মনে হচ্ছে বেচারার খুব দুঃসময় যাচ্ছে।'

মূর্তির গায়ের নকশা ও বুলেটের তৈরি গর্তগুলোর দিকে পিটের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল শ্যানন। 'আশ্চর্যই বলতে হবে স্থানীয় আর্কিওলজিস্টরা এটার আসল পরিচয় ধরতে পারেনি -মূল্যবান একটা শিল্পকর্ম, দুই কালচারের ফসল, বিকশিত হয়েছিল এখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে...।'

হঠাৎ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল পিট। 'তুমি কোন শব্দ পাচ্ছ? যেন কেউ কাঁদছে?'

কান পেতে শোনার চেষ্টা করল শ্যানন, 'তারপর মাথা নাড়ল। আমি শুধু রজার্সের ক্যামেরার আওয়াজ পাচ্ছি।'

শব্দটা অদ্ভুত, তবে এখন আর পিটও শুনতে পাচ্ছে না। 'বোধ হয় বাতাস।'

BanglaBook.org

'কিংবা হয়তো ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস যাদেরকে পাহারা দিচ্ছে তাদের কান্না।'

'কিন্তু আমি শুনেছি ওদেরকে অনন্ত শান্তিতে বিশ্রাম নেয়ার নিশ্চয়তা দেয় সে।'

হাসল শ্যানন। 'ইনকা বা চাচাপয়ান ধর্মীয় রীতি সম্পর্কে খুব কম জানি আমরা। আমাদের এই পাথুর বন্ধুকে যতটা ভাল বলে মনে করা হয় ততটা ভাল না-ও হতে পারে।

শ্যানন আর রজার্সকে কাজ করতে দিয়ে জিওর্দিনোর কাছে চলে এল পিট। জিওর্দিনোর হাতে একটা মাইনার'স পিক রয়েছে, সেটা দিয়ে পিশাচের বেদির চারধারের পাথরে টোকা মারছে সে। 'কি সুড়ঙ্গের কোন আভাস পেলে?'

ম্লান মুখে মাথা নাড়ল অ্যাল। 'সত্যি যদি কোন প্যাসেজ থাকে, পাহাড়ের অন্য কোথাও আছে?'

মাথাটায় একটা পরী কোথাও কাঁদছে?'

'তুমিও শুনেছ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল পিট।

'আমার মনে হয়েছে পাথরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বাতাস...।'

জিওর্দিনোর কথা শেষ হলো না, পিট বলল, 'কিন্তু কোথায় বাতাস?'

পিট বলার পর ব্যাপারটা অ্যালও উপলব্ধি করল। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চেহারায়। জিভে ঠেকিয়ে একটা আঙুলের ডগা ভেজাল সে, বাতাস বইছে কিনা পরীক্ষা করল। 'আরে তাই তো বাতাস তো একদম নড়ছেই না।'

'শব্দটা কিন্তু একটানা হচ্ছে না,' বলল পিট। 'কিছুক্ষণ পর পর শোনা যাচ্ছে।'

'সেটা আমিও লক্ষ করেছি,' বলল অ্যাল। 'নিঃশ্বাসের মত আসে, দশ সেকেন্ড পর থেমে যায়, আবার ফিরে আসে প্রায় এক মিনিট পর।'

ক্ষীণ হেসে পিট বলল, এমন হতে পারে আমরা একটা গুহার ভেন্টিলেটার নিয়ে আলোচনা করছি।'

'চলো দেখি খুঁজে পাই কিনা,' ব্যগ্র সুরে বলল অ্যাল।

'ওটাই বরং আমাদের কাছে ধরা দিক।' একটা পাথর খুঁজে নিল পিট, সেটা যেন ওর নিতম্বের মাপ মত তৈরি করা। রুমাল দিয়ে অলসভঙ্গিতে সানগ্লাসের একটা লেন্স থেকে ধুলোর কণা মুছল। চোঙ বানিয়ে কানে তুলল দুই হাত, তারপর মাথাটা রাডার অ্যান্টেনার মত একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাতে শুরু করল।

BanglaBook.org

যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে, কান্নার আওয়াজটা আসা-যাওয়া করছে। তিন বার শোনার পর ইঙ্গিতে অ্যালকে চূড়ার উত্তর দিক বরাবর এগোতে বলল পিট। ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না।

ঢাল বেয়ে পঁয়তাল্লিশ ফুটের মত নামল অ্যাল, তারপর দাঁড়াল। কান পেতে আছে সে, অপেক্ষা করছে পিটের পরবর্তী ইশারা পাবার জন্যে। করুণ সুরটা পিটের চেয়ে স্পষ্টভাবে বাজল তার কানে। তবে জানে বোল্ডারে লেগে আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মূল সরটাও বদলে যাচ্ছে। যেখানে দাঁড়ালে জোরে শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে পিট তাকে সরে আসার ইশারা করল। প্রতিবাদ না করে পিটের নির্দেশিত জায়গার দিকে এগোল সে। কিন্তু সামনে আর এগোনো সম্ভব নয়, কারণ চূড়ার একটা পাশ এখান থেকে ঝপ করে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিচে নেমে গেছে। নিচে সরু একটা নালা।

পাথরের ওপর শুয়ে নালায় নামার কোন পথ আছে কিনা পরীক্ষা করছে অ্যাল, তার পাশে এসে বসল পিট, লম্বা করে দিল একটা হাত, হাতের তালু নিচের দিকে।

খানিক পর আবার শোনা গেল আওয়াজটা। মাথা ঝাঁকাল পিট, মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'বাতাসের ছোঁয়া লাগছে তালুতে। পাহাড়ের গভীরে কিছু একটা আছে বা ঘটছে, যে-কারণে একটা ভেন্টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে বাতাস।'

'রশি আর টর্চ নিয়ে আসি আমি,' লাফ দিয়ে সিধে হয়েই কপ্টারের দিকে ছুটল অ্যাল। দু'মিনিটের মধ্যে শ্যানন আর রজার্সকে নিয়ে ফিরে এল সে।

শ্যাননের চোখ দুটো চকচক করছে উত্তেজনায়। 'অ্যাল বলছেন আপনি নাকি পাহাড়ের ভেতর ঢোকার পথ পেয়েছেন?'

'একটু পরই জানা যাবে,' বলল পিট।

নাইলন লাইনের একটা প্রান্তে বড় একটা পাথর বাঁধল অ্যাল।

'কৃতিত্বটা কে পাবে?'

'টস হোক,' প্রস্তাব দিল পিট।

'হেড।'

শূন্যে একটা সিকি ডলার ছুঁড়ল পিট, টং করে পাথরের ওপর পড়ল সেটা। 'টেইল, তুমি হারলে।'

প্রতিবাদ না করে মেনে নিল অ্যাল, একটা ফাঁস তৈরি করে পিটের মাথা দিয়ে গলিয়ে কাঁদের নিচে আটকাল। 'সাবধান, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙো না আবার,' বলল সে, পিটের হাতে টর্চটা ধরিয়ে দিল। খাড়া ঢাল বেয়ে নালায় নেমে যাচ্ছে পিট, লাইন ছাড়ছে অ্যাল।

BanglaBook.org

নালার মেঝেতে নেমে মুখ তুলল পিট। 'ঠিক আছে, নেমে এসেছি।'

'কি দেখতে পাচ্ছ?'

'পাথরের গায়ে সরু একটা ফাটল, হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকমে ঢোকা যাবে। ঢুকছি আমি।'

'রশি খুলবে না। ঢোকার মুখেই হয়তো খাদ আছে।'

ক্রল করে সরু ফাটলের ভেতর ঢুকে পড়ল পিট। প্রথম দশ ফুট খুবই সরু, কষ্ট হলো এগোতে, তারপর, জায়গাটা চওড়া হয়ে গেল, অনায়াসে দাঁড়াতে পারল ও। টর্চ জ্বেলে দেয়ালের গায়ে আলো ফেলল, দেখল একটা প্যাসেজের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্যাসেজটা নেমে গেছে পাহাড়ের গভীরে। প্যাসেজের মেঝে মসৃণ, কয়েক কদম পর পর পাথর কেটে ধাপ তৈরি করা।

হঠাৎ ভেজা ভেজা খানিকটা বাতাস কাটল ওকে, যেন কোন দৈত্য নিঃশ্বাস ফেলল ওর গায়ে। পাথরের দেয়ালে আঙুল ছোঁয়াল পিট, ভিজে গেল ডগাটা। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্যাসেজ ধরে নামতে শুরু করল ও। একটু পরই টান পড়ল লাইনে, দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সামনের অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলল, একজোড়া চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা।

কালো পাথরের বেদিতে আরও একটা পিশাচ রয়েছে। চূড়ার পিশাচটার মতই আকার ও চেহারা, সম্ভবত একই হাতে তৈরি, মুখ ব্যাদান করে আছে প্যাসেজের দিকে। এটার গায়ে নীলকান্তমণি বসানো, চকচকে দাঁতগুলো সাদা স্ফটিকে দিয়ে তৈরি, চোখ দুটো লাল রত্ন।

রশি কেটে সামনে এগোবে কিনা চিন্তা করল পিট। না, বাকি সবার ওপর অন্যায় করা হবে। ট্রেজার চেম্বার আবিষ্কারের সময় সবাই একসঙ্গে থাকা উচিত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাটল গলে রোদের মধ্যে বেরিয়ে এল ও। নালা থেকে টেনে তোলা হলো পিটকে। ওদের কারও মুখে কথা নেই, ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিটের দিকে। কিন্তু পিট কিছু বলছে না দেখে হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো শ্যানন। কি দেখলেন? বলুন কি পেলেন আপনি?'

তাকিয়ে থাকল পিট, নির্লিপ্ত চেহারা। তারপর শব্দ না করে হাসল। নিচে একটা প্যাসেজ আছে, প্যাসেজের মুখে আরেকটা পিশাচ পাহারা দিচ্ছে। ওটার কথা বাদ দিলে প্যাসেজটা পরিস্কার।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল শ্যানন আর রজার্স, চেঁচামেচির মধ্যে ওদের চুমো খাবার শব্দ চাপা পড়ে গেল। পিটের পিঠে এত জোরে চাপড় মারল অ্যাল, মনে হলো কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে চোখ দুটো। প্রবল উত্তেজনায় পাথরের ওপর শুয়ে নালার শেষ মাথার ফাটলটার

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, যে পথ ধরে পাহাড়ের গভীরে নেমে যাবে সবাই। ওটা যে একটা কালো অন্ধকার টানেল, সে-কথা কেউ ভেবে দেখল না। কল্পনার চোখে পাহাড়ের গভীরে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনই দেখতে পাচ্ছে সবাই।

একা শুধু পিট ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আকাশের ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও। মনে মনে জানে, দূর আকাশের কোথাও থেকে ওদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে প্রতিপক্ষ।

'কি হলো?' শ্যানন জানতে চায়। 'মনে হচ্ছে, এইমাত্র নিজের সেরা বান্ধবীকে হারিয়েছো তুমি?'

'ঠিক তাই,' জবাবে জানালো পিট।

BanglaBook.org

৪০.

আরও এক কয়েল রশি, টর্চ ও কোলম্যান লণ্ঠন নেয়ার জন্য হেলিকপ্টারে ফিরে এল অ্যাল। রশিটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সে, টর্চটা দিল শ্যাননকে, কয়েকটা দেশলাই সহ কোলম্যান ধরিয়ে দিল রজার্সের হাতে। 'ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরা আছে, অন্তত ঘণ্টা তিনেক আলো পাব।হাতের টর্চটা দেখাল শ্যানন। 'আমি পথ দেখাই?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাল। 'খুশি হলাম। টানেলের ভেতর ইনকারা যদি কোন ফাঁদ রেখে গিয়ে থাকে, আমি সেটায় আটকা পড়তে চাই না। নরকে নামতে আপত্তি নেই, তবে আমার আগে কাউকে থাকতে হবে।'

শ্যানন ঠোঁট উলটাল। 'আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন!' তার গলায় অভিযোগ।

হেসে উঠল পিট। বেশি বেশি ইন্ডিয়ানা জোনস দেখার কুফল।'

'টানেলের মুখ কতটুকু চওড়া?' জানতে চাইল রজার্স।

'শ্যানন হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে পারবেন,' বলল পিট। 'তবে আমাদেরকে সাপ হতে হবে।'

পাহাড়ের চূড়া থেকে উঁকি দিয়ে ফাটলটার তলায় তাকাল শ্যানন।

'চাচাপয়া আর ইনকারা খাড়া পাহাড়ের ওপর কয়েক টন সোনা তুলল.

তারপর ইঁদুরের একটা গর্তের ভেতর নামিয়ে দিল, এ বিশ্বাস করা যায় না। পাহাড়ের গোড়ায় পুরানো যে ওয়াটারলাইন দেখেছি আমরা তার ওপর কোথাও নিশ্চয়ই একটা চওড়া প্যাসেজ পেয়েছিল তারা।'

'খুঁজে বের করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে,' বলল রজার্স।

'পাথর বা ভূমি ধসে চাপা পড়ে গেছে। ভুলে যেয়ো না, পাঁচশো বছর আগের ঘটনা।'

পুরুষরা কেউ সামনে থাকতে চাইলেও রাজি হবে না শ্যানন। পাথরের ওপর হামাগুড়ি দেয়া আর অন্ধকার গর্তের ভেতর মাথা গলানো তার কাজ, অভ্যস্ত সে। তার পিছনে থাকল রজার্স আর অ্যাল, সবশেষে পিট।

'টানেলের ভেতর আমি যদি চাপা পড়ি, তুমি আমাকে উদ্ধার করবে তো?' পিটকে জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

BanglaBook.org

'যখন দেখব আমাকে উদ্ধার করার লোক আছে,' জবাব দিল পিট।

পাথুরে ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে শ্যানন আর রজার্স, দ্বিতীয় ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস পরীক্ষা করছে, এই সময় ওদের পাশে এসে দাঁড়াল অ্যাল আর পিট।

প্রকাণ্ড দানবটার গায়ে মাছের আঁশ আছে, 'প্রতিটি আশে নকশা খোদাই করা। সেগুলো পরীক্ষা করে শ্যানন বলল,' 'প্রথম পিশাচটার চেয়ে এটার ইমেজগুলো অনেক ভাল অবস্থায় 'পাচ্ছি আমরা'।

'অর্থ বের করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রজার্স।

'সময় পেলে পারব। দেখে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত হাতে খোদাই করা হয়েছে'।

পাথুরে সরীসৃপের মাথা ও চোয়ালের দিকে তাকাল রজার্স।

'আগের দিনের মানুষরা যে পাতালকে ভয় পেত, এটা অবাক হবার মত কোন ব্যাপার না। এই পিশাচ ডায়রিয়া বাধিয়ে দেয়ার মত যথেষ্ট কুৎসিত। লক্ষ করেছেন, মনে হচ্ছে চোখগুলো যেন আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া অনুসরণ করছে?'

'ভাল হয়ে যান,' সাবধান করে দিল অ্যাল।

চোখটা লাল মূল্যবান রত্ন, ধুলো পরিস্কার করে শ্যানন বলল, 'বারগান্ডি টোপাজ। সম্ভবত পুব আন্দেজের খনি থেকে তোলা।'

কোলম্যান লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল রজার্স, পাম্প করে ফুয়েল প্রেশার বাড়াল, তারপর দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরাল ম্যানটলে। ত্রিশ ফুট পর্যন্ত দু'দিকেই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল প্যাসেজ। লণ্ঠন তুলে পিশাচটার দিকে তাকাল সে। 'দ্বিতীয় পিশাচের কি দরকার ছিল?' মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করল, দানবটা এমন নতুন লাগছে যেন কাল বা পরশু তৈরি করা হয়েছে।

সরীসৃপের মাথার হাত বুলাল পিট। 'বীমা,' বলল ও। 'প্রথমটাকে কেউ যদি পাশ কাটিয়ে আসে, এটা তাকে বাধা দেবে।

থুথু দিয়ে রুমালের একটা কোণ ভিজিয়ে টোপাজ চোখ দুটো মুছল শ্যানন। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রাচীন যুগের বহু কালচার, একটার সঙ্গে অপরটার ভৌগোলিক বা অন্য কোন মিল নেই, অথচ একই মিল নিয়ে হাজির হয়। ভারতে যেমন, যক্ষের ধন-সম্পদ পাহারা দেয় কেউটে সাপ।'

'এর মধ্যে আমি আশ্চর্য হবার মত কিছু দেখছি না,' বলল অ্যাল।

'পঞ্চাশ জনের মধ্যে উনপঞ্চাশজনই সাপকে ভয় করে।'

পিশাচটাকে আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর প্যাসেজ ধরে সামনে এগোল ওরা। নিচের পাতাল থেকে উঠে আসা স্যাঁতসেতে বাতাস লাগছে গায়ে, তা-সত্ত্বেও ঘামতে শুরু করেছে সবাই।

BanglaBook.org

রজার্স বলল, 'এই টানের তৈরি করতে নিশ্চয়ই ওদের কয়েক বছর লেগেছে।'

হাত তুলে লাইমস্টোন ছাদ ছুলো পিট। 'পাথর ভেঙে একেবারে নতুন তৈরি করেছে বলে মনে হয় না। ফাটল হয়তো একটা ছিলই, সেটাকে বড় করেছে ওরা। তাদের পরিচয় যা-ই হোক, লোকগুলো বেঁটে ছিল না।'

'কিভাবে বলতে পারছেন?'

'ছাদ দেখে। মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে না। মাথার ওপর আরও এক ফুট ফাঁক পাচ্ছি।'

দেয়ালের গায়ে একটা অগভীর তাক দেখতে পেল রজার্স, ভেতরে বড় একটা প্লেট বসানো। 'ভেতরে ঢোকার পর এটা নিয়ে তিনটে দেখলাম। কি কাজ এগুলোর, কেন এভাবে রাখা হয়েছে?'

ধুলো পরিস্কার করল শ্যানন, চকচকে প্লেটে তার চেহারা ফুটে উঠল। 'পালিশ করা সিলভার রিফ্লেক্টর,' বলল সে। 'ভেতরের গ্যালারি আলোকিত করার জন্য প্রাচীন মিশরীয়রাও এই টেকনিক ব্যবহার করত। প্রবেশমুখের কাছে একটা রিফ্লেক্টরে রোদ লাগে, সেই রোদ প্রতিফলিত হয়ে আরেকটা রিফ্লেক্টরে রোদ লাগে, এভাবে ভেতরে চলে আসে আলো। তেলের কুপি জ্বাললে ধোঁয়া হয়।'

'তারা কি জানত পরিবেশটাকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে?' বিড়বিড় করল পিট।

ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তোলে ছড়িয়ে পড়ছে সামনে ও পিছনে। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ। সামনে কি আছে জানা নেই, শুধু জানে পাহাড়টার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করছে ওরা। বাতাস এখানে এত বেশি স্যাঁতসেঁতে আর ভারি যে শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে ওদের'। আরও প্রায় দেড়শো ফুট এগিয়ে এসে ছোট একটা গুহায় ঢুকল ওরা, সঙ্গে লম্বা গ্যালারি রয়েছে।

পাতালের গভীরে একটা কবর স্থানই বলা যায় গুহাটাকে, পাথর কেটে ছোট ছোট ঘর বানানো হয়েছে। মোট বিশটা, মমি. সুদৃশ্য কারুকাজ করা উলেন কাপড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। এরা ছিল বিশ্বস্ত প্রহরী, এমনকি মারা যাবার পরও গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে, এমন এক সাম্রাজ্য থেকে স্বদেশীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে যার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই।

'মানুষগুলো ছিল তালগাছ,' বলল পিট। 'সম্ভবত দু'শো আট সেন্টিমিটার, মানে ছ'ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা'।

প্রাইম স্পোর্টস বাস্কেটবল খেলা থাকলে টিভির সামনে থেকে কার সাধ্য অ্যালকে তোলে, সে বলল, 'বেঁচে থাকলে প্রত্যেকে ওরা বিশ লাখ ডলার করে কামাত বছরে।'

BanglaBook.org

উলেন কাপড়ের নকশাগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল শ্যানন, সে বলল, শোনা যায়, চাচাপয়ারা সত্যিই খুব লম্বা হত।'

গুহার চারধারে চোখ বুলাল পিট। 'একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল রজার্স। 'কাকে?'

শেষ পাহারাদারকে। একে একে সবাই মারা যাবার পর যে লোকটা তাদেরকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করল, সে কোথায়?'

লাশ সাজানো গ্যালারির সামনে আরও বড় একটা গুহা দেখা গেল। একবার চোখ বুলিয়েই শ্যানন জানাল, মারা যাবার আগে এই জায়গাটা ব্যবহার করত প্রহরীরা। চওড়া, বৃত্তাকার একটা টেবিল রয়েছে, সঙ্গে বেঞ্চ। টেবিলটা যে খাওয়া দাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা সিলভার প্লেটে এখনও পড়ে রয়েছে বড় একটা পাখির হাড়। প্লেটটার পাশে সিরামিক মগ দেখা গেল। বিছানাগুলো দেয়াল ঘেঁষা, কোন কোন বিছানায় এখনও নিখুঁতভাবে ভাঁচ করা রয়েছে পশমের তৈরি কম্বল। রজার্স দেখতে পেল মেঝেতে চকচকে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।। জিনিসটা তুলে কোলম্যানের আলোয় ধরল সে।

'কি ওটা?' জানতে চাইল শ্যানন।

'সোনার আঙটি, কোন নকশা নেই।'

'লক্ষণ দেখে উৎসাহ বোধ করছি,' বলল পিট। নিশ্চয়ই আমরা মেইন ভল্টের কাছাকাছি চলে আসছি।'

উত্তেজনা বাড়ছে, সেই সঙ্গে দ্রুত হচ্ছে শ্যাননের শ্বাস-প্রশ্বাস। সবাইকে পিছনে ফেলে গুহা থেকে বেরিয়ে একটা টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। টানেলের ওপর খিলান আকৃতির সিলিং, তবে প্যাসেজটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন মানুষ দাঁড়াতে পারবে না। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে, কে জানে কোথায়।

এক সময় পিছন থেকে অ্যাল জানতে চাইলে, 'কারও কোন ধারণা আছে, কত দূর এলাম আমরা?'

'আমার পা বলছে দশ কিলোমিটারের কম নয়,' জবাব দিল শ্যানন, প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করছে সে।

লাশের গ্যালারি থেকে রওনা হবার সময় থেকে পাথুরে ধাপগুলো গুনছে পিট। 'সী লেভেল থেকে সেরে এল ক্যাপিরোটের চূড়া মাত্র পাঁচশো মিটার উঁচু। আমার হিসাবে মরুভূমির নিচে চলে এসেছি আমরা।'

'কতটা নিচে?'

'বিশ থেকে ত্রিশ মিটার।'

BanglaBook.org

'ধ্যাত!' শিউরে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করল শ্যানন। 'কি যেন আমার মুখে ঝাপটা মারল।'

'আমারও,' বলল অ্যাল। 'মনে হচ্ছে যেন একটা বাদুড় বমি করে ভিজিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'এই ভেবে খুশি থাকো যে ভ্যাম্পায়ার প্রজাতির নয় এটা,' কৌতুক করল পিট।

টানেল ধরে আরও দশ মিনিট নামল ওরা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যানন, একটা হাত তুলে বাধা দিল সবাইকে। 'শুনন!' ফিসফিস করল সে। 'আমি একটা শব্দ পাচ্ছি।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না, নড়ল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল অ্যাল, যেন মনে হচ্ছে কেউ একটা ট্যাপ খুলে রেখে গেছে।'

'কোন ঝর্ণা বা নদী,' মৃদু গলায় বলল পিট, বৃদ্ধ বারটেণ্ডারের কথা মনে পড়ে গেছে।

যতই সামনে এগোল ওরা, সচল পানির আওয়াজ ততই বাড়ল, বদ্ধ জায়গায় ভেতর জোরালো শোনাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আগের চেয়ে অনেক তাজা। ওদের এগোবার গতি বেড়ে গেল, প্রতিটি বাঁক ঘোরার সময় আশা করছে এটাই বোধ হয় শেষ। তারপর অকস্মাৎ চওড়া হয়ে গেল প্যাসেজ, দু'দিকের দেয়াল প্রসারিত হয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারের ভেতর। ওরা দাঁড়িয়ে আছে যেন এক বিশাল ক্যাথেড্রালে। বোঝা গেল পাহাড়ের ভেতরটা অসম্ভব ফাঁপা।

নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল, সেটার প্রতিধ্বনি শতগুণ হয়ে ফিরে এল, যেন রক কনসার্ট অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে আওয়াজটা বাড়ানো হয়েছে। চিৎকারটা শ্যাননের গলা থেকে বেরিয়েছে। কাছাকাছি যাকে পেল তাকেই দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল পিট।

অ্যাল, যে সহজে ভয় পাবার বান্দা নয়, দেখে মনে হলো আতঙ্কে কেঁদে ফেলবে।

স্তম্ভিত পাথরে পরিণত হয়েছে রজার্স, লম্বা কম্বা হাত স্থির, শক্ত হয়ে আছে লোহার মত, শেষ মাথায় ঝুলছে কোলম্যান লণ্ঠন। 'ওহ্, গুড গড,' অবশেষে আটকে রাখা দম ছাড়া সে চেহারায় এখন সম্মোহিত ভাব, ওদের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। 'কি ওটা?'

পিটের হৃৎপিণ্ড প্রায় এক গ্যালন অ্যাড্রেনালিন ছড়িয়ে দিয়েছে সারা শরীরে, তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল ও, সম্পূর্ণ শান্ত। খুঁটিয়ে দেখছে ও, মূর্তি নয় যেন একটা টাওয়ার, সব মিলিয়ে এমন তার চেহারা যেন কোন সায়েন্স ফিকশন বা হরর সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

ভৌতিক মূর্তিটা ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিকৃত একটা মড়ার মত ভীতিকর, ঠোঁট ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁতগুলো, অক্ষিকোটরে গভীর গর্ত। মূর্তিমান আতঙ্কটা প্রায় সাত ফুট লম্বা, আন্দাজ করল পিট। একটা কাঁধের ওপর খাড়া হয়ে আছে হাড়সর্বস্ব হাত, মুঠোয় ধরে আছে মুগুরের হাতল, যেন কারও মাথা ফাটিয়ে দিতে উদ্যত। কোলম্যানের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গা থেকে, যেন হলদেটে ফাইবারগ্লাস রেজিন দিয়ে মোড়া শরীরটা।

হুয়াসকারেরর গুপ্তধন যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের মধ্যে এই লোকটা সবার শেষে মারা গেছে। দেখে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ আবরণের ভেতর জ্যান্ত আর অক্ষত রয়েছে সে।

'ওর এই অবস্থা হলো কি করে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রজার্স।

বিশাল গুহার ছাদটার দিকে আঙুল তাক করল পিট। 'জমিনের ওপর থেকে লাইমস্টোনের সিলিং বেয়ে পানি চোয়াচ্ছে। কার্বন ডাই অক্সাইড আছে ওতে। ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়েছে গায়ে-মাথায়, ধীরে ধীরে একটা আবরণ তৈরি হয়েছে সবার শরীরে। পেপারওয়েটের ভেতর পিঁপড়ে বা কাঁকড়া দেখেছেন কখনও? এর অবস্থাও ঠিক সেরকম।'

'কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মারা গেল কিভাবে?' ভয় কাটিয়ে ওঠে স্বাভাবিক হতে শুরু করছে শ্যানন, পিটকে ছেড়ে দিল।

জমাট বাঁধা স্বচ্ছ আবরণের ওপর হাত বুলাল পিট। খোলস ভেঙে পরীক্ষা না করলে বোঝা যাবে না। অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, তবে পদ্ধতিটা আন্দাজ করা কঠিন নয়। মারা যাচ্ছে বুঝতে পারার মত নিশ্চয়ই একটা অবলম্বনের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখার ব্যবস্থা করে সে, মাথার ওপর হাতটাকেও কোন ভাবে উঁচু করে রাখে। তারপর আত্মহত্যা করে, সম্ভবত বিষ খেয়ে।'

'প্রাণ দিয়ে হলেও দায়িত্ব পালন করার একটা দৃষ্টান্ত বলতে হবে,' বিড়বিড় করল অ্যাল।

যেন কি একটা রহস্যময় শক্তির আকর্ষণ এড়াতে না পেরে দু'পা সামনে এগোল জুলিয়া, বিস্ফারিত চোখে রোমহর্ষক মূর্তিটার দিকে মুখ উঁচু করে তাকাল। ' যে রকম লম্বা দৈহিক গড়ন আর সোনালি চুল দেখছি, চাচাপয়া বলে মনে হচ্ছে,' বলল সে।

'হ্যাঁ, অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে ও,' বলল পিট। চোখের সামনে হাতঘড়ি তুলে সময় দেখল। 'কোলম্যান থেকে আর আড়াই ঘণ্টা আলো পাব আমরা। এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, অদ্ভুত গুহাটা এত চওড়া যে কোলম্যানের উজ্জ্বল আলো সেটার শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছায়নি। দেয়ালগুলো কত দূরে বোঝার কোন উপায় নেই। মাথার ওপর শুধু খিলান আকৃতির সিলিং দেখা যাচ্ছে, তা-ও এত উঁচু যে অস্পষ্ট লাগছে। মানুষের তৈরি এত বিরাট কোন কাঠামো আগে কখনও দেখেনি কেউ ওরা। ছাদ থেকে বিশাল থামের মত অসংখ্য লাইমস্টোনের ঝুরি নেমে এসেছে, কোন কোন ঝুরি মেঝেতে স্তূপ তৈরি করেছে, কিন্তু তকিমাকার জন্তু বা পিশাচের মত দেখতে সেগুলো। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখতে পেল ওরা, গায়ে দাঁতের মত চকচক করছে ক্রিস্টাল।

গুহার মেঝে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে, শেষ হয়েছে একটা নদীর পাড়ে, নদী প্রায় একশো ফুট চওড়া হবে। কালো পানিতে আলো পড়ার রঙ হয়ে উঠল পান্না সবুজ। 'নাইন নটস,' স্রোতের গতিবেগ আন্দাজ করল পিট। পাথর সাজানো কিনারা দিয়ে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে পানি, প্যাসেজে থাকতে এই আওয়াজটাই শুনতে পেয়েছিল ওরা। নদীর মাঝখানে চিনু, লম্বা একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

মরুভূমির তলায় অচেনা একটা নদী আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো ওরা, তবে ওদেরকে অভিভূত করে তুলল চোখ ধাঁধানো একটা দৃশ্য।একরম দৃশ্য গত কয়েক শতাব্দীর মানুষ কোনদিন দেখেনি। নদীর মাঝখানে, দ্বীপটার ওপর, সোনা আর সোনার তৈরি আর্টিফ্যাক্টে আক্ষরিক অর্থেই একটা পাহাড় তৈরি হয়ে আছে।

কোলম্যান আর একজোড়া টর্চের আলো পড়ায় সোনার পাহাড় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কেউ ওরা কোন কথা বলল না বা একচুল নড়ল না। মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে, কথা বলছে না নড়ে উঠলে ঘুমটা ভেঙে যাবে।

এখানে রয়েছে হুয়াসকারের সেই সোনার চেইন, বৃত্তাকারে কুণ্ডলী পাকানো, বৃত্তটা তেত্রিশ ফুট উঁচু। এখানে আরও রয়েছে সেই গোল্ডেন সান ডিস্ক, সূর্যমন্দির থেকে নিয়ে আসা, অদ্ভুত সুন্দর নকশা করা কয়েকশো অমূল্য পাথর দিয়ে সাজানো। সোনার তৈরি গাছের চারা, পদ্মফুল, পাম, গাছ ইত্যাদি সংখ্যায় এত বেশি যে গুনে যেন শেষ করা যাবে না। আরও আছে রাজা ও দেবতাদের স্বর্ণমূর্তি। বিভিন্ন আকৃতির নগ্ন নারীমূর্তিও অসংখ্যা, সবই সোনার তৈরি। আর আছে অলঙ্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য নানারকম পাত্র, বাঁশি, মুকুট–সবগুলো রত্নখচিত। বিস্ময়ের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল টনকে টন সোনা দিয়ে তৈরি বিছানা, চেয়ার-টেবিল সহ বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার দেখে। নিরেট্ সোনা দিয়ে তৈরি বিশাল একটা সিংহাসন রয়েছে, খানিক পর পর রূপার ফুল দিয়ে সাজানো।

BanglaBook.org

এখানেই শেষ নয়। সারির পর সারিতে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, সোনার তৈরি খোলসে আবৃত, ইনকা রাজপরিবারের বারো পুরুষ সদস্যরা। প্রত্যেকের পাশে তার নিজের আর মুকুট রয়েছে, সঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ।

'স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি,' নরম গলায় ফিসফিস করল শ্যানন, 'পৃথিবীর কোথাও এরকম কালেকশন থাকতে পারে।'

অ্যাল আর রজার্স বোবা হয়ে গেছে, কেউ তারা কোন কথা বলতে পারল না। দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ভাবতে আশ্চর্য লাগে কয়েক হাজার কিলোমিটার সাগর পাড়ি দিয়ে এ-সব ওরা এখানে নিয়ে এল কিভাবে! তখনকার দিনে নল-খাগড়ার ভেলা ছাড়া আর কিছু বানাতে পারত না ইনকারা।' তাজ্জব হয়ে গেছে পিট।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শ্যানন, চেহারায় বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। যদি পারেন, কল্পনা করুন। এখানে আমরা প্রি-কলম্বিয়ান যুগের সর্বশেষ সভ্যতার সর্বমোট ধন-সম্পদের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র দেখতে পাচ্ছি। বেশিরভাগই তো স্প্যানিশরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। ভাপটল তাহলে তার পরিমাণ কি হতে পারে।'

হঠাৎ সোনার মতই ঝিলিক দিয়ে উঠল জিওর্দিনোর চেহারা। 'স্প্যানিশরা যা-ই নিয়ে যাক না কেন, মাখনটুকু নিয়ে যেতে পারেনি, এ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি।'

'দ্বীপে যাবার উপায় হবে কি?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন। 'আর্টিফ্যাক্টগুলো আমি পরীক্ষা করতে চাই।'

'আর আমি চাই ক্লোজআপ ছবি তুলতে.' বলল রজার্স।

'হেঁটে নদী পার হতে চান?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল। বেশি না, ত্রিশ মিটার হাঁটলেই হবে। তবে স্রোতে ভেসে গেলে আমি কিছু জানি না।'

গুহার চারদিকের মেঝেতে আলো ফেলল পিট। দেখে মনে হচ্ছে চাচাপয়া আর ইনকারা ব্রিজটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। যা কিছু করার এখান থেকে করতে হবে, দ্বীপে যাবার কোন উপায় দেখছি না।'

'আমি টেলিফটো ব্যবহার করব, আর প্রার্থনা করব ফ্ল্যাশ যাতে অত দূরে পৌছায়, বলল রজার্স।

অ্যাল জানতে চাইল, 'কি রকম দাম হবে, আন্দাজ করতে পারো?'

'আগে ওজন করতে হবে,' বলল পিট। 'তারপর জানতে হবে চলতি বাজারে সোনার কি দর। দুর্লভ আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে দাম হাঁকতে হবে তিনগুণ বেশি।'

'এক্সপার্টরা যে মূল্য আন্দাজ করেছিলেন তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি হবে বলে আমার ধারণা,' বলল শ্যানন।

BanglaBook.org

'তবু কত? পনেরোশো..... এক হাজার মিলিয়ন- ডলার?'

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শ্যানন, যেন দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'আমি জানি না। বোধহয় আরও বেশি... অনেক বেশি।'

'ওগুলোর কোনেই মূল্য নেই, বলল পিট, যতক্ষণ না উদ্ধার করে এখান থেকে বের করা যায়। বড় আকারের জিনিসগুলো সরানো সহজ কাজ হবে না, বিশেষ করে চেইনটা। স্রোত কিরকম জোরালো দেখতেই তো পাচ্ছি, দ্বীপটা থেকে এখানে আনতেই বারোটা বেজে যাবে। তারপর সরু প্যাসেজ দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের চূড়ায়। ওখান থেকে নামাতে হলে হেভি ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার দরকার হবে। শুধু চেইনটার জন্যেই লাগবে একটা হেলিকপ্টার।'

'তার মানে মেজর একটা অপারেশন,' মন্তব্য করল রজার্স।

'তবে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে না এই যা রক্ষে।'

শ্যাননের চোখে প্রশ্ন। 'আমাদেরকে করতে হবে না মানে? আমরা ছাড়া কে ওগুলো বের করে নিয়ে যাবে?'

'আপনি ভুলে গেছেন? একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সলপেমাচাকো বন্ধুদের পথ ছেড়ে দিতে হবে?'

সোনা আর আর্টিফ্যাক্টের পাহাড় দেখে কথাটা সত্যি ভুলে গিয়েছিল শ্যানন। 'এটা অন্যায়,' প্রতিবাদের সুরে বলল সে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজার আবিষ্কার করেছি আমরা অথচ রিকভারি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারব না।'

'আপনি অভিযোগ করছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল পিট।'

ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল শ্যানন। 'কি বলতে চাইছেন?'

'আপনার অনুভূতি সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সচেতন করুন।'

'আপনি একা পাগল।'

'বহুল ব্যবহৃত বাসি বিশেষণ,' মন্তব্য করল অ্যাল। 'নতুন কিছু বলুন।'

জিওর্দিনোর কাঁধ থেকে রশির কয়েলটা নিয়ে একটা লূপ তৈরি করল পিট, লূপটা ছুঁড়ে দিল পানির ওপর দিয়ে দ্বীপ লক্ষ করে। সোনার তৈরি একটা বানরের গলায় আটকাল সেটা। আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

BanglaBook.org

৪১.

হেলিকপ্টার নিয়ে ওদের ঘাঁটি অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মে নামার সময় কিছু একটা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করল পিট। বাহন বা আরোহীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ডেকে কেউ নেই। ফেরিটাকে দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। অটোডেক খালি, হুইলউসেও কেউ নেই। নোঙর ফেলা হয়নি, অথচ ভেসেও যাচ্ছেনা অগভীর পানিতে রয়েছে ফেরি, কাদা থেকে দুমিটার ওপরে তার খোল।

শান্ত সাগর, ফেরি দোল খাচ্ছে না। কাঠের ডেকে হেলিকপ্টার নামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল পিট। ধীরে ধীরে টারবাইন আর রোটর ব্লেডের আওয়াজ থেমে গেল। পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করল ও, কিন্তু কেউ এল না। দরজা খুলে ডেকে নেমে পড়ল। দাঁড়িয়ে আছে, জানে কিছু একটা ঘটবে।

অবশেষে একটা সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। এগিয়ে এসে পিটের কাছ থেকে পনেরো-ষোলো ফুট দূরে দাঁড়াল সে। নকল চুল-দাড়ি থাকলেও এই লোকটাই যে পেরুতে ড. মিলারের ভূমিকায় অভিনয় করছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না পিটের।

সারাসনের হাসি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে প্রকাণ্ড একটা মাছ ধরেছে সে।

'আপনি কি পথ হারিযে এদিকে চলে এসেছেন জিজ্ঞেস করল। পিট এতটুকু বিচলিত নয়।

'দেখা যাচ্ছে আপনি আমার জীবনে একটা বিচ্ছিরি অভিশাপ হয়ে উঠতে চাইছেন, মি. পিট। এখনও হাসছে সাইরাস সারাসন।

'মন্দ লোকদের শায়েস্তা করতে পছন্দ করি আমি। আজকাল কোন নামটা ব্যবহার করছেন?'

'জেনে আপনার কোন লাভ হবে না, তবু বলি—আমি সাইরাস সারাসন।'

'দুঃখিত আবার দেখা হওয়ায় খুশি হয়েছি এ-কথা বলতে পারছি না।'

আরও দুপা এগোল সারাসন, পিটের কাঁধের ওপর উঁকি দিয়ে হেলিকপ্টারের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। তার হাসি ম্লান হয়ে গেল, উদ্বেগ ফুটল চেহারায়। 'আপনি একা কেন? বাকি সবাই কোথায়?'

'বাকি সবাই মানে?' না বোঝার ভান করল পিট।

BanglaBook.org

'ড. শ্যানন, মিলেস রজার্স আর আপনার বন্ধু মি. অ্যাল।'

'আরোহীদের তালিকা যখন মুখস্থ করে রেখেছেন, আপনিই বলুন কোথায় তারা।'

'প্লীজ, মি. পিট, আমার সঙ্গে চালাকি করবেন না।'

'ওদের খিদে পেয়েছিল, তাই সান ফিলিটির একটা সী ফুড রেস্তোরাঁয় নামিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।'

ফেরির ডেকে চোখ বুলাবার প্রয়োজন অনুভব করল না, পিট নিশ্চিতভাবে জানে ওর দিকে রাইফেল তাক করা আছে। তা সত্ত্বেও ঋজু ভঙ্গিতে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, ড. মিলারের খুনীর চোখে চোখ রেখে। 'তাহলে আপনি মামলা ঠুকে দিন,' বলে হেসে উঠল সে।

'পরিস্থিতিটা আপনি বুঝতে পারছেন না, পারলে হাসি বেরুত না...।'

'কেন বুঝতে পারব না,' এখনও হাসছে পিট। 'হুয়াসকারের গুপ্তধন চান আপনি, তাই না? ওটা পাবার জন্যে দরকার হলে মেক্সিকোর অর্ধেক লোককে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবেন না, ঠিক?'

'সৌভাগ্যই বলতে হবে, তার কোন দরকার হবে না। যদিও স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে দশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যে- কোন ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করে।'

'আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না আপনারা যেখানে তল্লাশি চালাচ্ছেন আমরাও ঠিক সেখানে তল্লাশি চালাই? সময়টাই বা এক কেন?'

এবার সারাসনের হেসে ওঠার পালা। 'সামান্য একটু চাপ দিতেই কাজ হয়েছে, মি. পিট। রুডি আর মিস লরেন গড়গড় করে বলে, দিয়েছেন ড্রেক'স কুইপ সম্পর্কে।'

'কাজটা কি ভাল করলেন? একজন কংগ্রেস সদস্যাকে টরচার করে?'

'এই না বললাম টাকার অঙ্কটা এত বড়, যে-কোন ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পাওয়া যায়?'

'আমার বন্ধুরা কোথায়?' আর ক্রু রা?'

'ভাবছিলাম কখন জিজ্ঞেস করবেন?'

'আপনি কি কোন চুক্তিতে আসতে চান, মি. সারাসন? নাকি ভাবছেন তার কোন দরকার নেই?'

মাথা নাড়ল সারাসন। 'কেন চুক্তি করতে যাব। দেয়ার মত আপনার কিছু থাকলে তো। বিশ্বাস করতে পারি, এমন লোকও নন আপনি। তাছাড়া, সমস্ত তাসই তো আমার হাতে। সংক্ষেপে মি. পিট খেলা শুরুর আগেই আপনি হেরে গেছেন।

BanglaBook.org

'তাহলে উদার ও মহৎ একজন বিজয়ী হিসেবে প্রমাণ করুন নিজেকে, আমার বন্ধুদের হাজির করুন।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সারাসন, একটা হাত তুলে কাকে যেন ইশারা করল। 'পাথরের সঙ্গে বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়ার আগে আপনার শেষ সাধটা মেটানো যেতে পারে।'

দৈত্যাকার চারজন কালো লোক একটা প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে এল, প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল। বন্দীদেরকে লাইনে দাঁড় করাল তারা, হুকের পিছনে।

প্যাসেজ থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল পাডিলা, পিছু পিছু এল জেসাস আর গাটো। সবার শেষে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, তার নাম মনে নেই পিটের, কিংবা হয়তো কখনও শোনেনি। প্রত্যেকের মুখে কাটা-ছেঁড়ার দাগ আর শুকনো রক্ত দেখা যাচ্ছে। তবে ক্রুদের কারও আঘাতেই গুরুতর বলে মনে হলো না। অবস্থা খারাপ দেখা গেল নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর রুডি গানের। নিজের চেষ্টায় হাঁটতে পারছেন না, সশস্ত্র প্রহরীরা তাকে ধরে নিয়ে এল। বোঝা যায়, ভদ্রলোককে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। শার্টটায় রক্ত লেগে রয়েছে, একটা কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ঠোঁট আর চিবুক ফোলা, যেন মৌমাছি কামড়েছে। তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লরেন স্মিথকে। মুখ ঝুলে পড়েছে, নাক আর ঠোঁট ফোলা, এলোমেলো হয়ে আছে চুল, হাত ও পায়ে আঁচড়ের দাগ। তাসত্ত্বেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে মর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে, গা ঝাড়া দিয়ে একজন গার্ডের হাত সরিয়ে দিল। পিটকে দেখে হতাশা ফুটল তার চেহারায়। 'সর্বনাশ, তোমাকেও ওরা বন্দী করেছে।'

অতি কষ্টে মাথা তুলে রুডি বিড় বিড় করলেন, 'আমি আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম, মি. পিট...,' গলায় জোর নেই, সব কথা শোনা গেল না।

হাসল সারাসন। 'ভদ্রলোক কথা বলতে কষ্ট পাচ্ছেন। উনি কি বলতে চান আমি জানি। আমরা একটা চার্টার করা ফিশিং বোট নিয়ে প্ল্যাটফর্মে আসি, বিপদে পড়ার ভান করে রেডিওটা ব্যবহার করতে চাই। ফেরিতে উঠেই আমার লোকজন ওদেরকে কাবু করে ফেলে।'

রুডি আর লরেনের অবস্থা দেখে পিটের শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে লম্বা করে একবার শ্বাস টানল ও। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশব্দে প্রতিজ্ঞা করল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানটাকে দেখে নেবে সে। তবে এখন নয়। বোকার মত কিছু না করলে সুযোগ ঠিকই পাওয়া যাবে।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাছাকাছি রেইলিঙের দিকে তাকাল পিট, কতটা উঁচু আর দূরে দেখে নিল। তারপর আবার ফিরল হুকের দিকে। একজন

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তুলতে আপনার বাধল না, তাছাড়া, কারণটা কি? ট্রেজারের লোকেশন আপনার তো জানাই আছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে সত্যি।' সন্তুষ্ট দেখাল সারাসনকে।' সেরো এল ক্যাপিরোটর চূড়ায় জন্তুটাকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। ওটাই তো হুয়াসকারের ধন-সম্পদ পাহারা দিচ্ছে, তাই না?'

'মেঘের আড়ালে লুকোচুরি না খেলে যদি আরেকটু নিচে নামতেন, তাহলে আপনিও ওটাকে দেখতে পেতেন।'

পিটের কথা সারাসনের চোখে কৌতূহল ফুটল। 'আপনারা তাহলে জানতেন, আমরা অনুসরণ করছি?'

'কাল হঠাৎ আকশে দেখা হয়ে গেল, এরপর আপনারা যে আমাদের কন্টারটকে খুঁজবেন, এ তো জানা কথা। আমার ধারণা, কাল রাতে আপনি গালপের দু'দিকের সবগুলো ল্যান্ডিং সাইটে তল্লাশি চালিয়েছেন, লোকজনকে প্রশ্ন করেছেন। সান ফিলিপির কেউ একজন কিছু না বুঝেই বলে দিয়েছে ফেরিটার কথা।'

'আপনার মাথা দেখছি ভাল কাজ করে।'

'প্রায়ই করে না। আপনার বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে ভুল করেছি আমি। ভাবিনি বেপরোয়া অ্যামেটারের মত আচরণ করবেন। সংক্ষেপে, প্রতিযোগিতার ইতি ঘটিয়েছেন আপনি।'

'এটা স্রেফ একটা নোংরা চাল। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।'

'এটা একটা ফাঁদ, বন্ধু। বুদ্ধি খাটান, তাহলেই বুঝতে পারবেন। ড. শ্যানন, রজার্স আর অ্যালকে কেন আমি রেখে এসেছি? ওদেরকে আমি আপনার নোংরা হাতে পড়তে দিতে চাইনি, তাই।'

সারাসন ধীরে ধীরে বলল, 'বোটটা আমরা দখল করতে যাচ্ছি আপনার তা জানার কথা নয়।'

'নিশ্চিতভাবে জানতাম না, সত্যি। ধরে নিন আমার ইন্সটিংকট ওভারটাইম খাটছিল। আরও ব্যাপার আছে- রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি আমি, কিন্তু এখান থেকে সাড়া দেয়নি কেউ।'

ধীরে ধীরে হায়েনার হিংস্র হাসি ফুটল হুকের মুখে। 'নাইস ট্রাই, মি. পিট। বাচ্চাদের গল্প লেখক হিসেবে আপনি খুব নাম করবেন।'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?' পিট যেন অবাক হয়েছে।

'একটা শব্দও না।'

'এখন তাহলে আমাদেরকে নিয়ে কি করবেন আপনি?'

'দূর, ঠাট্টা করবেন না, তো!' আবার আগের মত হাসছে সারাসন। 'খুব ভাল করেই জানেন কি করা হবে আপনাদের নিয়ে।'

BanglaBook.org

'একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলা হবে না? একজন কংগ্রেস সদস্যাকে খুন করলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আপনাকে ছাড়বে?'

'কেউ জানবে না উনি খুন হয়েছেন,' বলল সারাসন। সব ক'জন ক্রুসহ আপনাদের ফেরিবোট স্রেফ তলিয়ে যাবে পানির নিচে। দুঃখজনক দুর্ঘটনা, কোন দিনই জানা যাবে না আসলে কি ঘটেছিল।'

'বাকি সবার কথা ভুলে যাচ্ছেন? ড. শ্যানন, মি. অ্যাল, মি. রজার্স ক্যালিফোর্নিয়ার কাস্টমস অফিসে রয়েছেন, আপনার নাগালের বাইরে। কাস্টমস আর এফবিআই এজেন্টরা ওদের কাছ থেকে সব কথাই জানতে পারবে।'

'এটা যুক্তরাষ্ট্র নয়, আমরা স্বাধীন সার্বভৌম মেক্সিকোয় রয়েছি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত চালাবে, কিন্তু আপনার বন্ধুরা অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন অপরাধ বা অশুভ কিছু ধরা পড়বে না।'

'তার মানে বলতে চাইছেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিনে নেবেন আপনি?'

'কিছু কিছু অফিসার ও আমলাকে ট্রেজারের ভাগ দেব বলে কথা দিয়েছি।' অস্তমান সূর্যের দিকে তাকাল সারাসন। 'গল্প-গুজব তো অনেক হলো, এবার কাজ শুরু করা যাক।' একজন লোকের নাম ধরে ডাকল সে, নামটা শুনে পিটের শরীরে হিমশীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল। আমারু, এদিকে এসো। যে ভদ্রলোক তোমাকে নপুংসক বানিয়েছেন তাকে কিছু বলবে না।'

একজন গার্ডের পিছন থেকে বেরিয়ে এল টুপাক আমারু, এগিয়ে এসে পিটের সামনে দাঁড়াল সে, ঠোঁটের ফাঁকে দু'সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে, শক্তভাবে সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। 'বলেছিলাম, তুমি যেমন আমাকে ভুগিয়েছ আমিও তেমনি তোমাকে ভোগাব, মনে আছে?'

'আমি জানতে চাই, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেনের এই অবস্থার জন্যে তুমি দায়ী কিনা?' কথা বলার সময় প্রথমে এক পা, তারপর আরও এক পা লরেনের দিকে এগোয় পিট।' যে-ই দায়ী হোক আমি তাকে খুন করব।'

হেসে উঠল সারাসন। না, মি. পিট, না। আপনি কাউকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এখানে খুন করার অধিকার একা শুধু আমাদের আছে।'

'নেই। এমনকি মেক্সিকোতেও সাক্ষী রেখে খুন করা হলে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

'মানলাম।' তীক্ষ্ণ হলো সারাসনের দৃষ্টি। 'কিন্তু আপনি সাক্ষী কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?' ফাঁকা সাগরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'সবচেয়ে কাছের জমিন ফাঁকা মরুভূমি, এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে। আর একমাত্র যে বোটটা স্টারবোর্ড সাইডে দেখা যাচ্ছে ওটা আমরা ভাড়া করে এনেছি।'

BanglaBook.org

চোখ তুলে হুইলহাউসের দিকে তাকাল পিট। 'ফেরিবোটের পাইলট?'

একযোগে ঘুরে গেল সবগুলো মাথা, শুধু রুডিক্লফের মাথাটা বাদে। কারও চোখে ধরা না পড়ে পিটের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথাটা একবার ঝাঁকালেন তিনি, তারপর খালি পাইলটহাউসের দিকে একটা হাত তুললেন। 'ওহে, পেদ্রো!' চিৎকার করলেন তিনি। 'জান বাঁচও, লুকিয়ে পড়ো কোথাও জলদি!'

এক ছুটে রেইলিং টপকে সাগরে পড়ার জন্যে মাত্র তিন সেকেন্ড দরকার ছিল পিটের।

চোখের কোণ দিয়ে অকস্মাৎ নড়াচড়াটা দেখে ফেলল দু'জন গার্ড, ঝট করে ঘুরেই অটোমোটিক রাইফেল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করল। লক্ষ স্থির করেনি, দেরিও করে ফেলেছে। নিচে পড়ল পিট, অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোলা পানির তলায়।

BanglaBook.org

৪২.

অলিম্পিক কমিটির বিচারকরা উপস্থিত থাকলে মুগ্ধ হতেন, ডুব সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করছে পিট। কলোরাডো নদী থেকে প্রচুর পলি এসে জমা হয়ে আছে সাগরের এদিকটায়, পিটকে ঢেকে রাখল খোলা পানি, ব্রাশ ফায়ারের একটা গুলিও ওকে স্পর্শ করল না। ওপরে এখন আর আলো নেই দেখে বুঝতে পারল, প্ল্যাটফর্মের তলা দিয়ে স্টারবোর্ড সাইডে চলে আসছে ও। ভাগ্যগুণে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে ঠিক সময় মত। জোয়ার শুরু হয়েছে, সাগরের তলা থেকে দুই মিটার ওপরে ভাসছে ফেরিবোট।

স্টারবোর্ড সাইডে প্যাডেল হুইল রয়েছে, নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে। প্যাডেল হুইল থেকে প্রায় ছ'ফুট দূরে পানির ওপর মাথা তুলল পিট। তাজা বাতাস পেয়ে অসাড় ভাবটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। ওর প্ল্যানটা কি বুঝতে পেরে হুকের গার্ডরা যদি এখন স্টারবোর্ড সাইডে ছুটে আসে তাহলেই সর্বনাশ। পোর্টসাইড থেকে এখনও গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। যাক, এখনও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি ওরা।

দূরত্ব দেখে নিয়ে প্রকাণ্ড প্যাডেল হুইলের নিচে চলে এল পিট ডুব সাঁতার দিয়ে। তারপর মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। কাঠের বীম ঠেকল আঙুলে। ওটা ধরে মাথা তুলল পানির ওপর। দেখে মনে হলো এলোমোলো ভাবে সাজানো অসংখ্য কাঠের অবলম্বনের মাঝখানে আটকা পড়েছেও।

প্রকাণ্ড, বৃত্তাকার পাওয়ার ট্রেন-এর দিকে তাকাল পিট। পানির ভেতর দিয়ে ওটাই টেনে নিয়ে যায় ফেরিকে। রেডিয়াল টাইপ কাঠামো, আগেকার দিনে ফ্লাওয়ার ও স মিলে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্য যে ধরনের ওয়াটার হুইল ব্যবহার করা হতো। শক্তিশালী কাস্ট-আয়রন দিয়ে তৈরি হাব বা চক্রনাভি বসানো হয়েছে ড্রাইভশ্যাফটে, সর্কেটগুলো কাঠের বাহুতে জোড়া লাগানো, বাহুগুলো বৃত্তের মাঝখান থেকে দু'দিকে তেত্রিশ ফুট লম্বা। বাহুর শেষ মাথাগুলোা লম্বা প্ল্যাঙ্ক-এর সঙ্গে বোল্ট দিয়ে আটকানো, প্ল্যাঙ্কগুলোকে বলা হয় ফ্লোট। ফ্লোটগুলো অনবরত ঘোরে, নেমে যায় পানিতে, চাপ দেয় পিছনে, ফলে সামনে এগোয় ফেরি। একই ধরনের দুটো ইউনিট, বোটের দুই ধারে, খোলের ভেতর প্রকাণ্ড হুডের নিচে বসানো রয়েছে।

BanglaBook.org

একটা ফ্লোট ধরে ঝুলে থাকল পিট, ছোট এক ঝাঁক মাছ ওর পা দুটোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। মেইনটেন্যান্স-এর জন্যে প্যাডেলহুইলে নামতে হয় ক্রুদের, নামার জন্যে একটা অ্যাকসেস ডোর আছে। পিট সিদ্ধান্ত নিল পানিতেই থাকবে। কাঠের বাহুগুলো বেয়ে ওপরে উঠছে, এই সময় যদি দরজা খুলে যায়। নির্ঘাৎ গুলি খেয়ে মরতে হবে।

অটো ডেক থেকে ছুটন্ত আওয়াজ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে দু'এক পশলা গুলির শব্দ। ডেকে কি ঘটছে বুঝতে পারছে পিট। ছুটোছুটি করছে হুকের গার্ডরা, পানিতে সামান্য আলোড়ন দেখলেই গুলি করছে। গলার আওয়াজও পাচ্ছে ও, তবে কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। ফেরির পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে বড় কোন মাছ থাকলে গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে, সন্দেহ নেই।

যেমন আশা করেছিল ও, অ্যাকসেস ডোরের তালা খোলার শব্দ হলো। মাথাটা পানির আরও নিচে নামিয়ে নিল ও, যদিও ফ্লোটটা এখনও ওকে আড়াল করে রেখেছে।

'শালাকে দেখতে পাচ্ছ?' আমারুর গলা।

'এদিকে মাছ ছাড়া কিছু নেই, উত্তর দিল একজন।

'কিন্তু পানির ওপর তাকে মাথা তুলতে দেখা যায়নি। যদি মরে গিয়ে না থাকে, নিশ্চয়ই জাহাজের নিজে কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'এখানে কেউ লুকিয়ে নেই, আমি অন্তত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধারণা, গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে...'।

'লাশটা না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না,' কর্কশ সুরে বলল আমারু।

'লাশ পেতে চাইলে হুক দিয়ে কাদা আঁচড়াতে হবে।'

'চলো তাহলে,' বলল আমারু। 'ফিশিং বোট ফিরে আসছে, ফরওয়াড বোর্ডিয় র‍্যাম্পে যাই।'

কান পেতে থাকল পিট, দরজায় তালা লাগানোর আওয়াজ হবে। কিন্তু দরজাটা বন্ধ না করেই চলে গেল লোক দু'জন। তারপর ফিশিং বোট ভিড়ল ফেরির গায়ে। সারাসন আর তার লোকজনদের নিয়ে যাবে। পিট ভাবছে, রুডি। ফে আর লরেন কি মনে করল কে জানে। ওদেরকে বিপদের মুখে ফেলে একা নিজের জান নিয়ে পালিয়ে এসেছে ও।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফিশিং বোটের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে শুনল পিট। তারপর ফেরি আকাশে উঠল হেলিকপ্টার।

অন্ধকার নামল। পানিতে আলোর কোন প্রতিফলন নেই। পিট ভাবছে, ফেরি ছেড়ে যেতে এত দেরি করল কেন ওরা? মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে, কাজেই কোন সন্দেহ নেই যে দু'একজনকে ফেরিতে রেখে গেছে ওরা।

BanglaBook.org

ও মারা গেছে, এটা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত সারাসন বা আমারু বন্দীদের খুন করবে না। ও বেঁচে থাকলে কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে নিউজ মিডিয়াকে সবকথা ফাঁস করে দেবে।

ফ্লোট থেকে সরে এল পিট, খোলের নিচে ডাইভ দিল। কাদা এখনও খোলের কাছাকাছি রয়েছে, যেন আগের চেয়েও বেশি কাছাকাছি মনে হলো। অথচ জোয়ারের সময় উল্টোটা হবার কথা। একটা এডজস্ট পাইপকে পাশ কাটাবার সময় জোয়ালো টান অনুভব করলও। বুঝতে বাকি থাকল না সীকল খুলে দেয়া হয়েছে। এ নিশ্চয়ই আমারুর কাজ। প্ল্যাটফর্মকে ডুবিয়ে দিচ্ছে সে।

ফেরিবোটের শেষ মাথার দিকে সাঁতরাচ্ছে পিট। ঝুঁকি নিয়ে পানির ওপর মাথা তুলল, খোলের পাশে। মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ডেক, যদিও সেখানে কেউ আছে কিনা দেখতে পেল না। কোন শব্দও আসছে না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এন্ট্রি-এগজিট র‍্যাম্পের কিনারা দিয়ে উঁকি দিল পিট। গোটা প্ল্যাটফর্ম অন্ধকারে ডুবে আছে। ডেকগুলো ফাঁকা ও নিষ্প্রাণ। হেলিকপ্টারটা নেই। অমঙ্গল আশঙ্কা করে শিউরে উঠল পিট।

ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। লরেন ও রুডিকে হয়তো ইতিমধ্যে মেরে ফেলা হয়েছে। চোখে অন্ধকার সরে আসার পর সিদ্ধান্ত নিল, বোটে উঠবে ও। ফ্রিজের ভেজিটেবল ড্রয়ারে একটা কোল্ট পয়েন্ট ফরটি ফাইভ রাখা আছে ওর, প্রথম কাজ সেটা হাতে পাওয়া।

খুব সাবধানে, কোন শব্দ না করে, ডেকে উঠে এল পিট। পাঁচ সেকেন্ড লাগল ডেক পেরুতে, ট্রেইলারের দরজা খুলে লাফ দিল ভেতরে। ওর প্রতিটি নড়াচড়া এখন ক্ষিপ্র। ফ্রিজ খুলে টান দিল ড্রয়ার। যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই পড়ে রয়েছে অস্ত্রটা। কিন্তু ওটা হাতে নিতেই হতাশা বোধ করল। হালকা লাগছে। স্লাইড টেনে ম্যাগাজিন বের করল, ম্যাগাজিন ও ফায়ারিং চেম্বার দুটোই খালি। স্টোভের পাশের দেরাজটা খুলল পিট, ভেতরে ছুরি রাখা হয়। নেই, ছুরিগুলো ও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তার মানে একমাত্র অস্ত্র বলতে ফাঁকা কোল্ট অটোমেটিক।

ওরা যে ফেরিতে আছে, সে-ব্যাপারে পিটের মনে কোন সন্দেহ নেই। এখনও কিছু করছে না কেন, তা-ও জানে ও। ওকে নিয়ে খেলছে আমারু। একে বলে ইঁদুরকে নিয়ে বিড়ালের খেলা। ট্রেইলারের বিছানায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করছে ও, কি করবে এখন।

শত্রুরা কি ভাবছে? ও নিরস্ত্র। ডুবন্ত একটা জাহাজ থেকে ওর পালিয়ে যাবার সব রাস্তা বন্ধ। ঠিক আছে, ওদেরকে তা-ই ভাবতে দেবে ও। আমারুর

BanglaBook.org

যদি কোন ব্যস্ততা না থাকে, ওরও কোন তাড়াহুড়ো নেই। ভিজে কাপড়চোপড় খুলে গা মুছল পিট। তারপর গাঢ় গ্রে রঙের প্যান্ট পরল, শার্ট পরল কালো, পায়ে গলাল একজোড়া ক্যানভাস শু। সম্পূর্ণ শান্ত ও, একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে ধীরে ধীরে খেলো। হারানো শক্তি অনেকটাই ফিরে এসেছে, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাস। বিছানার নিচে ছোট একটা দেরাজ আছে, সেটা খুলে লেদার গান পাউচের ভেতর কি কি আছে দেখল। স্পেয়ার ম্যাগাজিন গায়েব হয়ে গেছে, যেমন আশা করেছিল। তবে ছোট একটা টর্চ পাওয়া গেল। আর দেরাজের এক কোণে পড়ে রয়েছে ভিটামিন এ. সি. আর বীটা ক্যারোটিন -এর একটা প্লাস্টিক বোতল। বোতলটা ঝাঁকাল ও, শব্দ শুনে হাসল।

ছিপি খুলে আটটা পয়েন্ট ফরটিফাইভ ব্যালিবার বুলেট বের করল পিট। পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠছে, ভাবল সে। আমারুর কাজ পুরোপুরি নিখুঁত নয়। ম্যাগাজিনে সাতটা বুলেট ভরল, বাকি একটা থাকল ফায়ারিং চেম্বারে। এখন পিট পাল্টা গুলি করতে পারবে, এবং অগভীর পানির তলায় খোল স্থির হবার পর প্ল্যাটফর্মও লোয়ার ডেক পর্যন্ত ডুববে, তার বেশি নয়।

হাতঘড়ি দেখল পিট। ট্রেইলারে ঢোকার পর বিশ মিনিট পেরিয়েছে। কাপড়ের দেরাজ ঘেঁটে একটা গাঢ় নীল স্কি মাস্ক পেয়ে গেল, মাথায় গলিয়ে নিল সেটা। তারপর চেয়ারে পড়ে থাকা প্যান্টের পকেট হাতড়াতে হাতে চলে এল ওর সুইস আর্মি নাইফটা। খুলে গেল ট্র্যাপ- ডোর। ভেতর থেকে স্টোরেজ বকস্ তুলে মেঝেতে রাখল, ট্র্যাপ- ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে শুয়ে থাকল, শুধু মাথাটা দরজার বাইরে বেরিয়ে আছে। আর কিছু করার নেই, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান পেতে থাকো। কিন্তু কোথাও কোন শব্দ নেই। ওদের ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পিট, যখন দেখল কারও আসার কোন লক্ষণ নেই, গড়ান দিয়ে খোলা একটা হ্যাচের দিকে এগোল। তারপর একটা কম্প্যানিয়ন ল্যাডার বেয়ে ঢুকে পড়ল এঞ্জিন রুমে। আমারু ওকে কোন সুযোগ দেবে না, কাজেই খুব সাবধান ও, কোন শব্দ করছে না।

এঞ্জিন রুম খালি মনে হলো। পরমুহূর্তে টান পড়ল পেশীতে। মৃদু. ভোঁতা একটা আওয়াজ হচ্ছে, যেন মুখে কিছু গোঁজা অবস্থায় কথা বলতে চাইছে কেউ। প্রকাণ্ড এঞ্জিনের দিকে টর্চের আলো ফেলল পিট, ওয়াকিং বীম-এর অবলম্বন ওটা। ওদিকে কেউ আছে। একজন নয়, চারজন।

পাডিলা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আর দু'জন ডেক হ্যান্ড, গাটো ও জেসাস। সবাই ঝুলছে, মাথাগুলো নিচের দিকে। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা, মুখে টেপ, চোখে করুণ আবেদন। চারজনকেই মুক্ত করল পিট।

BanglaBook.org

'ভার্জিন মেরী আপনার মঙ্গল করুন,' আশীর্বাদ করল পাডিলা।

'ওরা আমাদেরকে ভেড়ার মত জবাই করতে যাচ্ছিল।'

'শেষ কখন দেখেছেন ওদেরকে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল পিট।

'দশ মিনিটও হয়নি। যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে আবার।'

'বোট ছেড়ে আপনাদেরকে পালাতে হবে।'

'কবে লাইফবোট নামিয়েছি মনে নেই।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল পাডিলা। 'ডেভিট আর মোটরে বোধহয় মরচে ধরে গেছে। বোটও বোধহয় ভেঙে গেছে।'

'সাঁতার জানেন তো?'

মাথা নাড়ল পাডিলা। 'কোনরকম। জেসাস তা-ও জানে না।

সেইলররা পানিতে নামতে পছন্দ করে না।' হঠাৎ উজ্জ্বল দেখাল তার চেহারা। 'তবে গ্যালির কাছে রেইলিঙে বাঁধা একটা ভেলা আছে, ছ'জনের জায়গা হবে।'

ওদেরকে পাঠিয়ে দিল পিট, বলল দশ মিনিটের মধ্যে ওকে দেখতে না পেলে ওরা যেন ভেলা নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় চলে যায়। আপার ডেকে ওঠার আগে আরেকবার পানিতে নামল ও, সীক-এর ভালভগুলো অফ করল। আবার বোটে ওঠার আগে ভাবল কম্প্যানিয়ন ল্যাডার বা স্টেয়ারওয়ে ব্যবহার করবে না। মনে একটা অস্বস্তি, ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে আমারু।

আবার প্যাডেলহুইলে চলে এল পিট, মনে আছে অ্যাকসেসে ডোর বন্ধ করা হয়নি। এঞ্জিন রুম হয়ে উঠে পড়ল টপ ডেকে। প্রথমে পাইলটহাউস দুটো সার্চ করল, তারপর গ্যালি আর ক্রুদের কোয়ার্টার। রুডি বা লরেনকে পাওয়া গেল না।

সাবধানের মার নেই, হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করছে পিট, প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে। প্রায় গোটা জাহাজ সার্চ করা হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে হলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো খুনী লোকগুলো চলে গেছে।

সতর্ক অপরাধী নিয়ম ভাঙেনি। রুডি আর লরেনকে জীবিত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ শত্রুপক্ষের সন্দেহ পিট এখনও বেঁচে আছে। ওদের দু'জনের মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে সত্যি, তবে পিটের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেটা নামবে না।

দশ মিনিট পুরো হতে চলেছে। আর কিছু করার নেই পিটের। শুধু একটা ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে, পাডিলা যাতে ভেলা নিয়ে নিরাপদে পালাতে পারে। ওরা চলে গেলে সাঁতার দিয়ে তীরে পৌঁছুনোর চেষ্টা করবেও।

ডেকের ওপর খালি পায়ের শব্দ, এত অস্পষ্ট যে কান পেতে না থাকলে শোনা যেত না। পরবর্তী দু' সেকেন্ডে নতুন জীবন ফিরে পেল পিট। ক্ষিপ্রবেগে

BanglaBook.org

ডেকের ওপর হাঁটু আর কনুই দিয়ে পড়ল, ও নির্ভেজাল রিফ্লেক্স অ্যাকশন। ও যদি ঝট করে ঘুরে দাঁড়াত, টর্চের বোতামে চাপ দিয়ে অটোমেটিকের ট্রিগারে টান দিত, এতক্ষণে ম্যাশেটিক আঘাতে দুই হাত আর মাথাটা খসে পড়ত শরীর থেকে। ওকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে বাসাত কাটল সেটা, শিস দেয়ার মত শব্দ হলো।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা সম্মুখগতি রোধ করতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে থাকা পিটের সঙ্গে বাড়ি খেল তার হাঁটু, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দড়াম করে আছাড় খেলো ডেকের ওপর, হাত থেকে ছুটে যাওয়া ম্যাশেটি রেইলিঙের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। একটা গড়ান দিয়ে আততায়ীর ওপর টর্চের আলো ফেলল পিট, একই সঙ্গে গুলি করল। তালা লেগে গেল কানে, বগলের ঠিক নিচে বুজে লাগল বুলেট। হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল খুনী, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'দারুণ দেখালো, জ্যান্ত লাশ, লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এল আমারুর গলা। 'ও ছিল আমার সেরা লোক।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না পিট। পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। হঠাৎ করে উপলব্ধি করল, খোলা ডেকে পা ফেলার পর থেকে ওর নড়াচড়ার ওপর নজর রাখছিল আমারু। গোপনীয়তা রক্ষার আর কোন প্রয়োজন নেই। ওরা জানে সে কোথায়, কিন্তু ওদেরকে সে দেখতে পাচ্ছে না। লুকোচুরি খেলা শেষ। এখন শুধু আশা ও প্রার্থনা করতে পারে পিট, পাডিলারা যাতে ভেলাটা নিরাপদে পানিতে নামাতে পারে।

লাউড স্পীকারের আওয়াজ লক্ষ করে আরও তিনটে গুলি করল ও।

'ব্যর্থ হয়েছ।' হেসে উঠল আমারু। এমন কি কাছাকাছিও আসছে না।'

খানিক পর পর একটা করে গুলি করে যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিচ্ছে পিট। এক সময় খালি হয়ে গেল কোল্ট। আর কিছু করার নেই ওর। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল আমারু বা তার কোন শিষ্য ফেরিবোটের নেভিগেশন আর ডেক লাইট জ্বেলে দেয়ার। এই মুহূর্তে খালি মঞ্চে, স্পটলাইটের মাঝখানে পিট যেন একজন অভিনেতা। একটা বাল্ক হেডের গায়ে পিঠ চেপে গ্যালির বাইরে রেলিঙের দিকে তাকাল ও। রশিগুলো কাটা, ঝুলছে— ভেলাটা নেই। আলো জ্বলে ওঠার আগেই সঙ্গীদের নিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে পাডিলা।

'কোন সুযোগ তোমার পাওনা হয়নি, তবু দয়া করছি,' হাস্যমুখর গলায় বলল আমারু। 'এখুনি ধরা দাও, কথা দিচ্ছি তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে। আর যদি বাধা দাও, সময় নিয়ে একটু একটু করে মারব।'

BanglaBook.org

বিরতি। সময় বয়ে যাচ্ছে।

'সিদ্ধান্ত নিতে দেরি কোরো না। আমাদের আরও ...।'

সন্দেহ নেই, পিটের মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করছে আমারু, এই ফাঁকে খুনীদের একজন এগিয়ে আসছে। কাউকে সুযোগ দিতে রাজি নয় পিট। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটল ও, রেইলিং টপকে লাফ দিল পানিতে।

দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ছুটে এল আমারু, টপ ডেকের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকাল। 'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাঢ় পানির ওপর পিটকে খুঁজছে।

'না, আমারু। নিশ্চয় আবার খোলের নিচে লুকিয়ে পড়েছে।'

'কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, পানি কেমন ঘোলা হয়ে গেছে?' আমার মনে হয় কাদার ভেতর ডুবে মারা গেছে।'

'এবার আমরা কোন ঝুঁকি নেব না।' যুপেক গ্রেনেডের বাক্সটা নিয়ে এসো। শালাকে আমরা ছাতু বানিয়ে ফেলব। খোল থেকে পাঁচ মিটার দূরে ফেলো, বিশেষ করে প্যাডেল হুইলের চারপাশের পানিতে।'

পিটের পতন সাগরের মেঝেতে একটা গর্ত তৈরি করেছে। ধাক্কাটা এত জোরালো হয়নি যে শারীরিক কোন ক্ষতি করতে পারে। তবে মিহি পলি ছড়িয়ে পড়ল বিশাল এক মেঘের মত। সেই মেঘের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে সরে এল ও।

যতটুকু পারা যায় ডুব সাঁতার দিল পিট। পানির ওপর মাথা তুলল সাবধানে, ধীরে ধীরে। জানে, কালো পানিতে স্কি মাস্ক পরা ওর মাথা ওপর থেকে দেখা যাবে না। একশো মিটার দূরে সরে এল ও, ফেরির আলো ওর নাগাল পাচ্ছে না। আপার ডেকের লোকগুলোকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল। ভাবল, পানিতে ওরা গুলি করছে না কেন? তারপর বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ ঢুকল কানে, টাওয়ারের মত উঁচু হলো সাদা পানি, সেই সঙ্গে একটা চাপ অনুভব করল, মনে হলো ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে নেবে।

তার মানে পানির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওকে খুন করতে চাইছে ওরা। পর পর চারটে গ্রেনেড ফাটাল, সবগুলো প্যাডেল হুইলের কাছাকাছি। আরও দূরে সরে এসে বিস্ফোরণের ধাক্কা থেকে নিজেকে রক্ষা করল পিট। বোট থেকে ওর দূরত্ব আরও যদি ত্রিশ মিটার কম হয় শুধু বিস্ফোরণের এই ধাক্কাতেই অচেতন হয়ে পড়ত ও। দূরত্ব তার চেয়েও কম হলে ছাতু হয়ে যেত শরীর।

আকাশে মেঘ নেই, ধ্রুবতারা দেখে বুঝতে চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে। চৌদ্দ কিলোমিটার দূরে গালফের নির্জন পশ্চিম তীর সবচেয়ে কাছাকাছি

BanglaBook.org

জমিন। স্কি মাস্ক খুলে চিৎ হলো পিট, তারা জ্বলা আকাশের দিকে মুখ করে সাঁতরাতে শুরু করল। এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে।

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড করার মত দক্ষতা পিটের নেই। দু'ঘণ্টা পর মনে হলো প্রতিবার হাত তোলার সময় বিশ পাউণ্ড বোঝা তুলছে ও। ছ'ঘণ্টা পর পেশীগুলো তীব্র ব্যথায় প্রতিবাদ শুরু করল। তারপর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে অবশ হয়ে পড়ল শরীর, অনুভূতি ও বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় ব্যথা লাগছে না। বয় স্কাউটদের পুরানো কৌশল ব্যবহার করল ও–প্যান্ট খুলে পায়া দুটো শেষ প্রান্তে গিট তৈরি করল, তারপর মাথার ওপর বাতাসে ঘোরাল। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামার সময় ভেসে থাকতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেল এভাবে।

কেউ উদ্ধার করবে, এই আশায় অপেক্ষা করতে রাজি নয় পিট। ওর মনে আছে, রুডি আর লরেনকে ধরে নিয়ে গেছে শত্রুরা। জানে, একমাত্র সেই ওদেরকে বাঁচাতে পারে।

পুব আকাশের তারাগুলো ঝাপসা হতে শুরু করেছে, পায়ের তলায় বালি ঠেকল। টলতে টলতে সৈকতে উঠে এল পিট। তারপর পড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

BanglaBook.org

৪৩.

এফবিআই ও ইউ. এস. কাস্টমসের যৌথ একটা দল হানা দিল জোলার ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিঙে। আশা বেআইনীভাবে আমদানি করা এবং দেশের বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া বিপুল পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট আর পেইন্টিং উদ্ধার করা সম্ভব হবে। বিশজন সশস্ত্র এজেন্ট ঢুকে পড়ল ভেতরে, এফবিআই এর তরফ থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেলক্স, আর কাস্টমসের তরফ থেকে গাসকিল। সব মিলিয়ে প্রায় দুশো কর্মচারী কাজ করছে বিল্ডিঙের ভেতরে, কিন্তু তারা সবাই জোলার পরিবারের বৈধ ব্যবসা দেখাশোনা করে, অবৈধ ব্যবসা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। যাই হোক, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে এফবিআই অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারপর শুরু হলো সার্চ। খবর নিয়ে আগেই জানা হয়েছে যে জোলাররা তিন ভাই মেক্সিকোয় গেছে ট্রেজারের খোঁজে, পরিবারের বাকি সবাই ইউরোপে বেড়াচ্ছে।

গোটা বিল্ডিং তল্লাশি করে কোন আর্টিফ্যাক্ট বা অন্য কিছু পাওয়া গেল না। প্রচুর কাগজ-পত্রও ফাইল ঘেঁটে দেখা হলো, কিন্ত বেআইনী কোন ব্যবসার প্রমাণ পাওয়া গেল না। হতাশায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা, এই সময় দু'জন কাস্টমস এজেন্ট, উইনফ্রেড পটল ও পিক কারমার, রিপোর্ট করল যে ওদের গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং সোনিক /রাডার ডিটেকটরে সরু একটা ফাঁক ধরা পড়েছে–ওয়্যারহাউসের মেঝে থেকে নিচের দিকে চলে গেল ফাঁকটা। জোলারের প্রাইভেট চেম্বারে তল্লাশি চালাচ্ছিল ওরা, এই সময় ব্যাপারটা ধরা পড়ে।

ওদেরকে নিয়ে জোলারের বাথরুমে চলে এলেন গাসকিল, সঙ্গে এফবিআই-এর ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেলও রয়েছেন। দেয়াল পরীক্ষা করতেই রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল। বাথটাবটাই আসলে এলিভেটর, আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপন আস্তানায় পৌছানোর পথ।

বাথটাবে বসে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামলেন ওঁরা, এলিভেটরের বোতামগুলো রয়েছে টাব-এর গায়েই, মার্বেল পাথরের ঢাকনি দিয়ে আড়াল করা ছোট্ট একটা ফাঁকের ভেতর। গোপন আস্তানাতেও জোলারের একটা প্রাইভেট চেম্বার

BanglaBook.org

আছে। এলিভেটর থেকে সেখানে নামলেন ওঁরা। একটার পর একটা বিরাট আকারের কামরা পেরুলেন, হাজার হাজার আর্টিফ্যাক্ট দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সবাই।

ওপরতলায় ফিরে এসে কাস্টমস আর এবিআই-এর দুই প্রতিনিধি বৈঠকে বসলেন। জোলার পরিবারকে জেল খাটাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ তাঁরা পেয়ে গেছেন, কিন্তু জেলের ভাত খাওয়াতে হলে প্রথমে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। জোলাররা তিন ভাই রয়েছে মেক্সিকোয়, কালকের কাগজে যদি আজকের এই অপারেশনের খবর ছাপা হয় সন্দেহ নেই মেক্সিকো থেকে পালাবে তারা, কিংবা মেক্সিকোরই আন্ডারগ্রাউন্ডে গা ঢাকা দেবে। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হলো, অপারেশনের খবর ছাপা হোক আপত্তি নেই, তবে তারা বেআইনীভাবে আমদানি করা আর্টফ্যাক্ট দেখতে পেয়েছেন, এই খবরটা চেপে যাবেন। মিডিয়াকে জানাতে হবে, তাঁদের অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে।

BanglaBook.org

৪৪.

বিলি ইয়োমার গ্রামে একশো ছিয়াত্তরজন মানুষ বাস করে, তাদের বেশিরভাগই বেঁচে আছে লাউ, মটরশুঁটি আর শিম ফলিয়ে। তবে জ্বালানি ও বেড়ার কাঠ কেনার জন্যে কেউ কেউ মদ তৈরি করে। ইদানীং অবশ্য রোজগারের আরেকটা রাস্তা বেরিয়েছে। মনটোলা আদিবাসীদের মেয়েরা চিরকালই মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও পানপাত্র তৈরি করতে দক্ষ, আজকাল সেগুলোর চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।

পনেরো বছর একটা র‍্যাঞ্চে কাউবয় হিসেবে কাজ করার পর জমা টাকা দিয়ে নিজেই একটা ছোটখাট র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলছে বিলি। উত্তর বাজা'র আর সব আদিবাসীদের তুলনায় সে আর তার স্ত্রী পলি অনেক ভালই আছে বলতে হবে। বিলি গরু- মোষ দেখাশোনা করে, আর পলি পানপাত্র তৈরি করে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে রোজকার মত ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল বিলি, বিশাল জায়গা জুড়ে চরতে থাকা গরুর পালগুলোকে দেখে আসবে। দুর্গম পাথুরে এলাকা, বিশেষ করে বাছুরগুলো প্রায়ই আহত হয়ে পড়ে থাকে।

ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিলি, এই সময় সরু ট্রেইলের ওপর লোকটাকে দেখতে পেল সে, তাদের গ্রামের দিকে আসছে। লোকটাকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না সে। সঙ্গে কোন ক্যানটিন বা ব্যাকপ্যাক নেই, এমনকি মাথায় একটা হ্যাটও নেই। চেহারা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, তবে দীর্ঘ পদক্ষেপে হাঁটার মধ্যে দৃঢ় একটা ভঙ্গি আছে। হাতে তেমন কোন কাজ নেই, ট্রেইলের দিকে ঘোড়া ছোটাল বিলি।

ঘুম ভাঙার পর হাঁটতে শুরু করে ইতিমধ্যে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার মরুভূমি পেরিয়েছে পিট। সূর্য এখন মাথার ওপর, প্রখর রোদে চাঁদি ফেটে যাবার অবস্থা। প্রথম দিকে থুথু গিলে গলা ভিজিয়েছে, এখন আর তা-ও নেই।

ওর প্ল্যানটা হলো মেক্সিকো হাইওয়ে ফাইভ-এ পৌঁছুনো। বিশ বা ত্রিশ কিলোমিটার পথ। ওখানে পৌঁছুতে পারলে মেক্সিক্যালি পর্যন্ত যাবার জন্য কোন একটা ট্রাকে জায়গা করে নিতে পারবে। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে ক্যালিক্সিকোয়। তবে পথে যদি বাজা টেলিফোন কোম্পানীর কোন পে-বুদ পাওয়া যায় তাহলে আর এত কষ্ট করতে হবে না ওকে।

BanglaBook.org

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই রুডি আর লরেনের কথা মনে পড়ে যায় পিটের। আমারু ওর লাশ পায়নি, কাজেই সাইরাস সারাসন ধরে নেবে বেঁচে আছে ও। সেক্ষেত্রে রুডি আর লরেনকে মেরে ফেলতে সাহস পাবে বনে মনে হয় না। তবে টরচার করবে, লোকটা স্যাডিস্ট। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদেরকে তার উদ্ধার করতে হবে।

দু'ঘণ্টা হাঁটার পর সরু একটা মেঠো পথ পেল পিট, সেটা ধরে হাঁটছে, ত্রিশ মিনিট পর লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে দেখতে পেল। মাথায় কাউবয় হ্যাট, পরনে লম্বা হাতা সহ সুতি শার্ট, রঙচটা ডেনিম প্যান্ট, পায়ে কাউবয় বুট। রোগা-পাতলা গড়ন, বোঝার উপায় নেই বয়স পঞ্চাশ নাকি সত্তর।

'গুড আফটারননু।' পিটের ঠোঁটে ক্লান্ত হাসি।

অচেনা লোকদের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে বিলি, তার নিজের ভাষা মনটোলান। তবে মোটামুটি ইংরেজিও জানে সে। 'আপনি জানেন, এটা প্রাইভেট ইন্ডিয়ান ল্যান্ড?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, দুঃখিত। তীরে ভেসে এসেছি, চেষ্টা করছি হাইওয়ে বা একটা টেলিফোনের কাছে পৌঁছতে।'

'বোট হারিয়েছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, একরকম তাই বলা যায়।'

'আমাদের মীটিং হাউসে ফোন আছে। আসুন আমার সঙ্গে।' ইঙ্গিতে ঘোড়ার পিছনে চড়তে বলল বিলি। 'কাছেই আমাদের গ্রাম।'

'ধন্যবাদ, আমি কৃতজ্ঞ,' বলল পিট। 'আমার নাম ডার্ক পিট।'

ঘোড়ার পিঠে, বিলির পিছনে উঠে বসল ও।

'বিলি ইয়োমা।'

আধ ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাবার পর ছোট একটা উপত্যকায় নেমে এল ওরা। গভীর একটা ঝর্ণা দেখা গেল, প্রাচীন এক স্প্যানিশ মিশনের ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। মিশনটা বিধ্বস্ত হয় তিনশো বছর আছে, বিদেশী-ধর্ম-বিরোধী ইন্ডিয়ানদের হাতে। ধসে পড়া ইঁটের দেয়াল আর ছোট একটা করবস্থান ছাড়া নেই কিছু। পাহাড়ের উঁচু ঢালে প্রাচীন স্প্যানিয়ার্ডদের যে কবরস্থান ছিল সেটা এখন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে। নিচের ঢালে নতুন কিছু কবর দেখা গেল। বিশেষ করে একটা সমাধি ফলকে চোখ আটকে গেল পিটের। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল ও. কয়েক পা হেঁটে এসে দাঁড়াল কবরটার সামনে। পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো এখনও পড়া যায়।

BanglaBook.org

প্যাটি লু কাটিং
২/১১/২৪–২/৩/৩৪
'সূর্য হোক তোমার দ্বীপ
আঁধার রাতে তারার মেলায় ঘুরে বেড়াও তুমি,
বিষণ্ন সকাল তোমার ভরে থাকে ফুলের সুবাসে
ঈশ্বরের ভালোবাসায় স্নাত তুমি গোধূলী বেলায়।'

'কে ছিল মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল পিট।

মাথা নাড়ল বিলি। 'বুড়োরা কেউ বলতে পারেন না। তাঁরা বলেন, গভীর রাতে অচেনা কোন লোক কবর দিয়ে গেছে।'

চোখ তুলে যতদূর দৃষ্টি যায় সনোয়ার মরুভূমির ওপর চোখ বুলাল পিট। মৃদুমন্দ বাতাস সুড়সুড়ি দিচ্ছে ওর ঘাড়ে। লাল লেজের একটা চিল চক্কর মারছে আকাশে। পাথর আর বালির জগৎ, খানিক পরপর দুগম গিরিখাদ। রাতে কয়োটি আর শিয়ালের ডাক শোনা যায়। মাটি পাবার জন্যে এই জগৎ আদর্শ হতে পারে, ভাবল ও। 'বাকি পথটুকু আমি হেঁটে যাব,' বিলিকে বলল পিট।

ঘোড়াসওয়ারের পিছু পিছু পাহাড় থেকে নেমে এল ও। কয়েকটা ফার্ম আর র‍্যাঞ্চকে পাশ কাটাল ওরা। অগভীর একটা ঝর্ণার পাশে তিনটে বাচ্চা মেয়েকে খেলা করতে দেখা গেল, তরুণীরা কিনারায় বসে কাপড় কাচছে। কাজ ছেড়ে অবাক হয়ে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। পিট হাত নাড়ল, তবে সাড়া দিল না কেউ, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি নিজেদের কাছ শুরু করল আবার।

গ্রামটায় বেশ কয়েকটা দালান রয়েছে। বাড়িগুলো বেশিরভাগই কাঠের তৈরি, তবে ইঁটের গাঁথুনিও চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে বিদ্যুৎ আর টেলিফোন লাইন।

ছোট একটা দালানের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বিলি। 'আমাদের মীটিং হাউস,' বলল সে। 'ভেতরে ফোন আছে। আপনাকে পয়সা দিতে হবে।'

মানিব্যাগটা এখনও ভিজে, সেটা থেকে একটি-অ্যাণ্ড-টি কার্ড বের করে দেখাল ও। 'নো প্রবলেম।'

পথ দেখিয়ে ওকে ছোট একটা অফিসে নিয়ে এল বিলি। কয়েকবার রিঙ হতে অপারেটরকে পাওয়া গেল ক্রেডিট কার্ডের ও ফোনের নম্বর জানাল পিট। মেক্সিকোন অপারেটর একজন আমেরিকান অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল। মেয়েটা ইনফরমেশন ডেস্কের সঙ্গে জুড়ে দিল লাইনটা,

BanglaBook.org

ক্যারিক্সিকো কাস্টমস অফিসের নম্বর পাওয়া গেল ওখান থেকে। ওই নম্বর ডায়াল করল পিট। খানিক পর পাওয়া গেল অ্যালকে, তার সঙ্গে রজার্স আর শ্যাননও আছে। কি ঘটেছে সংক্ষেপে ওদেরকে জানাল পিট। অ্যাল বলল, তোমাকে আনার জন্যে একটা 'কপ্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি, গ্রামের নামটা বলো।' বিলির কাছ থেকে জেনে নিয়ে নামটা বলল পিট-ক্যানিয়ন ওমেটেপেক। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, বিলিকে বলল, 'আমার বন্ধুরা আমাকে নিতে আসছে।'

'গাড়ি করে?'

'হেলিকপ্টারে।'

'আপনি তাহলে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ?'

হেসে ফেলল পিট। 'আমার গুরুত্ব আপনাদের গ্রামের মাতবরের চেয়ে কম।'

'আমাদের কোন মাতবর নেই। বুড়োরা সবাই এক জায়গায় বসে আদিবাসীদের সমস্যাগুলো দেখেন। আপনাকে ক্লান্ত লাগছে, বোধহয় খিদেও পেয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে, আমার বউ আপনাকে দেখে খুশি হবে।'

খেতে বসে গল্প করছে বিলি। তার বউ পলি ছোটখাট একটা হস্তিনী, সরল চেহারায় সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে। পিটের একটা কথায় মাথা নাড়ল বিলি, 'না, আমরা শান্তিতে নেই। গ্রামগুলো থেকে পবিত্র প্রতিমা সবই প্রায় চুরি হয়ে গেছে। ওগুলোর অভাবে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যৌবনে পা দিলেও স্বীকৃতি পাচ্ছে না। আমাদের সমাজে প্রতিমা পূজার মাধ্যমে এ স্বীকৃতি পেতে হয়।'

'প্রতিমা চুরি হয়ে গেছে?' আনমনে বলল পিট। 'গুড গড। জোলাররা দায়ী নয় তো।'

কি বললেন, সিনর?'

পিট ব্যাখ্যা করল, চোরদের একটা পরিবার আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি অর্জন করেছে, যাদের কাজই হলো প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সাধারণ চোরদের কাছ থেকে সস্তায় কিনে ধনী সংগ্রাহকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা। তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের প্রতিমাগুলো কি রকম দেখতে?'

মেঝে থেকে এক মিটার, হাত দিয়ে দেখায় বিলি। 'এরকম উঁচু, ওগুলোর মুখ আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বহু শতাব্দী আগে কটনউড গাছের শিকড় দিয়ে বানিয়েছিলেন।

'জোলার ওদের পারিবারিক নাম। তবে ওদের সংগঠনের গোপন একটা নাম আছে–সলপেমাচাকো।'

BanglaBook.org

'এরকম শব্দ আগে কখনও শুনিনি। কি মানে এর?'

'ইনকা কিংবদন্তীর একটা সাপ, ঘাড়ে কয়েকটা মাথা।'

'আগে কখনও শুনিনি।'

'কিংবদন্তীর আরেকটা দানব বা পিমপচের সঙ্গে এটার সম্ভবত সম্পর্ক আছে, পেরুর লোকেরা ওটাকে ডেমোনিয়ো ডেল মুয়েরটস বলে। পাতালপুরী পাহারা দেয়াই তাদের কাজ।'

নিজের পেশীবহুল হাতের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল বিলি। 'এরকম পৌরানিক একটা পিশাচ আমাদেরও আছে, সিনর। তার কাজ পাতালপুরী থেকে মৃত লোকজন যাতে পালাতে না পারে সেটা দেখা। জীবিতদেরও সে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। এখান থেকে বেশি দূরে নয়, একটা পাহাড়ে থাকে সে।'

'সেরো এল ক্যাপিরোট,' বিড়বিড় করল পিট।

'আপনি বিদেশী লোক হয়ে তা জানবেন কিভাবে? তীক্ষ্ণ হলো বিলির দৃষ্টি।

'ওই পাহাড়ের চূড়ায় আমি উঠেছি। ওটার ডানা আছে, তাই না? মাথাটা সাপ। তবে আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, ওটাকে ওখানে পাতলপুরী পাহারা দেয়ার জন্যে বা মৃত লোকদের বিচার করার জন্যে রাখা হয়নি।'

'আপনি দেখছি আমাদের এদিক সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।'

'আসলে প্রায় কিছুই জানি না। বিশেষ করে পিশাচ সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ আমার। আপনি নিশ্চয়ই আরও অনেক গল্প জানেন। দু'একটা আমাকে শোনান না।'

'আর একটা মাত্র কাহিনী জানা আছে আমার,' বলল বিলি।

'এনরিকো জুয়ারেজ, গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ, পুরানো দিনের কথা মাঝে-মধ্যে বলেন আমাদের। বিশাল সব পাখির কথা বলেন তিনি, সাদা ডানা ছিল ওগুলোর পানির ওপর দিয়ে ভেসে দক্ষিণ থেকে এসেছিল। সেই পাখির পিঠে দেখা গেছে সোনালি দেবতাদের। সে বহুকাল আগের কথা, পুরানো সাগরের একটা দ্বীপে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তাঁরা। দেবতারা চলে যাবার সময় ওই পাথরের পিশাচটাকে রেখে যান। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সাহসী যে-ক'জন লোক পানি পেরিয়ে দ্বীপে যায় কেউ তারা ফিরে আসতে পারেনি। তখনকার মানুষরা এ-সব করে।' মরুর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। ' সেই প্রাচীন কাল থেকে লোকমুখে প্রচার হয়ে আসছে এই গল্প। আমাদের আজকালকের ছেলেপিলোরা যারা আধুনিক স্কুলে পড়াশোনা করছে, তাদের ধারণা ও স্রেফ রূপকথা ছাড়া কিছু নয়।'

BanglaBook.org

'রূপক তার সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যও মিশে আছে,' বলল পিট।

'আমার কথা বিশ্বাস করুন, সেরো এল ক্যাপিরোট-এ বিপুল গুপ্তধন জমা আছে। দক্ষিণ থেকে আসা সোনালি দেবতারা ওখানে রেখে গেছে ওগুলো। ওরা আসলে দেবতা ছিলনা, ওরা ছিল পেরু থেকে আসা ইনকা।'

'সেরো এল ক্যাপিরোটে গুপ্তধন আছে!' হাঁ হয়ে গেল বিলি।

'ওই পাহাড়ের ভেতর কিছু লোক ঢুকতে চাইছে, ইনকাদের রেখে যাওয়া যা কিছু আছে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে।'

'সম্ভব নয়।' মাথা নাড়ল বিলি। সেরো এল ক্যাপিরোট পবিত্র স্থান, ওখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না। পিশাচ তাকে...।'

'পিশাচকে ওরা ভয় পায় না।'

'আমরা লোকাল পুলিশের কাছে অভিযোগ করব।'

'অফিসাররা জোলারদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে চুপ করে বসে থাকবে।'

'এই জোলাররাই কি আমাদের প্রতিমা চুরি করিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল বিলি।

'হ্যাঁ।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিলি বলল, 'তাহলে চিন্তার কিছু নেই।

কারণ প্রতিমা যারা অপবিত্র করে তাদের পরিণতি কি হয় সবাই আমরা জানি।'

'কি হয়?'

'সবাই ওরা অপঘাতে মারা যাবে, সিনর।'

'আপনি সত্যি এ-সব বিশ্বাস করেন?'

'করি না মানে! ইতিমধ্যেই আমি স্বপ্নে দেখেছি প্রতিমা চোরোরা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে চুপ করে গেল পিট।

BanglaBook.org

৪৫.

হাসিয়ান্দার মেইন রুমে বসে আমারুর সঙ্গে বাকি সবাই আলোচনা করছে।

জোসেফ জোলার বলল, 'প্রতিপক্ষরা যে বোকা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় আছে হুয়াসকারের গুপ্তধন। এখন শুধু আমাদের ঠিক করতে হবে কিভাবে ওগুলো ওখান থেকে তুলে আনা যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরায় বাকি সবার ওপর চোখ বুলাল আমারু। ফায়ার প্লেসের চারপাশে সোফায় বসে পমাস জোলার, চার্লস, সাইরাস সারাসন ও প্রফেসর আইজ্যাক মূর। কারও চেহারাতেই কোন ভাব নেই, তবে পরিবেশে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করা যায়।

সারাসন জানতে চাইল, 'ড. শ্যানন, ফটোগ্রাফার রজার্স আর অ্যাল সম্পর্কে কিছু জানা গেল?'

'সীমান্তের ওপারে আমার কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ফেরিতে আপনাকে ডার্ক পিট সত্যি কথাই বলেছিল- ওদের তিনজনকে ক্যালিক্সিকোর কাস্টমস অফিসে নামিয়ে দিয়ে আসে সে,' জবাব দিল আমারু।

মূর বলল, 'তার মানে ফেরিতে ফাঁদ পাতা হতে পারে, ডার্ক পিট তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল।'

'ফেরিতে একা ফিরতে দেখেই বোঝা গেছে সেটা। আমারুর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল সারাসন। 'হাতে পেয়েও তাকে তুমি ধরে রাখতে পারোনি।'

'শুধু তাকে নয়, ক্রুদেরও তুমি পালাতে দিয়েছ,' বলল চার্লস।

'আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, পিট পালাতে পারেনি। ফেরির চারপাশে গ্রেনেড ফাটিয়ে তাকে আমরা মেরে ফেলেছি। আর ক্রুদের প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, মেক্সিকোন পুলিশ অফিসাররা আপনাদের টাকা খেয়েছে, ওরা দেখবে লোকগুলো যেন মুখ খুলতে না পারে।'

'তা না হয় হলো,' বলল চার্লস। 'তবু পরিস্থিতি ভাল মনে হচ্ছে না।'

ডার্ক পিট, রুডি গান, মিস শ্যানন, মি. রজার্স, চারচারজন মানুষ নিখোঁজ- ফেডারেল এজেন্টরা মৌমাছির মত দলে দলে ছুটে আসবে।'

মাথা নাড়ল জোলার। 'এখানে তাদের আইনগত কোন কর্তৃত্ব নেই।'

BanglaBook.org

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের বন্ধু, 'ওদেরকে ঢুকতেই দেবে না।'

আমারুর দিকে চোখ গরম করে তাকাল সারাসন। 'তুমি বললে, পিট মারা গেছে। তাহলে তার লাশ কই?'

পাল্টা চোখ গরম করে তাকায় আমারু। 'পিট এই মুহূর্তে মাছের খোরাক হিসেবে ওদের ডাইনিং টেবিলে। আমার কথায় ভরসা রাখুন।'

'লাশ না দেখা পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারি না।'

চার্লস বলল, তুমি তো ফেরিবোটটাও ডোবাতে ব্যর্থ হয়েছ। সীকল খুলে দেয়ার আগে তোমার উচিত ছিল ওটাকে গভীর সাগরে সরিয়ে নেয়া।'

'আরও ভাল হত ওটায় আগুন ধরিয়ে দিলে,' বলল জোলার। 'নুমার ডেপুটিডিরেক্টর রুডি আর কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেন পুড়ে মরলে আমি খুশিই হতাম।'

সারাসন বলল, সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশ কমান্ড্যান্ট রাফায়েল কোর্টিনা তদন্ত করার পর রিপোর্ট দেবেন, মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মিস লরেন আর মি. রুডি সহ ফেরিবোট ধ্বংস হয়ে গেছে।'

জোলার বলল, 'তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আমেরিকান ল এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা লোকাল ইনভেস্টিগেশনে সন্তুষ্ট হবে না, বিশেষ করে ডার্ক পিট যদি বেঁচে থাকে।'

'এত করে বলছি সে বেঁচে নেই...।'

প্রথমে আমারু. তারপর চার্লসের দিকে তাকাল জোলার। 'ধারণার ওপর ভরসা করে আমরা জুয়া খেলতে পারি না। আমেরিকান আর মেক্সিকান সরকার যদি জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন শুরু করতে চায়, কোর্টিনা খুব বেশি হলে দু'চার দিন তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সারাসন। 'গুপ্তধন নিয়ে লাপাত্তা হবার জন্য দু'চারদিনই যথেষ্ট।'

'ডার্ক পিট যদি বেঁচেও থাকে, আমাদের বিরুদ্ধে সে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারবে না,' বললেন মূর। 'কে বিশ্বাস করবে, আর্ট ডিলার পরিবার হিসেবে সবাই যাদেরকে সম্মান করে তারা একজন কংগ্রেস সদস্যা ও নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে? আপনারা বরং কোর্টিনাকে বলুন তিনি যেন পিটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন—গুপ্তধন নিজে দখল করার লোভে এই সব অপরাধ সে-ই করেছে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল জোলার। 'শুধু পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নয়, সামরিক বাহিনীতেও আমাদের প্রভাবশালী বন্ধু আছে, ডার্ক পিটকে মেক্সিকোয় দেখা গেলে গ্রেফতার করা কোন সমস্যা হবে না।'

BanglaBook.org

'বেশ, যা ভাল বোঝো করো,' বলল সারাসন। 'আর ওদের কি হবে? আমদের হাতে যারা বন্দী? আমরা কি ওদেরকে এখুনি খতম করব?'

'পাহাড়ের নিচে গুহার ভেতরে যে নদী আছে ওটায় ফেলে দিলে কেমন হয়?' জানতে চাইল আমারু। 'লাশগুলো এক সময় গালফে যাবে। মাছের ঠোকর খাওয়ায় চিনতে একটু কষ্ট হবে, তবে সবাই জানবে ডুবে মারা গেছে।'

'দারুণ আইডিয়া!' খুশি হলো জোলার। 'কারও কোন আপত্তি আছে?' কেউ আপত্তি করল না, শুধু প্রফেসর হেনরির চেহারা কেমন যেন শুকিয়ে গেল।

'কমান্ড্যান্ট কোর্টিনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমি' বলল সারাসন।

'কি করতে হবে তাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

ঠিক হলো আমেরিকান ইনভেস্টিগেটরদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে স্মোক-স্ক্রীনের আয়োজন করবে সারাসন, দলের বাকি সবাই কাল সকালে গুপ্তধন আনতে যাবে। হাসিয়ান্দার একজন চাকর ভেতরে ঢুকল, হাতে পোর্টেবল টেলিফোন। রিসিভার তুলে জোলার শুধু শুনল, যোগাযোগ কেটে দিয়ে হাসল সে।

'ভাই, মনে হচ্ছে কোন সুখবর?' জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'ফেডারেল এজেন্টরা আবার আমাদের ওয়্যারহাউস ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছে।'

'বলছেন এটা দুঃসংবাদ নয়?' প্রফেসর মূর হতভম্ব।

'প্রায় নিয়মিত ঘটছে,' বলল সে। 'বরাবরের মত এবারও খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে ওদেরকে।'

এরপর সবাইকে হুইস্কি পরিবেশন করা হলো। মনে মনে প্রত্যেকে উত্তেজনা বোধ করছে, হুয়াসকারের গুপ্তধন কালই ওদের হাতে পড়বে। একা শুধু সাইরাস সারাসনকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। পিটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। ফেরিতে তাকে সে কি বলল? এটা একটা ফাঁদ, বন্ধু। তার এ-কথার মানে কি?

ডার্ক পিট কি ইঙ্গিতে কিছু বলতে চেয়েছে? নাকি মারা গেছে বুঝতে পেরে তাকে মিছিমিছি ভয় দেখাতে চেয়েছে? তবে এ-সব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই হাতে। মন একটু খুঁতখুঁত করলেও, পিটকে ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে।

আর এটাই হলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

খাড়া সিঁড়ি বেয়ে হাসিয়ান্দার নিচে সেলারে নেমে এলেন মিকি মূর, হাতে একটা ট্রে। সিঁড়ির গোড়ায় আমারুর একজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে বন্দীদের। 'দরজা খোলো,' তাকে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

'আমার ওপর হুকুম আছে ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না,'

বলল গার্ড, চেহারায় ইতস্তত ভাব।

'গাধা নাকি। দেখতে পাচ্ছ ওদের জন্যে খাবার এনেছি?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'দুঃখিত।'

'তাহলে বাড়ির কর্তাকে ডেকে বলি, তুমি আমাকে রেপ করার চেষ্টা করেছ।'

'কী!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গার্ড, বিশ্বাস হচ্ছে না একজন ভদ্রমহিলা এরকম একটা কথা বলতে পারেন। ট্রেতে কি আছে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে, দরজার তালা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

'আমারুকে বলবেন না'

'তুমি আসলেই একটা গাধা। সে-ই তো আমাকে পাঠিয়েছে,' বলে ভেতের ঢুকে পড়লেন মিকি মূর। ভেতরে আলো খুব কম। পাথুরে মেঝেতে শুয়ে আছেন রুডি, তাঁকে দেখে উঠে বসলেন। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে লরেন।

'আচ্ছা, এবার ওরা একজন মহিলাকে পাঠিয়েছে!' বলল লরেন।

ট্রেটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন মিকি। 'এতে কিছু স্যান্ডউইচ আর কয়েক বোতল বিয়ার আছে, ধরুন।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, গার্ডের মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা আবার যখন মুখোমুখি হলেন লরেনের, চোখে সরে এসেছে অন্ধকার। লরেনের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন। চোখের চারপাশ আর ঠোঁট এখনও ফুলে রয়েছে। গায়ের কাপড় চোপড় বেশিরভাগই চিঁড়ে নেয়া হয়েছে,অল্প যে-টুকু ছিল তাই দিয়ে বুক আর নাভির নিচে ঢেকে রেখেছে। 'বাস্টার্ডস!' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'সত্যি আমি দুঃখিত। আপনাদের এই হাল করেছে জানলে সঙ্গে করে কিছু ওষুধ-পত্রও আনতাম।'

মেঝেতে হাঁটু গাড়ল লরেন, রুডির হাতে একটা বিয়ার ধরিয়ে দিল। কিন্তু হাত দুটো জখম হওয়ায় বোতলের ছিপি তিনি খুলতে পারলেন না, তাকেই খুলে দিতে হলো।

'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল?' মিকির দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন রুডি।

'আমি মিকি মূর, আর্কিওলজিস্ট। আমার স্বামী একজন নৃবিজ্ঞানী। জোসেফ জোলার আমাদেরকে ভাড়া করেছে...'

'তার মানে হুয়াসকারের গুপ্তধন খুঁজছে ওরা, আর আপনারা ওদেরকে সাহায্য করছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রুডি।

'হ্যাঁ, টিয়াপোলোর গোল্ডেন বডি স্যুটের ইমেজ ডিসাইফার করেছি আমরা।'

'ওটার কথা জানি আমরা,' মাথা ঝাঁকালেন রুডি।

BanglaBook.org

লরেন খেতে ব্যস্ত, কথা বলছে না। বিয়ারের বোতলটা খালি করে জিজ্ঞেস করল, 'তা এখানে আপনি কি করছেন?'

'আমাদেরকে ওদের লোক বলে ভাববেন না,' বললেন মিকি। 'জোলার আর তার ভায়েরা গুপ্তধন পেলেই আমাদেরকে খুন করবে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এ-ধরনের লোকদের সঙ্গে আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। কি ঘটতে পারে আমরা তা আন্দাজ করতে পারি।'

'আপনাদের খুন করবে। আর আমাদের?

ওদেরকে নিয়ে জোলার পরিবার কি প্ল্যান করেছে, সংক্ষেপে বলে গেলেন মিকি।

'মাই গড!' রুডি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, ওরা পাগল নাকি? ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন কংগ্রেস সদস্যাকে খুন করার কথা ভাবছে!'

'বিশ্বাস করুন, ওদের বিবেক বলে কিছু নেই। নিজেদেরকে এত বিশেষ ক্ষমতাবান মনে করে...'

মিকিকে বাধা দিয়ে লরেন জানতে চাইল, 'আরও আগে কেন আমাদেরকে মেরে ফেলেনি?'

'ওদের ভয় ছিল আপনাদের বন্ধু ডার্ক পিট কিডন্যাপিঙের কথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু এখন ওরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে, ভাবছে...।'

'ফেরিবোটের ক্রুরা?' জিজ্ঞেস করল লরেন। 'ওরা তো সব জানে।'

লোকাল পুলিশ টাকা খেয়েছে, ওদেরকে আটক করবে, মুখ খুলতে দেবে না।' মিকিকে ইতস্তত করতে দেখা গেল, তারপর বললেন, শুনে খারাপ লাগবে তাই এতক্ষণ বলিনি। আপনাদের বন্ধুকে নিয়ে এখন আর চিন্তিত নয় ওরা। টুপাক আমারু কসম খেয়ে বলছে, এখানে আপনাদেরকে সরিয়ে আনার পর সে আর তার লোকজন ফেরির চার ধারে গ্রেনেড ফাটিয়ে পিটকে ভাতু বানিয়ে ফেলেছে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল লরেন। সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। এতক্ষণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেভাবেই হোক শত্রুদের হাত থেকে পালতে পেরেছে পিট। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে, সারা শরীর কাঁপছে।

দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন রুডি। তাঁর চেহারায় শোক বা দুঃখের ছাপ নেই, লোহার মত কাঠিন্য ফুটে ওঠেছে। 'ডার্ক পিট মারা গেছে? আমারুর মত একটা নেড়ি কুত্তা তার মত একজন মানুষকে খুন করে কিভাবে?'

রুডির চাপা গর্জন শুনে থতমত খেয়ে গেলেন মিকি। 'দেখুন, এ-সব আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে জেনেছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

'আমারু অবশ্য স্বীকার করেছে যে লাশটা সে দেখেনি, তবে জোর দিয়ে বলছে...'

টলতে টলতে দাঁড়াল লরেন। 'আপনি বলছেন, ওরা আপনাদেরকেও মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে?' জিজ্ঞেস করল সে। চেহারা আগের মতই ফ্যাকাসে, তবে চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরছে।

'হ্যাঁ, আমাদের মুখও বন্ধ করা হবে,' বললেন মিকি।

লরেন বলল, 'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনি উদ্বিগ্ন।'

'কারণ আমার স্বামীর একটা প্ল্যান আছে...।'

'পালাবার?'

মাথা নাড়লেন মিকি। 'পালাবার সুযোগ যখন খুশি তৈরি করে নিতে পারি আমরা। আমরা প্ল্যান করেছি হুয়াসকারের গুপ্তধনের ওপর ভাগ বসাব।'

রুডির চোখে অবিশ্বাস, বললেন, 'আপনারা কি সত্যি বিজ্ঞানী?' লরেনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, চোখ ইশারায় কি যেন একটা চেপে যেতে বলল সে।

'একটা তথ্য দিই, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে সুবিধে হবে, বললেন মিকি। 'ফরেন অ্যাকটিভিটিক কাউন্সিলের হয়ে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময় পরস্পরের প্রেমে পড়ি আমরা।'

'ফরেন অ্যাকটিভিটিজ... আগে কখনও শুনিনি, বললেন রুডি।

'আমি শুনেছি,' বলল লরেন। 'এফএসি হোয়াইট হাউস থেকে পরিচালিত গোপন একটা অর্গানাইজেশন। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসও কান নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি।'

'ওটার কাজ কি?'

'বন্ধু নয় এমন সব রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স-এর ক্ষতি করার জন্য এই অর্গানাইজেশন থেকে এজেন্ট পাঠানো হয়। গোটা বিষয়টা একা প্রেসিডেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন,' জবাব দিলেন মিকি।

লরেন বলল, 'সংক্ষেপে প্রেসিডেন্টের ভাড়া করা খুনী। আপনারা বিজ্ঞানী হিসেবে কাভার দিয়ে আছেন...।'

'খুনী, স্বীকার করতে আপত্তি নেই,' বললেন মিকি। 'তবে, একটু ভুল হলো। আমরা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। কাভার বলুন আর যা-ই বলুন, সত্যি আমরা বিজ্ঞানী।'

'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু হুয়াসকারের গুপ্তধনে কিভাবে ভাগ বসাতে চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন রুডি। আমারু আর জোলারদের সহজ পাত্র ভাববেন না।'

BanglaBook.org

'তা ভাবছিও না। কিভাবে কি করতে হবে জানা আছে আমাদের। হুয়াসকারের সোনা গুহা থেকে বের করা হোক, তারপর দেখবেন।'

'তার মানে চারদিকে শুধু লাশ দেখতে পাব আমরা।'

'ট্রেজার হান্টে আপনারাও জড়িয়ে পড়েছেন, এটা জানতে পেরে জোলাররা আসলে দিশেহারা হয়ে পড়ে, বললেন মিকি। সেই থেকে একের পর এক শুধু ভুলই করে যাচ্ছে। যাকে বাধা বলে মনে করছে তাকেই কিডন্যাপ করে আনছে, খুন করে ফেলছে। ভাগ্যই বলতে হবে, এখনও আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে ওরা।'

'মানে বলতে চাইছেন ওদের জায়গায় আপনারা হলে...?'

মাথা ঝাঁকালেন মিকি। 'হাতে একবার রক্ত লাগার পর থামা উচিত হয়নি। ওদের জায়গায় আমরা হলে অনেক আগেই মারা যেতেন আপনারা।'

BanglaBook.org

৪৬.

সেনাবাহিনীর ছোট একটা দল রাতারাতি কমান্ড পোস্ট খাড়া করল, সেরো এল ক্যাপিরোটের গোড়া থেকে চারদিকে দু'মাইল মরুভূমি সীল করে দিল সম্পূর্ণ। জোলারদের অনুমতি ছাড়া ঢুকতে বা বেরিয়ে যেতে পারবে না কেউ। পাহাড়টার মাথা বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম ও লোকজন ভরে উঠল, গুপ্তধন উদ্ধারের গোটা অপারেশনটাই চালানো হচ্ছে আকাশ থেকে। নুমার চুরি করা হেলিকপ্টারে নতুন রঙ লাগানো হয়েছে, গায়ে লেখা হয়েছে 'জোলার ইন্টারন্যাশনাল'। হাসিয়ান্দা থেকে পাহাড়ের মাথায় বার বার আসা-যাওয়া করছে সেটা। তারপর এক সময় একটা মেক্সিকান আর্মি ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টারকে দেখা গেল, পাহাড়টার ওপর ল্যান্ড করছে। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারদের একটা ডিটাচমেন্ট, পরনে কমব্যাট ফেগিপ, লাফ দিয়ে নিচে নামল। পিছনের কার্গো ডোর খুলে ছোট-একটা ফর্কলিফট, কেবলের কয়েকটা কয়েল ও বড়সড় একটা উইঞ্চ নামাল তারা।

সনোরা রাজ্যের অফিসাররা জোলারদের টাকা খেয়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আর পারমিট হস্তান্তর করেছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, টাকা ছাড়া চেষ্টা করলে সময় লাগত কয়েক মাস বা বছর। শুধু ঘুষ নয়, জোলাররা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এলাকায় তারা নতুন স্কুল, রাস্তা, একটা হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে দেবে। মেক্সিকান সরকারের ওপর মহলের অজ্ঞাতে দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করছে। বাজা পেনিনসুলায় সামরিক ঘাঁটি আছে, জোলারের অনুরোধে সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা কনটিনজেন্ট পাঠানোর অনুমতি পেতে কোন অসুবিধে হয়নি। তাড়াহুড়া করে একটা চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তাতে সই করবে জোলার ইন্টারন্যাশনালের তরফ থেকে জোসেফ জোলার ও সনোরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ট্রেজার ডিপার্টমেন্টের প্রতিমন্ত্রী। চুক্তি খসড়ায় বলা হয়েছে হুয়াসকারের গুপ্তধন উদ্ধার করা সম্ভব হলে জোলার ইন্টারন্যাশনাল শতকরা পঁচিশ ভাগ পাবে। উদ্ধার করার সমস্ত খরচ তাদের। বাকি সব রাজ্য সরকারের কোষাগারে জমা পড়বে। বলাই বাহুল্য, চুক্তির শর্ত পূরণ করার কোন ইচ্ছা জোলারদের নেই। হুয়াসকারের গুপ্তধনে তারা কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না।

BanglaBook.org

গোল্ডেন চেইন সব গুপ্তধনের বেশিরভাগ পাহাড়ের মাথায় তুলে আনার পর রাতের অন্ধকারে সব পাঠিয়ে দেয়া হবে আরিজোনা সীমান্তের খানিক দক্ষিণে, ওদিকের নির্জন অলটার মরুভূমিতে একটা মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপ আছে। ওখানে পৌঁছুনোর পর সব একটা কমার্শিয়াল জেট ট্রান্সপোর্টে তোলা হবে, প্লেনটার গায়ে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত এক এয়ারলাইন কোম্পানীর নাম লেখা হয়েছে। ওখান থেকে জোলারদের গোপন ডিসট্রিবিউশন ফ্রাসিলিটিতে রওনা হবে জেট, সেটা মরক্কোর উত্তর উপকূলে।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়ান্দা থেকে সবাইকে তুলে আনা হলো পাহাড়ের মাথায়। কারও কোন ব্যক্তিগত জিনিস ফেলে আসা হয়নি। শুধু জোলারের প্রাইভেট জেটলাইনারটা এয়ারস্ট্রিপে রয়ে গেছে, সেটাও মুহূর্তের নোটিশে টেক-অফ করার জন্যে তৈরি।

পরে, আরও একটু বেলা হতে, লরেন ও রুডিকেও মুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পাহাড়ের মাথায়। বন্দীদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ করতে নিষেধ করে দিয়েছে সারাসন, তা সত্ত্বেও ওদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন মিকি, খাইয়েছেনও। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ওরা কেউ পালাতে পারবে না জেনে কেউ তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে না, নিজেদের ইচ্ছেমত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারছে।

পাহাড়ের ভেতর ঢোকার সরু ফাঁকটা খুঁজে বের করে ফেলল চার্লস, দেরি না করে সামরিক বাহিনীর দক্ষ লোকদের লাগিয়ে দিল ওটাকে বড় করার কাজে। নিজে সে পেছনে থেকে গেল, জোলার আর সারাসন একদল ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে প্যাসেস ধরে এগোল, সঙ্গে থাকলেন মূর দম্পত্তি। ওদের সঙ্গে পোর্টেবল ফ্লুরোসেন্ট লাইট রয়েছে।

দ্বিতীয় পিশাচটার কাছে পৌঁছুল দলটা, আলতো আদরে ওটার চোখ স্পর্শ করলেন মিকি, ঠিক যেভাবে শ্যানন ছুঁয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'অপূর্ব শিল্পকর্ম। এর বুঝি কোন তুলনা হয় না।'

'সম্পূর্ণ অক্ষত,' মন্তব্য করলেন মূর।

'কিন্তু ভেঙে ফেলতে হবে,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল সারাসন।

'মানে? কি বললেন?'

'ওটাকে সরানো সম্ভব নয়। দেখতে পাচ্ছেন না, কুৎসিত দানবটা টানেলের বেশিরভাগ দখল করে রেখেছে। পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে বা পায়ের ফাঁক দিয়ে চেইনটা টেনে আনা সম্ভব নয়।'

হাঁ হয়ে গেলেন মূর, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'এটা অমূল্য, ভেঙে ফেলেন কি করে?'

BanglaBook.org

'প্রয়োজনের তাগিদে,' বলল জোলার। 'দুঃখজনক, তবে উপায় নেই।'

ধীরে ধীরে কঠিন হলো হেনরির চেহারা, স্ত্রীর দিকে ফিরে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললেন, প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।,'

মিকিও ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। গুপ্তধনে ভাগ বসাতে চাইলে এরকম অনেক ব্যাপারেই চোখ বুঁজে থাকতে হবে তাঁদেরকে।

ইঞ্জিনিয়াররা সামান্য বিস্ফোরক বসাল পিশাচটার গোড়ায়, টানেল ধসে পড়ার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ। এরপর ওরা প্রথম গুহাটায় ঢুকল যেখানে প্রহরীদের মমি রাখা আছে। ঢোকার পর বেরুবার নাম করছেন না মূর দম্পত্তি, মমিগুলোকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তাঁরা। 'পরে সময় দেবেন, এখন চলুন সামনে কি আছে দেখি, তাগিদ দিল জোলার।

স্বচ্ছ স্ফটিকে আবৃত সর্বশেষ প্রহরীকে দেখে বোবা হয়ে গেল সবাই। 'প্রাচীন এক চাচাপয়া,' বিড়বিড় করে বললেন মূর। 'মারা যাবার সময়ই নিজেকে এভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে গেছে। এটা বিস্ময়কর একটা আবিষ্কার।'

মিকি বললেন, 'খুবই উঁচু পদের বীরযোদ্ধা ছিল লোকটা।'

'তা না হলে এতবড় দায়িত্ব তাকে দেয়া হোত না।'

'কত দাম হতে পারে এটার?' জিজ্ঞেস করল সারাসন।

তার দিকে তাকালেন মূর, চোখে তিরস্কার। 'এটা সাধারণ কোন জিনিস নয়, মি. সারাসন। অতীতে উঁকি দেয়ার জন্যে একটা জানালা। এর দাম হিসাব করা সম্ভব নয়।'

জোলার বলল, 'আমি এক কালেক্টরকে চিনি, আট থেকে দশ মিলিয়ন ডলার দেবে সে।'

'চাচাপয়া যোদ্ধা বিজ্ঞানের প্রাপ্য,' বললেন মূর। 'অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ওটা, এটা মিউজিয়ামে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, প্রফেসর, ওটা আপনার ভাগে পড়ল— আপনার জিনিস দান করলে কারও কিছু বলার নেই।'

হেনরির অন্তরে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তার ছাপ পড়ল চেহারাতেও। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর একটা আদর্শ আছে বৈকি, সেই আদর্শের সঙ্গে তাঁর লোভের সংঘর্ষ বেধে গেছে। হুয়াসকারের গুপ্তধন ধন-সম্পদের চেয়ে বড় কিছু, এরকম উপলব্ধি হলো তাঁর। নিজেকে তাঁর নোংরা আর পাপী মনে হলো। তারপর তিনি লোভ সংবরণ করার শক্তি পেলেন। স্ত্রীর হাতটা ধরে চাপ দিল মৃদু, বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে।'

হেসে উঠল জোলার। 'ভেরি গুড। চলুন, দেখা যাক সামনে কি আছে।'

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট পর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এর লাইনে পাতাল নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, সবাইকে, থরে থরে সাজানো সোনার পাহাড় যেন জাদু করে ফেলেছে। ফ্লুরোসেনট ল্যাম্পের আলো পড়ায় পাহাড়টা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সোনালি রশ্মি। সবাই শুধু গুপ্তধনই দেখতে পাচ্ছে, খরস্রোতা নদীটার যেন কোন তাৎপর্য নেই।

'কল্পনাতীত,' ফিসফিস করল জোলার।' মন্তব্য করলেন মূর।

স্বামীর একটা বাহু শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন মিকি। 'ওগো, আমার মাথা ঘুরছে!,

মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাবটা সবার আগে কাটিয়ে উঠল সারাসন। 'শালারা বেজন্মা ছিল,' অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করল সে।' এমন একটা দ্বীপের ওপর গুপ্তধন রেখে গেছে, ওটার চারপাশে তীব্র স্রোত। উদ্ধার করতে বারোটা বেজে যাবে।'

'চিন্তার কিছু নেই,' বললেন মূর। 'আমাদের সঙ্গে কেবল আর উইঞ্চ আছে। আমি ভাবছি পেশী আর রশি সম্বল করে ওগুলো তারা ওখানে নিয়ে গেল কি করে!'

সোনার তৈরি একটা বাঁদরকে ঘিরে চক্কর দিলেন মিকি। 'অদ্ভুত ব্যাপার।'

তার দিকে তাকাল জোলার। 'কি?'

কাত হয়ে পড়ে থাকা বাঁদরটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন মিকি। বাঁদরটার গোড়ায় কি যেন লেখা রয়েছে। ' দেখে মনে হচ্ছে দ্বীপ থেকে এটাকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে এদিকে।'

নদীর কিনারায় কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে, যেন বালি আর ক্যালশিয়াম ক্রিস্টালের ওপর দিয়ে টেনে আনা হয়েছে বাঁদরটাকে। 'আরে, তাই তো!'

মূর বলল, লেখাগুলো পড়া যায়?'

একজন ইঞ্জিনিয়ার বাঁদরটার দিকে আলো ফেলল। মিকি লেখাগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ল। আরে এ যে দেখছি ইংরেজি!'

'কি লেখা রয়েছে? পড়েন তো!'

মিকি পড়তে শুরু করলেন—

'সল পেমাচাকো সদস্যদের স্বাগতম
চুরি করা বা চুরি করা বস্তু সংগ্রহ ছাড়া
জীবনে আর যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে।
তাহলে আপনারা ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছেন।
ছোট একটা পরামর্শ, শুধু যেগুলো ভোগ করতে পারবেন সেগুলো নিন।
—ড. শ্যানন, মিলেস রজার্স, অ্যাল জিওর্দিনো ও ডার্ক পিট।

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা নেই, তারপর খেঁকিয়ে উঠল জোলার, কি ঘটছে এখানে, সারাসন? এই নোংরা রসিকতার মানে কি?'

সারাসনের চেহারায় অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। 'ডার্ক পিট ভাব দেখিয়েছিল, ওদের ওপর আমরা নজর রাখছি তা ওরা জানে। আমরা ওদের ফাঁদে ধরা পড়েছি, এ-কথাও বলেছিল,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল সে। 'তবে ওরা যে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গুপ্তধন দেখে গেছে, তা বলেনি।'

'যেচে পড়ে এত সব তথ্য জানাল কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

কাঁধ ঝাঁকাল সারাসন। 'কিছুই এসে যায় না, সে বেঁচে থাকলে তো।'

স্বামীর দিকে তাকালেন মিকি। 'মিস শ্যাননকে আমি চিনি, সান অ্যান্টিনিয়োর একটা কনফারেন্সে একবার পরিচয় হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তাঁর কাজ সম্পর্কে জানি আমি।' জোলারের দিকে তাকালেন মূর। 'আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেন আর নুমা ট্রেজার খুঁজছে। এর সঙ্গে যে প্রফেশনাল আর্কিওলজিস্টরাও জড়িত, সে-কথা বলেননি।'

'তাতে কিছু আসে যায়?'

'ব্যাপারটা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে সন্দেহ করছি আমি,' সাবধান করলেন মূর। 'আপনার জায়গায় আমি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সোনা উদ্ধার করে কেটে পড়তাম।

'ডার্ক পিট মারা গেছে, কাজেই আমাদের ভয় পাবার কিছুই নেই, আবার বলল সারাসন। 'এই লেখাগুলো হয়েছে আমার তাকে মেরে ফেলার আগে।' কথাগুলো জোর দিয়েই বলছে, তবে ঘামতে শুরু করেছে সে।

দ্রুত বদলে যাচ্ছে জোলারের চেহারা, শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটল। 'এই বিপুল পরিমাণ গুপ্তধন পেয়েও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল না, উদ্ভট একটা মেসেজ রেখে চলে গেল, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না।! এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। আমি ওদের প্ল্যানটা জানতে চাই।'

'গুপ্তধন এখন আমাদের দখলে,' সারাসন বলল। 'কেউ ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলে স্রেফ মারা যাবে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।'

কথাগুলো এমন হুমকির সুরে বলা হলো, বিশ্বাস করল সবাই। শুধু মিকি বাদে, খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন বলে সারাসনের ঠোঁট জোড়া কাঁপতে দেখেছেন তিনি।

BanglaBook.org

৪৭.

আন্তর্জাতিক সীমান্তের একশো গজ দূরেও নয়, কাস্টমস বিল্ডিঙের কনফারেন্স রুমে মেক্সিকান আমলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হলো ওদের। গলভেস্টন থেকে গাসকিল ও ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেলক্স পৌঁছুনোর খানিক পর ওয়াশিংটন থেকে স্বয়ং জেমস স্যানডেকারও হাজির হয়েছেন এখানে। দেয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসে আছে রজার্স, শ্যানন আর অ্যাল। পিট বসেছে অ্যাডমিরালের ডান পাশে। তাঁর বাম পাশে বসেছেন কার্টিস স্টারগার, এলাকায় ইউ. এ. কাস্টমসের চীফ এজেন্ট তিনি। মেক্সিকান আমলা ফার্নান্দো মেটোসের সঙ্গে তিনিই কথা বলছেন।

মেটোস বেশ লম্বা, চোখে চশমা, চেহারা দেখে মনে হয় ধূর্ত শিয়াল।

'আমি এর ব্যাখ্যা চাই, সিনর মেটোস,' বললেন স্টারগার। 'এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এর আগে আপনাদের এলাইট ল এনফোর্সমেন্ট, এজেন্ট, বিশেষ করে ইন্সপেক্টর গ্রেনাডোস ও নর্দার্ন মেক্সিকো ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের চীফ সিনর রোয়েস-এর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এবারে ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে কেন পাঠানো হলো? আমার তো ধারণা, সরকারের ওপর মহলকে এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে।'

হাত তুলে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন মেটোস। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না, মুখের হাসিও স্থির। 'ইন্সপেক্টর গ্রেনাডোস হঠাৎ একটা কেসের দায়িত্ব পেয়ে হারমোসিলো-য় গেছেন। আর সিনর রোয়েস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' বললেন বটে, তবে স্টারগারের গলায় সামান্যতম সহানুভূতিও নেই। 'তবে আমি আপনাদের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, আপনারা আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা পাবেন।'

'ইউ. এস. অ্যাটর্নি অফিসের বিশ্বাস করবার কারণ ঘটেছে জোসেফ জোলার, চার্লস ও সাইরাস সারাসন নামে তিন ভাই ফরজারি, শিল্পকর্ম চুরি ও আর্টিফ্যাক্ট পাচারের একটা আন্তর্জাতিক অপারেশন চালাচ্ছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি, তারা আমাদের একজন সম্মানী কংগ্রেস সদস্যা ও নামকরা এক গবেষণা সংস্থার কর্মকর্তাকে অপহরণ করেছে।'

BanglaBook.org

মুখের হাসি চওড়া হলো আরও, মেটোস বললেন, 'উদ্ভট অভিযোগ। জোলার ইন্টারন্যাশনাল, সবাই জানেন আপনারা, দীর্ঘদিন সুখ্যাতির সঙ্গে নিজেদের ব্যবসা করে আসছে। টেক্সাসের জোলার ফ্যাসিলিটিতে আপনারা আবার হানা দিয়েছেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাননি সেখানে।'

গাসকিল বিস্মিত হলেন, 'সে খবরও আপনার কাছে পৌঁছে গেছে?'

'আপনারা যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তাঁরা কেউ মেক্সিকোয় কোন অপরাধ করেননি। তাঁদেরকে বিরক্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই।'

'মিস লরেন আর নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর মি. রুডিকে উদ্ধার করার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি?'

'পুলিশের একটা বিশেষ টিম কেসটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, সিনর, মেটোস আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে মুক্তিপণের টাকা যোগাড় করেছেন। আমার কথায় ভরসা রাখুন, অপহরণের জন্যে যে ডাকাত দল দায়ী তাদেরকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে, জিম্মিদেরও উদ্ধার করা হবে সুস্থ অবস্থায়।'

'কিন্তু আমাদের সোর্স বলছে, অপহরণের জন্য দায়ী জোলাররা।'

মাথা নাড়লেন মেটোস। 'না, আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, এর জন্যে দায়ী একদল সশস্ত্র ডাকাত।'

'আর ফেরিবোটের ক্রুরা? তাদের কোন খবর নেই কেন?' জিজ্ঞেস করল পিট।

পিটের দিকে কটমট করে তাকালেন মেটোস। 'এখানে এ-ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। পিট. আপনাকে আমি জানিয়ে রাখছি- আমাদের পুলিশ স্টেশনে চারটে সই করা অভিযোগ নামা দায়ের করা হয়েছে, যাতে অভিযোগ করা হয়েছে এই অপহরণের জন্যে আপনি দায়ি। অভিযোগ করা হলেই আমরা সত্যি বলে ধরে নিই না, তদন্ত করে দেখছি।'

'কে অভিযোগ করল? আমার মোটিভ সম্পর্কে কিছু বলেনি তারা?'

'মোটিভ কি তা দেখা আমার কাজ নয়, মি. পিট। আমি সাক্ষী প্রমাণের ওপর নির্ভর করি। তবু যখন প্রসঙ্গটা তুললেন, শুনুন তাহলে। অভিযোগ করেছে প্ল্যাটফর্মের ক্রুরা, তারা বলছে গুপ্তধনের লোকেশন জানার জন্যে কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেন ও নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর মি. রুডিকে আপনি খুন করেছেন।'

'আপনাদের পুলিশ অফিসাররা এটা যদি বলে, মনে করতে হবে তাদের মতিভ্রম ঘটেছে' রাগ চেপে মন্তব্য করল অ্যাল।

'কেউ অভিযোগ করলে আমাদের কি করার আছে বলুন।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা, বলুন তো, সিনর মেটোস, ওরা আপনাকে কত পার্সেন্ট সোনা দিতে রাজি হয়েছে?'

'পাঁচ...,' নিজেকে সামলাতে দেরি করে ফেললেন মেটোস।

'আপনি বলতে চাইছিলেন, শতকরা পাঁচ ভাগ?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন স্টারগার।

মাথাটা বার কয়েক এদিক ওদিক কাত করলেন মেটোস, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন,। 'না, সে-ধরনের কিছু আমি বলতে চাইনি।'

' দেখা যাচ্ছে গভীর একটা ষড়যন্ত্র চলছে অথচ আপনার বস বা বসেরা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আছেন,' বললেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার।

' কোথাও কোন ষড়যন্ত্র চলছে না, অ্যাডমিরাল। সনোরান রক্ষা সরকার জোলার ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে যাচ্ছে, হুয়াসকারের গুপ্তধন যাতে মেক্সিকোর মাটিতেই রেখে দেয়া সম্ভব হয়...।'

'হুয়াসকারের গুপ্তধন তো পেরুর,' বাধা দিয়ে বলল শ্যানন। 'ডিসেন্সি বলে একটা কথা আছে, মেক্সিকো সরকারের উচিত ছিল পেরুভিয়ানদের ডেকে ভাগ নিতে অনুরোধ করা।'

'পারস্পরিক বিষয়ে রাষ্ট্রগুলো এভাবে কাজ করে না, ড. শ্যানন তাছাড়া, হুয়াসকারের গুপ্তধন সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি, ওই গুপ্তধন উদ্ধার করতে যে খরচ পড়বে তারপর ভাল কিছু থাকে কিনা সন্দেহ। জোলার ইন্টারন্যাশনাল নিজেরা প্রায় কিছুই নেবে না, এলাকার উন্নয়নে খরচ করে যাবে।'

'আপনি তাহলে কিছুই জানেন না,' মুখের ওপর বলে বসল শ্যানন। 'হুয়াসকারের ট্রেজার আমি নিজের চোখে দেখেছি। কনজারভেটিভ হিসাবেও তিন বিলিয়ন ডলার দাম হবে ওগুলোর।'

'কিন্তু জোলার ইন্টারন্যাশনালের হিসাবটাই বিশ্বাসযোগ্য, কারণ বাজারে তারা শ্রদ্ধেয় ডিলার হিসেবে পরিচিত,' বললেন মেটোস। 'ওদের হিসাবে খুব বেশি হলে ত্রিশ মিলিয়ন ডলার হতে পারে।'

'ট্রেজার যদি নগণ্যই হবে তাহলে তা উদ্ধারের জন্যে এত ব্যাপক আয়োজন করা কেন?' জানতে চাইলেন গাসকিল।

'কোথায় ব্যাপক আয়োজন! পাঁচ কিংবা দশজন লেবার লাগানো হয়েছে পাহাড়ের ভেতর থেকে ওগুলো তোলার জন্য।'

'সনোরা রাজ্য সরকারের পক্ষে কে সই করছেন চুক্তিতে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'তাঁর কি এ-ধরনের একটা চুক্তিতে সই করার ক্ষমতা আছে?'

BanglaBook.org

'রাজ্যের একজন প্রতিমন্ত্রী,' বললেন মেটোস। 'অবশ্যই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে পড়ে এটা।'

'কিন্তু আপনাদের জাতীয় সরকারের একজন পুরাদস্তুর মন্ত্রী যে এই মুহূর্তে লণ্ডনে রয়েছেন, তার সঙ্গে হুয়াসকারের গুপ্তধন সম্পর্কে একটা চুক্তি করার জন্যেই ওখানে গেছেন তিনি, এবং তৃতীয় একটা পক্ষ হিসেবে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন পেরু সরকারের একজন মন্ত্রী, সে খবর কি আপনারা রাখেন, সিনর মেটোস?'

বিষম একটা ধাক্কা খেয়েছেন মেটোস। এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরালের দিকে যেন তাঁর কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অ্যাডমিরাল আবার বললেন, 'কাল সকালে আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মীটিং আছে আমার। তাঁকে আমি সমস্ত ব্যাপারই জানাব। বলব, আপনাদের সিকিউরিটি ফোর্স কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেনকে টরচার করছে, যুক্তরাষ্ট্রের গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য আদায় করার জন্যে।'

'কি বলছেন! এরকম একটা নির্জলা মিথ্যে অভিযোগ আপনি করতে পারেন না।'

অ্যাডমিরাল এ-ধরনের কৌশলে অভ্যস্ত,' বলল পিট। 'টিট ফর ট্যাট। কি ভাবেন নিজেকে, একা আপনি শুধু দিনকে রাত করতে পারেন?'

'মীটিং শেষ হয়ে গেছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কাল এই সময় আপনাদের সরকারকে জানিয়ে দেয়া হবে আমরা কি করতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা বলি, যুক্তরাষ্ট্রের একজন আইনপ্রণেতাকে কোন রাষ্ট্র যদি আটক রেখে টরচার করে, নুমার ডিরেক্টর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল ফোর্সকে ডাকার ক্ষমতা আমার আছে।'

কাঁপতে শুরু করলেন মেটোস। 'আমি অসুস্থ বোধ করছি,'

রুডিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত চাই আমি, বহাল তবিয়তে এক মিনিটও যদি দেরি হয়, বহু লোক হতাতহ হবে।'

কাঁপতে কাঁপতে কনফারেন্স রুম ত্যাগ করলেন মেটোস। তিনি চলে যেতেই গাসকিল ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেলকে বললেন, 'আর যাই হোক, আমরা যে জোলারদের ইল্লিগ্যাল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি আবিষ্কার করেছি তা এখনও কেউ জানে না।'

'ব্যাপারটা আরও দু'দিন গোপন থাকা দরকার।'

'চুরি করা জিনিসের তালিকা তৈরি করতে কয়েক সপ্তা লেগে যাবে।'

'কোন প্রতিমা দেখছেন ওখানে?' জিজ্ঞেস করল পিট। সাউথওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়ান রিলিজিয়াস আইডল? কটনউড কেটে তৈরি করা?'

মাথা নাড়লেন গাসকিল। 'না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি।'

BanglaBook.org

'যদি পান, প্লীজ জানাবেন আমাকে। আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু ওগুলো ফেরত পেলে খুশি হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন গাসকিল। 'কি বুঝলেন, অ্যাডমিরাল।'

'হাতে চাঁদ ধরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জোলাররা। আমার মনে হচ্ছে ওদেরকে গ্রেফতার করা হলে সনোরা রাজ্যের লোকজন জেলের তালা ভেঙে বের করে আনবে।'

'লরেন বা রুডিকে ছাড়লে বিপদ আছে ওদের...' বলল পিট, চিন্তিত।

'কথাটা বলতে খারাপ লাগছে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন গাসকিল। 'ওঁরা হয়তো এরই মধ্যে মারা গেছেন।'

মাথা নাড়ল পিট। 'তা আমি বিশ্বাস করব না।'

কনফারেন্স রুমের মেঝেতে পায়চারি শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'এমন কি প্রেসিডেন্ট যদি গোপন ফোর্স পাঠাবার অনুমতি দেনও, মিস লরেন ও রুডিকে কোথায় পাওয়া যাবে আমরা জানি না।'

অ্যাল বলল, 'আমার ধারণা ওদেরকে ওই পাহাড়েই আটকে রেখেছে জোলাররা।'

'হাসিয়ান্দায় সার্চ করে যখন পাওয়া যায়নি, বোধহয় পাহাড়েই রেখেছে, সায় দিলেন গাসকিল।

ফেডারেল এজেন্টদের দিকে তাকাল পিট। 'আপনারা পারেন না, তবে নুমা পারে।'

সবাই ওরা পিটের দিকে তাকালেন। অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, কি বলতে চাইছ, পিট?'

'নুমার পক্ষ থেকে আমরা মেক্সিকোয় ঢুকে ওদের দু'জনকে উদ্ধার করতে পারি।'

'সীমান্ত পেরুনো কোন সমস্যা নয়,' বললেন গাসকিল। কিন্তু জোলারদের পক্ষে রয়েছে সনোরান পুলিশ ও মিলিটারী। স্যাটেলাইট ফটোয় তা দেখলেনই, সেরো এল ক্যাপিরোটের মাথায় ও চারপাশে গিজগিজ করছে ওরা। পাহাড়টার দশ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছুতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

'আমি এমন একটা পথ ধরে যেতে চাইছি, ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না,' বলল পিট।

হঠাৎ হাসি ফুটল অ্যাডমিরালের মুখে। 'খুলে বলো, পিট। কাস্টমস আর এফবিআই পারে না, অথচ নুমা পারে, কি সেটা? তুমি কি মরুভূমির ওপর দিয়ে সাঁতরে যেতে চাও?'

'না, ওপর দিয়ে নয়,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল পিট। 'তলা দিয়ে।'

BanglaBook.org

চতুর্থ পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দু:স্বপ্নের পথ

৩১ অক্টোবর, ১৯৯৮।
শয়তানের কুয়ো, বাজা, মেক্সিকো।

সিয়েরা এল মেয়র পাহাড়ের গোড়ায়, মেক্সিক্যালি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, পাহাড়-প্রাচীরের পাশে একটা গর্ত আছে, গর্তের নিচে রয়েছে প্রকৃতির তৈরি টানেল। কয়েক লাখ বছর আগে প্রাচীন এ সাগরের দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন তৈরি হয়েছে টানেলটা, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ছোট একটা গিরিখাদের তলায়। ওই খাদের মেঝেতে, মরুভূমিতে নিচে থেকে আসা পানি জমতে শুরু করে। পানিটা এত স্বচ্ছ আর হালকা নীল যে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দেখে মনে হবে সিঙ্কহোলটা তলাবিহীন।

হলুদ লাইলন লাইন নেমে গেছে গর্তের ভেতর, সেদিকে তাকিয়ে পিট ভাবল, পেরুর সিঙ্কহোলের সঙ্গে মেক্সিকোয় এই স্যাটনস সিঙ্ক- এর কোন মিল নেই। গর্তের কিনারায় একটা পাথরের ওপর বসে আছে ও। হাফটনী একটা পিকআপ ট্রাকের পাশে লন চেয়ারে বসে রয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। ট্রাকের পাশে আরেকটা নর্ট-এর লাইসেন্স প্লেট লাগানো।

চোখে বাইনোকিউলার, এক হাতে বিয়ারের ক্যান, চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। পুরানো ট্রাকের সঙ্গে মিল রেখে কাপড়চোপড় পরেছেন তিনি, দেখে মনে হবে আমেরিকান ভবঘুরে, উদ্দেশ্যেবিহীন ঘুরে বেড়ানো, আর যেখানে সেখানে ক্যাম্প ফেলে রাত কাটানোয় অভ্যস্ত।

সনোরান মরুভূমিতে এত রকম বুনো ফুলগাছ, দেখে অবাক লাগছে তাঁর। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে প্রবল শীত, এগুলো বেঁচে থাকে কি করে! দূরে দেখা গেল কয়েকটা ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছে। পাথরের উপর দু'একটা সাপ আর ইঁদুরও দেখতে পেলেন তিনি।

'পুলিশ-টুলিশ আসছে নাকি?' অ্যাডমিরালকে ঢাল বেয়ে পানির দিকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল পিট, লাইনটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছেও।

'সাপ আর ইঁদুর ছাড়া কিছু দেখলাম না' পানির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।'

BanglaBook.org

'কতক্ষণ হলো নেমেছে ওরা?'

হাতঘড়ি দেখল পিট। 'আটত্রিশ মিনিট।'

'ওরা যদি আধুনিক ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করত, এতটা দুশ্চিন্তায় ভুগতে হতো না। লোকাল কাস্টমস এজেন্টের কাছে পুরানো ডাইভ গিয়ার যা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে কাজ চালাচ্ছে ওরা।

'ও-সব ওয়াশিংটন থেকে এসে পৌঁছুতে ছ'ঘণ্টা লাগার কথা,' বলল পিট। 'ওদেরকে বাঁচাতে হলে প্রতিটি মিনিট এখন গুরুত্বপূর্ণ। বসে না থেকে প্রাথমিক কাজটা সেরে নিচ্ছি, তাতেও ওই ছ'ঘণ্টাই লাগছে।'

'এ-ধরনের একটা বিপজ্জনক প্ল্যান নিয়ে কাজ করা স্রেফ পাগলামি এর আগেও কথাটা বলেছেন তিনি।

'অন্য কোন বিকল্প আছে কি?'

'তুমি এমন কি জানাও না যে আদৌ এটা সম্ভব কিনা...।'

'ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে,' বলল পিট, ওর হাতের লাইনে টান পড়েছে। 'উঠে আসছে ওরা।'

পিট লাইন টানতে শুরু করল, দু'হাঁটুর মাঝখানে আটকে রীলটা ঘোরাতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। দুশো মিটার লাইনের অপরপান্তে, সিঙ্কহোলের ভেতরে রয়েছে ডাইভাররা। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, অ্যাডমিরাল ও পিট দু'জনেই হাঁপিয়ে গেছে, লাইনের লাল গিঁটটা উঠে এল। আর পঞ্চাশ মিটার নিচে ওরা।

কিছুক্ষণ পর রশিটা ছেড়ে দিল পিট। 'ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি, নিজেরাই এবার উঠে আসতে পারবে।'

পানির ওপর মাথা তুলল প্রথমে অ্যাল, জোড়া এয়ার ট্যাঙ্ক খুলে ধরিয়ে দিল অ্যাডমিরালের হাতে, তারপর পিটের বাড়ানো হাত ধরে ওঠে পড়ল। তারপর দেখা গেল ড. ডানকানকে। ভদ্রলোক ইউ. এস. জিওলজিকাল সার্ভের একজন হাইড্রোলজিস্ট, সান ডিয়াগোয় ছিলেন, অ্যাডমিরাল যোগাযোগ করার এক ঘণ্টা পর একটা চার্টার করা প্লেনে চড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসেন। মরুভূমির নিচে নদীর কথা শুনে প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন অ্যাডমিরাল তাঁর সঙ্গে কৌতুক করছেন, পরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের সব কাজ ফেলে ডাইভ দেয়ার জন্যে চলে এসেছেন। এয়ার রেগুলেটরের মাউথপীস মুখ থেকে খুলে পিটকে তিনি বললেন, 'পানির এত বড় উৎস আমি কল্পনাও করিনি।'

'তার মানে নদীতে পৌঁছুনোর একটা পথ পেয়েছেন আপনারা!' পিট উল্লসিত।

BanglaBook.org

'সিঙ্কহোল নেমে গেছে প্রায় ষাট মিটার, নিচের ফিডিং স্ট্রীম অনেকগুলো সরু ফাটলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে একশো বিশ মিটারের মত এগিয়ে নদীটার সঙ্গে মিশেছে,' ব্যাখ্যা করল অ্যাল।

হুড খুলে ফেললেন ডানকান, লাল দাড়ি দেখা গেল মুখে। 'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমার ধারণা, সনোরান মরুভূমির নিচে দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন একর-ফুট পানি বইছে প্রতি বছর।'

'আপনার কি ধারণা, এ নদীরই একটা অংশ সেরো এল ক্যাপিরোটের তলায় বইছে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'কোন সন্দেহ নেই, বললেন ডানকান। নদীটার অস্তিত্ব নিজের চোখে দেখার পর এখন আমি বাজি ধরে বলতে পারি লেফ হান্ট ক্যাসল ডোম মাউন্টেনের নিচে যে স্ট্রীমের কথা বলেছিল, এটা সেটাই।'

'তাহলে হান্টের সোনা ভর্তি গিরিখাদের অস্তিত্ব সত্যি আছে।' হাসছে পিট।

'গল্পটা আপনি শুনেছেন?'

'এখন আর গল্প নয়।'

'সত্যি হয়তো নয়,' বললেন ডানকান। আমি এই আবিষ্কারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছি। কয়েক মিলিয়ন জমি চাষাবাদের আওতায় চলে আসবে। হাজার হাজার মানুষ কাজ পাবে। গরু-ছাগলের জন্যে ঘাস পাওয়া যাবে। গোটা মরুভূমিকেই হয়তো আমরা বাগান হয় উঠতে দেখব।'

ডাইভ ইকুইপমেন্টগুলো স্টেশন ওয়াগনে তোলা হলো। অ্যাডমিরাল পিটের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

সীমান্তের এপারে, মার্কিন এলাকায়, ক্যালিক্সিকোন খানিক পশ্চিমে ছোট একটা এয়ারপোর্ট আছে। নুমার একটা প্লেন ল্যান্ড করল, থামল এসে বড়সড় কাস্টমস সার্ভিস ভ্যানের পাশে। কার্গো হ্যাচ থেকে বের করে ভ্যানে তোলা হলো আণ্ডারওয়াটার সারভাইভাল ইকুইপমেন্ট, এই সময় স্টেশন ওয়াগন নিয়ে ওখানে পৌঁছুল অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও অ্যাল।

গাসকিল ও ফ্রান্সিস আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন।

'তালিকা মিলিয়ে সব জিনিস আনতে হিমশিম খেয়ে গেছি আমরা, জানাল পাইলট। 'তবে এনেছি সবই।'

'হোভারক্রাফটের প্রোফাইল নিচু করতে পেরেছে আপনাদের ইঞ্জিনিয়াররা?' জানতে চাইল অ্যাল। পিটের অনুরোধ মনে আছে তার।

BanglaBook.org

'তাড়াহুড়োর মধ্যে তা-ও করা হয়েছে, বলল পাইলট। 'ইঞ্জিনিয়ারা বলেছেন, ওয়াণ্ডারউইঙ্ককে মডিফাই করে ম্যাক্সিমাম হাইট সিক্সটি-ওয়ান সেন্টিমিটারে নামানো হয়েছে।'

'ওয়াশিংটন ফিরে সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাব,' বললেন অ্যাডমিরাল।

ভ্যানের পিছনের কার্গো ডোর বন্ধ করা হয়েছে, এই সময় কাস্টমসের একটা গাড়িতে করে পৌঁছুলেন কার্টিস স্টারগার। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'সমস্যা,' অ্যাডমিরাল!'

'কি সমস্যা?' জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

' মেক্সিকান বর্ডার-পুলিশ এইমাত্র সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কমার্শিয়াল ট্রাফিকও?'

'স-ব। সামরিক হেলিকপ্টার ওদের আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে, কোন প্লেন বা গাড়ি দেখলে ফিরে আসতে বাধ্য করবে।'

অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন গাসকিল। 'তার মানে ব্যাপারটা ওরা আঁচ করতে পেরেছে।'

'আমার তা মনে হয় না। সিঙ্কহোলেল আমাদেরকে কেউ ঢুকতে দেখেনি।'

'তাহলে সিনর মেটোস জোলারদের সাবধান করেছেন, জোলাররা রাজ্য সরকারের অফিসারদের ধরেছে।'

'মি. পিট কোথায়?' জানতে চাইলেন গাসকিল।

'সীমান্তের ওপারে একা হয়ে গেছে সে,' বলল অ্যাল, চিন্তিত।

প্লেনের গায়ে ঘুসি মারলেন অ্যাডমিরাল। 'সব ভেস্তে গেল!'

গাসকিল তাঁর ফেডারেল এজেন্টদের দিকে তাকালেন। 'এঁদেরকে সেটান সিঙ্ক-এ পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে, তোমরা কি বলো?'

স্টারগার ও গাসকিল দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর হাসলেন। 'এসকোবার সম্পর্কে সারা দুনিয়ার লোক জানে,' বললেন স্টারগার। 'কিন্তু আমরা সবাই কি তার গ্যারেজ সম্পর্কে জানি?'

'ব্যাপারটা কি? খুলে বলুন।'

'জুয়ান এসকোবর সীমান্তের ঠিক ওপারে, মেক্সিকোয় থাকত,' ব্যাখ্যা করলেন স্টারগার, তবে এপারে তার একটা রিপেয়ার গ্যারেজ ছিল। ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি তার সম্পর্কে কিছু জানার আগে বেশ কয়েকবার বিপুল পরিমাণে নারকোটিক পাচার করে সে। আমাদের এজেন্টরা তদন্ত করতে গিয়ে দেখে কি. এসবেকাবারের বাড়ি থেকে একটা টানেল শুরু হয়েছে, সীমান্তের

BanglaBook.org

বেড়ার তলা দিয়ে চলে এসেছে গ্যারেজের নিচে। গ্রেফতার করতে দেরি হয়ে যায়, আমরা তাকে ধরার আগেই গ্যারেজটা বন্ধ করে দেয় সে, সপরিবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'আমাদের এক এজেন্ট,' বললেন গাসকিল, 'হিসপানিক, এসকাবারের ওই বাড়িতে বাস করে এখন, তার গ্যারেজটাও সেই চালায়।'

স্টারগার হাসলেন। 'অন্যান্য ড্রাগ ব্যবসায়ীরা যখনই টানেলটা ব্যবহার করতে চেয়েছে, তার মাধ্যমে আমাদের কাস্টমস আর ডিইএ খবর পেয়ে গেছে, এভাবে বিশজনের মত লোককে গ্রেফতার করতে পেরেছি আমরা।'

'তার মানে কি টানেলটা এখনও খোলা আছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'তা নেই, তবে খোলা যায়।'

'আমরা কি আমাদের ইকুইপমেন্ট নিয়ে ওই পথে ওপারে যেতে পারব?' অ্যালকে দেখে মনে হলো তাকে যেন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ইচ্ছে করলে এই সুন্দর পৃথিবীতে আরেকবার জন্ম নিতে পারে সে।

মাথা ঝাঁকালেন স্টারগার। 'ভ্যানটা নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ব। সঙ্গে কিছু লোক নেব, তারা এসকোবারের বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে ইকুইপমেন্টগুলো। তারপর ওগুলো আমাদের আন্ডারকভার এজেন্টের দেখতে পাবে না। ওই ট্রাক ওদিকেই সবাই চেনে, পুলিশ বা আর কেউ থামাবে বলে মনে হয় না।'

জিওর্দিনোর দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'হ্যালো, ইয়ং ম্যান, বন্ধুর জন্যে জান হারাতে রাজি তো? নিষেধ অমান্য করে ভেতরে ঢুকলে মেক্সিকান পুলিশ দেখামাত্র গুলিও করতে পারে।'

BanglaBook.org

৪৯.

সকাল থেকে পাঁচবার পাথুরে পিশাচের গায়ে হেলিকপ্টারের ছায়া পড়ল। দুটো মিলিটারী হেলিকপ্টার আগেই নেমেছে, একপাশে রাখা হয়েছে বিরাট আকৃতির উইঞ্চ, ওটার সঙ্গে প্রায় একই আকৃতির পাওয়ার ইউনিট, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অল্প একটু জায়গায় নেমে এল পুলিশ বাহিনীর 'কপ্টারটা। পিছনের সীটে বসে রয়েছেন বাজা নর্ট-এর পুলিশ বাহিনীর রাফায়েল কোর্টিনা। জানালা দিয়ে পাহাড় চূড়ার ওপর লোকজনের কর্মব্যস্ততা দেখলেন তিনি, কপালে চিন্তার রেখা। নিচে নামলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল আমারুর একজন শিষ্য। তাঁর মনে পড়ল, এই লোককে তিনি একবার গ্রেফতার করেছিলেন লা পাজ-এ সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে। পাঁচ বছর জেল খেটে বেরিয়েছে সে। লোকটা যদি তাঁকে চিনতে পেরে থাকে, কোন আভাস দিল না। তার পিছু নিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়াম হাউস ট্রেইলারে ঢুকলেন তিনি। ট্রেজার রিকভারি প্রজেক্টের অফিস হিসেবে আকাশ পথে আনা হয়েছে এটা।

ট্রেইলারের দেয়ালে আধুনিক ও মূল্যবান তৈলচিত্র দেখে বিস্মিত হলেন কোর্টিনা। একটা অ্যান্টিক সিংহাসনে বসে রয়েছে জোসেফ জোলার, তার সামনের টেবিলটাও তাই — কোন এক দেশের সম্রাট ব্যবহার করতেন। জোলারের দু'পাশে বসেছে তার দুই ভাই। ট্রেইলারে আরও উপস্থিত রয়েছেন ন্যাশনাল অ্যাফেয়ারফানার্দেজ মেটোস ও বাজা পেনিসূলা, উত্তর মেক্সিকোর সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডার কর্নেল ক্যাম্পোস।

কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো কোর্টিনাকে, তারপর ইঙ্গিতে একটা বেয়ারে বসতে বলা হলো। প্রায় নগ্ন, অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী উদয় হলো, পরিবেশন করল শ্যাম্পেন ও ক্যাভিয়ার। সবাইকে একটা স্কেচ দেখাল জোলার, পাহাড়ের নিচে টানেলটা কিভাবে গুহাগুলোর দিকে এগিয়েছে ওটায় তা দেখানো হয়েছে।

'মরুভূমির অতটা নিচে থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা তুলে আনা সহজ কাজ হবে না, বলল সে। 'টানেলটা আরেকটু চওড়া হলে খুশি হতাম আমি।'

'কাজ কেমন এগোচ্ছে?' কোর্টিনা জানতে চাইলেন।

'খানিক আগে সবচেয়ে কঠিন কাজটা ধরা হয়েছে। নদীর ওপারে থেকে হুয়াসকারের চেইন এপারে আনা হয়েছে। এই মুহূর্তে টানেলে রয়েছে সেটা।'

BanglaBook.org

হাতঘড়ি দেখল জোলার। 'এখন থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে কেটে ছোট করা হবে ওটা। মরক্কোয় নিয়ে যেতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই।'

'মরক্কোয় কেন?' মেটোস জিজ্ঞেস করলেন। 'আরিজোনা, গলভেস্টনে আপনাদের অত বড় ওয়্যার হাউস থাকতে?'

'নিরাপত্তার কারণে। অন্তত আর্টিফ্যাক্টের এই চালানটা আমরা যুক্তরাষ্ট্রে রাখতে চাই না। মরক্কোর সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে, সম্ভাব্য সবরকম প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে তারা। এগুলো মরক্কোয় পাঠাবার আরেকটা কারণ আছে। ডিসট্রিবিউশন সেন্টার হিসেবে মরক্কো আদর্শ একটা জায়গা।'

'বাকি নব আর্টিফ্যাক্ট কিভাবে বের করে আনা হবে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ক্যাম্পোস।

'নদীর এপারে আনা হবে ভেলায় তুলে। তারপর স্কি-পিটের লাগানো প্ল্যাটফর্মে তুলে টানেলের ভেতর দিয়ে টেনে আনা হবে।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে উইঞ্চটা রিকুইজিশন করে সেটা কাজের কাজই করেছি আমি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, কর্নেল। আপনার ধার দেয়া হেলিকপ্টারটাও খুব উপকারে লাগছে। আশা করছি আজ সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে সমস্ত গোল্ডেন আর্টিফ্যাক্ট লোড করা হয়ে যাবে।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসটা সুন্দরীর ট্রে থেকে নিলেও, কোর্টিনা এখনও তাকে চুমুক দেননি। 'ট্রেজার মাপার কোন ব্যবস্থা করা যায় কি?'

'প্রফেসর মূর তার স্ত্রী বলছেন, দেড়শো থেকে দুশো টনের মত হবে।'

'গুড গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করলেন কর্নেল ক্যাম্পোস। চুল তাঁর পেকে সাদা হয়ে গেলেও, প্রকাণ্ড কাঠামোর কোন ঢিল পড়েনি। 'আমার কোন ধারণা ছিল না...।'

চার্লস বলল, 'আর্কিওলজিস্টরাও থমরে যাবেন।'

'আর দাম?' জিজ্ঞেস করলেন কোর্টিনা।

'আমাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল সাতশো মিলিয়ন ডলার,' বলল সারাসন। 'এখন মনে হচ্ছে হাজার মিলিয়ন ধরাই ভাল।'

ডাহা মিথ্যা কথা। দেড়শো থেকে দুশো টন সোনার বাজার দরই দু'হাজার মিলিয়ন ডলারের বেশি। তাছাড়া, ওগুলো শুধু সোনা নয়, আর্টিফ্যাক্ট; সে কারণে সোনার যে দাম তারচেয়ে দুই বা এমনকি তিনগুণ দাম পাওয়া যেতে পারে। ন্যায্য দাম পাওয়া গেলে তিন বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

BanglaBook.org

কোর্টিনা ও ক্যাম্পোসের দিকে তাকিয়ে হাসল জোলার। 'এর মানে হলো, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া নর্ট-রে লোকজন চেয়ে এত বেশি দাঁড়াচ্ছে, আমার মনে হয় বোনাসের কথাটা উঠতেই পারে।'

'সুহৃদ কোর্টিনা ঠিকই ভাবছেন,' বললেন কর্নেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, সীমান্ত সীল করাটা আমার জন্যে সহজ কাজ ছিল না।'

মেটোসও সায় দিলেন, 'স্থানীয় ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকরা এরইমধ্যে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন, কারণ কমার্শিয়াল ট্রাফিক বন্ধ করে দেয়ায় ট্যুরিস্টরা আসতে পারছে না। আমাদের দু'জনকেই এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।'

'বোনাস কি রকম হওয়া উচিত, কিছু ভেবেছেন?' কর্নেল ক্যাম্পোসকে জিজ্ঞেস করল জোলার।

'আরও দশ মিলিয়ন ডলার, নগদ,' বললেন মেটোস, তাঁর চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।

মুহূর্তের জন্যে হলেও হতচকিত দেখাল কর্নেল ক্যাম্পোস কোর্টিনাকে, তবে তারপরই তাঁরা একযোগে সায় দিলেন। 'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।'

সারাসন বলল, 'বুঝতে পারছেন তো, হিসাব যা-ই করা হোক, বিক্রির সময় এত দাম আমরা পাব না। পুলিশ কমান্ড্যান্ট কোর্টিনা খুব ভাল করেই জানেন যে চুরি করা আর্টিফ্যাক্ট বিক্রি করতে গেলে আসল দামের মাত্র ত্রিশ ভাগ পাওয়া যায়।'

'দশ মিলিয়ন,' নিজের কথা থেকে একচুল নড়তে রাজি নন মেটোস।

আরও প্রায় দশ মিনিট এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলল। অবশেষে ওদের দাবিই মেনে নিতে হলো জোলারকে। 'ঠিক আছে, আপনারাই জিতলেন। অতিরিক্ত আরও দশ মিলিয়ন ডলার পাবেন।'

গুহার ভেতরটা ঠাণ্ডা, ছেঁড়া কাপড়ে হি হি করছে লরেন। রুডি তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন, যতটুকু শরীরের উষ্ণতা দেয়া শোভন ততটুকু দিচ্ছেন। লাইমস্টোনের গায়ে সরু একটা ফাটল, তার ভেতর বন্দী করে রাখা হয়েয়ে ওদেরকে।জায়গাটা এত নিচু যে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর একটু আরাম পাবার জন্যে নড়লেই ফাঁক দিয়ে অস্ত্রের নল ঢুকিয়ে খোঁচা মারবে গার্ড।

ইতিমধ্যে গোল্ডেন চেইন কেটে দু'টুকরো করা হয়েছে, টানেল দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শেষ মাথায়। তখনও রুডি ও লরেন পাহাড়ের ওপর ছিল। উইঞ্চে তুলে গোল্ডেন চেইনের টুকরো দুটো ওপরে তোলার আয়োজন করা হচ্ছে, এই সময় ওদেরকে পাহাড়ের চূড়া থেকে টানেলে নামিয়ে আনে

BanglaBook.org

আমারু। ইনকা প্রহরীদের মমি যেখানে পাওয়া গেছে, সেই গুহার ভেতরে এই ফাটলটায় বন্দী করে রেখেছে দু'জনকে। বলে গেছে, লরেনকে নিয়ে বিশেষ একটা প্ল্যান আছে তার। লরেন জানে না, ওদের খোঁজে পাহাড় চূড়ায় উঠেছেন মূর দম্পত্তি, কিন্তু ওদেরকে না পেয়ে আবার টানেলে নামতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

'পালাবার সুযোগ করে দিবেন বলে মিসেস মিকি আমাকে কথা দিয়েছেন,' বলল লরেন। 'ভাবছি তাঁরা কি জানেন আমরা এখানে?'

'বোধহয় জানেন না।'

চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল, তবে কোন শব্দ করছে না লরেন। এক সময় বলল, মেরে ফেলে ফেলুক প্রার্থনা করি আমার যেন কোন অমর্যাদা না হয়। ওই লোকটা ইঙ্গিতে কি যেন বলে গেল...।'

'ওরা বোধ হয় আমাদের কথা ভুলে গেছে,' বললেন রুডি।

'তাহলে এখানে আমাদের জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে। কেউ জানে না আমরা কোথায়।'

'ডার্ক পিট আন্দাজ করে নেবেন।'

মাথা নাড়ল লরেন। 'থামুন, প্লীজ। পিট যদি বেঁচেও থাকে, সেনাবাহিনী আর পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে এখানে সময়মত পৌঁছুতে পারবে না সে।'

'আপনি তাঁকে চেনেন না!'

এত কষ্টও ভয়ের মধ্যেও হাসল লরেন। 'চিনি বৈকি, খুব ভাল করে চিনি। হি ইজ ওনলি হিউম্যান। তাকে দিয়ে মিরাকল সম্ভব, সে নিজেও একথা বিশ্বাস করে না।'

গোল্ডেন চেইনের প্রথম অংশটা দিনের আলোয় তুলে আনার পর সবাই ঘিরে দাঁড়াল সেটাকে। একসঙ্গে বেশি সোনা দেখে দম আটকে এল প্রত্যেকের। কয়েক শো বছর ধরে ধুলো লাগলেও, রোদ পড়ায় যে হলুদ উজ্জ্বলতা ফুটল তাতেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

এত বছর ধরে আর্টিফ্যাক্ট চুরি করে আসছে জোলার পরিবার, কিন্তু তারাও এর সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোন শিল্পকর্ম আগে কখনও দেখেনি। সারা দুনিয়ার চারজনেরও কম কালেক্টর এই গোল্ডেন চেইন কেনার সামর্থ্য রাখে। দৃশ্যটা আরও মনোমুগ্ধকর ও অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল দ্বিতীয় অংশটা তুলে এনে প্রথমটার পাশে রাখার পর।

'মাদার অভ হেভেন!' হাঁপিয়ে উঠে বললেন কর্নেল ক্যাম্পোস। 'একেকটা লিঙ্ক আমার কব্জির চেয়েও মোটা।'

BanglaBook.org

'মানলাম ইনকারা দক্ষ স্বর্ণকার ছিল, কিন্তু এত বড় একটা চেইনে এরকম সূক্ষ্ম কাজ কিভাবে করা সম্ভব!' বিড়বিড় করল জোলার।

জমিনে হাঁটু গেড়ে লিঙ্কগুলো পরীক্ষা করল সারাসন। 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্রতিটি লিঙ্ক একই মাপের, এতটুকু ছোট বড় নয়।'

চেইনের পাশ ঘেঁষে হেঁটে এলেন কমান্ড্যান্ট কোর্টিনা, শেষ মাথার একটা লিঙ্ক ধরে অতি কষ্টে তুললেন তিনি। 'প্রতিটির ওজন হবে কম করেও পঞ্চাশ কিলো।'

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজার, কোন সন্দেহ নেই,' চার্লসের গলা কাঁপছে।

আমারুর দিকে তাকাল সারাসন। 'হেলিকপ্টারে তোলার ব্যবস্থা করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল আমারু, তাদের সঙ্গে যোগ দিল মেক্সিকো সেনাবাহিনীর লোকজন,; এমন কি কোর্টিনা, মেটোস আর ক্যাম্পোসও হাত লাগালেন কাজে। প্রচুর ঘাম ঝরল, ফর্কলিফটের সাহায্যে অবশেষ অংশ দুটো এক জোড়া হেলিকপ্টারে তোলা হলো।

হেলিকপ্টার দুটো দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে জোলার তার ভাইদের বলল, 'এখন আর কেউ বাধা দিতে পারবে না আমাদের। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, এখানের কাজ সেরে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারব আমরা।'

BanglaBook.org

৫০.

'পিছনের দরজা দিয়ে সেরো এল ক্যাপিরোটে ঢুকে লরেন ও রুডিকে উদ্ধার করার প্ল্যানটা অ্যাডমিরালের দৃষ্টিতে শুধু পাগলামি নয়, আত্মহত্যার সামিল বলে মনে হলো তবে এ-ও তিনি জানেন, কেন পিট প্রাণের ওপর ঝুঁকিটা নিতে চাইছে। আর্টিফ্যাক্ট উদ্ধার করার এই অ্যাসাইনমেন্টটা, রুডি আর লরেন ওকে সাহায্য করতে এসে বিপদে পড়েছে, কাজেই নৈতিক দায়িত্বের তাগিদ অনুভব করছে পিট। আরও একটা ব্যাপার হলো, লরেন আর ওর সম্পর্ক।

যদিও পিটকে বোঝা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, ভাবলেন অ্যাডমিরাল। ভালবাসার কারণে, বিবেকের তাড়নায় অনেক মানুষই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে পারে। পিটের বেলায় আরও একটা কারণ সব সময় থাকে। সেটা হলো অজানাকে চ্যালেঞ্জ করা, শয়তানের মুখের ওপর হাসা, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়া। মুখ্যত: এই প্রবণতাই রোমাঞ্চপ্রিয় পিটকে পরিচালিত করে।

আর জিওর্দিনোর ব্যাপারটা হলো, বন্ধু হলেও পিটের ভক্ত সে, প্রয়োজন হলে ফুটন্ত লাভায়ও পিটের সঙ্গে লাফ দিতে দ্বিধা করবে না।

অ্যাডমিরাল ইচ্ছে করলে ওদেরকে বাধা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেও তো একজন জুয়াড়ী, অসম্ভব ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত বলেই নুমার মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে খাড়া রাখতে পেরেছেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ হলো, এই অ্যাডভেঞ্চারে তিনি নেতৃত্ব দিতে পারছেন না।

হাফটনী পিকআপ ট্রাক থেকে ডাইভ গিয়ার বয়ে আনলেন তিনি, তাকালেন ড. ডানকানের দিকে। ডানকান টিউব আকৃতির সিঙ্কহোলের পাশে বসে রয়েছেন, ব্যস্ত হাতে স্বচ্ছ একটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপের নিচে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ম্যাপ বসাচ্ছেন। দ্বিতীয় চার্টে পরিচিত আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেম দেখানো হয়েছে। তাঁর পাশে বাকি সবাইও ব্যস্ত, ডাইভ গিয়ার, ফ্লোট ইকুইপমেন্ট সেটা করছে। 'স্যাটানস্ সিঙ্কহোল থেকে সেরো এল ক্যাপিরোটের দূরত্ব, সোজা পথে, ত্রিশ কিলোমিটার,' বললেন তিনি, ঠিক কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়।

সিঙ্কহোলের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে পানির দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'প্রকৃতির কি ধরনের আচরণ মাটির নিচে এরকম নদী তৈরি করে?'

BanglaBook.org

'প্রায় ষাট মিলিয়ন বছর আগে,' জবাব দিলেন ডানকান, 'প্রকৃতির নড়াচড়ায় লাইমস্টোনে একটা ত্রুটি মানে একটা ফাটল বুঝতে হবে। সেই ফাটল ধরে ভেতরে ঢোকে পানি, লাইমস্টোন ভেঙে এক সারিতে অনেকগুলো গুহা তৈরি করে।'

পিটের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল। 'ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে করো?'

'নাইন নট স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেলে,' বলল পিট, 'সেরো এল ক্যাপিরোটের ভেতরে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে।'

দ্বিমত পোষণ করলেন ডানকান। 'এঁকেবেঁকে এগোয়নি, এমন নদী দেখিনি কখনও। সময়টা আরও দু'ঘণ্টা বাড়িয়ে ধরুন।'

'গা থেকে কাপড় খুলছে অ্যাল, বলল, 'ওয়ান্ডারউইং থাকায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব আমরা।'

'শুধু যদি সামনে খোলা পানিপথ পান। আপনারা অজানা একটা জগতে ঢুকছেন। কি সব বাধা অপেক্ষা করছে, আগে থেকে জানা নেই। নদীটা হয়তো হঠাৎ ঝপ করে দশতলা নিচে নেমে গেছে, কিংবা সামনে হয়তো হঠাৎ দেখতে পেলেন শুধু পাথর আর পাথর। এ-সব বাধা পেরুতে অনেক সময় বেরিয়ে যাবে....।'

'আর কিছু? হাসছে অ্যাল, ডানকানের আশঙ্কা তাকে স্পর্শ করছে না। 'রক্তচোষা বাদুড় কিংবা ছয় প্রস্থ চোয়াল সহ দানব, আমাদেরকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে বলে অপেক্ষা করছে?'

'আমি আপনাদেরকে শুধু সাবধান থাকার পরামর্শ দিচ্ছি,' বললেন ডানকান। 'আমার ধারণা, রিভার সিস্টেমের মূল অংশটা মাটির একটা ফল্ট-এর ভেতর দিয়ে বইছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, চ্যানেলটা এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, তবে গভীরতা সবখানেই কমবেশি সমান।

ভদ্রলোকের কাঁধ চাপড়ে পিট বলল, 'বুঝতে পারছি, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ওরা যখন সিঙ্কহোলের ফিডার স্ট্রীম থেকে নদীতে বেরুবে তখন কি কোন এয়ারপকেট পাবে?'

'হ্যাঁ, নদীর পানি থেকে পাথুরে সিলিং দশ ফুট উঁচু।'

'কত দূর বিস্তৃত?'

'লাইনের মাথায় আটকা ছিলাম আমরা, তীব্র স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, বেশি কিছু দেখার সুযোগ হয়নি।'

'ভাগ্য ভাল হলে পুরো পথেই বাতাস পাবে ওরা...।'

BanglaBook.org

'ভাগ্য অনেক ভাল হতে হবে,' বললেন ডানকান। 'পাতালের এই নদীটা অসম্ভব লম্বা।'

অ্যাল তার আন্ডারওয়াটার ক্যামেরাটা দেখাল। 'আপনার জন্যে আমি প্রচুর ছবি তুলে আনব।'

'ধন্যবাদ,' বললেন ডানকান। 'আপনাদের কাছে আরও একটা আবদার আছে আমার।'

হাসল পিট। 'বলে ফেলুন।'

পিটের হাতে প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিলেন ডানকান। 'এটা একটা ডাই ট্রেসার। ট্রেজার চেম্বারে পৌঁছুনোর পর নদীতে ফেলে দিলেই হবে। স্রোতে ভেসে যাবার সময় নির্দিষ্ট সময় পরপর ডাই বেরুবে এটা থেকে। বিনিময়ে সবচেয়ে ভাল মেক্সিকান ডিনার খাওয়াবো আপনাদের।'

'আপনি জানতে চান নদীর আউটলেট গালফের কোথায় বেরিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকালেন ডানকান। 'তাহলে গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রোলজিক লিঙ্কটা পেয়ে যাব আমরা।'

কমিউনিকেশন সিগন্যাল কি হবে ঠিক করে নিল ওরা। সিদ্ধান্ত নিল কার কাছে কি ইকুইপমেন্ট থাকবে। পিটের ওয়েট স্যুট পরছে, অ্যাডমিরাল বললেন, 'প্রেশারাইজড ড্রাই স্যুট পরছ না তাহলে?'

'নদীর পানি অত বেশি ঠাণ্ডা নয়,' বলল পিট। 'ড্রাই স্যুটে এয়ার ট্যাঙ্ক থাকে, নড়াচড়ায় অসুবিধে।' ব্যাকপ্যাকের বদলে নিতম্বের কাছে এয়ার ট্যাঙ্কটা হারনেরস দিয়ে আটকে নিল ও, সরু প্যাসেজ দিয়ে এগোতে সুবিধে হবে। অন্যান্য আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে এক বোতলা খাঁটি অক্সিজেনও নিল, ডিকমপ্রেশনের জন্যে। সব শেষে নিল ওয়েট বেল্ট আর বয়্যান্সি কমপেনসেটর।

প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন অ্যাডমিরাল। সবাই জানে পাতালের নদীতে যদি কোন বিপদে পড়ে ওরা, বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

সিঙ্কহোলের কিনারা থেকে হড়কে পানিতে নামল পিট আর অ্যাল। ডানকান ও অ্যাডমিরাল লম্বা একটা প্রেশারসীলড অ্যালুমিনিয়াম ক্যানিস্টার ধরাধরি করে তুললেন, সেটার একদিকের প্রান্ত নামিয়ে দিলেন সিঙ্কহোলে। ক্যানিস্টারটা এক মিটার চওড়া, চার মিটার লম্বা, মাঝখানে জয়েন্ট থাকায় আঁটসাঁট জায়গায় সহজে ব্যবহার করা সম্ভব। নিউট্রাল বয়্যান্সি আনার জন্যে লীড ব্যালাস্ট লাগানো আছে, জিনিসটা তাই ভারি আর অদ্ভুতদর্শন, তবে পানির তলায় একজন ডাইভার সহজেই ওটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

BanglaBook.org

মাউথপীস কামড়ে ধরে মাস্ক অ্যাডজাস্ট করল অ্যাল, ক্যানিস্টারের সামনের পান্তে বসানো হ্যান্ডপ্রিপটা ধরল, সে এবং ক্যানিস্টার ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল পানির নিচে। পানি থেকে মুখ তুলে ডানকানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল পিট।

'শুধু লক্ষ রাখবেন স্রোতের টানে আপনারা যেন ট্রেজার চেম্বারকে ছাড়িয়ে না যান,' সতর্ক করে দিলেন ডানকান। 'ওই পজিশন থেকে গালফের যেখানে বেরিয়েছে নদীটা, দূরত্ব একশো কিলোমিটারের বেশি।

'চিন্তা করবেন না।'

'ঈশ্বর যেন আপনাদের সঙ্গে থাকেন।'

এরপর পিট অ্যাডমিরালের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'ক্রীম আর বরফ দেয়া চিঙড়ি মাছ রাখবেন আমার জন্যে, অ্যাডমিরাল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অ্যাডমিরাল বললেন, 'খুশি হতাম অন্য কোন পথে যদি পাহাড়টার ভেতর ঢোকা যেত।'

'এটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

'লরেন আর রুডিকে ফিরিয়ে আনো, পিট।' হঠাৎ উথলে ওঠা ভাবাবেগ সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল।'

'ওদের আপনি খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন,' কথা দিল পিট, তারপর ডুব দিল পানির তলায়।

BanglaBook.org

৫১.

রেডিও অপারেটরের গলা ক্যাপ্টেন হুয়ান ডিয়েগোর দিবা স্বপ্নটা ভেঙে দিল, মোচাকৃতি পাহাড়টার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা কদার্য ভাব আছে সেরো এল ক্যাপিরোট আর ওটাকে ঘিরে থাকা মরুভূমিতে, ভাবল সে। 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার, সার্জেন্ট?'

রেডিও অপারেটরকে হতভম্ব দেখাচ্ছে, তবে পিছন ফিরে থাকায় তা দেখতে পাচ্ছে না ডিয়েগো 'প্রতি ঘণ্টায় সিকিউরিটি পোস্টে রিপোর্ট করার কথা, কিন্তু চার আর ছ'নম্বর পোস্ট থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিয়েগো। ভাবল, অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটাই অস্বাভাবিক। কর্নেল ক্যাম্পোস তাকে নির্দেশ দিয়েছেন পাহাড়টার চারদিকে সিকিউরিটি পেরিমিটার তৈরি করতে হবে। তাঁর নির্দেশ পালন করছে সে। কোন কারণ দেখানো হয়নি, সেও কোন প্রশ্ন করেনি। কৌতূহল চেপে হেলিকপ্টারগুলোর আসা-যাওয়া দেখেছে ডিয়েগো। পাহাড়ের মাথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। 'পাঁচ নম্বর পোস্টে কর্পোরাল পিনেডার সঙ্গে যোগাযোগ করো। চার আর ছ'নম্বরে কি ঘটছে দেখার জন্যে একজন লোক পাঠাও। 'ফিল্ড ডেস্কে বসে রিপোর্ট লিখল সে। সম্ভবত কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টে গোলযোগ দেখা দেয়ায় চার ও ছ'নম্বর পোস্ট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রেডিও অপারেটর জানাল, 'পাঁচ নম্বর থেকেও কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

এবার ডিয়েগো ঘাড় ফেরাল। 'দেখো দেখি, তোমার ইকুইপমেন্ট কাজ করছে কি না!'

ইয়েস, স্যার। ট্রান্সমিটার ঠিকমতই কাজ করছে।'

'এক নম্বর পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

হেডফোন অ্যাডজাস্ট করে সিগন্যাল পাঠাল রেডিও অপারেটর। কয়েক মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। পোস্ট ওয়ানও সাড়া দিচ্ছে না।'

'আমি দেখছি।' অস্বস্তিবোধ করছে ডিয়েগো। পোর্টেবল রেডিওটা তুলে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সে, এগোল কমাণ্ড ভেহিকেল-এর দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে,তাকিয়ে থাকল হাঁ করে।

BanglaBook.org

আর্মি কমান্ড ভেহিকেল দাঁড়িয়ে আছে সামনের বাঁ দিকে জ্যাক লাগানো অবস্থায়, হুইল আর স্পেয়ার টায়ার গায়েব হয়ে গেছে। 'কি ঘটছে এখানে?' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। কর্নেল ক্যাম্পোস কি তাকে পরীক্ষা করছেন?

ঘুরলো ডিয়েগো, তাঁবুর দিকে এগোল। কিন্তু আবার তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে তিনজন লোক। তিনটে রাইফেল তার বুকের দিতে তাক করা। তার মনে প্রথম যে প্রশ্নটি জাগল সেটা হলো, ইন্ডিয়ানরা কেন তার ইকুইপমেন্ট নষ্ট করবে? 'এটা সামরিক এলাকা,' বলল সে। 'এখানে তোমাদের প্রবেশাধিকার নেই।'

'যা বলা হবে তাই করো,' হুমকি দিল বিলি ইয়োমা। 'তা না হলে তুমি আর তোমার লোকজন মারা পড়বে।'

হঠাৎ আন্দাজ করতে পারল ডিয়েগো তার সিকিউরিটি পোস্টগুলোয় কি ঘটে গেছে। তবু তাজ্জব লাগছে তার কাছে। মাত্র কয়েকজন ইন্ডিয়ান একটাও গুলি না করে চল্লিশজন দক্ষ সৈনিককে কাবু করতে পারে না। 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও তোমরা,' বিলিকে বলল সে, ওকেই লিডার মনে হচ্ছে। 'তা না হলে আমার লোকজন এসে তোমাদেরকে গ্রেফতার করবে।'

'তোমার লোকজন সবাই এখন আমাদের বন্দী,' বলল বিলি। 'ওদেরকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।'

'অসম্ভব...।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বিলি, পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে বলল, 'তাঁবুর ভেতর রেডিওটা অচল করে দাও।'

'তোমরা পাগলামি করছ। সরকারী ইকুইপমেন্ট নষ্ট করতে পারো না।'

'তোমরা আমাদের এলাকায় ঢুকে অন্যায় করেছ,' নিচু গলায় বলল বিলি।

'আমি অর্ডার করছি, হাতের অস্ত্র ফেলে দাও,' বলে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ডিয়েগো।

ঝট করে এগিয়ে এসে তার পেটে রাইফেলের মাজল চেপে ধরল বিলি, চেহারায় কোন ভাব নেই। 'বাধা দিয়ো না। এখন যদি ট্রিগারে টান দিই, পাহাড় থেকে কেউ শুনতে পাবে না।'

হঠাৎ ব্যথা পেয়ে ডিয়েগো বুঝতে পারল, এদের সঙ্গে চালাকি চলবে না। এই মরুভূমিতেই জন্ম ও বসবাস, গোটা এলাকায় ভূতের মত চলাফেরা করে ইন্ডিয়ানরা। তার ওপর হুকুম আছে পসপেক্টর বা শিকারীদের বাধা দিতে হবে, স্থানীয় সশস্ত্র ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। হোলস্টার থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা ধীরে ধীরে বের করে বিলির একজন লোকের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

BanglaBook.org

'তোমার রেডিওটা হাতবদল করল ডিয়েগো। 'এর মানে কি? কেন তোমরা এ কাজ করছ?' জানতে চাইল সে। 'আইন ভাঙার শাস্তি কি জানো তো?'

'তোমরা আমাদের পবিত্র পাহাড়ের অমর্যদা করছ,' বলল বিলি। 'আইন আমরা ভাঙছি, না তোমরা? আর কোন কথা নয়। চুপচাপ আমাদের সঙ্গে হাঁটতে থাকো।'

ডিয়েগো আর তার রেডিও অপারেটরকে আধা কিলোমিটার হাঁটিয়ে পাহাড়ের পাশে একটা ঝুল-পাথরের নিচে নিয়ে এল ওরা। পাহাড় ছূড়া থেকে জায়গাটা দেখা যায় না। এখানে ডিয়েগো তার পুরো কোম্পানীকে দেখতে পেল। জড়োসড়ো হয়ে এক জায়গায় বসে আছে সবাই কয়েকজন সশস্ত্র ইন্ডিয়ান তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে।

কমান্ডিং অফিসারকে দেখে বন্দীরা সবাই একযোগে উঠে দাঁড়াল। দু'জন লেফটেন্যান্ট ও একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এসে স্যালুট করল ডিয়েগোকে।

'একজনও পালাতে পারনি?' জিজ্ঞেস করল ডিয়েগো।

একজন লেফটেন্যান্ট মাথা নাড়ল। 'না, স্যার। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ে ওরা।'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে ইন্ডিয়ানদের দেখল ডিয়েগো। সব মিলিয়ে ষোলোজন ওরা। 'তোমরা মাত্র এই ক'জন তার গলায় অবিশ্বাস।

'বিলি বলল, 'এর বেশি দরকার কি?'

'আমাদের নিয়ে কি করবে তোমরা?'

'কিছুই না। কেউ যাতে আহত না হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল আছে। তোমরা সবাই ঘণ্টা কয়েক ঘুমাও, তারপর ছাড়া পাবে। ছাড়া পেয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যাবে।

'আর যদি আমরা পালাবার চেষ্টা করে?'

'সেক্ষেত্রে গুলি খাবে। তোমরা খুব ভাল করেই জানো, পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে ছুটন্ত খরগোশ ফেলে দিতে পারি আমরা।'

ডিয়েগোর দিকে পিছন ফিরল বিলি, পাহাড়ের দক্ষিণ প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটলের দিকে এগোল। ইন্ডিয়ানরা কেউ কোন কথা বলল না, বিলিকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল দশজন। বাকি পাঁচজন বন্দীদের ঘিরে দাঁড়াল।

এই ফাটলের ভেতরে দিয়ে আগেও একবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে বিলি। এবার ভুল পথগুলো এড়িয়ে যেতে পারল, ফলে দ্রুত উঠে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

আক্রমণ করতে যাচ্ছে বিলি, লোক সংখ্যা আরও বেশি হলে খুশি হত। আসলে পাহাড়টাকে ভয় পায় না এমন লোকজন বেশি পায়নি সে।

BanglaBook.org

সমতল একটা কার্নিশে পৌঁছুল বিলি, দম নেয়ার জন্যে থামল এখানে। পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখল। চিন্তার কিছু নেই, বিশ মিনিট এগিয়ে আছে তারা।

অনেক ওপরে, পাহাড়ের চূড়ায়, মৌচাকের চারধারে ভেসে থাকা মৌমাছির মত শূন্যে স্থির হয়ে রয়েছে হেলিকপ্টারগুলো। বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি আর্টিফ্যাক্ট ভরা হয়েছে ওগুলোয়। আকাশের আরও ওপরে ওঠার পর দিক বদল করল পাইলটরা, রওনা হয়ে গেল অলটার মরুভূমির উদ্দেশে।

কর্নেল ক্যাম্পোসের লোকজন এত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে যে পাহাড়ের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা সিকিউরিটি ফোর্স-এর কথা তাদের মনেই নেই। চূড়ার রেডিও অপারেটর হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করতে ব্যস্ত, ক্যাপ্টেন ডিয়েগোর কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কেউ একবার উঁকি মেরে দেখল না। যে তাঁবুগুলো খালি হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ানদের ছোট একটা দল ঢাল বেয়ে উঠে আসছে চূড়ায়, তা-ও কারও নজরে পড়ল না।

পুলিশ কমান্ড্যান্ট কোর্টিনার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। সেরো এল ক্যাপিরোটের মাথা থেকে আকাশে উঠল তাঁর হেলিকপ্টার হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। 'কপ্টারের জানালা দিয়ে পাথুরে পিশাচটার দিকে তাকিয়ে আছেন, এই সময় চোখের কোণে কি যেন ধরা পড়ল। চোখে রোদ লাগছে, একটা হাত তুলে আড়াল করলেন তিনি। আবার ভাল করে তাকাতে তাঁর মনে হলো পাথুরে পিশাচটা হাসছে।

BanglaBook.org

৫২.

মনে হলো নীলচে কুয়াশা ভরা প্রকাণ্ড একটা সোডা স্ট্র-র ভেতর অবাধে খসে পড়েছে ও। সিঙ্কহোলের খাড়া শ্যাফট গোলাকার ও মসৃণ, প্রায় যেন পালিশ করা। স্বচ্ছ পানির খানিক নিচে অ্যালকে দেখা না গেলে শ্যাফটটাকে তলাবিহীন বলে মনে হত ওর। ফিন নেড়ে সহজেই জিওর্দিনোর নাগাল পেয়ে গেল, সে ওদের ড্রাট্র্যান্সপোর্ট কন্টেইনারটাকে টো করে নিয়ে যাচ্ছে, শ্যাফটের তলায় পৌঁ বাঁক ঘুরছে ধীরে ধীরে। পিট ক্যানিস্টারের পিছনের প্রান্তটায় চাপ দিল, তারপর অনুসরণ করল ওটাকে।

ডেপথ-গজের কাঁটায় চোখ রাখল ও। ঘা মিটারের ঘরে স্থির হয়ে আছে, তার মানে একশো সাতানব্বুই ফুট গভীরতায় রয়েছে ওরা। এখানে থেকে ফিডার স্ট্রীম ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে নদীর দিকে, ফলে পানির চাপ কমে যাবে।

আন্দেজের ঢালে যে কুয়ার ভেতর নেমেছিল পিট, এটার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ওখানে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট সহ একটা সেফটি লাইন ছিল। গুহায় ঢুকে ড. শ্যানন আর রজার্সকে উদ্ধার করতে যাবার সময়টা ছাড়া পানির সারফেস দৃষ্টি সীমার বাইরে ছিল না কখনও। আর এখানে ওরা এমন এক নির্ভেজাল অন্ধকারে ঢুকছে যেখানে কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী কখনও ঢোকেনি।

ক্যানিস্টার ঠেলে ফিডার স্ট্রীমের মোচড় আর বাঁকগুলো পেরিয়ে নদীর দিকে এগোচ্ছে ওরা, পিটের মনে পড়ল কেভ ডাইভিং দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক স্পোর্টস-এর মধ্যে একটা। তোমার চারপাশে থাকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, জানো নিরেট পাথরের অনেক নিচে রয়েছ তুমি, সামনে কি আছে কোন ধারণা নেই, সেই সঙ্গে স্নায়ুতে আঘাত করে অটুট নীরবতা। এসব কারণে মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে, যায়ও, ট্রেনিং বা ইকুইপমেন্ট কোন সাহায্যে আসে না। আশ্চর্য এই যে তারপরও কেভ ডাইভিং-এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমেনি।

নদীর দিকে এগোনো হরাইজন্টাল ফাটলটা কখনও চওড়া কখনও সরু হয়ে গেছে। সিঙ্কহোল থেকে তিনশো ফুট এগিয়ে বাইরের আলো শতকরা প্রায়

BanglaBook.org

নব্বই ভাগ হারাল ওরা। হেডহ্যাট-এর সঙ্গে লাগানো ল্যাম্পের সুইচ অন করল দু'জনেই। দ্রুত আরেকবার ডেপথ গজের ওপর চোখ বুলাল পিট। পানির সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছে ওরা, সারফেস এখন আর মাত্র ছেষট্টি ফুট ওপরে।

থামল অ্যাল, ঘুরল, হাত নাড়ল একটা। নদীতে বেরুবার আউটলেটে পৌঁছে গেছে ওরা। হাত ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল পিট। ট্র্যান্সপোর্ট ক্যানিস্টারের স্ট্যাপে একটা বাহু গলাল, অকস্মাৎ তীব্র সোত বা অপ্রত্যাশিত আলোড়ন ওটা যাতে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে না পারে।

ফাটল থেকে নদীতে বেরিয়ে আসতে কোন সমস্যা হলো না, সাহায্য করল ক্যানিস্টারটা। অ্যাল যতটা সম্ভব ওটার চওড়া দিক নিজের সামনে রেখেছিল ফলে স্রোত তাকে ভাটির দিকে টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিটও ফিডার স্ট্রীম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

আগেই প্ল্যান করা ছিল, শান্তভাবে কাজ শুরু করল ওরা। বয়্যান্সি কমপেনসেটর, ক্যানিস্টারের লীড ওয়েট রিলিজ করল, তারপর ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে, একই সঙ্গে ভাটির দিকে ভেসে যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ মিটার এগোনার পর পানির সারফেস পেল ওরা, ওদের আলোয় বড়সড় একটা খোলা গ্যালারি দেখা গেল। সিলিঙে অদ্ভুত দর্শন কালো পাথর, লাইমস্টোন নয়। আলোটা স্থির হবার পর ভলকানিক বলে চিনতে পারল পিট। ভাগ্য ভাল, নদীটা বইছে শান্তভাবে, পাথরে বাধা পেয়ে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করছে না। তবে প্যাসেজের দেয়াল পানি থেকে উঠে গেছে খাড়াভাবে, ওদের বিশ্রাম নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

রেগুলেটার মাউথপীস খুলে ফেলল পিট। 'পাড়ে খোলামুখ আছে কিনা চোখ রাখো।'

'রাখছি,' কাঁধের ওপর হাত দিয়ে বলল অ্যাল।

সিলিঙের প্রকৃতি বদলে গেল, ভলকানিকের বদলে লাইমস্টোন দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ভোঁত লাগল কানে, তারপর গর্জনের মত কানে বাজল শব্দটা- প্যাসেজের দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। তার মানে কি সামনে জলপ্রপাত?

'সাবধান!' চিৎকার করল পিট। 'ডিগবাজি খেতে হতে পারে!'

মাথাটা নিচের দিকে কাত করল পিট, ওর হাডহ্যাটের আলো যাতে সরাসরি সামনে পড়ে। অবশ্য কোন লাভ হলো না। একটু পরই পানি থেকে ওঠা বাষ্পের মত কুয়াশায় ভরে গেল গোটা প্যাসেজ। কল্পনার চোখে নিজেকে পিট দেখতে পেল নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে কোন বারেল ছাড়াই খসে পড়ছে। গর্জনটা এখন কান ফাটানো। চোখের পলকে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল অ্যাল।

BanglaBook.org

পিট শুধু কোনরকমে ক্যানিস্টারটা ধরে থাকতে পারছে, ওকে গ্রাস করে ফেলল সীমাহীন এক স্প্রে, হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার কথা ওর মনে থাকল না। শরীরটা খসে পড়বে, সেজন্যে শক্ত করল পেশী। কিন্তু পতনটা ঘটল না। নদী কোন খাদে লাফ দেয়ার গর্জনটা হচ্ছে না। আসলে লাইমস্টোনের সিলিং থেকে অঝোর বর্ষণের মত নেমে আসছে পানির অসংখ্য ধারা। তার মানে অন্য আরও একটা উৎস থেকে পাতাল নদী পানির সরবরাহ পাচ্ছে। মরুভূমির ঠিক নিচেই এ-ধরনের পানির উৎস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল পিট।

ঝর্ণার ধারাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার খানিক পর কুয়াশা থেকেও বেরিয়ে এল ওরা। পিট দেখল, দু'পাশে দেয়াল চওড়া হতে শুরু করেছে, ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে ছাদ, উঠে গেছে প্রকাণ্ড এক ফাঁকা চেম্বারে।

সামনে থেকে অ্যাল বলল, 'ত্রিশ মিটার সামনে বাঁ দিকে থামার মত একটা জায়গা আছে।'

দুজনেই ওরা স্রোত থেকে সরে গভীর পানিতে চলে এল। নদীর তলায় ফিন ঠেকল, ক্যানিস্টারটা টেনে নিয়ে তীরে উঠল অ্যাল। একটু পর তার পাশে এসে বসল পিট।

ফিন আর গগস খুলে ফেলল ও। এয়ার ট্যাঙ্ক খুলছে, মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে উজানের দিকে হেঁটে গেল খানিকটা। ক্যানিস্টার থেকে নিজেকে মুক্ত করে ওর পিছু নিল অ্যালও।

'এত দূর আসতে পারায় আনন্দ লাগছে আমার' বলল সে।

'আমি বলতে পারি, এখনও বেঁচে থাকায় আমিও অখুশি নই,' জবাব দিল পিট।

'কতদূর এসছি?'

বাহুতে স্ট্র্যাপে দিয়ে আটকানো কমপিউটরে টোকা দিল পিট। 'দুই কিলোমিটার।'

'বাকি থাকল আরও আটাশ কিলোমিটার,' বিড়বিড় করল অ্যাল।

'হ্যাঁ,' বলল পিট, অভয় দিয়ে হাসছে ও। 'তবে এখন থেকে আমাদের চলাফেরায় একটা স্টাইল থাকবে।'

BanglaBook.org

পাঁচ মিনিট পর ওয়াভারউইং-এর আটটা এয়ার চেম্বারই ভরে ফেলা হলো, পুরোপুরি উঠেলানো হয়েছে খোল, এখন ওটা নদীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। ওয়াটার রেসকিউ রেসপন্স ভেহিকেল হিসেবে পরিচিত, এই অদ্ভুতদর্শন হোভারক্রাফট পানির বিপুল আলোড়নেও ভেসে থাকে, চোরাবালিতে চলতে

পারে, চলতে পারে বরফের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রে এটা ব্যবহার করে দমকল বাহিনী আর পুলিশ অসংখ্য ডুবন্ত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

দশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। একটা ফোর-সাইকেল পঞ্চাশ হর্স পাওয়ার এঞ্জিন ওটাকে সমান সারফেসে ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

'নুমার ইঞ্জিনিয়াররা হাইটা ভালই কমিয়েছে,' মন্তব্য করল অ্যাল।

'হরাইজন্টাল ইঞ্জিন আর ফ্যান লাগাবার বুদ্ধিটা সত্যি দারুণ,' একমত হলো পিট।

'আশ্চর্য ক্যানিস্টারের ভেতর কী পরিমাণ ইকুইপমেন্ট ভরে দিয়েছে ওরা!'

আবার রওনা হবার আগে ক্যানিস্টারের ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করে বেঁধে নিল ওরা। দশটা রিজার্ভ এয়ার ট্যাঙ্ক, হোভারক্রাফট রিইনফ্লেট করার জন্যে অতিরিক্ত কয়েকটা এয়ার বটল, একজোড়া এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং লাইটসহ এক সেট স্টেয়ার ব্যাটারি, ফাস্ট এইড ইকুইপমেন্ট আর তিনটে অতিরিক্ত ব্রীদিং রেগুলেটর।

একটা ওয়াটারটাইট কন্টেইনার থেকে নিজের পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক আর একজোড়া আমুনিশন ক্লিপ বের করল পিট। থার্মোস ভরা কফি আর স্যান্ডউইচ দেখে হাসল ও। হাতে সময় কম, পিকনিক করার সুযোগ কোথায়। এক বেরেল না খেলে মানুষ মরে না, আগে লরেন আর নুমার ডেপুটি ডিরেক্টরকে বাঁচানো দরকার। অস্ত্র আর বুলেটগুলো প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে ভরে মুখটা বন্ধ করে দিল পিট। ওয়েট সুটের সামনেটা চেইন টেনে খুলল, ভেতরে রেখে দিল ব্যাগটা।

কালো কলাপসিবল হোভারক্রাফটের দিকে তাকাল পিট। 'ওহ্, সার্সি, হু উইল গাইড আস অন দিস জার্নি,' উচ্চারণ করল ও। 'টু হেইড্স্ দ্যা ম্যান এভার ওয়েন্ট ইন আওয়ার ব্ল্যাক শিপ।'

লকে একজোড়া বৈঠা আটকাচ্ছিল অ্যাল, মুখ তুলে তাকাল। 'কোথায় শুনেছ?'

'শুনিনি, পড়েছি। হোমারের অডিসি।'

'ভেরিলি অ্যামাং দা ট্রোজান্স্ টু দেয়ার বি হেল দ্যাট ডাইভ,' চোখ মটকে আওড়াল অ্যাল। 'ইলিয়াড। আমিও হোমারের উদ্ধৃতি দিতে পারি।'

'সত্যি বলছি, বারবার তুমি আমাকে অবাক করে দাও।'

'ও কিছু না।'

হোভারক্রাফটে চড়ল পিট। 'রেডি?'

'স্টার্ট দাও।'

BanglaBook.org

এঞ্জিন ফ্যানের ঠিক সামনে, স্টানে বসল পিট। স্টার্টার এনগেজ করতেই এয়ার-কুলড এঞ্জিন জ্যাণ্ড হয়ে উঠল। ছোট এঞ্জিন শব্দ খুব কম।

বোতে বসে ল্যান্ডিং লাইট জ্বেলে দিল অ্যাল, নদী ও বিশাল গহ্বর দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে পিটের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তীর থেকে রওনা হলো হোভারক্রাফট, চারধারের আট ইঞ্চি চওড়া এয়ার কুশন মূল স্রোতের ভেতর ঝুলিয়ে রেখেছে ওটাকে। কন্ট্রোলের খাড়াদুটো হ্যান্ড গ্রিপ দু'হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে পিট, স্রোতের ওপর দিয়ে সোজা একটা পথ তৈরি করে এগোচ্ছে।

পানির সারফেস ছুঁয়ে আছে হোভারক্রাফট অথচ স্পর্শের কোন অনুভূতি নেই। বোতে বসে অ্যাল লক্ষ করল পানি আগের মতই স্বচ্ছ, তবে হালকা নীল থেকে হালকা সবুজ হয়ে গেছে। তলার পাথরগুলোকে মনে হলো ছড়িয়ে থাকা অলঙ্কার, রঙবেরঙের ঝাঁক ঝাঁক মাছও দেখতে পেল। ছবি তুলছে সে, নদীর সামনে কি আছে রিপোর্ট করছে পিটকে। পিট হোভারক্রাফট চালাচ্ছে, সেই সঙ্গে ডানকানের জন্যে ডাটা রেকর্ড করছে কমপিউটরে।

প্রথম আট কিলোমিটার (পাঁচ মাইল) নির্বিঘ্নে ভালই এগোল ওরা। কোথাও কোথাও নদীটাকে তলাবিহীন মনে হলো। একের পর এক অনেকগুলো গ্যালারিকে পাশ কাটাল, খাদের দুপাশে অনেক গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। খাদের সিলিং কোথাও একশো ফুট অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মিটার উঁচু, আবার কোথাও এত নিচু যে কোনরকমে পার হলো হোভারক্রাফট। কয়েকটা অগভীর জলপ্রপাত পড়ল সামনে, তবে পেরিয়ে আসতে অসুবিধে হলো না। এক সময় সরু একটা চ্যানেলে পড়ল হোভারক্রাফট, বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিতে হলো। তারপর প্রকাণ্ড এক গ্যালারির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, লম্বায় সেটা দু'মাইলের কম নয়, অদ্ভুত আকৃতির ক্রিস্টালে ঠাসা, এয়ারক্রাফট লাইটের আলোয় ঝকমক করছে।

বার দুয়েক সিলিং নেমে এসে পানির সারফেস স্পর্শ করায় ডুবে গেল প্যাসেজ। রুটিন অনুসরণ করতে হলো ওদের –ওয়াভারব্যাগ থেকে বাতাস বের করল যতক্ষণ না সেটা নিউট্রাল বয়্যান্সি পায়, আবার এয়ার ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস নিতে হলো ওদেরকে, স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল ডোবা প্যাসেজের ভেতর দিয়ে, চ্যাপ্টা হয়ে থাকা হোভারক্রাফট আর ওটার আনুষঙ্গিক ইকুইপমেন্টগুলো টেনে নিয়ে এল। তারপর এক সময় খোলা খাদে বেরিয়ে এসে আবার বাতাস ভরতে হলো তাতে। নিঃশব্দে কাজ করল ওরা, কেউ কোন অভিযোগ করছে না। দু'জনেই জানে ষ্টা নিষ্কণ্টক হবে না।

একঘেয়েমি দূর করার জন্যে গ্যালারিগুলোর নাম দিতে শুরু করল ওরা। ফান হাউস, ওয়াক্স মিউজিয়াম, অ্যাল'স জিমনেশিয়াম ইত্যাদি। আর নদীটার

BanglaBook.org

নাম দিল গঙ্গা। জিওর্দিনোর খুব ইচ্ছে হলো একটা বাঁধের মত কিছু দেখতে পায়,তাহলে সেটার নাম দেয়া যাবে ফারাক্কা। তবে তার আশা পূরণ হলো না। পিট মন্তব্য করল, 'এ-ধরনের বাঁধ ক্ষতিকর প্রকৃতি অনুমোদন করে না।'

দ্বিতীয়বার ডোবা প্যাসেজ পেরিয়ে এসে হোভারক্রাফট এ উঠলো ওরা। পিট লক্ষ করল, স্রোতের গতি দুই নট বেড়ে গেছে, নদীর মেঝে আগের চেয়ে অনেক ঢালুভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। দ্রুতগতি নর্দমার পানিতে পড়া পাতার মত ছুটছে ওদের হোভারক্রাফট, জানে না সামনে কি অপেক্ষা করছে।

হোভারক্রাফটের গতি বাড়ছে তো বাড়ছেই। তারপর হঠাৎ পানির বিপুল এক আলোড়নের মধ্যে ঝাঁপ দিল সেটা। পান্না সবুজ পানি ফুটছে এখানে,সাদা ফেনার ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে অসংখ্য বোল্ডার। বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে পিছনের প্রান্তে ভর দিয়ে খাড়া হতে চাইছে হোভারক্রাফট, তবে প্রতিবারই আবার সামনের দিকে লাফ দিয়ে বিপদ কাটাচ্ছে। এভাবেই বাঁক ঘুরল ওরা। বোটটাকে সিধে রাখার জন্যে উন্মাদের মতো লড়ল পিট। আড়াআড়ি ভঙ্গিতে যদি কোন পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায় হোভারক্রাফট, বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। ইমার্জেন্সী বৈঠা আঁকড়ে ধরে যতটা সম্ভব ওকে সাহায্য করছে অ্যাল। আরেকটা বাঁক ঘোরার সময় বোল্ডারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ল্যান্ডিং লাইটগুলো খসে পড়ল পানিতে। আলো পাচ্ছে এখন শুধু ওদের হার্ডহ্যাট থেকে। পানির বিপুল আলোড়ন থেকে মুক্তি পেল ওরা যেন এক যুগ পর। ধীরে ধীরে থ্রটল পিছিয়ে আনল পিট, কন্ট্রোল বার দুটো ধরল। পানির আলোড়ন না থাকলেও স্রোতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরও।

সামনের অন্ধকারে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাল, কি আশা করছে কে জানে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, নদীটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পিটকে সাবধান করল সে, 'আমরা একটা মাথায় পৌঁচেছি।'

পাল্টা চিৎকার করে পিট জানতে চাইল, 'মূল ধারা কোন্‌টা?'

'বাম দিকেরটা বড় মনে হচ্ছে।'

নদীটাকে দু'ভাগ করেছে এক সারি বোল্ডার। তীব্রগতিতে ছুটন্ত হোভারক্রাফটের সঙ্গে একটুর জন্যে ধাক্কা লাগল না। পানি এখানে আবার ফুটছে টগবগ করে। ওদের বাহনের বো সেই ফুটন্ত পানিতে ডুবে যাচ্ছে বারবার। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে ওরা, এক সময় পিটের মনে হলো অ্যালকে হারিয়ে ফেলেছে ও। ওর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। তারপর হোভারক্রাফট থেকে নেমে যেতে শুরু করল পানি, দেখা গেল আগের জায়গাতেই বসে আছে অ্যাল। চোখাচোখি হতে এই বিপদের মধ্যেও হাসল সে, তারপর ইঙ্গিতে নিজের কানটা দেখাল পিটকে।

BanglaBook.org

বুঝতে পারল পিট। নদীর গর্জন ধীরে ধীরে কমছে। এখন আবার কন্ট্রোলের নির্দেশে সাড়া দিচ্ছে হোভারক্রাফট, তবে আড়ষ্ট ভঙ্গির কারণ এখনও সেটা পানিতে ভরে আছে অর্ধেক।

পিট চিৎকার করল, 'পানি সেঁচো।'

বোটের ডিজাইনাররা সম্ভাব্য সব সমস্যার কথাই মনে রেখেছিল। ছোট একটা পাম্পে লিভার ঢোকাল অ্যাল, বারবার সেটা আগপিছু করল–একটা পাইপ থেকে বেরিয়ে বোটের বাইরে পড়তে শুরু করল পানি।

কিনারা থেকে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল পিট। তলায় প্রচুর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে, তবে পানির ওপর মাথা চাড়া দেয়নি একটাও। হঠাৎ পিট লক্ষ করল, পানি সেঁচা বন্ধ করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে অ্যাল।

তারপর পিটও শুনতে পেল। নিকষ কালো ভাটির দিক থেকে গুরুগম্ভীর একটা গর্জন ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়েগ্রা থেকে পতনের কল্পনটা ফিরে এল পিটের মনে। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ওর। না জানি কি আছে সামনে। এ বিপুল জলরাশি পতনের শব্দ, কোন সন্দেহ নেই। 'তোমার বয়্যান্সি কমপেনসেটরের ইনফ্লেটর!' গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল পিটের গলা।

পানির স্রোত এখন বিশ নট, তীর বেগে ছুটে চলেছে হোভারক্রাফট। কয়েক মিলিয়ন লিটার তীব্রগতি পানি ওদেরকে সঙ্গে টেনে নিচ্ছে, কে জানে কিসের ভেতর। সামনে একটা বাঁক দেখল ওরা, সেটা ঘুরতেই পানির কণা আর কুয়াশা গ্রাস করল ওদেরকে। গর্জনটা হয়ে উঠল কান ফাটানো।

পিটের মনে কোন ভয় নেই, নেই কোন অসহায় ভাব বা হত্যাশা। পিট শুধু অদ্ভুত এক ধরনের অসাড়তা অনুভব করছে, যেন ওর বুদ্ধিভিত্তিক চিন্ত শক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। মনে হলো এমন এক দুঃস্বপ্নের ভেতর ঢুকছে যেখানে কোন কিছুরই আকৃতি বা আদল নেই। একটা ঘোরের ভেতর উপলব্ধি করল, লাফ দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্যে মনে ঝুলে থাকল হোভারক্রাফট।

পতনটা অনুভব করা গেল না, বরং মনে হলো মেঘের ভেতর উড়ছে ওরা। তারপর হাত থেকে ছুটে গেল কন্ট্রোল বার দুটো, হোভারক্রাফট থেকে ছিটকে পড়ল পিট। মনে হলো জিওর্দিনোর চিৎকার ঢুকল কানে, কিন্তু জলপ্রপাতের গর্জনে কথাগুলো বোঝা গেল না। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর পতনটা যেন অনন্তকাল ধরে চলছে। আর তারপরই ঘটল সংঘর্ষ। জলপ্রপাতের মাঝখানে, গভীর একটা পুল-এ উল্কার মত পড়ল পিট। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল। প্রথমে ওর মনে হলো পাথরে পড়ে রক্তাক্ত ছাতু হয়ে গেছে শরীরটা, তারপর চারপাশে পানির চাপ অনুভব করে স্বস্তিবোধ করল।

দম আটকে রেখে সারফেসের নাগাল পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল পিট। সঙ্গে উঠেলানো বয়্যান্সি কমপেনসেটর থাকায় পানির ওপর মাথা তুলতে

BanglaBook.org

সময় নিল না, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র স্রোত টেনে নিল ওকে। এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারের ধাক্কা খেতে খেতে ছুটছে শরীরটা, সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ওয়েট স্যুট, ছুলে নিচ্ছে পা ও হাতের চামড়া। বুকে আঘাত লাগল, মনে হলো বন্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড। তারপর ধাক্কা খেলো মাথায়। তবে হার্ডহাট থাকায় খুলির কোন ক্ষতি হলো না।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ওর বয়্যান্সি কমপেনসেটর এখনও ফুলে আছে। প্রায় অচেতনই বলা যায়, স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে পিট। হার্ডহাটের একটা আলো ভেঙে গেছে, অপরটা থেকে অস্পষ্ট লালচে আলো বেরুচ্ছে। পায়ের নিচে পাথরের স্পর্শ পেয়ে সারা শরীরে পরম স্বস্তি অনুভব করল ও। মুখ তুলে তাকাতে দেখল তীরের কাছাকাছি ছোট্ট একটা খোলা যায়গায় সরে এসেছে। এদিকে স্রোত নেই, সাঁতার কেটে আরও একটু ভেতরে চলে ও। তারপর পিচ্ছিল পাথরে পা দিয়ে শুকনো শেলফে উঠে পড়ল।

এক কব্জিতে এত ব্যথা অনুভব করল, ওখানে যেন আগুন ধরে গেছে। সম্ভবত জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার সময় কব্জিটার হাড় ভেঙে গেছে। শুধু ওটা নয়,বাম দিকের পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও বোধহয় ভেঙেছে।

জলপ্রপাতের গম্ভীর গর্জন এখন মনে হচ্ছে অনেক দূরে। ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি ফিরে আসছে। ভাবল, সে কোথায়, স্রোত তাকে কতদূর টেনে এনেছে? হঠাৎ জিওর্দিনোর কথা মনে পড়ল। কিছুনা ভেবেই চিৎকার করে ডাকল তাকে, মনে ভয়, হয়তো কোনদিনই আর তার সাড়া পাবে না।

'এদিকে, আমি এদিকে।'

আওয়াজটা অস্পষ্ট, অথচ পিটের মনে হলো অ্যাল কথা বলছে লাউডস্পীকার থেকে। টলতে টলতে দাঁড়াল ও, শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করছে। 'আবার বলো।'

'তোমার কাছ থেকে মাত্র ছ'মিটার উজানে আমি,' বলল অ্যাল। 'আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

যেন লাল একটা কুয়াশা দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে রয়েছে। চোখ দুটো রগড়ে আবার তাকাল ও। উপলব্ধি করল, লাল কুয়াশা আসলে ওর কপালের ক্ষত থেকে গড়িয়ে চোখে নেমে আসা রক্ত। এতক্ষণে অ্যালকে পরিস্কার দেখতে পেল ও, সামান্য দূরে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, শরীরের অর্ধেকটা পানিতে।

টলতে টলতে বন্ধুর দিকে এগোল পিট, ব্যথা কমাবার ব্যর্থ চেষ্টায় খামচে ধরে আছে বুক। জিওর্দিনোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'তোমাকে দেখে যে আনন্দ পাচ্ছি, এরকম আনন্দ শেষ কবে পেয়েছি বলতে পারব না। আমি ভেবেছিলাম হোভারক্রাফট তো গেছেই, আমাকে ফেলে তুমিও পালিয়েছ।'

BanglaBook.org

'আমাদের বিশ্বস্ত বোটের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, ভেসে গেছে ভাটির দিকে।'

'তোমার আঘাত কি গুরুতর?' জিজ্ঞেস করল পিট।

অভয় দিয়ে হাসল অ্যাল, একটা হাত তুলে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল। 'এখনও আমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারব।'

'হারমোনিয়াম...হোয়াট! ও জিনিস জীবনে কখনও তুমি ছুঁয়েও দেখোনি!' পরমুহূর্তে পিটের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'কোথায়? পিঠে?'

অ্যাল খুব দুর্বল, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'ওয়াণ্ডার উইণ্ডের সঙ্গে ছিলাম, ইকুইপমেন্ট আটকানো লাইনের সঙ্গে পা জড়িয়ে গিয়েছিল— সেই অবস্থায় ফলস থেকে নিচে পড়ি। তারপর ওটা চলে গেল একদিকে, আমি আরেকদিকে। হাঁটুর নিচে বোধ হয় দুটো পা-ই ভেঙে গেছে, পিট।' সম্পূর্ণ শান্ত সে, যেন একজোড়া ফাটা টায়ারের বর্ণনা দিচ্ছে।

আলতোভাবে বন্ধুর পা দুটো স্পর্শ করল পিট, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে অ্যাল। 'তোমার ভাগ্য ভাল,' বলল ও। 'ফেটে গেছে, ভাঙেনি।'

পিটের ওপর চোখ বুলাল অ্যাল। 'দেখে মনে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছ।'

'সামান্য কেটে-ছিঁড়ে গেছে,' মিথ্যে কথা বলল পিট।

'তাহলে কথা বলার সময় হিসহিস করছ কেন, যেন দাঁতে দাঁত চেপে আছে?'

জবাব না দিয়ে বাহুতে আটকানো কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল পিট, তারপর লক্ষ করল সেটা ভেঙে গেছে। স্ট্র্যাপ খুলে নদীতে ফেলে দিল সেটা। 'ডানকান সাহেব কোন ডাটাই পাবেন না।'

'আমিও ক্যামেরাটা হারিয়েছি।'

'কপাল মন্দ। এ-পথে শিগগির কেউ আসছেনা।'

'কোন ধারণা করতে পারো, ট্রেজার চেম্বার আর কত দূরে?'

'কি জানি। দু'কিলোমিটারের মতো হতে পারে।'

পিটের দিকে তাকাল অ্যাল। 'এখান থেকে একা যেতে হবে তোমাকে।

'পাগল নাকি!'

'আমি শুধুই একটা বোঝা হয়ে থাকব।' এখন আর হাসছে না অ্যাল। 'আমার কথা ভুলে যাও। যেভাবে হোক ট্রেজার চেম্বারে পৌঁছুতে হবে তোমাকে। রুডিক্রফ আর লরেনের কথা মনে আছে? তুমিই ওদের একমাত্র ভরসা। তাছাড়া...।

'তাছাড়া?'

BanglaBook.org

'এত ঝুঁকি নেয়া কিসের জন্যে? আর্টিফ্যাক্ট না পাই, তার বিনিময়ে আমরা টাকা পাব,তাই না? এখানে আমার যদি মরণ হয়,তবু তাতে দুঃখ নেই, পিট। এই মুহূর্তে কথাগুলো বোধ হয় বলা যায়। বড় দুর্ভাগা এক দেশে জন্মেছি, ভাই। লাখ লাখ মানুষ খেতে পায় না, চিকিৎসা পায় না, পরনের কাপড় পায় না। আমরা যদি প্রাণ দিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারি,তারচেয়ে বড় আনন্দের কাজ আর কি হতে পারে, বলো? দু'হাজার কোটি টাকা, খুব বেশি বলা যায় না, আবার কমই বা বলি কিভাবে!'

'কিন্তু, না, তোমাকে আমি এখানে ফেলে যেতে পারি না।'

'হাড় ফাটুক আর ভাঙুক, এখনও আমি ভেসে থাকতে পারব। আমাকে তুমি ফেলে যাচ্ছ না। পরে আমি তোমার পিছু নেব।'

'তবে খুব সাবধানে', গম্ভীর সুরে বলল পিট। 'ভেসে থাকতে পারলেও, স্রোতটাকে সামাল দিতে পারবে না। তুমি বরং তীরের কাছাকাছি থেকো, স্রোত থেকে যতটা সম্ভব দূরে।'

বেল্ট থেকে অতিরিক্ত টর্চটা খুলে পিটের দিকে বাড়িয়ে ধরল অ্যাল। 'এটা তোমার লাগবে।'

টর্চটা বাহুতে আটকে নিল পিট, যেখানে কম্পিউটার ছিল। ওয়েট বেল্ট খুলে ফেলে দিলও। 'এটার আর কোন দরকার নেই।'

'এয়ার ট্যাঙ্ক নেবে না?'

'কি দরকার।'

'যদি ডোবা কোন চেম্বারে ঢুকতে হয়?'

'ডুব সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে যাব।'

'যাবার আগে একটা উপকার করে যাও', বলল অ্যাল। 'পা দুটো এক করে বেঁধে দাও, চারদিকে যাতে ছুটোছুটি করতে না পারি।'

স্ট্র্যাপ দিয়ে জিওর্দিনোর পা দুটো এক করে বাঁধল পিট, অ্যাল শুধু দম আটকানোর শব্দ করল। 'পিছু নেয়ার আগে অন্তত ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেবে।'

'আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার কাজ করো — ওদের দু'জনকে বাঁচাও। আমি আমার সময় মত রওনা হব।'

'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

'তার চেয়ে বরং বড় দেখে একটা জাল যোগাড় করে রেখো।'

জিওর্দিনোর বাহু ধরে চাপ দিল পিট, তারপর নেমে পড়ল নদীতে। স্রোতের মধ্যে পড়তেই টান লাগল শরীরে।

গিরিখাদের পরবর্তী বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল পিটের আলো, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। দুই কিলোমিটার, ভাবল অ্যাল। মনে মনে প্রার্থনা করল সে, শেষ এইটুকু পথ যেন বাতাসে ভরা থাকে।

BanglaBook.org

৫৩.

বড় করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল জোলার। কাজগুলো সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে চলেছে। অপারেশন অফিস অর্থাৎ ট্রেইলার, ফর্কলিফট আর উইঞ্চসহ কর্নেল ক্যাম্পোসের বেশিরভাগ লোকজনকে হেলিকপ্টারে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের ছোট একটা দল রয়ে গেছে, শেষ বোঝাটা আর্মি হেলিকপ্টারে তোলার জন্যে। চুরি করা নুমার হেলিকপ্টারের পাশে পার্ক করা রয়েছে সেটা।

গোল্ডেন ট্রেজারের অবশিষ্ট স্তূপটার দিকে তাকাল জোলার। আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে একশো ছাব্বিশটা গোল্ডেন স্ট্যাচু সাত রাজার ধনই বলা যায়, প্রতিটি এক মিটার উঁচু। সে তার ভাই চার্লসকে বলল, 'দুঃখ এই যে একটাও আমরা রাখতে পারব না। তবে এগুলো বেচে আমার ব্যক্তিগত কালেকশনের জন্যে বৈধ আর্টিফ্যাক্ট কিনতে পারব।'

ফার্নান্দেজ মেটোস একটা ঢোক গিলে বললেন, 'মেক্সিকো সিটিতে, আমাদের মিউজিয়ামে, এধরনের আর্টিফ্যাক্ট একটাও নেই।

'আপনার শেয়ার থেকে দু' একটা দান করতে পারেন আপনি,' চার্লসের গলায় সামান্য শ্লেষ।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মেটোস, কর্নেল ক্যাম্পোসকে এগিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন। 'লেফটেন্যান্ট এলমান পাহাড়ের ভেতর থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, নিচে আর কিছু নেই। ওরা ওপরে উঠেই লোড করবে। তারপর আমি এয়ারস্ট্রিপে চলে যাব ট্যান্সশিপমেন্ট তদারক করতে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' বলল জোলার। 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' প্রায় খালি পাহাড় চূড়ার ওপর চোখ বুলালেন কর্নেল। 'আপনার বাকি সব লোকজন?'

জোলারের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'আমার ভাই সারাসন আর তার লোকজন আরও কিছুক্ষণ থাকবে এখানে, আলগা দু'একটা সুতোয় গিঁট দেয়ার প্রয়োজন আছে।'

কর্নেল কৌতূহল করে বললেন, 'চারদিকে ডাকাতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন বিদেশীকে একা পেলে ছাড়বে না।'

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্ট এলমানের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, মেটোস এক পা দু'পা করে পাথুরে পিশাচটার দিকে এগিয়ে এলেন। চূড়ায় যতক্ষণ ধরে আছেন, এটার আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারছেন না। কাছে এসে হাত রাখলেন ঘাড়ে। সারাদিন রোদ লেগেছে, তারপরও পিশাচটার গা ঠাণ্ডা বরফ। যেন ছ্যাঁকা খেয়ে হাতটা ঝট করে ফিরিয়ে নিলেন তিনি। শুধু যে ঠাণ্ডা তা নয়, পিচ্ছিল আর কর্কশ লাগল স্পর্শটা। পিছিয়ে এলেন তিনি, ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে ইচ্ছে করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পিশাচটার সামনে, খাড়া নেমে যাওয়া পাহাড়ের কিনারায়, একটা মাথা উঁচু হলো। কুসংস্কার বা আধিভৌতিক কিছুতে তাঁর বিশ্বাস নেই, মেটোস থমকে দাঁড়ালেন যতটা না ভয় পেয়ে তারচেয়ে বেশি কৌতূহলে।

মাথাটা উঁচু হলো, তারপর কিনারায় উঠে এল গোটা একটা মানুষের শরীর। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই মেটোসর দিকে রাইফেল তাক করল লোকটা।

বিলি বলল, 'একটু শব্দ করে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন নেই, সে জানে তার পিছু পিছু আত্মীয় ও বন্ধুরাও উঠে আসছে। তবে চূড়ার ওপর পরিস্থিতিটা হঠাৎ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কোত্থেকে কে জানে হঠাৎ করে একজন অফিসার ও কয়েকজন আর্মি ইঞ্জিনিয়ার উদয় হয়েছে। তারা অবশ্য ডানে-বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এক সারি বেঁটে ও সোনালি মানুষের দিকে এগোল—অন্তত বিলির দৃষ্টিতে ওগুলোকে সোনালি মানুষ বলেই মনে হলো।

ইঞ্জিনিয়ারদের দেখেই হেলিকপ্টারের পাইলট স্টার্ট দিল এঞ্জিন। পাথুরে পিশাচের পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুললেন মেটোস। 'হাত নামান!' হিসহিস করে বলল বিলি।

হাত নামিয়ে মেটোস জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে এখানে তুমি এলে কিভাবে? কি করছ তুমি এখানে?'

'এটা ইন্ডিয়ানদের পবিত্র স্থান,' বলল বিলি। 'আপনাদের লোভ জায়গাটার পবিত্রতা নষ্ট করছে।' পিশাচের পিছনে আরও কয়েকজন ইন্ডিয়ান উঠে এসেছে, বিলি ছাড়া আর কেউ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। ' আমার দিকে আরও এগিয়ে আসুন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে পিছন দিকে তাকালেন মেটোস। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি চলে আসছে ইঞ্জিনিয়াররা। হঠাৎ ঘুরে ছুটলেন তিনি। সেই সঙ্গে চিৎকার করছেন, 'হামলা হয়েছে! ইন্ডিয়ানরা হামলা করেছে! গুলি করুন!'

BanglaBook.org

লক্ষ স্থির না করেই গুলি করল বিলি, হাঁটুর পিছনে বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়লেন মেটোস, চোখ থেকে পড়ে গেল চশমাটা। বিলির লোকজন দেরি করেনি, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা, হেলিকপ্টারের দিকে এগোচ্ছে। লেফটেন্যান্ট এলমান বোকা নয়, এক মুহূর্ত দেরি না করে মাথার ওপর হাত তুলল সে। তার লোকেরা ইঞ্জিনিয়ার, কারও সঙ্গে অস্ত্র নেই। তারাও দেখাদেখি হাত তুলল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জোলার বলল, 'ইন্ডিয়ানরা আবার কোত্থেকে এল! এখানে ওরা কি করছে?'

'কারণ খোঁজার সময় নয় এটা,' বলল চার্লস। 'চলো কেটে পড়া যাক।' লাফ দিয়ে কার্গো হ্যাচের ভেতর ঢুকে পড়ল সে, জোলারের শার্ট ধরে টান দিল।

'সোনার মূর্তিগুলো? ওগুলো তো এখনও তোলা হয়নি!'

'ভুলে যাও।'

ধস্তাধস্তি শুরু করল জোলার। 'না!'

কর্নেল ক্যাম্পোস নড়তে চড়তে সময় নিলেন। চিৎকার করে বললেন, 'লেফটেন্যান্ট এলমান, আক্রমণ করো!'

এলমান অবাক। 'কি দিয়ে, স্যার? স্যার? খালি হাতে?'

ইতিমধ্যে আকাশে উঠতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। একেবারে শেষ মুহূর্তে কর্নেল ক্যাম্পোস উপলব্ধি করলেন জান বাঁচানো ফরজ। ছুটলেন তিনি, কার্গো ডোর লক্ষ করে লাফ দিলেন। তাঁকে ধরার জন্যে হাত বাড়াল চার্লস। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝাঁকি দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে পড়ল 'কপ্টার, নাগাল না পেয়ে বাতাসে খামচি মারলেন কর্নেল। ছুট ছিলেন, ঝোঁকটা সামলাতে পারলেন না, 'কপ্টারের নিচ দিয়ে পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে গেলেন, যেন পানিতে ডাইভ দেয়ার জন্যে ছুটছেন। 'কপ্টারের খোলা দরজা থেকে চার্লস দেখল কর্নেলের শরীরটা প্রতি মুহূর্তে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঘন ঘন ডিগবাজি খেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। অনেক নিচের পাথরে পড়ে স্থির হয়ে গেল সেটা।

কর্নেলের কপালে কি ঘটে গেছে দেখেনি জোলার, উদ্বিগ্ন সুরে বলল, 'সারাসন এখনও ট্রেজার চেম্বারে রয়েছে।'

'চিন্তার কিছু নেই, তার সঙ্গে আমারু ছাড়াও আরও লোকজন আছে। ওদের কাছে অটোমেটিক রাইফেল রয়েছে, ইন্ডিয়ানদের হান্টিং রাইফেল আর শটগান কোন কাজে আসবে না।'

হঠাৎ খেয়াল হতে জোলার জানতে চাইল, 'কর্নেল আর ফেজিয়োকে দেখছি না কেন?'

BanglaBook.org

'ফেজিয়ো গুলি খেয়েছেন আর কর্নেল পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গেছেন।'

ডাফ্রের প্রতিক্রিয়া সাইকিয়াট্রিস্টদের গবেষণার বিষয় হতে পারে। প্রথমে তাকে চিন্তিত দেখাল, তারপর সে গলা ছেড়ে হেসে উঠল, বলল, 'ওরা মরে গেলেই ভাল। জোলার পরিবারের সম্পদ আরও খানিক বাড়বে।'

পিটের সঙ্গে যে প্ল্যান করেছিল বিলি সেটা সফল হয়েছে। পাহাড় চূড়া দখল করে নিয়েছে তারা, পবিত্র স্থান থেকে অশুভ শক্তিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। তার দু'জন লোক বন্দী লেফটেন্যান্ট আর ইঞ্জিনিয়ারদের পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে মেটোসও আছেন, তবে ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না। ইঞ্জিনিয়ারদের কাঁধে ভর দিয়ে নামছেন তিনি।

চূড়ার ফাটলটা ধরে নিচের প্যাসেজে নামার খুব ইচ্ছে বিলির। পিট তাকে বলেছে, নিচে একটা নদী বইছে। এই নদীটা সে তার স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু বয়স্ক লোকগুলো পাহাড়ের ভেতর ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। আর তরুণরা সোনার মূর্তিগুলো ছেড়ে নড়তে চাইছে না। আরও একটা কথা ভাবতে হচ্ছে বিলিকে। সেটা হলো, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে সৈনিকরা। সে তার লোকদের নির্দেশ দিল, 'তোমরা সোনার মূর্তিগুলো নিচে নামাবার ব্যবস্থা করো। আমাকে পাহাড়ের ভেতর নামতে হবে। নদীটা না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

BanglaBook.org

৫৪.

পাথুরে ছোট ফাটলটার ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে লরেন। নিজের ওপর করুণা হচ্ছে তার, আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। জানে না ক'টা বাজে এখন, মনে নেই শেষ কখন খেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন আইনপ্রণেতা হিসেবে তার যে ক্ষমতা ও মর্যাদা, এখানে তার কোন মূল্য নেই। সে ভাবছে, এখন তার মৃত্যু হলেই ভাল।

রুডির দিকে তাকাল সে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো তিনি নড়ছেন না। লরেন জানে, তাঁর ওপর দিয়ে কি গেছে। আমারু তাঁর কয়েকটা আঙুল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। শুধু আঙুল ভাঙেনি, পেটে আর মাথায় লাথি মেরেছে বারবার। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না পেলে ভদ্রলোক মারা যাবেন।

মাঝে-মধ্যে পিটের কথা ভাবছে লরেন। মুক্তি পাবার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন যদি শুধু জাদু বলে এখানে পৌঁছুতে পারে ও। ধন্য আশা কুহকিনী।

মনে পড়ল এর আগে পিট তাকে কতবার উদ্ধার করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া তখন ভেঙে পড়েনি, ওদের একটা জাহাজে বন্দী ছিল সে। একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আসে পিট, রুশ এজেন্টের ছদ্মবেশে। বিশজন রাশিয়ানকে একা কাবু করে সেবার তার প্রাণ রক্ষা করেছিল ও। দ্বিতীয়বার এক জাপানী হিদেকি সুমার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল।

লরেন ভাবল, হাল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তবে একথাও ঠিক যে এযাত্রা পিট এসে তাদেরকে উদ্ধার করবে না। সাগরে গ্রেনেড ফাটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে ওকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, আমারুর এক লোক এসে ফাটল থেকে বেরিয়ে আসতে বলল ওদেরকে। বার কয়েক ধাক্কা দিয়ে রুডিক্লফের ঘুম ভাঙাল লরেন। 'ওরা আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে।'

নদীর ধারে স্ফটিকের ঝুরি নেমে এসেছে সিলিং থেকে, লরেনের গায়ে ভর দিয়ে সেদিকে হেঁটে এলেন রুডি। দলের চারজন লোকের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে আমারু। আরেকজন লোককে চিনতে পারল লরেন, ফেরিবোটে দেখেছিল– সাইরাস সারাসন। ল্যাটিন আমেরিকানরা শান্ত ও হাসিখুশি, তবে সারাসন দরদর করে ঘামছে, চেহারায় উত্তেজনা।

BanglaBook.org

ওদের এক-চোখা গার্ড পিছন থেকে অটোমেটিক রাইফেলের মাজল দিয়ে গুঁতো মারল। তারপর ওদের দিকে এগিয়ে এল আমারু। লরেনের চিবুকে হাত বুলাল সে। 'আমেরিকান। মেয়ে আমার খুব পছন্দ', বলল সে। 'তুমি আমাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে তৈরি তো?'

'বাদ দাও এসব', বলল সারাসন। 'এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

'আগেই তো কথা হয়েছে, আমরা সাধ মেটাব', প্রতিবাদ করল আমারু।

লরেন ভাবল, সর্বনাশ! ভয়ে কেঁপে উঠল সে। বলল, 'মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকলে মেরে ফেলুন, দেরি করছেন কেন?'

'তোমার আশা পূরণ করা হবে, শিগগির।' হেসে উঠল আমারু। 'তবে তার আগে তোমাকে নিয়ে আমরা একটু ফূর্তি করব। আমার লোকেরা যদি তোমার ওপর খুশি হয়, তাহলে হয়তো অনুরোধ করবে তোমাকে যেন আমি খুন না করি। আমি তাদের অনুরোধ রক্ষাও করতে পারি। কাজেই, তোমার চেষ্টা করা উচিত ওদেরকে খুশি করা।'

'এর কোন মানে হয় না!' বিরক্তি প্রকাশ করল সারাসন।

'ভেবে দেখুন, মি. সারাসন। আমার লোকরা কি খাটনিটাই না খাটল। আপনি বলতে চান, ওদের ফূর্তি করার অধিকার নেই?'

'তোমরা খেটেছ, তার বিনিময়ে পারিশ্রমিকও পেয়েছ', বলল সারাসন। 'ফূর্তি করার ইচ্ছে হলে অন্য কোথাও গিয়ে করো, এখানে কেন?'

'পারিশ্রমিক দিয়েছেন, ঠিক, কিন্তু বোনাস তো দেননি!' আবার হেসে উঠল আমারু। 'এই সুন্দরী মেয়েটা আমার লোকদের জন্যে বোনাস। এখন যদি কেউ বোনাস পেতে বাধা দেয়, ওদেরকে সামলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।'

পেরুভিয়ান খুনীর পাঁচ সঙ্গীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সারাসন। 'মেয়েছেলের ওপর আমার কোন লোভ নেই', বলল সে। 'ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তোমরা। তবে মনে রেখো, হাতে আরও কাজ আছে, আমি আমার ভাইদের অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাই না।'

লরেনের ইচ্ছে হলো লাফ দিয়ে নদীতে পড়ে। সারাসনকে সে বলল, 'আপনি ওদের দলের নন। আপনি জানেন আমি কে, কিসের প্রতিনিধিত্ব করি। এধরনের একটা নোংরা ব্যাপার কিভাবে আপনি ঘটতে দেন? '

'বর্বর নিষ্ঠুরতা জীবনেরই অংশ', নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল সারাসন।

'আপনি তাহলে নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন?'

হাসল সারাসন। 'বোধহয় উপভোগও করব।'

BanglaBook.org

আমারু বলল, 'যেসব মেয়ে নীতিবাক্য আওড়ায় তাদেরকে নতি স্বীকার করাতে ভাল লাগে আমার।' সে তার একজন লোকের দিকে তাকাল। 'তুমি প্রথমে, শ্যাননন। দেখা যাক খেলা কেমন জমে।'

বাকি সবার চেহারায় হতাশার ছায়া পড়ল। ভাগ্যবান শ্যাননন বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে সামনে এগোল। লরেনের একটা হাত ধরে টান দিল সে।

ছোটখাট রুডি, আহত ও অসুস্থ, হঠাৎ খেপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ছুটে এলেন। শ্যাননননের পেটে মাথা দিয়ে গুঁতো মারলেন তিনি। হামলাটাকে কি বলা যায়, যেন দুর্গের ফটকে ঝাঁটা দিয়ে বাড়ি মারা হলো। শুধু হাত ঝাপটা দিল প্রকাণ্ডদেহী শ্যাননন, খাদের মেঝেতে ছিটকে পড়লেন রুডিক্লফ।

'শালাকে নদীতে ফেলে দাও!' হুকুম দিল আমারু।

'না!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লরেনের গলা চিরে। 'ফর গড'স সেক, ওঁকে মারবেন না!'

আমারুর এক লোক রুডির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে।

'তুমি হয়তো ভুল করছ', বলল সারাসন।

চোখে রাগ, আমারু জানতে চাইল, 'মানে?'

'নদীটা সম্ভবত গালফে গিয়ে পড়েছে। লাশটা সনাক্ত করা হবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল আমারু, তারপর হেসে উঠল। 'পাতালের একটা নদী লাশগুলোকে সী অব কোর্টেজ এ পৌঁছে দেবে। আইডিয়াটা দারুণ লাগছে আমার। আমেরিকান ইনভেস্টিগেটররা ধারণাই করতে পারবে না যেখানে লাশগুলো পাওয়া গেছে সেখান থেকে একশো কিলোমিটার দূরে খুন করা হয়েছে ওদের।' লোকটাকে সে বলল, 'একটু দূরে ফেলো, স্রোতটা যেন ঠিকমত পায়।'

'না, প্লীজ!' লরেনের গলায় করুণ আবেদন। 'ওঁকে মারবেন না, আমি আপনাদের সব কথা শুনব।'

'এমনিতেও আমাদের সমস্ত সাধ তোমাকে পূরণ করতে হবে', বলল আমারু।

সে থামতেই ঝপাৎ করে শব্দ হলো, নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে রুডিকে। কালো পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

লরেনের দিকে তাকাল আমারু, তারপর শ্যাননননের দিকে। 'তোমাদের খেলা এবার শুরু হোক।'

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, কোণঠাসা বিড়ালের মত মরিয়া হয়ে হাতের বাঁকা আঙুলগুলো শ্যাননননের চোখের ভেতর সেধিয়ে দিল লরেন। চোখের ভেতর আঙুল নয়, প্রথমে ঢুকল লম্বা ও ধারাল নখগুলো। আর্তনাদ করে উঠল

BanglaBook.org

শ্যাননন, লরেনকে ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

এগিয়ে এসে লরেনের গালে চড় মারল আমারু। টলতে টলতে পিছিয়ে এল লরেন, তবে পড়ে গেল না। 'এই একই শাস্তি তোমাকেও দেয়া হবে', হিসহিস করে বলল সে। 'আমার লোকেরা ফূর্তি করার পর তোমার চোখও বের করে নেবে।'

জবাব দিল না লরেন, সবেগে লাথি মারল আমারুকে। কিন্তু লাগল না, এক পাশে সরে গিয়ে খপ করে লরেনের একটা হাত ধরে ফেলল সে। নিজের দিকে টানল তাকে, চুমো খাবার চেষ্টা করল। লরেন তার মুখে একগাদা থুথু ছুঁড়ে মারল।

প্রচণ্ড রাগে লরেনের পেটে ঘুসি মারল আমারু।

'শ্যাননন যখন পারছে না, এবার তোমরা হাত লাগাও', নিজের লোকদের বলল আমারু। 'সবাই একসঙ্গে ছিঁড়ে খাও ওকে, আমি কিছু বলব না।'

চারজন লোক এগিয়ে এসে ধরে ফেলল লরেনকে। পাথরের মেঝেতে শোয়ানো হলো তাকে, চেপে ধরে থাকল সবাই। ব্যথায় ও আতঙ্কে চিৎকার করছে লরেন। তার পরনের ছেঁড়া কাপড়গুলো টান দিয়ে খুলে নেয়া হলো। আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের রেখে যাওয়া ল্যাম্পের আলোয় তার মাখনের মত নগ্ন চামড়া দেখে জানোয়ারগুলোর উন্মাদনা আরও বেড়ে গেল।

আমারুর এক লোক কাপড় খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লরেনের গায়ের ওপর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমারুর বাকি লোকগুলো লরেনকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর দিকে মুখ করে বসেছিল তারা, দাঁড়াবার পর পিছাতে শুরু করল। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে সবাই।

নদীর কালো পানি থেকে ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিল যেন এক দেবতা, আকৃতি দেখে মানুষ বলে মনে হলেও সে যেন এ দুনিয়ার কোন প্রাণী নয়। তার শরীর থেকে শ্যাওলা আর জলীয় উদ্ভিদ ঝুলছে, মাথায় চকচকে হেলমেট, ডান হাতের ভাঁজে আটকানো রয়েছে রুডির অসাড় শরীর।

BanglaBook.org

৫৫.

সারাসনের চেহারা এত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে যেন সাদা প্লাস্টার দিয়ে মোড়া, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, এক চুল নড়তে পারছে না। আর আমারু ভূত দেখার মত চমকে উঠল, কথা বলতে চেষ্টা করলেও গলা থেকে বেসুরো ও অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল শুধু। 'ভূ-! ভূত!'

ভূতটা ধীরে ধীরে নদীর তীরে নামাল রুডিকে। এক হাতে হেলমেট খুলল সে। অপর হাতটা ওয়েট স্যুটের ভেতর ঢুকে গেছে। তার কালো চোখ দেখা যাচ্ছে, কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরেনের নগ্ন শরীরের দিকে। কৃত্রিম আলোয় চোখগুলো দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলছে।

একজন লোক এখনও হুমড়ি খেয়ে রয়েছে লরেনের ওপর, পিটের হাতের কোল্ট একবার মাত্র গর্জে উঠল। আরেক লোক এক পাশে সরিয়ে রাখা অটোমেটিক রাইফেলগুলোর দিকে এগোতে যাচ্ছে দেখে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল ও। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বিস্ফোরিত হলো দুটো মাথা।

বাকি সবাই লরেনের কাছ থেকে ছিটকে সরে গেল, সে যেন হঠাৎ প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। এক কোণে গোঙাচ্ছে শ্যাননন, দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে এখনও।

লরেনের গলায় এখন আর কোন চিৎকার নেই। চোখে পলকও পড়ছে না। তার ধারণা দৃষ্টিভ্রমের শিকার সে।

বিস্ময় ও অবিশ্বাসের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল আমারু। 'তুমি!' এখনও তার গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।

'আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে', মৃদু গলায় বলল পিট। 'মি. সারাসনও দেখছি হাঁ করে আছেন।'

'তুমি মারা গেছ। আমি তোমাকে খুন করেছি।'

'কাজে খুঁত থাকলে ফলাফলেও খুঁত থাকে।' কোল্টের মাজল একদিক থেকে আরেক দিক ঘোরাচ্ছে পিট। লরেনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আঘাত কি সিরিয়াস?'

'পিট... তুমি পিট?'

BanglaBook.org

অতি কষ্টে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে পিট, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়তে চাইছে শরীর। 'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত। তুমি কি সুস্থ্য, প্যাসেজ ধরে যেতে পারবে?'

গায়ের ওপর থেকে লাশটা সরিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল লরেন। 'হ্যাঁ পারব।' একদৃষ্টে পিটের দিকে তাকিয়ে আছে, খেয়াল নেই সম্পূর্ণ নগ্ন সে। হাত তুলে রুডিকে দেখাল। 'ওঁর অবস্থা খুব খারাপ, পিট।'

'এইমাত্র সারাসন বললেন স্বেচ্ছাসেবক হবেন তিনি, মি. রুডিকে কাঁধে করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে দেবেন। সারাসন, আপনার শার্টটা লরেনকে দিন।' কোল্টটা নাড়ল পিট।

সারাসন জানে যে- কোন মুহূর্তে গুলি খেতে পারে সে। দ্রুত ভাবছে নিজেকে কিভাবে বাঁচানো যায়। পাথুরে মেঝেতে ঢলে পড়ল, যেন বিস্ময়ের আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ডান হাতটা হাঁটুর ওপর স্থির হয়ে থাকল, পয়েন্ট থারটি এইট ক্যালিবার ডেরিঞ্জার থেকে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরে। অস্ত্রটা তার বুটের ভেতর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। 'এখানে আপনি পৌঁছুলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে, সময় পেতে চাইছে।

'একটা আন্ডারওয়াটার বোটে চড়ে এসেছি আমরা।'

'আমরা?'

'দলের বাকি সবাই এখুনি পানির তলা থেকে উঠে আসবে', বলল পিট, ধোঁকা দিচ্ছে।

হঠাৎ তার দু'জন অক্ষত লোকের দিকে ফিরে চিৎকার করল আমারু, 'লাফ দাও, কাবু করো!'

লরেনকে রেপ করার জন্যে যে যার রাইফেল একপাশে সরিয়ে রেখেছে, খালি হাতে পিটের দিকে এগোতে সাহস পেল না কেউ।

'কুত্তার বাচ্চারা!' দাঁতে দাঁত পিষল আমারু।

'তোমার স্বভাব দেখছি এখনও বদলায়নি', বলল পিট। 'নিজের নোংরা কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও। আমার উচিত ছিল পেরুতেই তোমাকে মেরে ফেলা।'

'আপনি কি আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে চান?' অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করল সারাসন।

'আপনি অন্তত সুবিচার আশা করতে পারেন না', বলল পিট। 'নাকি ভুলে গেছেন ড. স্টিভ মিলারকে খুন করেছেন?'

'খুনের বদলে খুন? কিন্তু আমাকে মেরে ফেললেও আমাদের পারিবারিক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না।'

BanglaBook.org

'আপনি শোনেননি?' ক্লান্ত হাসি পিটের ঠোঁটে। 'জোলার ইন্টারন্যাশনাল নর্দমায় ভেসে গেছে। ফেডারেল এজেন্টরা আপনাদের গলফেস্টন ফ্যাসিলিটিতে হানা দিয়েছে। ওখানে যে ছবি আর আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেছে তা দিয়ে অন্তত একশোটা মিউজিয়াম ভরা যাবে!'

'অসম... মিথ্যে কথা!'

'এফবিআই ও কাস্টমস অফিসাররা কেন আমাকে মিথ্যে তথ্য দেবেন? আপনাকে আরও জানাতে পারি, হুয়াসকারের গুপ্তধন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করার সময় ওঁরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

টুইন-ব্যারেলড অস্ত্রটা থেকে হুকের হাত এখন মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। 'ঠকতে হবে ওদের', বলল সে। 'হুয়াসকারের গুপ্তধন যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে 'না।'

'কিছু আসে যায় না', ম্লান সুরে বলল পিট। 'ভোগ করার জন্যে আপনি থাকবেন না।'

এক পায়ের হাঁটু দিয়ে অপর পা আড়াল করে রেখেছে সারাসন। বুটের ভেতর থেকে ছোট্ট অস্ত্রটা বের করে আনছে। পিট যে দুর্বল ও ক্লান্ত, বুঝতে পারছে। তবে এ-ও জানে যে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে হবে তাকে। একবার ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বার তাকে সুযোগ দেবে না পিট। থাকবেন না আপনি। মেক্সিকান মিলিটারী, যারা আমাদেরকে এখানে সাহায্য করছে, গুলির শব্দ অবশ্যই তাদের কানে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে ওরা....।'

'এতক্ষণে এসে পড়ত', বলল পিট। 'বোধহয় ঘুমাচ্ছে।'

সারাসন স্বাভাবিক আলোচনার সুরে বলল, 'আমরা সবাই যদি একযোগে আক্রমণ করি ওঁকে, তাহলে কি হবে?'

কথা শেষ হওয়ামাত্র পিটের দিকে লাফ দিল আমারু। তার কাছে জীবন ও মৃত্যু দুইই সমান। পুরুষত্বহীন জীবন থাকলেই কি আর না থাকলেই কি। তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, পিটের অস্ত্র ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল সে। তৈরিই ছিল পিট, গুলিটা সরাসরি আমারুর বুকে লাগল। অন্য কোন লোক হলে বুলেটের এই ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে যেত, কিন্তু আমারু ছুটে আসছে। হুস করে একটা শব্দ হলো, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে আসছে। ছুটে এসে পিটের গায়ে ধাক্কা খেলো সে, নদীর দিকে পিছিয়ে গেল পিট।

ভাঙা পাঁজরে ব্যথা পেয়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠল ও। আমারু ওর অস্ত্র ধরা হাতটা ছাড়ছে না, ধস্তাধস্তি শুরু করল পিট। কনুই দিয়ে উরুসন্ধিতে গুঁতো মারল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখল আমারুর দু'জন লোক অটোমেটিক রাইফেলের দিকে এগোচ্ছে।

BanglaBook.org

উরুসন্ধিতে গুঁতো খেয়ে পিটের হাতটা ছেড়ে দিল আমারু। কনুই দিয়ে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল পিট, গুলি করল লক্ষ্য স্থির না করেই। রাইফেল নিয়ে সিধে হচ্ছিল এক লোক, তার মাথার পিছনে ঢুকল বুলেট। দ্বিতীয় লোকটা রাইফেল ছেড়ে দিয়ে ঘুরল, ইতিমধ্যে আবার ট্রিগার টেনে দিয়েছে পিট। বুক চেপে ধরে পড়ে গেল সে। পিট শুনতে পেল লরেনের গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে, যেন ওকে সাবধান করতে চাইছে। হুকের দিকে তাকাল পিট, যদিও দেরি হয়ে গেছে। হুকের হাতে অস্ত্রটা দেখতে পেলেও ক্লান্ত শরীরে একটা জড়তা এসে গেছে। কোল্টটা তার দিকে ঘোরাল পিট, তবে গুলি করল সারাসনই আগে। গুলির শব্দ শোনার আগে বাঁ কাঁধে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল ও।

ছিটকে পানিতে পড়ে গেল পিট। তারপর দুঃস্বপ্নের মত দেখল ক্রল করে ও দিকে এগিয়ে আসছে আমারু। স্রোতের মধ্যে পড়ে তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও, হাত বাড়িয়ে ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে আমারু।

নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল সারাসন। পানিতে ধস্তাধস্তি করছে পিট ও আমারু, গুলি করতে পারছে না। দুই হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে পানির তলায় পিটকে নামাতে চেষ্টা করছে ডেলাগাডো। ঠোঁটের কোণে হিংস্র হাসি, পিটের মাথায় লক্ষ্য স্থির করল সারাসন। 'বিদায়, মি. পিট।'

একজোড়া শুঁড়ের মত দুটো বাহু জড়িয়ে ধরল সারাসনের পা। আঁতকে উঠে চোখ নামাল সে। দেখল, পানি থেকে উঁচু হচ্ছে একটা মাথা।

সারাসনের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল অ্যাল। ওর মুখের সামনে বসে পড়ল। সারাসন বসে পড়লেও, জিওর্দিনোর মাথা লক্ষ্য করে পা ছুঁড়ল সে। জিওর্দিনোর আড়ষ্ট নড়াচড়া দেখে বুঝে ফেলেছে, সে আহত।

হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সারাসন। তাঁর হাতে এখনও অস্ত্রটা রয়েছে, তবে গুলি আছে মাত্র একটা। পিট ও আমারুর দিকে আরেকবার তাকাল সে, পানিতে এখনও ওরা মরণপণ লড়াই করছে। স্রোতের মধ্যে পড়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দু'জনেই। মৃদু হেসে জিওর্দিনোর দিকে তাকাল আবার। পানির ওপর শুধু তার মাথাটা ভেসে আছে। দু'চোখের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করল সে। 'আপনাকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ আছে?'

জবাবে লাফ দিয়ে তার পিঠে পড়ল লরেন, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মোটা গলাটা। গলা থেকে হাত দুটো অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল সারাসন, ওগুলো যেন সরু পাটখড়ি, তারপর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে।

অটোমেটিক রাইফেলগুলোর ওপর পড়ল লরেন। সিধে হবার সময় তুলে নিল একটা, ঘুরেই ট্রিগার টেনে দিল। কিন্তু গুলি বেরুল না। তার জানা নেই,

BanglaBook.org

গুলি করার আগে সেফটি ক্যাচ অফ করতে হয়। সারাসনকে এগিয়ে আসতে দেখে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সে। হাতের ডেরিঙ্গার দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারল সারাসন।

হঠাৎ ঝট করে ঘুরলেন সে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ছোট একটা নুড়ি পাথর ছুঁড়ছেন রুডিক্লফ, হুকের কোমরে লেগেছে সেটা, তবে সে কোন ব্যথা পায়নি। রুডিক্লফ এত দুর্বল যে দাঁড়াতে পারছেন না, নদীর কিনারায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। আপনমনে মাথা নাড়ল সারাসন, যেন এতগুলো লোককে মেরে ফেলতে হবে ভেবে দুঃখবোধ করছে। আবার জিওর্দিনোর দিকে ফিরল সে, কপালে লক্ষ স্থির করল।

দুটো পা-ই ভেঙে গেছে, মৃত্যু আর মাত্র এক সেকেন্ড দূরে, তারপরও হুকের দিকে মুখ তুলে ভেঙচাল অ্যাল, 'মর শালা!'

খাদের ভেতর গুলির শব্দটা কামান দাগার মত শোনাল, একই সঙ্গে তাজা মাংসের ভেতর সীসা বিস্ফোরিত হবার আওয়াজ ঢুকল ওদের কানে। সারাসন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল জিওর্দিনোর চোখে। তারপর দু'পা সামনে বাড়াল সারাসন, ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

অ্যাল বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও বেঁচে আছে সে। বেঁটে- খাটো ইন্ডিয়ান লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'কে ভাই আপনি?' লোকটার হাতে একটা উইনচেস্টার রাইফেল, অন্ধকার থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে আলোয়।

'বিলি ইয়োমা। আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে এসেছি।'

মাথার ক্ষতটায় হাত চেপে লরেন বলল, 'বন্ধু?'

'তাঁর নাম ডার্ক পিট।'

নামটা শোনামাত্র লাফ দিয়ে সিধে হলো লরেন, ছুটে নদীর কিনারায় চলে এল। 'কোথায় সে! তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

পিটের নাম ধরে বার কয়েক ডাকল অ্যাল। তারপর নদীর তীরে মাথা ঠুকল। 'ওহ্ খোদা, না!'

অনেক কষ্টে সিধে হয়ে বসলেন রুডিক্লফ, কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছেন। 'ভাল করে তাকান, উনি হয়তো সাঁতার কেটে ফিরে আসছেন।'

ফুঁপিয়ে উঠল লরেন। 'এ পিটের অন্যায়। আমাদেরকে বাঁচিয়ে এভাবে মরে যাওয়া উচিত নয় ওর!' বসে পড়ল সে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বিলি। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। 'কেউ যখন কোন সাহায্যে আসে না, ঈশ্বর তখন মুখ তুলে তাকান।'

'পিট আহত — ওর কব্জি ভেঙে গেছে, পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে, কাঁধে গুলি খেয়েছে', বিড়বিড় করছে অ্যাল। 'কি করে বাঁচবে ও!'

BanglaBook.org

একার চেষ্টায় যতটা সম্ভব সবাইকে আরামে শুইয়ে বসিয়ে রেখে চূড়ায় ফিরে এল বিলি। তার মুখে সব কথা শুনে বাকি ইন্ডিয়ানরা এবার পাহাড়ের নিচে নামতে আপত্তি করল না। আর্মি ইঞ্জিনিয়াররা যে-সব জিনিস রেখে গেছে সেগুলোর সাহায্যে দুটো স্ট্রেচার তৈরি করা হলো, অ্যাল আর রুডিকে বয়ে আনার জন্যে। বয়স্ক এক ইন্ডিয়ান গায়ের চাদর খুলে দান করল লরেনকে। জানাল, জিনিসটা তার স্ত্রীর নিজের হাতে বোনা।

নুমার চুরি করা হেলিকপ্টারটা ফেলে গেছে জোলাররা। কো-পাইলটের সীটে বসল লরেন, অ্যালকে ধরাধরি করে বসিয়ে দেয়া হলো পাইলটের সীটে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা, লরেনকে সে বলল, 'দু'জন মিলে চালাতে হবে এটাকে। পেডাল অপারেট করবে তুমি, টেইলস রোটর কন্ট্রোল করে ওটা।'

'পারব কিনা জানি না', বলল লরেন। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

হেলিকপ্টারের রেডিওর সাহায্যে অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওরা, এই মুহূর্তে কাস্টমস সার্ভিস হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন তিনি, রিচার্ড স্টারগারের অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। রওনা হবার আগে লরেন ও অ্যাল ওদের সবার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বিলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল।

আমারু ওকে টেনে পানির তলায় নামাতেই ভাঙাচোরা শরীরের চারপাশে স্রোতের চোয়াল অনুভব করল পিট, সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল ট্রেজার চেম্বারে ওর আর ফিরে যাওয়া হবে না। একসঙ্গে দুটো ফাঁদে ধরা পড়ে গেছে ও — একজন খুনী ওকে ধরে ঝুলে আছে, আর একটা নদী টেনে নিয়ে চলেছে নরকের দিকে।

পিট আহত না হলে আমারু ওর সঙ্গে পারত না, কারণ পানির তলায় পিটের যে অভিজ্ঞতা আমারুর তা নেই। পানির তলায় মাথাটা নেমে যাবার আগে বুক ভরে বাতাস নিয়েছে ও, অক্ষত হাতটা বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেছে ভাঙা হাড়গুলোকে আড়াল করার জন্যে, ঢিল করে দিয়েছে শরীর, কারণ জানে ধস্তাধস্তি করলে অবশিষ্ট যে-টুকু শক্তি আছে তা-ও ব্যয় হয়ে যাবে।

কোল্টটা এখনও ধরে রেখেছে ও, যদিও পানির তলায় গুলি করলে সম্ভবত ওর হাতের সবগুলো হাড় ফেটে যাবে। অনুভব করল কোমর জড়িয়ে থাকা ডেলাগাডোর আলিঙ্গন ওর নিতম্বে নেমে যাচ্ছে। খুনীটার পেশী লোহার মত শক্ত। স্রোতের মধ্যে পড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ওরা, তীরবেগে ভেসে চলেছে, অথচ এখনও অস্ত্রটা কেড়ে নেয়ার জন্যে বারবার ছোঁ মারছে আমারু।

BanglaBook.org

দু'জনের কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। পিটের মনে হলো ঘন কালির ভেতর ডুবে আছে সে।

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড আমারুকে বাঁচিয়ে রাখল তার আক্রোশ। তার মাথায় ঢুকল না যে দু'ভাবে ডুবছে সে — গুলিতে ফুটো হওয়া ফুসফুস রক্তে ভরে যাচ্ছে, একই সঙ্গে বাতাসের বদলে পানি টানছে সে। নদীর পরবর্তী বাঁক ঘোরার সময় পায়ের তলায় যখন পাথর ঠেকল, তার অবশিষ্ট শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। রক্ত আর পানি বমি করল সে, পাথরের ওপর পা ফেলে ঢুকে পড়ল ছোট একটা খোলা গ্যালারিতে, চোখে দেখতে না পেলেও শেষবারের মত চেষ্টা করল পিটের গলা ধরতে।

পারল না। পানি থেকে উঠে আসতেই দম ফুরিয়ে গেছে তার। এতক্ষণে সে টের পেল, বুকের ফুটোটা থেকেও হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল পিট, আবার স্রোতের মধ্যে পড়ে ভেসে গেল সে।

শরীরের ব্যথাগুলো হঠাৎ এমনভাবে ফিরে এল, যেন কেউ পিটের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনটা ভাঙা পাঁজর থেকে কাঁধের বুলেটের ক্ষত, সেখান থেকে ভাঙা কব্জিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্লান্তিতে অসাড় লাগায় খানিকটা রেহাই পাচ্ছে ও। নদীর শুকনো তীরে ওঠার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কিছু দূর। নরম বালি পেয়ে শুয়ে পড়ল। তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

BanglaBook.org

৫৬.

'সারাসনকে ফেলে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না', চার্লস বলল, মরুভূমির ওপর দক্ষিণ-পশ্চিমের আকাশে চোখ বুলাচ্ছে।

'ভুলে যাচ্ছ কেন আমাদেরই ভাই সে, বহুবার এর চেয়ে কঠিন পরিস্থিতি থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে', বলল জোলার। 'কয়েকজন আনাড়ি ইন্ডিয়ান আমারুর ভাড়াটে খুনীগুলোর সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।'

'আমি আশা করেছিলাম আরও অনেক আগে বেরিয়ে আসবে সারাসন।'

'সে হয়তো সরাসরি মরক্কোয় দেখা করবে আমাদের সঙ্গে।'

অলটার মরুভূমির অসংখ্য বালিয়াড়ির মাঝখানে সরু একটা এয়ারস্ট্রিপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বছরে মাত্র দু' একবার মেক্সিকান এয়ার ফোর্স পাইলটরা ট্রেনিঙের কাজে ব্যবহার করে এয়ারস্ট্রিপটা। ওদের পিছনে প্রকাণ্ড একটা সেভেন-ফোর-সেভেন/ ফোর-জিরো-জিরো জেটলাইনার দাঁড়িয়ে রয়েছে, টেক-অফ করার জন্যে তৈরি, গায়ে মেক্সিকান ন্যাশনাল এয়ার ক্যারিয়ারের প্রতীক চিহ্ন আঁকা।

স্টারবোর্ড উইং-এর ছায়ায় সরে এসে আর্টিফ্যাক্টের তালিকাটা পরীক্ষা করল জোলার। এই তালিকা প্রফেসর মূর আর মিসেস মূর তৈরি করেছে। মেক্সিকান আর্মি ইঞ্জিনিয়াররা লেঅফ করার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। সোনার একটা বাঁধরের দিকে হাত তুলল জোলার। বড় একটা ফর্কলিফটের সাহায্যে কার্গো হ্যাচে তোলা হচ্ছে। জমিন থেকে প্রায় তেইশ ফুট উঁচু সেটা। 'এটাই শেষ।'

এয়ারস্ট্রিপের চারদিকে চোখ বুলিয়ে চার্লস বলল, 'ট্রেজার এক জায়গায় জড়ো করে সব আবার প্লেনে তোলা, ভেবেছিলাম কত কি-ই না ঘটতে পারে। এখন দেখছি এই জায়গাটা আদর্শ। চারদিকে বোধহয় এক দেড়শো মাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই।'

'আমরা পরলোগকগত কর্নেল ক্যাম্পোসকে ধন্যবাদ দিতে পারি, এই জায়গার কথা তিনিই বলেছিলেন।'

'কর্নেলের অকালমৃত্যুতে তাঁর লোকজন কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি তো?'

হেসে উঠল জোলার। 'প্রত্যেকের হাতে একটা করে সোনার বার ধরিয়ে দিয়েছি না! একেকটার ওজন একশো আউন্স।'

BanglaBook.org

'দেখা যাচ্ছে উদারহস্তে দান করেছ।'

'এত ধন-সম্পদের ওপর বসে থাকলে উদার না হয়ে উপায় কি।'

'দুঃখের কথা, সিনর মেটোস তাঁর ভাগ ভোগ করতে পারলেন না।'

'হ্যাঁ, সেরো এল ক্যাপিরোট থেকে আসার সময় সারাটা পথ কেঁদেছি আমি।'

এগিয়ে এসে স্যালুট করল জোলারের পাইলট। 'আমরা রেডি, স্যার। সন্ধ্যের আগেই টেক-অফ করা ভাল বলে মনে করছি।'

'সমস্ত কার্গো শক্ত করে বাঁধা হয়েছে তো?' জিজ্ঞেস করল জোলার।

মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'জ্বী, স্যার। সব বাঁধা হয়েছে।'

'মরক্কোর নাডোর-এ পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?' জানতে চাইল চার্লস।

'আমাদের ফ্লাইট প্ল্যান অনুসারে দশ ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট', বলল পাইলট। 'তবে লোড খুব বেশি হওয়ায়, আর অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে বলে, আরও এক- দেড় ঘণ্টা বেশি লাগতে পারে।'

'হ্যাঁ, যতটা প্রয়োজন ঘুরে যাবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ছোঁয়া যাবে না', বলল জোলার। 'তার মানে কাল দুপুরের দিকে মরক্কোয় পৌঁছুব আমরা।'

'জী স্যার', বলে প্লেনে ফিরে গেল পাইলট।

ওরা দুই ভাইও সিঁড়ির দিকে এগোল। প্লেনে ওঠার পরও চার্লস চিন্তিত সুরে বলল, 'আমাদের বোধহয় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

'পরিস্থিতি যদি খারাপ হত, রওনা হতে ইতস্তত করত না সারাসন', বলল জোলার। 'অপেক্ষা করলে বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। দুশ্চিন্তা বাদ দাও তো। সারাসন একজন সারভাইভার।'

কয়েক মিনিট হলো আকাশে উঠে এসেছে প্লেন। আপার ডেকের ছোট প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে বসে রয়েছে জোলার ও চার্লস। ককপিটের ঠিক পিছনে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সী অব কোর্টেজ, জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চার্লস বলল, 'ভাবছি মূর দম্পতির কপালে কি ঘটল। ট্রেজারের শেষ অংশটুকু একটা স্লেজে তোলা হচ্ছে, তখনই শেষবার ওদেরকে আমি খাদের ভেতর দেখি।'

'মিস লরেন আর মি. রুডিক্রফের সঙ্গে ওদেরও একটা ব্যবস্থা করবে সারাসন, আমি জানি', বলল জোলার। হাতে ট্রে নিয়ে তার পাশে সুন্দরী এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ট্রে থেকে ওয়াইনের একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল সে।

BanglaBook.org

'জানি, শুনতে কেমন লাগছে, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে ওদের ব্যবস্থা করা সহজ হবে না।'

'তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি হুকেরও তাই মনে হয়েছে। তার ধারণা, ওরা আসলে খুনী।'

জোলারের দিকে তাকাল চার্লস। 'মিসেস মূরও? তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না, সারাসনকে আমার সিরিয়াস বলেই মনে হয়েছে। গ্লাসে আবার চুমুক দিল জোলার।

ট্রে থেকে দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে নিল চার্লস। 'মনটা আমার খুঁত-খুঁত করছে কেন বুঝতে পারছি না।'

দশ মিনিট পর সীটবেল্ট খুলে কার্গো বে-তে চলে এলো ওরা। বিপুল আর্টিফ্যাক্ট, রক্ষণশীল হিসেবেও তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম, ঘুরেফিরে দেখেছে। সময় বয়ে চলেছে, সেদিকে দু'জনের কারুরই খেয়াল নেই। প্রায় এক ঘন্টা পর চমকে উঠল জোলার, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ভাইয়ের দিকে। 'তোমার কি মনে হচ্ছে আমরা নিচে নামছি?'

সোনার একটা ফুলে বসা সোনারই একজোড়া প্রজাপতির গায়ে হাত বুলাচ্ছে চার্লস। 'না, সেরকম কিছু অনুভব করছি না।'

জবাবটা জোলারকে খুশি করতে পারল না। ঝুঁকে একটা জানালা দিয়ে নিচে তাকাল সে। 'কিছু একটা ঘটেছে!' আঁতকে উঠল সে। 'অনেক নিচে নেমে এসেছে প্লেন।'

চোখ সরু হয়ে উঠল চার্লসের, সে-ও তার সামনের জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'হ্যাঁ, তাই তো! এখনও নামছে প্লেন। মনে হচ্ছে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমরা নিশ্চয়ই কোন ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে।'

'পাইলট আমাদেরকে জানায়নি কেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যান্ডিং গিয়ার ঝুলে পড়ার আওয়াজ পেল ওরা। জমিন আগের চেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে আসছে। বাড়ি-ঘর, রেললাইন পেরিয়ে এল প্লেন, তারপর একটা রানওয়ের ওপর চলে এলো ওরা। কংক্রিটে চাকা স্পর্শ করল, এঞ্জিনগুলো রিভার্সে দেয়ায় আর্তনাদ করছে। গতি কমে গেল, প্লেন এখন মন্থরবেগে ট্যাক্সিওয়ের দিকে এগোচ্ছে।

টার্মিনালের মাথায় লেখা রয়েছে 'ওয়েলকাম টু এল পাসো'।

চার্লস বোবা হয়ে থাকল, বিস্ফোরিত হলো জোলার। 'মাই গড! আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ল্যান্ড করেছি!'

সামনের দিকে ছুটল সে, ককপিটের দরজায় ঘুসি মারছে। রানওয়ের অপরপ্রান্তে, একটা এয়ার ন্যাশনাল গার্ড হ্যাঙ্গারের বাইরের এসে থামল প্রকাণ্ড জেট। এতক্ষণে ককপিটের দরজা সামান্য একটু ফাঁক হলো।

BanglaBook.org

'ইউ বাস্টার্ড! কি করছ তুমি? আমি তোমাকে অর্ডার করছি এখুনি আবার আকাশে তোলো...', চোখের সামনে কালো একটা মাজল দেখে থেমে গেল জোলার।

পাইলট এখনও তার সীটে বসে আছে, কো-পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারও নিজের সীট ছেড়ে নড়েনি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, প্রফেসর মূর, তাঁর হাতে একটা নাইন-মিলিমিটার অটোমেটিক। ককপিটের ভেতরে আরও রয়েছেন মিকি মূর, কথা বলছেন প্লেনের রেডিওতে। তাঁর হাতেও ছোট্ট একটা হ্যান্ডগান রয়েছে, সেটা তিনি চেপে ধরে রেখেছেন পাইলটের ঘাড়ে।

'হঠাৎ ল্যান্ড করার জন্যে দুঃখিত, প্রাক্তন বন্ধু', এমন কর্তৃত্বের সুরে বললেন মূর, জোলার বা চার্লস আগে কখনও শোনেনি। 'বুঝতেই পারছেন, প্লানটায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

পালা করে গান ব্যারেল আর প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাল জোলার। বিস্ময়কে হটিয়ে জায়গা দখল করছে ক্রোধ। 'ইউ ইডিয়ট, ইউ ব্লাইন্ড ইডিয়ট, কী সর্বনাশ করেছেন আপনার কোন ধারণা আছে?'

'পরিস্কার ধারণা আছে', বললেন মূর। 'আমি আর মিকি আপনার প্লেন ও হুয়াসকারের গুপ্তধন হাইজ্যাক করেছি। পুরানো সেই কথাটা আশা করি আপনাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই– চোরেরা পরস্পরকে সম্মান করে না।'

'আপনি যদি এখুনি প্লেনটাকে আকাশে না তোলেন', আবেদনের সুরে বলল চার্লস, 'হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে কাস্টমস এজেন্টরা।'

'কথাটা আপনি যখন তুললেনই, তাহলে বলি– আমার আর মিকির ইচ্ছেও তাই হুয়াসকারের গুপ্তধন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিই।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কি বলছেন নিজেও জানেন না....!

'জানি বৈকি, বন্ধু চার্লস। কি করব তা তো জানিই, কেন করব তা ও জানি। আরও কি জানি শুনবেন? ফেডারেল এজেন্টরা হুয়াসকারের গুপ্তধন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। তারা মাথা ঘামাচ্ছে আপনাদের নিয়ে।'

'এভাবে হঠাৎ কোত্থেকে এলেন আপনারা?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল জোলার।

'যেসব হেলিকপ্টার সোনা পাচার করছিল তার একটায় চড়ে বসেছিলাম', ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর। 'আর্মি ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই প্লেনে উঠতে দেখে কিছু বলেনি। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত একটা রেস্টরুমে লুকিয়ে ছিলাম তারপর ককপিট দখল করি।'

BanglaBook.org

'ফেডারেল এজেন্টরা আপনাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন?' জিজ্ঞেস করল চার্লস।

'এক অর্থে বলা যায় এক সময় আমরা ও সরকারী এজেন্ট ছিলাম', বললেন প্রফেসর। 'এখনও আমরা এজেন্ট হিসেবে কাজ করছি, তবে সেটা একটা প্রাইভেট এজেন্সির পক্ষে। পিট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নাম শোনেননি? প্রস্তাবটা আগেই দেয়া হয়েছিল, খানিক আগে আমরা সেটা গ্রহণ করেছি।' হাসলেন তিনি 'ককপিট দখল করার পর মিকির ওয়াশিংটন অফিসের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করেছে। ওরা আবার যোগাযোগ করেছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ফলে আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে সরকারের তরফ থেকে আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি বলে আমার বিশ্বাস।'

জোলারকে দেখে মনে হলো গুলি খাবার ভয় থাক বা না থাক, প্রফেসরের ফুসফুস টেনে ছিঁড়ে আনার জন্যে তৈরি সে। 'আপনি আর আপনার ডাইনী স্ত্রী আর্টিফ্যাক্টের ভাগ পাবার বিনিময়ে সরকারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছেন, তাই না?' উত্তরের জন্যে দু' সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার বলল, 'কত পার্সেন্ট পাচ্ছেন আপনারা? দশ, বিশ, নাকি পঞ্চাশ?'

'সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন চুক্তি হয়নি', ধীরে ধীরে বললেন মূর। 'আমরা জানতাম, আর্টিফ্যাক্টের ভাগ তো আমরা পাবই না, আপনারা আমাদেরকে খুন করবেন। প্রথমে প্ল্যান করেছিলাম হুয়াসকারের পুরোটা গুপ্তধন চুরি করব আমরা। তারপর ভাবলাম, এ সম্ভব নয়। তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাম, পরিমাণে এত বেশি যে আমরা হজম করতে পারব না। কাজেই পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, সমস্ত ট্রেজার আমরা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব। যদিও সে সিদ্ধান্তও পাল্টাতে হয়েছে।'

'অস্ত্র ধরার কায়দা দেখেই বোঝা যায়', বলল চার্লস, 'সারাসেনের কথাই ঠিক। ওরা জাত খুনী।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মূর। 'আপনার ভাইয়ের অন্তর্দৃষ্টি আছে। আততায়ীই আতায়ীকে চিনতে পারে।'

নিচের ডেক থেকে দরজায় ঘুসি মারার আওয়াজ ভেসে এলো। হাতের অস্ত্র নেড়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন মূর। 'নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিন', দুই ভাইকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

তাঁর নির্দেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালন করল ওরা।

প্লেনের বাইরে একটা সিঁড়ি খাড়া করা হয়েছে, দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকলেন দু'জন ভদ্রলোক। তাঁদের পরনে বিজনেস স্যুট। দেখেই তাঁদেরকে ফেডারেল এজেন্ট বলে সন্দেহ করল জোলার।

BanglaBook.org

'জোসেফ জোলার ও চার্লস, আমি কাস্টমস সার্ভিসের এজেন্ট গাসকিল, আর ইনি আমার সঙ্গে এফবিআই এজেন্ট ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল। যুক্তরাষ্ট্রে বেআইনী আর্টিফ্যাক্ট স্মাগলিং করার জন্যে আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। প্রাইভেট ও পাবলিক মিউজিয়াম থেকে অসংখ্য শিল্পকর্ম চুরির কথাটা এখানে উল্লেখ করছি না। অভিযোগ তো একটা নয়, ডজন ডজন, সেসব লিখিতভাবে জানানো হবে।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন!' ধমকের সুরে বলল জোলার।

জবাবে দুই ভাইয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল।

'ভাবিনি আপনারা সময়মত পৌঁছুতে পারবেন', বললেন মূর। 'আমাদেরকে বলা হয়েছে আপনারা ক্যালিক্সিকোয় আছেন।'

'ওয়াশিংটন থেকে খবর পেয়েই বিশেষ ব্যবস্থায় একটা মিলিটারি জেটে উঠে বসি', বললেন গাসকিল।

তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে চার্লস, চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, কর্কশ সুরে বলল, 'একশো বছর চেষ্টা করলেও আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে নিরেট কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন না...।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুয়াসকারের গুপ্তধনের দিকে ইঙ্গিত করলেন গাসকিল। 'এগুলোকে আপনি কি বলবেন?'

'এখানে আমরা স্রেফ প্যাসেঞ্জার', জবাব দিল জোলার, এখন আবার তার মাথা শান্তভাবে কাজ শুরু করেছে। 'প্রফেসর মূর আর তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে লিফট দেয়ার জন্যে প্লেনে তুলেছেন।'

'আচ্ছা। তাহলে বলুন দেখি আপনাদের গলভেস্টন ফ্যামিলিটিতে যে বিপুল-পরিমাণ আর্টিফ্যাক্ট আর শিল্পকর্ম দেখলাম, ওগুলো কোত্থেকে এলো?'

'আমাদের গলভেস্টন ওয়্যারহাউসে যা আছে সবই বৈধ', হিসহিস করে উঠল চার্লস। 'আগেও আপনারা ওখানে হানা দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই কিছু পাননি।'

'তাই যদি হয়', সকৌতুকে বললেন গাসকিল, 'তাহলে টানেলটার কি ব্যাখ্যা দেবেন? যেটা বোগান স্টোরেজ কোম্পানী থেকে জোলার ইন্টারন্যাশনালের বেসমেন্ট ওয়্যারহাউসে গিয়ে ঢুকেছে? যেখানে চুরি করা আর্টিফ্যাক্ট ও শিল্পকর্ম লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

দুই ভাই পরস্পরের দিকে তাকাল, রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদা হয়ে গেছে চেহারা। প্রায় ধরা গলায় জোলার বলল, 'এসব আপনি বানাচ্ছেন!'

'তাই কি? তাহলে যেসব আর্টিফ্যাক্ট ওখানে পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা দিই, মিলিয়ে দেখুন?'

BanglaBook.org

'টানেল...ওটা কারও দেখতে পাবার কথা নয়!'

'ছত্রিশ ঘণ্টা আগে', ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেল বললেন, 'জোলার ইন্টারন্যাশনাল আর সলপেমাচাকো নামে আপনাদের গোপন অপারেশন চিরকালের জন্যে লালবাতি জ্বেলেছে।'

গাসকিল বললেন, 'অবজারভার হিসেবে পরিচিত আপনার বাবা বেঁচে নেই, থাকলে তাঁকেও আমরা জেলে ভোরতাম।'

জোলারকে দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে তার হার্ট অ্যাটাক করবে। আর চার্লস পঙ্গু হয়ে গেছে, নড়াচড়ার শক্তিটুকুও যেন অবশিষ্ট নেই।

'আপনারা দু'জন, পরিবারের বাকি সবাই, অংশীদাররা, সহযোগীরা ও ক্রেতারা যেদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরুবেন, সেদিন আপনাদের বয়েস হবে চুরি করা আর্টিফ্যাক্টগুলোর প্রায় কাছাকাছি।'

প্লেনের ভেতর ঢুকতে শুরু করেছে ফেডারেল এজেন্টরা। এফবিআই এজেন্টরা প্লেনের ক্রু ও সার্ভিং লেডিকে নামিয়ে নিয়ে গেল। কাস্টমস এজেন্টরা গোল্ডেন আর্টিফ্যাক্টের বাঁধন খুলতে শুরু করল। জোলার আর চার্লসকে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবার পর মূর দম্পতির সঙ্গে আলাপ করছেন গাসকিল।

'আপনারা সাহায্য করায় আমরা যে কতটুকু কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জোলার পরিবারকে কাবু করতে পারায় আর্টিফ্যাক্ট স্মাগলিং ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে। আমরা চাই, ওই সমস্ত আর্টিফ্যাক্টের একটা পরিস্কার বর্ণনা আপনারা দিন আমাদের।'

'শুনেছি, জোলার পরিবারকে ধরতে পারলে পেরু সরকারের পক্ষ থেকে একটা পুরস্কার রয়েছে,' লাজুক স্বরে বললেন মূর।

হেসে ফেললেন গাসকিল। 'ঠিক জানেন দেখছি।'

BanglaBook.org

৫৭.

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাবার সময় পিটের মনে হলো কাদায় পিচ্ছিল একটা ঢাল বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে ও, কিন্তু যেই চূড়ার নাগাল পেতে চাইছে অমনি হড়কে নেমে আসছে নিচে, বারবার। চেতনা ফিরে পাবার সংক্ষিপ্ত মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার যতই চেষ্টা করুক, আবার সেই অন্ধকার গহীনে তলিয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হলো, একবার শুধু যদি চোখ দুটো মেলতে পারে তাহলে ওর বাস্তবতায় ফেরা হয়। অবশেষে এক সময় জোর করে খুলে ফেলল চোখ জোড়া।

কবরের মত ঠাণ্ডা অন্ধকার দেখতে পেয়ে হতাশায় মাথা নাড়ল পিট, ভয় পেল আবার বোধহয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। আর তারপরই আগুনের ফুলকির মত ফিরে এল ব্যথাগুলো, সেই সঙ্গে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল। একপাশে গড়িয়ে বসল ও, মাথাটা এদিক ওদিক নেড়ে মনের অলিগলিতে জমে থাকা কুয়াশা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কাঁধে, বুকে আর কব্জিতে ব্যথা; নিজেকে বোঝাল, এগুলোর কথা ভুলে থাকতে হবে তাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দেখল চামড়া উঠে যাওয়ায় ক্ষতটা চটচট করছে।

এত রক্ত ঝরেছে অথচ দুর্বলতা অনুভব করছে না, অবাকই হলো ও। জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার পর অ্যাল ওকে একটা চট দিয়েছিল, বাহু থেকে খুলে বালির ওপর কাত করে রাখল সেটা, গায়ে যাতে আলো লাগে। ওয়েট স্যুট জ্যাকেট খুলে কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল। কোন হাড় না ছুঁয়ে শুধু মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। বড় জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও ওয়েট স্যুটটা এখনও কাঁধের ওপর চামড়ায় আঁট হয়ে সেঁটে আছে, ফলে খুব একটা রক্ত বেরুতে পারেনি। একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি, বুঝতে পেরে স্বস্তিবোধ করল ও। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল এবার। এযাত্রা বেঁচে যাবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়, সন্দেহ নেই একশো কিলোমিটার অর্থাৎ বাষট্টি মাইল পাড়ি দিতে পারলে নদী থেকে গালফে বেরুতে পারবে ও। এই বাষট্টি মাইল পেরুতে হলে ক'টা জলপ্রপাত থেকে খসে নিচে পড়তে হবে, ওর কোন ধারণা নেই। খাদটা কতবার পানিতে ডুবে যাবে তা-ও ওর জানা নেই। শুধু দূরত্বটা পেরুনোই প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, বাধাগুলো যদি ধরা না-ও হয়।

অন্য কোন মানুষ মাটির তলায় এই অন্ধকারের ভেতর নিজেকে আবিষ্কার করলে, উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই বুঝতে পেরে, আতঙ্কেই মারা যেত;

BanglaBook.org

কিংবা আঁচড়াআঁচড়ি করে দিশেহারার মতো এদিক ওদিক এগোতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু পিটের মনে কোন ভয় নেই।

ও ভাবল, মরতেই যদি হয়, একটু আরাম পাওয়া ব্যবস্থা করা দরকার। অক্ষত হাত দিয়ে বালি সরল, শুয়ে যাতে আরাম পায়। টর্চের আলো চারদিক চিকচিক করছে দেখে অবাক হলো ও। বালির ওপর যতদূর আলো পড়েছে ততদূর এগুলো কি চকচক করছে? এক মুঠো বালি নিয়ে আলোর সামনে ধরল।

'ওহ্ গড!' বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'এ যে দেখছি সোনা!' টর্চের আলো ফেলে খাদের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল এবার। সরু শিরার মত অসংখ্য রেখা দেখা গেল দেয়ালে। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল পিট। গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করেছে। 'সোনার একটা খনি!' হাসি থামতে বিড়বিড় করল ও। 'মরার আগে একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু কাউকে কোনদিন জানাতে পারব না।'

হাল ছেড়ে দেয়ার কোন মানে হয় না, খানিকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে নিজেকে বোঝাল পিট। কেউ যেন কিছু বলতে চাইছে ওকে। তা না হলে সোনার খনিটা দেখতে পেল কেন? ঈশ্বর বা প্রকৃতির যেন একটা ভূমিকা রয়েছে। ঠিক আছে, মানলাম বাষট্টি মাইল পেরুনো সম্ভব নয়। দরকার নেই, সে চেষ্টা করো না। সামান্য, খানিক দূর এগোও। নদীর একটা বাঁক ঘোরো। তারপর যদি শক্তিতে না কুলায়, আর এগিয়ো না। শুধু যে চিন্তা করছে পিট, তা নয়; ইতিমধ্যে পানিতে নেমেও পড়েছে ও। শরীরে এমন শক্তি নেই যে পানির তীব্র আলোড়ন ও স্রোত ঠেলে উজানে যেতে পারবে। ও শুধু স্রোতের গায়ে ছেড়ে দিতে পারে নিজেকে।

খাদ ও গ্যালারির ছাদ বারবার উঁচু-নিচু হলো পরবর্তী দশ মাইল। তারপর তীব্র আলোড়নের আওয়াজ ঢুকল কানে। ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, নদীটা নিচের কোন খাদে লাফ দেয়নি। সিলিং থেকে বিপুল বেগে অসংখ্য পানির ধারা নেমে আসছে। আলোড়নটা পেরিয়ে এল ও, এক সময় কুয়াশা ও কেটে গেল। এরকম বাধা আরও কয়েকবার পড়ল সামনে, তবে প্রতিবারই স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে এল শান্ত পানিতে।

লম্বা এক খাদের ভেতর ঢুকল নদী, পানি সম্পূর্ণ শান্ত, প্রায় এক ঘণ্টা স্রোতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিল পিট। তারপর নিচে নেমে এল ছাদ, এক সময় পানি স্পর্শ করল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ফুসফুস ভরে নিল ও, ডুব দিল পানির তলায়। মাত্র একটা হাত ব্যবহার করতে পারছে, সুইম ফিনও নেই, এগোবার গতি খুব মন্থর। চিৎ হলো, টর্চের আলো ফেলল ছাদে। অক্সিজেনের অভাবে প্রতিবাদ করছে ফুসফুস, তবু সাঁতরে যাচ্ছে। অবশেষে আলোয় একটা এয়ার পকেট ধরা পড়ল। পানির ওপর মাথা তুলে নির্ভেজাল, প্রাগৈতিহাসিক

BanglaBook.org

বাতাসে ভরে নিল ফুসফুস। এখানে এই বাতাস সম্ভবত কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে আটকা পড়ে আছে।

ছোট গুহাটা চওড়া হতে হতে বড় খাদে পরিণত হলো, বাঁক ঘুরে আলোর নাগাল থেকে দূরে সরে গেছে সিলিং। প্রচুর জায়গা নিয়ে বাঁক ঘুরল নদী, একপাশে নুড়ি পাথরের স্তূপ দেখতে পেল পিট। হামাগুড়ি দিয়ে শুকনো জায়গায় উঠে এল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। ব্যাটারির শক্তি বাঁচানোর জন্যে নিভিয়ে দিল টর্চ।

তারপরই ঝট করে আবার সেটা জ্বালল পিট। আলোটা নেভাবার আগে কি যেন একটা দেখতে পেয়েছে ও। পনেরো কি ষোলো ফুট দূরে সোনালি বালির ওপর পড়ে রয়েছে কালো জিনিসটা, দেখেও প্রথমে চিনতে পারল না।

তারপর বুকের ভেতর লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। তোবড়ানো ওয়াভারউইং, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, জলপ্রপাত থেকে খসে পড়ার পর চল্লিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসেছে। অবশেষে আশার একটু ক্ষীণ আলো দেখতে পেল পিট। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এসে রাবারের খোলটা পরীক্ষা করল।

মাউন্টিং থেকে ইঞ্জিন আর ফ্যান অদৃশ্য হয়েছে। ফুটো হয়েছে এক জোড়া এয়ার চেম্বার, চুপসে আছে ওগুলো। তবে বাকি ছ'টা সম্পূর্ণ অক্ষত। কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট ভেসে গেছে স্রোতের সঙ্গে, তবে চারটে এয়ার ট্যাংক, ফার্স্ট-এইড কিট, ডানকানের দেয়া রঙিন ওয়াটার ডাই ট্রেসার ভর্তি প্লাস্টিকের বল, জিওর্দিনোর একটা বৈঠা, দুটো অতিরিক্ত টর্চ আর অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের দেয়া থারমোস ভর্তি কফি ও ছ'টা স্যান্ডউইচ রক্ষা পেয়েছে অলৌকিকভাবে।

প্রথমে ফার্স্ট-এইড কিটটা কাজে লাগাল পিট। কাঁধের ক্ষতটায় প্রচুর ডিজইনফেকট্যান্ট লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল ছেঁড়া ওয়েট স্যুট দিয়ে। পাঁজরের ফাটা হামগুড়ো বেঁধে কোন লাভ নেই। তবে দাঁতে দাঁত চেপে কব্জিটা ব্যান্ডেজ করল।

গরম কফি খেলো, তারপর স্যান্ডউইচ। খানিক বিশ্রাম নিতে নতুন শক্তি অনুভব করল পিট। ইকুইপমেন্টগুলো আবার জায়গামত সাজিয়ে রাখল ও, খুলল শুধু ডানকানের প্লাস্টিক ডাই কন্টেইনারটা। নদীতে ছড়িয়ে দিতেই উজ্জ্বল হলুদ হয়ে উঠল পানি। রঙিন পানিটুকু ভেসে গেল স্রোতের সঙ্গে। 'ওরা জানবে আমি আসছি', 'মৃদুকণ্ঠে বলল ও।

ঠেলে পানিতে হোভারক্রাফট নামাল পিট। ওপরে উঠে বৈঠা চালাতে শুরু করল এক হাতে। স্রোত পেয়ে হেলেদুলে ছুটল ওয়াভারউইং ভাটির দিকে। পিছনে হেলান দিয়ে একটা গান ধরল পিট।

BanglaBook.org

৫৮.

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও এল পাসো থেকে এজেন্ট গাসকিল আর ফ্রান্সিস র‍্যাগসডেলক্স সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করলেন, সব জানার পর যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট সিদ্ধান্ত নিলেন প্রটোকল এড়িয়ে সরাসরি মেক্সিকো আর পেরুর সরকার প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। প্রথমে তিনি যোগাযোগ করলেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, চুরির ব্যাপক পরিকল্পনা ও স্মাগলিং-এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিলেন তাঁকে।

'অবিশ্বাস্য একটা গল্প', মন্তব্য করলেন মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট।

'তবে সত্যি', সেক্রেটারি অব স্টেট নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন।

'এ ধরনের ঘটনা ঘটায় আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। কথা দিচ্ছি তদন্তে আমার সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।'

'আপনি যদি ক্ষমা করেন, মি. প্রেসিডেন্ট, অনুরোধের একটা তালিকা আছে আমার কাছে।'

'বলুন, শোনা যাক।'

দু'ঘণ্টার মধ্যে মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝখানে সীমান্ত আবার খুলে দেয়া হলো-জোলারদের লোভের ফাঁদে পা দিয়ে যে-সব মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে আটক করা হলো। সবার আগে গ্রেফতার হলেন ফার্নান্দেজ মেটোস আর রাফায়েল কোর্টিনা। তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মেক্সিকোর জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে।

একই সময়ে সী অব কোর্টেজে টহলে বেরুল মেক্সিকান নেভি।

পরদিন সন্ধ্যের খানিক আগে মেক্সিকান নেভির একটা পেট্রোল বোট ভিড়ল ফেরীবোট প্ল্যাটফর্মের পাশে।

পিট যেমন সন্দেহ করেছিল, ভেলায় চড়ে ফেরীবোটের পাডিলা আর তার সঙ্গীরা তীরে পৌঁছে নিজেদের গ্রামে স্ত্রী ও প্রেমিকাদের কাছে ফিরে যায়; নতুন জীবন ফিরে পাওয়া উপলক্ষে তিন দিন ফুর্তি করার জন্যে। তারপর কোর্টিনা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে পাডিলা তার ক্রুদের এক জায়গায় জড়ো করে, একটা ফিশিং বোট নিয়ে ফিরে আসে ফেরীবোটে। ফিরেই বোট থেকে পানি

BanglaBook.org

সেঁচে ফেলে দেয় তারা। পলিমাটি থেকে খোল মুক্ত হতেই এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়, সান ফিলিপিতে চলে আসে তারা, নোঙর ফেলে ডকে।

পেট্রোল বোটের ব্রিজ থেকে নেভির লোকজন তাকিয়ে আছে, প্ল্যাটফর্মের কার ডেকটাকে কোন হাসপাতালের এক্সিডেন্ট ওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে তাদের।

শর্টস আর শার্ট পরেছে লরেন, ফলে তার কোমর, পেট আর কাঁধের ছোট্ট ব্যান্ডেজগুলো দেখা যাচ্ছে না। অ্যাল বসে আছে একটা হুইল চেয়ারে, প্লাস্টারে মোড়া পা দুটো সামনে লম্বা করা।

অনুপস্থিত শুধু রুডি গান, এল সেন্ট্রার মেডিকেল সেন্টারে তাঁর অবস্থা এখনও অপরিবর্তিত। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন তাঁর খুলি ফেটে গেছে, পেট ফুটো না হলেও চওড়া ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, আর সব মিলিয়ে ছ'টা আঙুল ভেঙে গেছে।

ওদের সঙ্গে ফেরীবোটের ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও হাইড্রোলজিস্ট ডানকান, সঙ্গে ড. শ্যানন, ফটোগ্রাফার রজার্স, বাজা ক্যালিফোর্নিয়া নর্ট-এর কিপেটের ও একদল স্থানীয় পুলিশ। সবার চেহারা থমথম করছে, নেভির পেট্রোল বোট থেকে একটা স্ট্রেচার নামানো দেখছেন। গালফ থেকে উদ্ধার করা একটা লাশ আছে স্ট্রেচারে।

বডি ব্যাগ খোলা হচ্ছে, হুইল চেয়ার নিয়ে এগিয়ে এল অ্যাল। নেভির একজন অফিসার সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'দৃশ্যটা বীভৎস, সিনর। আপনি অসুস্থ মানুষ....।'

'লাশ সনাক্ত করতে হবে না?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

কিপেটের বললেন, 'আপনি ছাড়া আরও তো মানুষ আছে, যারা তাঁকে চেনেন।'

'আমি তাঁর বন্ধু', বলল অ্যাল।

কিপেটের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেখুন তবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল লরেনের চেহারা, ঘুরে দাঁড়াল সে। তবে জিওর্দিনোর পাশে দাঁড়াবার জন্যে এগিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি....?'

মাথা নাড়ল অ্যাল। 'না, এ লাশ পিটের নয়। এ সেই সাইকো-বদমাশ, টুপাক আমারু।'

'গুড লর্ড!' আঁতকে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'দেখে মনে হচ্ছে সিমেন্ট মিকসার থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

বীভৎস দৃশ্যটা দেখে ডানকানও শিউরে উঠলেন। 'নদীর স্রোত যেন নির্মম-ভাবে পাথরে ফেলে আছড়েছে লোকটাকে।'

BanglaBook.org

'পাপ না করলে প্রকৃতি কখনও এরকম প্রতিশোধ নেয় না', বলল অ্যাল।

'আরেকটা লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি?' নেভির অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'না, সিনর। এই একটা লাশই পেয়েছি আমরা। তবে আমাদের ওপর অর্ডার আছে, দ্বিতীয় ভদ্রলোকের জন্যে সার্চ চালিয়ে যেতে হবে।'

আমারুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'এতক্ষণেও যদি গালফে পিট বেরিয়ে এসে না থাকে, ধরে নিতে হয় এখনও আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে ও।'

'হয়তো একটা সৈকতে বা স্যান্ডব্যাংকে এসে আটকে গেছে', আশা ছাড়তে রাজি নয় অ্যাল। 'এখনও হয়তো বেঁচে আছে ও।'

'নদীতে কাউকে নামিয়ে সার্চ করার ব্যবস্থা করা যায় না?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আমি একটা টিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না।'

'অ্যাডমিরাল ঠিকই বলছেন', বলল অ্যাল। 'পিট আর আমি মাত্র একটা জলপ্রপাত পেয়েছি, ওরকম আরও এক ডজন থাকতে পারে। এমনকি হোভারক্রাফট নিয়েও পাথর আর স্রোতের সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, একশো কিলোমিটার পথ।'

'তার ওপর আছে অসংখ্য ডোবা প্যাসেজ', বললেন ডানকান। 'প্রচুর এয়ার সাপ্লাই ছাড়া সলিল সমাধি কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'আপনার কি ধারণা, কতদূর ভেসে যেতে পারে পিট?' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'ট্রেজার চেম্বার থেকে?'

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ডানকান। 'পাঁচশো মিটারের মধ্যে মি. পিট যদি শুকনো তীরে পৌঁছুতে পারেন তাহলে বাঁচার একটা সুযোগ পাবেন। গাইড লাইনে বেঁধে আমরা এক লোককে পাঠাতে পারি ভাটির দিকে, ওই পাঁচশো মিটার পর্যন্ত। তারপর ওদেরকে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিতে পারি।'

'কিন্তু যদি পাঁচশো মিটারের মধ্যে পিটকে পাওয়া না যায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডানকান। 'তারপরও যদি গালফে তাঁর লাশ ভেসে না উঠে, কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তার মানে কি পিটের বেঁচে থাকার কোন আশাই নেই?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল লরেন। 'ধরে নিতে হবে সে মারা গেছে?'

BanglaBook.org

প্রথমে অ্যাডমিরাল, তারপর অ্যাল, সবশেষে লরেনের দিকে তাকালেন ডানকান। 'আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দেব না, লরেন।' চেহারা দেখে মনে হলো কথাগুলো বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'একজন মানুষকে হাত-পা বেঁধে আটলান্টিকের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বলা হলো পারলে কারও সাহায্য ছাড়া তীরে পৌঁছাও। ধরে নিন মি. পিটকেও এরকম একটা কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এবার আপনি নিজেই বুঝে দেখুন ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু।'

কথাগুলো একটা ঘুসির মত আঘাত করল, টলতে শুরু করল লরেন। হাত বাড়িয়ে তার বাহু ধরে ফেলল অ্যাল। মনে হলো, লরেনের হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে। বিড়বিড় করে সে বলল, 'অন্তত আমার কাছে পিট কোনদিন মরবে না।'

BanglaBook.org

৫৯.

যত ক্লান্তই হোক, পিটের কপালে বিশ্রাম নেই। আরও চারটে জলপ্রপাত পেরিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। সুখের কথা, কোনটাই প্রথমটার মত খাড়া নয়, যেটা থেকে খসে পড়ার সময় অ্যাল আর ও মরতে বসেছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খাড়াটা মাত্র দশ ফুট। আংশিক চুপসানো হোভারক্রাফট তীক্ষ্ণ কিনারা থেকে সাহসের সঙ্গে লাফ দেয়। শুধু তাই নয়, নিচের পাথর ছড়ানো খরস্রোতা নদীতে পড়ে ফেনা ও পানির ছিটার ভেতর দিয়ে বীরদর্পে এগিয়েছে ওটা।

সিলিং থেকে নেমে আসা অঝোর ধারার বর্ষনই বেশি ভোগাল। পানির মোটা ধারা কামানের গোলার মতো আঘাত করল পিটের ক্ষতগুলোয়। তবে ব্যথা পাওয়ায় ওর অনুভূতি আর সচেতনতা তীক্ষ্ণ হলো আরও। নদীটাকে অভিশাপ দিল পিট, জানে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওর এই জুয়া খেলায় সবচেয়ে বড় বাধাটা তুলে রেখেছে নদী একেবারে শেষ মুহূর্তের জন্যে।

ইতিমধ্যে হাত থেকে খসে গেছে বৈঠাটা। ধারাল পাথরের খোঁচা খেয়ে খেয়ে ফেটে গেছে হোভারক্রাফটের আরও দুটো ফ্লোট সেল। আর মাত্র কয়েকটা এয়ার ব্যাগ ফুলে আছে, সেগুলোর ওপর অর্ধেক পানিতে ডুবে শুয়ে আছে পিট। ওর ডান হাতের শক্ত মুঠোয় এখনও রয়েছে টর্চটা। তবে ডোবা কয়েকটা প্যাসেজ পেরুবার পর অপরপ্রান্তের খোলা পানিতে পৌঁছে হোভারক্রাফটের সেলে নতুন করে বাতাস ভরতে হওয়ায়, তিনটে এয়ার ট্যাংক খালি হয়ে গেছে ওর, চতুর্থটাও খালি হতে আর বেশি বাকি নেই।

এক এক করে তিনটে টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, টর্চগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছে পিট। শেষ টর্চের আলো আর হয়তো বিশ মিনিট পাওয়া যাবে।

দিক সম্পর্কে কোন ধারণা নেই পিটের। পাথরগুলোয় প্রচুর লোহা থাকায় ওর কম্পাস কোন কাজে আসছে না। ভয় তাড়াবার জন্যে পিছনে ফেলে আসা নদীপথটা স্মরণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু বাঁক আর ডোবা প্যাসেজগুলো সংখ্যায় এত বেশি, তার ওপর শরীর এত ক্লান্ত, প্রায় কিছুই মনে করতে পারল না। হিসহিস করে বাতাস ছাড়ার শব্দ ঢুকল কানে। হোভারক্রাফটের আরও একটা সেল ফেটে গেল।

BanglaBook.org

কত দূর এলাম? মাথার ভেতরটা ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রশ্নগুলো আসছে অলস ভঙ্গিতে। এর শেষ কোথায়? আশ্চর্য, ওর খিদে পাচ্ছে না কেন? ক্ষুৎ পিপাসার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে ওর শরীর।

বেশিরভাগ সময় চোখ বুঁজে ঝিমাচ্ছে পিট, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তারপরই চমকে উঠে চোখ খুলছে। না, এখন ওর অচেতন হওয়া চলবে না। এখনও অনেক দূর যেতে হবে ওকে। বার কয়েক বড় করে শ্বাস টেনে কয়েক ঢোক পানি খেলো। অন্ধকারে হাতড়ে থার্মোসটা খুঁজল। অল্প একটু কফি আছে, ঠাণ্ডাই! তবু ঢোক গেলার পর একটু যেন শক্তি ফিরে পেল পিট।

টর্চটা জ্বালল একবার। আলো এত ম্লান, সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেলল। বিপদের সময় কাজে লাগবে। হোভারক্রাফটের মাঝখানে পানি জমে রয়েছে, তাতেই শুয়ে পড়ল আবার।

শরীরে এখন আর কোন ব্যথা নেই। ওর নার্ভের মুখগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে শরীরটা হয়ে পড়েছে অসাড়। আন্দাজ করল, অন্তত দুই পাউন্ড রক্ত বেরিয়েছে শরীর থেকে। হেরে যাবে, এই কথাটা ভাবতেই চাইছে না। বিশ্বস্ত ওয়ান্ডারউইং অনেক দূর নিয়ে এসেছে ওকে, তবে আর একটা সেল ফেটে গেলেই ওটাকে ত্যাগ করতে হবে ওর। তারপর যা করার একা করতে হবে ওকে।

কি যেন একটা মনে পড়তে চাইছে। একটা গন্ধ পাচ্ছে ও। গন্ধ সম্পর্কে কি যেন বলা হয়? গন্ধ তোমাকে অতীতের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, অতীতের তালা খোলার চাবি হতে পারে। বড় করে শ্বাস টানল পিট, কেন পরিচিত মনে হচ্ছে তা বুঝতে পারার আগেই যেন ঘ্রাণটা হারিয়ে না যায়। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটল, একটা স্বাদ পেল আগে যা পায়নি। লবণ। তারপরই ব্যাপারটা বুঝতে পারল পিট।

সাগরের গন্ধ।

অবশেষে আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার সিস্টেমের শেষ মাথায় পৌঁছেছে ও, যে প্রান্তটা মিলিত হয়েছে গালফের সঙ্গে।

চোখ খুলল পিট, পাতালের রাজ্য আগে চোখে পড়েনি, আবছা মত একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে। পানির দিকে তাকাতে কিসের যেন একটা প্রতিফলন ধরা পড়ল দৃষ্টিতে। প্যাসেজের সামনে থেকে আলোর ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নাগালের মধ্যে দিনের আলো, বাঁচার তীব্র আশা জাগল মনে।

সামনে ডুবে আছে প্যাসেজ। ডুব সাঁতার দিয়ে জাগাটা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে। বয়্যান্সি কমপেনসেটর লো-প্রেশার হোস-এর সঙ্গে যুক্ত কিনা দেখে

BanglaBook.org

নিল পিট, তারপর পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে এয়ার ট্যাংক বাঁধল। ডাইভ মাস্ক না থাকায় সবকিছু ঝাপসা দেখতে পাবে ও, তবে ওর কাজ তো হবে শুধু আলোর দিকে এগোনো। রেগুলেটরের মাউথপীস কামড়ে ধরল, শক্ত করল নার্ভ, তারপর ডাইভ দিল।

ওর সামনে খাদের সিলিং ঢাল হয়ে নামছে তো নামছেই। ত্রিশ মিটার ছাড়িয়ে এল পিট, তারপর চল্লিশ মিটার। পঞ্চাশ মিটার ছাড়াবার পর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কমপ্রেসড এয়ার-এর সাহায্যে ডাইভ দিলে ষাট ও আশি মিটারের মাঝখানে অদৃশ্য একটা ব্যারিয়ার থাকে, সেই ব্যারিয়ার পেরুলে মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতালের মত আচরণ শুরু করে ডাইভার। ওর ওপর পাথরে এয়ার ট্যাংক ঘষা খাওয়ায় ভৌতিক আওয়াজ তুলল। সঙ্গে ওয়েট বেল্ট না থাকায় পজিটিভ বয়্যান্সিতে রয়েছে ও। সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে আরও গভীরে নেমে যেতে হলো ওকে।

পিটের মনে হলো ঢালু হয়ে ছাদের নিচে নামা কোনদিন শেষ হবে না। ডেপথ গজে দেখা যাচ্ছে পঁচাত্তর মিটার, তার মানে দুশো ছেচল্লিশ ফুট। তারপর স্রোত ওকে ওভার হ্যাং-এর ডগা পার করে আনল। এখান থেকে ছাদ ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করেছে। তবে আদর্শ পরিস্থিতি বলা যাবে না। পিট আশা করেছিল খাড়া উঠে যাবে ছাদ, সরাসরি পানির সারফেসে।

আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। টর্চের আলো ফুরিয়ে গেছে। তবু ডাইভ ওয়াচের ডায়ালটা পড়া গেল। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। সময়টা কি ভোর, নাকি বিকেল? নদীতে ডুবে গিয়েছিল কতক্ষণ আগে। দশ মিনিট নাকি পঞ্চাশ মিনিট আগে মনে করতে পারল না।

নদীর পান্না সবুজ পানি এখন নীলচে। স্রোত ঢিলে হয়ে আসছে, সেই সঙ্গে ওর উত্থানও হচ্ছে মন্থর। দূরে ঝলমল করছে কি যেন। তার মানে কি অবশেষে সারফেস দেখতে পাচ্ছে ও?

গালফে বেরিয়ে এসেছে সে। সাঁতার কাটছে সী অব কোর্টেজ-এ। মুখ তুলল পিট, দূরে একটা ছায়া ঝুলতে দেখল। এয়ার পেশার গজের দিকে তাকাল আবার। শূন্যের ঘরে কাঁপছে কাঁটা।

স্বামী-স্ত্রী, দু'জনের বয়েসই ষাটের ওপর, একটা ইয়ট, নিয়ে মাছ ধরছেন সী অব কোর্টেজ-এ। সারাদিন একটাও মাছ পাননি, বুড়ি ক্লারার মন খুব খারাপ। তাঁর স্বামী জো হেগান হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'পাই না, পাই না, এবার একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরেছি!'

'মারলিন নাকি?' স্বামীর ফিশিং পোল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বাঁকা হয়ে গেছে দেখে ক্লারার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

'মারলিন হলে ছুটোছুটি করত।' জো হেগান হাঁপাচ্ছেন, রীল ঘোরাতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'বিরাট একটা বোঝা মনে হচ্ছে।'

'টানা-হেঁচড়া করে তুমি হয়তো মেরে ফেলেছ।'

'নেটটা ধরো, প্রায় উঠে এসেছে।'

নেট নিয়ে তৈরি হলেন ক্লারা, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি! দেখে মনে হচ্ছে কালো আর বিশাল...।' পরমুহূর্তে তাঁর গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারাতে আর এক কি দুই সেকেন্ড বাকি, এই সময় দুই ঢেউয়ের মাঝখানে পানির ওপর মাথা তুলল পিট। পানি থেকে ওঠা রোদের প্রতিফলন দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল। প্রায় দু'দিন দিনের আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে চোখ দুটো।

স্বস্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ, বিরাট কিছু অর্জন করার উল্লাস, সব একসঙ্গে ভিড় করল মনে। নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনে চোখ খুলল। পাশে সাদা ও নীল রঙের একটা ইয়ট ভাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, একজোড়া মুখ রেইলিং থেকে ঝুঁকে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে বুঝতে পারল পিট, ওর পায়ের সঙ্গে কি যেন জড়িয়ে আছে। কি যেন একটা বাড়ি মারছে তার পায়ে। হাতড়াতেই লাইনটা পেয়ে গেল ও, টেনে তুলল সেটা। লাইনের সঙ্গে উঠে এল একটা ছোট মাছ, এক ফুট লম্বা, মুখ থেকে বেরিয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা হুক।

বগলের তলায় মাছটাকে হালকাভাবে চেপে ধরে অক্ষত হাত দিয়ে হুকটা সাবধানে খুলল পিট। মাছের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

৬০.

ইয়টটার নাম 'ফার্স্ট এটেম্পট্'। পেট্রোল বোট যখন পাশে ভিড়ল পিট তখন ডেকে দাঁড়িয়ে, বৃদ্ধ হেগানের গায়ে আংশিক হেলান দিয়ে। ভদ্রলোক ওর ছেঁড়া ওয়েট স্যুট খুলে নিয়েছেন। পরতে দিয়েছেন নিজের একটা গলফ শার্ট ও একজোড়া শর্টস। আর ক্লারা ওর কাঁধে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, টেপ দিয়ে ডেকে দিয়েছেন কপালের ক্ষতটা।

হেগানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল পিট। 'জীবনে যত মাছ ধরেছেন তার মধ্যে আমিই সম্ভবত সবচেয়ে বড়, তাই না?'

হেসে উঠে জো হেগান বললেন, 'নাতি-নাতনীদের শোনাবার জন্যে এর চেয়ে ভাল গল্প কোথায় পাব আর।'

এরপর বৃদ্ধাকে চুমো খেলো পিট। 'আপনার হাতের রান্না আমি কোনদিন ভুলব না। আর আপনাদের ঋণটা তো কোনদিই শোধ করা সম্ভব নয়। ধন্যবাদ।'

ছোট একটা লঞ্চে চড়ে পেট্রোল বোটে চলে এল পিট। সঙ্গে সঙ্গে সিক-বে- তে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দু'জন ডাক্তার পরীক্ষা করলেন।

জোলারদের হাসিয়ান্দা সার্চ করছিলেন কার্টিস স্টারগার, তাঁর ক্যালিক্সিকো অফিস থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ফোন এল, ডার্ক পিটকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। হাসিয়ান্দা সার্চ করে এমন কিছুই পাওয়া গেল না যা জোলারদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। পরিত্যক্ত প্লেনটা পড়ে আছে এয়ারস্ট্রিপে, পাইলট আগেই পালিয়েছে। তবে প্লেনটা সার্চ করার সময় আনাড়ি হাতে তৈরি কয়েকটা কাঠের পুতুল পেলেন স্টারগার। 'কি এগুলো?' তাঁর একজন এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁর এজেন্ট প্রাচীন সাউথইস্ট আর্টিফ্যাক্ট সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের এক ধরনের ধর্মীয় প্রতীক।'

'এগুলো কি কটনউড দিয়ে তৈরি?'

প্রতিমাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে এজেন্ট বললেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

পুতুলগুলোর গায়ে হাত বুলালেন স্টারগার। 'আমার ধারণা এগুলোই খুঁজছিলেন ডার্ক পিট।'

BanglaBook.org

নার্সের সঙ্গে স্টারগার-এর একজন এজেন্ট ঢুকলেন কেবিনে। বেডে শুয়ে আছেন রুডি গান। খবরটা শুনে পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, 'আমি জানতাম, ডার্ক পিট এভাবে হারিয়ে যেতে পারেন না।'

এক ঘণ্টা পর ওষুধ খাওয়াতে এসে নার্স দেখল বেড খালি। গায়ে শুধু বিছানার চাদর জড়িয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন রুডি।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, প্ল্যাটফর্মের লোকজন সবার শেষে খবরটা পেল।

'পিট বেঁচে আছেন!' হাঁপিয়ে উঠল শ্যানন।

মাথা নাড়লেন ডানকান, বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'কিভাবে সম্ভব? ভদ্রলোক মানুষ না অন্য কিছু? এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে...।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে লরেন, আঙুলের ফাঁক গলে পানি ঝরছে। জিওর্দিনোর গায়ে হেলান দিল সে, বলল, 'আমি প্রথম থেকেই জানতাম, ও ঠিক ফিরে আসবে।'

হঠাৎ করে ফেরীবোটের ডেকে মহা হৈ-চৈ আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। গাম্ভীর্য খসে পড়েছে, যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে পিষছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। ভুল করে দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করা হতে পারে, এই ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হলো শ্যাননকে। ছোঁ দিয়ে স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার তুলে মেক্সিকান নেভি ফ্লীট কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন অ্যাডমিরাল, আরও তথ্য চান তিনি। দুটো শ্যাম্পেনের বোতল খুলল শ্যানন আর রজার্স, সবাইকে একটা করে গ্লাস ধরিয়ে দিচ্ছে।

'পিট আসলে অচল সিকির মত', বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে অ্যাল। 'বারবার ফিরে আসে।' এসব বলে সে আসলে নিজের ভাবাবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ডেকে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল, 'পিটকে নিয়ে মেক্সিকান নেভির একটা পেট্রোল বোট আসছে। আহত হলেও হাঁটাচলা করতে পারছে ও। ভাল কথা, দু'জন অতিথি আসছেন প্ল্যাটফর্মে। একটা হেলিকপ্টারে থাকবেন মেক্সিকোর অর্থমন্ত্রী, অপরটায় মেক্সিকোয় পেরুর অ্যামব্যাসাডর। দু'জনের সঙ্গেই দু'দল রিপোর্টার আসছেন।'

BanglaBook.org

৬১.

সান ফিলিপি বন্দরের পরিবেশ উৎসব মুখর হয়ে উঠল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে ডক। পিটকে নিয়ে পেট্রোল বোট হারবারে ঢোকামাত্র চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মেক্সিকান নেভির একজন অফিসার পিটের দিকে ফিরে বললেন, 'অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি নেই, কি বলেন?'

রোদ লাগায় চোখ কুঁচকে তাকাল পিট। 'আজ কি এদিকে ছুটির দিন?'

'আরে না! মরুভূমির তলায় আপনি একটা নদী আবিষ্কার করেছেন, এই খবর শুনে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে মানুষ। বুঝতে পারছেন না, এই নদী গোটা এলাকার চেহারা বদলে দেবে!'

পিটের বিস্ময় নির্ভেজাল। 'এত লোকজন আমাকে দেখতে এসেছে... আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না, সিনর। নদীটা আবিষ্কার করে কৃষক আর খামার মালিকদের কাছে হিরো বনে গেছেন আপনি।' দুটো ভ্যানের দিকে হাত তুললেন তিনি, টেকনিশিয়ানরা টেলিভিশন-ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে। 'গোটা মেক্সিকোয় এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র খবর।'

'হায় খোদা!' গুঙিয়ে উঠল পিট। 'আসল খবরটা শুনলে মানুষ তো আমাকে পিষেই মেরে ফেলবে।'

পেট্রোল বোটের রেডিওতে অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা হয়েছে পিটের। লরেন, অ্যাল ও রুডি বেঁচে আছেন শুনে ওর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বিলির হাতে সাইরাস সারাসন কিভাবে মারা গেছে, হুয়াসকারের গুপ্তধন সহ জোসেফ জোলার আর চার্লস কিভাবে ধরা পড়ল, প্রফেসর মূর আর তাঁর স্ত্রীর অবদান ইত্যাদিও ওকে জানিয়েছেন অ্যাডমিরাল।

এক সময় প্ল্যাটফর্মের গায়ে ভিড়ল পেট্রোল বোট। আপার প্যাসেঞ্জার ডেকে বিশাল একটা কাগজের ভাঁজ খোলা হলো, তাতে লেখা — ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম দা ডেড।

অটো ডেকে দুটো হেলিকপ্টার দেখা গেল। পাশেই মেক্সিকান নেভির ব্যান্ড পার্টি দেশাত্মবোধক গানের সুর বাজাচ্ছে। পেট্রোল বোটের রেইলিং-এর ওপর ঝুঁকে হেসে উঠল পিট। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল ও, পাঁজরে যেন আগুন ধরে গেছে।

BanglaBook.org

পিটের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হাত নাড়ছে লরেন। চোখাচোখি হতে পিটও হাত নাড়ল। তবে সাবধান হয়ে গেছে, হাসছে না। লরেন দেখল পিটের মাথায় ব্যান্ডেজ, বাম হাতটা স্লিং-এ ঝুলছে, একটা কব্জিতে প্লাস্টার। ইউনিফর্ম পরা মেক্সিকান নেভির ক্রুদের মাঝখানে শর্টস আর গলফ শার্ট পরা পিটকে বেমানান লাগছে।

পিট দেখল অ্যাডমিরালের পিছনে একটা হুইল চেয়ারে বসে রয়েছে অ্যাল। ওর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আরও ধরা পড়ল পাডিলা, সঙ্গে স্ত্রী। ওদের সঙ্গে রয়েছে জেসাস, গাটো আর ইঞ্জিনিয়ার, যার নাম ওর মনে থাকে না। তারপর গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ফেলা হলো, মেক্সিকান নেভির অফিসার ও ক্রুদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল পিট।

পেট্রোল বোট থেকে প্ল্যাটফর্মে চলে এল ও, চলে এল হাসিখুশি একটা ভিড়ের ভেতর। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল লরেন, ধীরে ধীরে দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল পিটকে, মুখ চেপে ধরল ওর বুকে। তারপর, চুমো খাবার সময়, কেঁদে ফেলল সে। বলল, 'ওয়েলকাম হোম, সেইলর।'

লরেনকে নিয়ে অ্যাডমিরাল ও জিওর্দিনোর মুখোমুখি হলো পিট। এবার ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল রিপোর্টার ও টিভির ক্যামেরাম্যানরা।

অ্যাল বলল, 'যখন শুনলাম মেক্সিকো সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে দেশের সবচেয়ে সম্মানজনক পদকটা দেয়া হবে, বুঝলাম তুমি মরবে না — অন্তত পদকটা নেয়ার লোভে হলেও বেঁচে ফিরে আসবে।'

সাবধানে হাসল পিট। 'ওয়ান্ডারউইংটা না পেলে এখানে আমাকে দেখতে না।'

পিটকে ঘিরে ফেলল সবাই, রিপোর্টাররা নাগাল পাবার আগেই একটা কেবিনে ঢোকানো হলো ওকে, ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

BanglaBook.org

ঘরে ফেরা

৪ নভেম্বর, ১৯৯৮।
সান ফিলিপে। বাজা, ক্যালিফোর্নিয়া।

৬২.

দুই দিন পরের ঘটনা। মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে বিশদভাবে রিপোর্ট করার পর বিদায় নেয়ার জন্যে সান ফিলিপির ডকে জড়ো হয়েছে সবাই। সবার আগে বিদায় নিয়েছেন ড. ডানকান। খুব ভোরে চলে গেছেন তিনি, আজ সকালে কারও সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, বিদায় নেয়ার কাজটা কাল রাতেই তিনি সেরে ফেলেছিলেন। সনোরান ওয়াটার প্রজেক্ট নাম দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হয়েছে, ডানকানকে করা হয়েছে প্রজেক্টের ডিরেক্টর। একটা বছর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে তাঁর। খরাপীড়িত সাউথওয়েস্ট-এর জন্যে পাতাল নদীর পানি খোদার একটা নেয়ামত। আর মেক্সিকোর নিচে যখন সোনার খনি আছে, খুবই সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের নিচেও খনিটার বিস্তৃতি ঘটে থাকতে পারে। তা থাক বা না থাক, ডানকান এরইমধ্যে ভাবছেন মরুভূমির তলায় নদী বরাবর একটা ট্যুরিস্ট সেন্টার গড়ে তুলবেন।

পেরু সরকার ড. শ্যাননকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ওখানে সে চাচাপয়ান শহরগুলো খুঁড়বে। জানা কথা শ্যানন যেখানেই যাক, রজার্সও তার পিছু নেবে।

'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে', পিটের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় আন্তরিক সুরে বলল রজার্স।

'হতে পারে, শুধু যদি কথা দেন পবিত্র সিঙ্কহোল থেকে দূরে থাকবেন আপনি।'

হেসে উঠে রজার্স বলল, 'দিলাম কথা।'

শ্যাননের চোখের দিকে তাকাল পিট। দৃঢ় ভাব আর উজ্জ্বলতা সেই আগের মতই স্পষ্ট। 'আমি আপনার শুভ কামনা করি।'

পিটের ভেতর এমন এক পুরুষকে দেখতে পেয়েছে শ্যানন যাকে সে পেতে পারে না বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। একাধারে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, দুটোই অনুভব করছে সে, যা সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারছে না। যেন লরেনকে

BanglaBook.org

খেপিয়ে তোলার জন্যেই এগিয়ে এসে পিটকে চুমো খেলো সে– জোরে, দীর্ঘ সময় নিয়ে। 'সো লং, উদ্ধারকর্তা। আমাকে ভুলবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিট বলল, 'চেষ্ট করলেও পারব না।'

ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে শ্যানন আর রজার্স চলে যাবার পর নুমার একটা হেলিকপ্টার নামল প্ল্যাটফর্মের ডেকে। ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার, এয়ারপোর্টে নুমার একটা প্যাসেঞ্জার জেট অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। আগেই কথা হয়েছে, অ্যালকে ওয়াশিংটনে পৌঁছে দেবেন তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসার পর রুডি এই ক'দিনে প্রায় পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে গেছেন, তিনিও ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন।

সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর প্ল্যাটফর্মে রয়ে গেল শুধু পিট ও লরেন।

'আমার খিদে পেয়েছে', বলল লরেন। 'চলো না মেক্সিক্যালিতে যাই, ভাল একটা রেস্তোরাঁ দেখে খাই কিছু। আমি গাড়ি চালাব।'

একটা হাত উঁচু করল পিট, 'এটা এখনও কাজ করে।'

কিন্তু লরেন ওর কথা শুনবে না। ট্রেইলারসহ নিজের গাড়িটা অটো ডেক থেকে বের করল সে, র‍্যাম্প হয়ে উঠে এল ডকে। আর ঠিক তখনই পাশে এসে থামল একটা গাড়ি, দরজা খুলে নিচে নামলেন কার্টিস স্টারগার। 'ভাগ্য ভাল আমার, তাই পেলাম আপনাদের। গাসকিল পই পই করে বলে দিয়েছেন, এটা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।'

ইন্ডিয়ান চাদরে মোড়া একটা বড় পোঁটলা পিটের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। লরেনের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল পিট, দু'হাতে জিনিসটা ধরতে পারছে না। লরেনই পোঁটলাটা নিল, নিয়ে খুলে ফেলল।

ভেতর থেকে বেরুল চারটে প্রতিমা।

'মনটোলোদের প্রতিমা', শান্তসুরে বলল পিট। 'কোত্থেকে পেলেন বলুন তো?'

'জোলারের প্রাইভেট প্লেনে।'

'বিলি খুব খুশি হবে', বলল পিট।

চোখ মটকে স্টারগার বললেন, 'আপনাকে বিশ্বাস করা যায়, এগুলো আপনি ওদের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

লরেনের গাড়ির পিছনে ট্রেইলারের দিকে তাকাল পিট। 'ওটার ভেতর আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উপহার দেয়া যে সোনা আছে তার পরিমাণ মনখানেকের কম হবে না, ইন্ডিয়ানদের কাছে এই প্রতিমাগুলোর দাম ওই সোনার চেয়েও বেশি। সীমান্ত পেরুবার আগে বিলিদের গ্রামে একবার ঢুঁ মেরে যাব আমরা।'

BanglaBook.org

'গাসকিলও তাই আন্দাজ করেছেন।'

'জোলারদের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'জেলে। জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। চুরি, স্মাগলিং, খুন এরকম ছাব্বিশটা অভিযোগ।'

'আপনার লোকজন দারুণ কাজ করেছে।'

'সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ, মি. পিট। যদি কখনও কাস্টমস সার্ভিসের সাহায্য দরকার হয়, শুধু একটা খবর দেবেন।'

'মনে থাকবে ধন্যবাদ।'

রোজকার মত গরু-ছাগলগুলোকে দেখার জন্যে একটা চক্কর দিয়ে এই মাত্র ফিরেছে বিলি। ঘোড়া থেকে নেমে মরুভূমির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ধুলোর একটা মেঘ। একটা গাড়ি, সঙ্গে ট্রেইলার, এদিকেই ছুটে আসছে। এক সময় তার বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। দরজা খুলে নিচে নামল পিট।

'তোমার ওপর গরম রোদ বর্ষিত হোক, বন্ধু', অভ্যর্থনা জানাল বিলি।

'তোমার কপালে জুটুক পরিষ্কার আকাশ', ইন্ডিয়ানদের রীতি অনুসারে জবাব দিল পিট।

পিটের হাতটা ধরে সজোরে ঝাঁকাল বিলি। 'তোমাকে দেখে সত্যিকার খুশি হয়েছি আমি। ওরা আমাকে বলল তুমি নাকি অন্ধকারের ভেতর মারা গেছ।'

'প্রায় মারাই গিয়েছিলাম', বলে স্লিঙে আটকানো হাতটা দেখাল পিট। 'পাহাড়ের ভেতর নেমে তুমি আমার বন্ধুদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।'

'শয়তান লোকদের উচিত শাস্তি অকাল মৃত্যু', দর্শন আওড়ানোর সুরে বলল বিলি। 'সময়মত ওখানে পৌঁছুতে পেরেছিলাম বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই।'

চাদর মোড়া পোঁটলাটা বিলির হাতে ধরিয়ে দিল পিট। 'এটা তোমাদের জন্যে।'

যত্নের সঙ্গে পোঁটলাটা সামান্য একটু খুলল বিলি। প্রতিমাগুলো দেখে অনেকক্ষণ নড়ল না সে, কথাও বলল না। তার দু' চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। তারপর বলল, 'তুমি বন্ধু আমার গোষ্ঠীর আত্মা, স্বপ্ন আর ধর্ম ফিরিয়ে এনেছ। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা পরিণত বয়েসের স্বীকৃতি পাবে, বিয়ে করতে পারবে।'

'শুনেছি এগুলো যারা চুরি করেছিল তারা নাকি অদ্ভুত একটা কান্না শুনতে পেয়েছে– যেন বাচ্চা মেয়েরা ফোঁপাচ্ছে।'

'ওরা বাড়ি ফেরার জন্যে কাঁদছিল।'

'আমি শুনেছিলাম ইন্ডিয়ানরা কখনও কাঁদে না।'

চোখে পানি, হেসে ফেলল বিলি। 'মিথ্যে কথা। আমরা শুধু চাই না কেউ দেখে ফেলুক।'

BanglaBook.org

বিলির বউয়ের সঙ্গে লরেনের পরিচয় করিয়ে দিল পিট। স্বামী-স্ত্রী ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করল তারা, তারপর অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল। আজ রাতে ওদেরকে থাকতে হবে গ্রামে, বিলির বউ নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে ওদের। কাল সকালে একই প্রস্তাব নতুন করে দেয়া হবে, অর্থাৎ কালকেও সারাটা দিন বিলিদের অতিথি হতে হবে ওদেরকে। এভাবে সাতবার প্রস্তাব বা আমন্ত্রণ পাবে ওরা, সাতটা দিন বিলিদের গ্রামে বেড়িয়ে যেতে হবে ওদেরকে। তার আগে বলে নেয়া হয়েছে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান যোগ্য নয়।

রাতে খেতে বসে দেখা গেল বিলি তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর গ্রামের বয়স্ক লোকদেরও দাওয়াত দিয়েছে। জানা গেল, প্রতিমা ফেরত পাওয়া উপলক্ষে সাতদিন উৎসব চলবে গ্রামে। গ্রামের প্রতিটি পুরুষ পিটের সঙ্গে করমর্দন করল। আর মেয়েরা প্রত্যেকে ছোটখাট কিছু না কিছু উপহার দিল লরেনকে। জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি লরেনের, প্রাণের এই ছোঁয়া তাকে ভাবাবেগে ভাসিয়ে দিল, লজ্জা ভুলে মন খুলে কাঁদল সে।

খাওয়া শেষ হতে পিট বিলিকে বলল, 'তুমি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করায় নিজেকে আমি সম্মানিত মনে করছি, বিলি।'

'সত্যি যদি বন্ধু বলে মনে করো, দু' এক বছর পর পর হলেও দেখা করে যেয়ো।'

'নদীর পানি যখন সারফেসে তোলার ব্যবস্থা হবে', বলল পিট, 'আমি দেখব তোমাদের এই গ্রাম যাতে অবশ্যই পানি পায়।'

গলা থেকে নীলকান্তমণির একটা মালা খুলে পিটের হাতে গুঁজে দিল বিলি। 'বন্ধুকে দেয়া আমার উপহার।'

অত্যন্ত দামী জিনিস, নিতে রাজি হলো না পিট। কিন্তু বিলি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'প্রতিজ্ঞা করেছিলাম প্রতিমাগুলো ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত গলায় পরব এটা। মালাটা সৌভাগ্যের প্রতীক। এখন থেকে এটা তোমার কাছে থাকবে। কেন যেন আমার মনে হয়েছে, সৌভাগ্য জিনিসটা তোমার প্রায়ই দরকার হয়।'

হেসে ফেলে পিট বলল, 'ধরেছ তো ঠিকই। ধন্যবাদ, বিলি।'

দ্বিতীয় দিন লরেনকে নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরুল পিট। হাঁটতে হাঁটতে কবরস্থানের কাছে চলে এল ওরা। লরেনকে পিট প্যাটি লু কাটিং-এর কবরটা দেখাল।

হাঁটু গেড়ে নিচু হলো লরেন, সমাধি ফলকে লেখাটা পড়ল।

'কথাগুলো কি সুন্দর, তাই না?' নরম সুরে বলল লরেন। 'এর পিছনে কি কোন গল্প আছে?'

BanglaBook.org

'কেউ জানে না। ইন্ডিয়ানরা বলে, রাতের অন্ধকারে কারা যেন কবর দিয়ে গেছে মেয়েটাকে।'

'একদম বাচ্চা মেয়ে। মাত্র দশ বছর বয়েস।'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'হ্যাঁ, ওয়াশিংটনে ফিরে দেখবো, এই নামে কোনো রেকর্ড আছে কি না।'

কিছু সময় নীরব থাকার পর লরেন বললো, 'ভেবে দ্যাখো– হানিমুনের জন্যে জায়গাটা কি চমৎকার নির্জন?'

'মানে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছো যে একবার তোমাকে বিয়ের জন্যে বলেছিলাম?' একটা হাত তুলে লরেনের হাতে রাখলো পিট।

'আমার মনে হয়– হঠাৎ করে ভুলে বলে ফেলেছিলে কথাটা,' বলে লরেন।

'মানে– তুমি আমাকে প্রত্যাখান করছো?'

'একজনকে তো মাথা ঠিক রাখতে হবে। কাজেই, আমি ঠিক থাকি,' লরেনের জবাব।

'আমি কিন্তু সিরিয়াস– বিয়ের ব্যাপারে,' পিট বললো।

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে পিটের চোখে রাখলো লরেন। 'জানি। কিন্তু বাস্তবতাকে কেনো অস্বীকার করবে? আমাদের একটা সমস্যা হলো, বন্ধু হিসেবে দারুণ মানিয়ে যাই, কিন্তু পরস্পরের জন্যে আমরা ঠিক অপরিহার্য নই। ধরো যদি তুমি আর আমি একটা ছোট্ট ছিমছাম ঘরে থাকি, কেবলই ধূলো জমবে ওখানে, কেনোনা আমরা কেউই বেশিরভাগ সময় থাকবো না। তেলে আর জলে কি মিশে কখনো? সমুদ্র তোমার ভালোবাসা– আমার প্রেম কংগ্রেস। আমাদের কখনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হতে পারে না, পারে কি?'

'খুব একটা খারাপ বলেছো– এটা বলতে পারছি না।'

'আমার ভোট হলো– যেমন আছি, তেমন থাকি না। কোনো অবজেকশন?'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো পিট। লরেন ভাবলো, কি দারুণভাবে নিজের স্বস্তি গোপন করলো পিট! শেষমেষ, নীরবতা ভেঙে ডার্ক বললো, 'একটা কথা জানো কি, সংসদ সদস্যা স্মিথ?'

'কি?'

'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুমি কিন্তু আশ্চর্যরকম সৎ এবং উত্তেজক।'

'আর, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের হলেও,' গাঢ় স্বরে বলে লরেন, 'তোমার সাথে প্রেম করা সহজ।'

পিটের সবুজ চোখে ঝিলিক খেলে যায়। 'ওয়াশিংটন কতো দূরে?'

'প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেনো?' লরেন অবাক।

হাতের প্লাস্টারের ঝুল খুলে ফেলে দেয় পিট। জড়িয়ে ধরে লরেনকে। 'ভেবে দ্যাখো– পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ পরে রয়েছে তোমার-আমার জন্যে। পরীক্ষা করে দ্যাখো– কতোটা ভালোবাসা যায় আমাকে!'

■

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG